# মাসিক পত্র।

নবীন ভাবাচ্ছপলাস্রবান্নবেহ্যবায়সোহপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

২য় ভাগ। { অগ্রহায়ণ ১২৮০ সাল। } ২৮ সংখ্যা।


## সমাজচিত্র।

( পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান )

অথবা কেঁড়েলের জীবন।

তৃতীয় পট—গুরুমহাশয়।

আমাদের নিজ বাটীতেই পাঠশালা ছিল, তাহাতেই লিখিতাম পড়িতাম। গুরুমহাশয় বড় ভাল লোক ছিলেন, আমাকে এবং আমার মধ্যম দাদাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার নাম হরিশ্চন্দ্র বসু, নিবাস গজঘণ্টা। রাঢ় দেশ হইতেই প্রায় সকল গুরুর আমদানি। অতি অল্প সংখ্যক মহাশয় অন্যত্র হইতে আসিতেন ও আসিয়া থাকেন। হরিশ গুরুমহাশয় সেই অল্প সংখ্যার একজন। যেহেতু গজঘণ্টা গ্রাম রাঢ়ে নয়, ত্রিবেণীর নিকট। তখন ইহাঁর বয়ঃক্রম চল্লিশের উপর, পঞ্চাশের মধ্যে। অধিকাংশ গুরুমহাশয় হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হন, তিনি তাহা ছিলেন না। ইহাঁর শরীর অতি কৃশ ও উষ্ক খুষ্ক ছিল। সচরাচর গুরুমহাশয়দিগের যেরূপ তোলাবেড়িকাটা মস্তকে স্ত্রীলোকের চুলের সম্পূর্ণ না হউক অর্দ্ধ পরিমাণে দীর্ঘ শিক্ষা বা শিখা দেখা যায়, ইঁহার তেমন ছিল না। ইঁহার বেড়ি কপালের উপরেই [illegible] এবং শিক্ষা বা অত দীর্ঘ চুল ছিল [illegible] অথচ নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়। বিশেষতঃ কেশজাল অত্যন্ত ঘন ও খাড়া থাকাতে কিছু বুনো বুনো রকম দেখাইত। তিনি বেশী তৈল মাখিতেন, তথাপি অন্যান্য মহাশয়দিগের ন্যায় তাঁহার চর্ম্ম ও চুল তেল-চুকচুকে ছিল না।

তাঁহার হস্তদ্বয়ের কোনোটী না কোনোটী সর্ব্বদা স্বীয় মস্তকে সংলগ্ন থাকিত—আপনা আপনি বিলি [illegible] কোনো উকুন ধরিতেন। কিন্তু, তবে আর প্রিয়ছাত্র [illegible] সেই কীটশীকারে [illegible]তেন না—ঐ শিষ্যের মাথার উকুন তুলিয়াই সেই মৃগয়া-প্রবৃত্তির কৃতার্থতা সাধন করিতেন! ফলতঃ হয় আপনার, নয় অপরের মস্তকে বিলি না কাটিয়া তিনি একক্ষণে থাকিতেই পারিতেন না। অন্ততঃ উহাই তাঁহার প্রিয়তম অভ্যাস ছিল। বাল্যকালে আমার মাথায় অত্যন্ত উকুন জন্মিত, এজন্য গুরুমহাশয় সর্ব্বদাই কাছে ডাকিতেন; কি দিবা, কি রাত্রি, সাবকাশ পাইলেই আমার মস্তকে বিলি কাটিতেন, শীকারের প্রাচুর্য্যবশতঃ যত্ন-সাফল্য ঘটিয়া মহা আহ্লাদিত হইতেন, হয় তো সেই জন্যই বা আমাকে অত ভাল বাসিতেন! আমিও তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতাম—অন্য গুরু[illegible]শয়ের হস্তে পড়ুয়ারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সমর্পণ করিতে পারে না, হরিশ [illegible]মহাশয়ের হস্তে অঙ্গ ঢালিয়া কি [illegible]রামই হইত!

বস্তুতঃ অন্য গুরুর ন্যায় ইনি কঠোরহস্ত ও কঠোরহৃদয় ছিলেন না, বিশেষ দোষ না পাইলে প্রায় কাহাকেও মারিতেন না। ইনি কথায় কথায় [illegible]লিতেন, 'প'ড়ো আর ছেলে তফাত [illegible]? যদি ছুতায় নতায় তাদের মা'র্ব্বো তবে আর স্নেহ করা হলো কৈ?" তিনি আরো বলিতেন "মেরে মেরে কিলদেগড়ো ক'ল্লে সে ছেলে লেখাপড়া শিকতে পারে না।" তাঁহার এই ব্যবহারে ছাত্রগণের পিতা ভ্রাতা রক্ষক প্রভৃতি বড় অসন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাঁহার বড় অনুরাগ করিতেন। আমি অনেক দিন স্বকর্ণে শুনিয়াছি, অনেক রক্ষক মহাশয় পাঠশালায় আসিয়া হরিশ গুরুমহাশয়কে এই বলিয়া তিরস্কার করিতেন, "সরকার! তোমার কেমন পড়ানো? বাড়ীতে আমার অমুক এত দৌরাত্ম্য করে, তুমি কিছুই বলো না? তুমি যদি ভাল ক'রে শাসন না ক'র্ত্তে পার, তবে তোমার কাছে ছেলে দেব না ইত্যাদি।" তিনি তদুত্তরে বলিতেন "আমি পারিনে মশাই, মা'র্ত্তে আমার প্রাণ কেমন করে ইত্যাদি।" তাঁহার এই দোষে কর্ত্তৃপক্ষ এত বিরক্ত ও ছেলের ভবিষ্যতের জন্য এত উদ্বিগ্ন হইলেন, যে, অনেকে তাঁহার পাঠশালা হইতে ছেলে ছাড়াইয়া রেঢ়ো গুরুমহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্যে আমাদের নিজ বাটীর ৬।৭টী বালক ও অপরাপর ২।৩টী ভিন্ন তাঁহার আর অধিক ছাত্র রহিল না।

তাঁহার আর এক দোষ ছিল, তিনি বড় খোসামোদ করিতে পারিতেন না। প্রতিবাসী কর্ত্তাদলের প্রত্যেকের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করা, গল্প করা, চালাকি দেখানো, ফরমাইশ খাটা, হাট বাজার করিয়া দেওয়া, স্থান বিশেষে



তামাকু সাজিয়া দেওয়া এবং যখন যে দিগে জল পড়ে সেই দিগে ছাতি ধরা, ইত্যাদি কাজের অধিকাংশতেই তিনি অক্ষম ছিলেন। যদিও হাটগণ্ডি, তামাকচাঁদা, সিধা তোলা এবং মাহিয়ানা আদায় প্রভৃতি লভ্যাংশের কাজে তিনি (গুরু মহাশয় দিগের রীতির বিরুদ্ধে) নিতান্তই উদাসীন ছিলেন; যে যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, ইহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিকট প্রিয় হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু উপরোল্লিখিত দুইটী মহদ্দোষ, বেত্রাঘাত ও তোষামোদ বিদ্যায় অক্ষমতা প্রযুক্ত তাঁহার সকল গুণ ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইয়া গেল!

লেখা পড়ায় তিনি উচ্চ নন, মধ্যবিধ ছিলেন। সচরাচর প্রচলিত অঙ্ক ও আরিজা ভিন্ন সপকালি, পুকুরে কালি, ইটকালি, দেওয়ালকালি, অস্থিত পঙ্ক, বড় বড় আরিজা, জমীদারী নথি ইত্যাদি তখনকার উচ্চ অঙ্গের অধ্যাপনায় তিনি বড় পটু ছিলেন না। কিন্তু চাণক্যশ্লোক, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদচরিত্র এবং বাপ পিতোমোর নাম টাম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। তাঁহার হস্তাক্ষর কোনো মতেই প্রসংশার যোগ্য বলা যায় না।

তিনি অমায়িক ছিলেন। বাবা, দাদা, মা, দিদী বাক্য তাঁহার মুখে সর্ব্বদা শুনা যাইত। তিনি ক্ষীণবপু হইয়াও ভোজনে "ছিটে বেড়া" ছিলেন! অন্যান্য গুরুমহাশয়দিগের ন্যায় কোপাগ্নিতে বঞ্চিত হইয়াও জঠরাগ্নিতে তাঁহাদের অপেক্ষা তিল মাত্র ন্যূনকল্প ছিলেন না, তাঁহার ন্যায় মাংসলোলুপ হিন্দু আর দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তিনি বলিতেন " আধ পালি চা'লের ভাত রেঁধে ঢেলে দেও, তরকারি দিও না, কেবল একটা পাঁটা এনে সুমুকে বেঁধে রাখ, মাঝে মাঝে তারে মার, সেটা ভ্যা ভ্যা করুক, দেখ আমি সব ভাত উঠাতে পারি কি না?"

এই হরিশ গুরুমহাশয়ের নিকট আমার প্রথম শিক্ষা। তখন আমার বয়স সাড়ে তিন কি চারি বৎসর হইবে। আমি তাঁহার "আদুরে প'ড়ো" ছিলাম। কোলে উঠিতাম, কাঁধে উঠিতাম, যখন যাহা বলিতাম তাহাই পাইতাম। তাঁহার কাছে যেমন সুখে এবং মনোযোগে পড়িয়াছি, এমন আর কোনো শিক্ষকের নিকট হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু পুথি পড়া তাঁহার নিকট নহে, তাহা যে কোথা হইতে কবে শিখিয়াছিলাম, কিছুই ঠিক করিতে পারি না। তিনি কেবল ঘোষাইতে ও লিখিতে শিখাইয়াছিলেন। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয়, আমার পরিধেয় ধুতি খুলিয়া তিনি আমার মস্তকে বাঁধিয়া দিতেন, শ্রেণীবদ্ধ সকল বালকের সম্মুখে আমাকে উলঙ্গ দাঁড় করাইয়া ঘোষাইতে কহিতেন, আমি তাহা করিতাম। কিন্তু সকল বিষয় পারিতাম না। সন্ধ্যার পর তাঁহার কোলে বসিয়া ধারাপাতের যত

দূর শিখিয়াছিলাম, তাহাই পড়াইতাম। অনেক লোকে দাঁড়াইয়া দেখিত, তাহাতে তাঁহার স্পর্দ্ধা হইত, যে, দেখ এতটুকু ন্যাংটো ছেলেকেও কেমন শিখাইয়াছি!

যাহা হউক, পাঁচ বৎসর বয়স হইতে না হইতে আমি অমন স্নেহবান্ শিক্ষক হারাইলাম। পূর্ব্বে যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, অথবা অন্য কোনো হেতু, যাহা এখন মনে না হইতে পারে, যে কারণেই হউক আমাদের হরিশ গুরুমহাশয় ছাড়িয়া গেলেন। দক্ষিণ পাড়ায় আমাদিগের এক ঘর স্ত্রোতিরবাটী অপর একটী পাঠশালা ছিল, আমরা তথায় যাইতে বাধিত হইলাম। সদরে সদরে যাইতে হইলে সে বাটী অনেক দূর, কিন্তু খিড়কির পথে অতি নিকট। সুতরাং দূরতার জন্য বিশেষ কষ্ট হইল না, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে এখন বিস্তর অসুবিধা।

আমাদের বাটীর পাঠশালায় অল্প ছাত্র ছিল, গুরু মহাশয় আমাদিগকে শিখাইতে বিস্তর সময় পাইতেন; বিশেষ আমরা বাটীর ছেলে বাটীর পাঠশালায়, বাটীর সরকারের নিকট পড়া, অবশ্যই সমধিক যত্নের পাত্র ছিলাম, এখন সে সমস্তেতেই সম্পূর্ণ বিপরীত। গুরুদ্বয়ের আকৃতি, প্রকৃতি, রীতি, নীতি শিক্ষা পদ্ধতি, সকল বিষয়েও বিপরীত। তিনি ছিলেন ত্রিবেণী অঞ্চলের লোক—দিশি; ইনি আসল রাঢ়ের লোক—জা'ত্ গুরু! তিনি ছিলেন ঢেঙ্গা, কাহিল, হাস্যমুখ; ইনি বেঁটে, দোহারা (অল্পভুঁড়ে) ভয়ঙ্কর! তিনি 'বাবা, ভাই, বাপু, বাছা' বলিতেন; ইনি "ওরে হ্যাঁরে, ড্যাকরা, ছোঁড়া বেটা ফেটা পর্য্যন্ত" বলেন! তিনি প্রায় কাহাকেও মারিতেন না. ইনি সর্ব্বদাই বেত্র হস্তে বিভীষণ মূর্ত্তিতে প্রায় সকলকেই (অল্প দোষে কি বিনা দোষেও) ঠেঙ্গাইতেছেন! প্রথম দিন গিয়াই কয়েকটী বালকের নাড়ুগোপাল, ঘাড়ে বিঁকরে, এক পায় খাড়া, জল বিছুটি, ঘোড়দৌড় (মরছাই সকল মনেও আসে না!) ইত্যাদি বহু প্রকার দেখিলাম। তদ্ভিন্ন চটাচট শব্দ তো হইতেছে!

গুরু মহাশয় তেলির হিসাব করিতেছেন, পাঠশালা সুদ্ধ মহা গণ্ডগোল বাঁধাইয়াছে, দুষ্ট বালক দিগের কিছুতেই লজ্জা নাই, যত্তবিধ দুষ্টামি, নষ্টামি, ভণ্ডামি, ষণ্ডামি হইতে পারে সকলই চলিতেছে; কোনো ছোট বালক বা ঘুমে ঢলিয়া পড়িতেছে, দুই তিন জন তাহার মুখে, গোঁকে, গণ্ডে, কপালে কালী দিয়া সং সাজাইতেছে; তদ্দর্শনে খিল্ খিল্ করিয়া ভয়ঙ্কর হাসি পড়িয়া গেল। গুরু মহাশয়ের চমক হইল, অমনি বেত্র হস্তে উঠিয়া "র'স্ বেটারা র'স্" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া নির্ব্বাচন ব্যতীত এলো মোলো গোবেড়েন! আমরা নূতন, আমাদের বড় হইল না, কিন্তু দেখিয়া আত্মাপুরুষ যে কোথায় উড়িয়া গেল তাহার ঠায় ঠিকানা পাইলাম না! মহাভারতে যমালয়ের বর্ণনা পড়িয়াছিলাম, মনে হইল এই বুঝি সেই খানেই আসিয়াছি, ভয়ে আমি ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। অনেক বালক কাঁদিতে ছিল, সে সব ফোপাইয়া, আমার রোদনধ্বনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইল—সপ্তম বাজিল—"কের‍্যা" বলিয়া যেমন গুরু মহাশয় ফিরিয়া দেখিয়াছেন অমনি নেত্রজল শুখাইয়া মূত্রজলে পুথি মাদুর ভাসিয়া গেল! নিকটের ছোঁড়ারা মহাশয়কে বলিয়া দিল। মহাশয় যাহা মুখে আইল তাহাই বলিয়া গালি দিয়া আমার মধ্যম দাদাকে দিয়া স্থানটা গোময় দিয়া শুদ্ধ করাইয়া তাঁহার সহিত আমাকে বাটী পাঠাইয়া দিলেন!

আমি বাটী আসিয়া মার কোলে উঠিয়া গলা ধরিয়া একবার তো মনের খেদ মিটাইয়া কাঁদিয়া লইলাম। বাটী সুদ্ধ স্ত্রীলোক জড় হইয়া "কেন, কেন? কি হয়েছে, কি হয়েছে?" বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে মধ্যম দাদা সমস্ত বলিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিলাম, "মা! আমি ঘরে ব'সে সব শিখ্‌বো, দেখো আমি পারি কি না, আমায় আর সেই যমালয়ে পাঠিও না!" মা তখন "তাই হবে" বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহার পর আমি কয়েক দিন ঘরেই লিখিতে লাগিলাম। কিন্তু কষা মাজার জন্য আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় চিন্তিত হইয়া ঐ গুরু মহাশয়কে (তাঁহার নাম মদন গুরু) ডাকাইয়া বলিলেন "দেখ মদন, আমার ভাইপোরা তেমন ছেলে নয়; তুমি যদি এদের না মার এমন করার ক'র্ত্তে পার তবে তাদের পাঠাই।" মদন গুরু তাহাতেই সম্মত হইয়া দুই তিন দিন আসিয়া আমাকে বিস্তর আশ্বাস দিয়া ভুলাইয়া লইয়া গেলেন, আমিও প্রায় বৎসরাবধি তাঁহার নিকট শিখিয়াছিলাম।

তন্মধ্যে একটী দিন ব্যতীত দৈহিক দণ্ড পাইতে হয় নাই। তাহাও লেখা পড়ার ঔদাস্য বা অপারগতা জন্য নহে। কুসঙ্গী সঙ্গে পরের বাগানে লিখিবার কলাপাত কাটিয়া আনিয়াছিলাম, বাগানের কর্ত্তা আসিয়া বলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মা'র খাওয়াইয়া গেলেন।

মদনগুরুর পাঠশালার কতক বলা হইয়াছে, আরো কিছু বলিব। সুদ্ধ মদন গুরু বলিয়া নহে, যাহা বলিতেছি তাহা প্রায় গুরু পাঠশালা মাত্রেরই প্রকৃতি ছিল এবং অদ্যাপিও কোনো কোনো পল্লীগ্রামে এবং এই রাজধানীতেও আছে। কিন্তু এক্ষণে তত্তাবৎ সমুদায়ই প্রবল আছে কি না ঠিক বলিতে পারিনা, তখন যে সর্ব্বত্র অটুট ছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শীতকালে পাঠশালা বসিবার যে রীতি ছিল, তাহা প্রাতরুত্থানের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য অদ্বিতীয় সদুপায়। সেই উপায়ের নাম "হাতছড়ি।" অতি প্রত্যুষে সকল ছাত্রকে আসিতে হইবে,

ইহাই নিয়ম। সেই নিয়ম সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইবে বলিয়াই হাতছড়ি রূপ প্রতিযোগিতা, উৎসাহ ও দণ্ড ব্যবস্থাপিত ছিল। ছাত্রেরা পর পর যেমন আসিবে, সেই পর্য্যায়ে প্রত্যেকের নাম একখণ্ড বড় কদলীপত্রে লিখিত হইত। যে বালক সর্ব্বাগ্রে আইসে তাহার নামের দক্ষিণে শূন্য, তৎপরে যে আইসে তাহার নামের দক্ষিণে ১এক, পরবর্ত্তী বালকের নামে ২ দুই, পরে ৩ তিন, ইত্যাকারে লিখিয়া রাখা হইত। হয় তো গুরুমহাশয় তখন উঠেন নাই, কি উঠিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন কি উপস্থিতই বা আছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সর্দ্দার পড়ুয়া, তাহার অভাবে যে কোনো ছাত্র হউক ঐ হাতছড়ি লিখিয়া রাখিত। প্রথমে যদি অতি শিশু ছাত্রেরা আইসে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো বড় বালক না আসিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ শিশু ছাত্রেরা কে শূন্য, কে এক, কে দুই, কে তিন, তাহা মনে করিয়া রাখিবে। যখন সকল পড়ুয়া উপস্থিত, যখন প্রাতঃকালের লেখা পড়া কতক কতক হইয়া গিয়াছে, যখন বেলা হইয়া পড়িয়াছে, তখন সেই হাতছড়ির কাগজ বা পাতা লইয়া গুরুমহাশয় একে একে নাম করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। যে শূন্য, তাহার হস্ত-তালুতে বেতের একটী সামান্য গোঁজা দেওয়া হইল; যে এক, তাহার পাতিত হস্তে সামান্য এক ঘা মারা হইল; দুয়ের অর্থাৎ তৃতীয় উপস্থিত ছাত্রের হস্তে দুই ঘা, তিনের হস্তে তিন ঘা চারের হস্তে চারি ঘা, এইরূপে যাহার নামে যত সংখ্যাপাত আছে, তাহার হস্ত তালুতে তত ঘা বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। যে যত বিলম্বে আসিয়াছে, তাহাকে তদনুরূপ জোরে মারা হইল। অধিক সংখ্যক বেত্রাঘাত এক হস্তে অসহ্য হইতে পারে এজন্য দুই হস্তে এবং কখনো কখনো হস্ততালু ব্যতীত অন্য অঙ্গেও সেই আঘাত ধারণ করিতে হয়। যাহারা সংখ্যায় অধিক, কিন্তু সকাল সকাল আইসে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ জোর প্রকাশ হয় না; যাহারা অধিক বেলায় আইসে অথচ বয়োধিক, তাহাদিগকেই অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ফলতঃ যদি এই নিদারুণ প্রহার না থাকিত, তবে এই প্রথাকে আমরা সৎপ্রথা বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু গুরু পাঠশালার প্রাণই প্রহার, সুতরাং তদভাব প্রত্যাশা করা এক প্রকার অগ্নির শৈত্যগুণ আশা করা সমান। যদ্যপি ভৎর্সনা ও লজ্জা প্রদানরূপ দণ্ডের সহিত হাতছড়ির প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে বিবিধ বিবেচনায় ইহাকে সদুত্তেজক প্রথারূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মদন গুরুমহাশয় আমার জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বিশেষ করারে বদ্ধ থাকাতে আমি সম্পূর্ণরূপে হাতছড়ির হাতে মুক্ত ছিলাম। আমার মধ্যম দাদা প্রায় প্রত্যহ হয় শূন্য, নয় এক, কি দুই হইতেন।

গুরু পাঠশালার শিক্ষা প্রণালী এইরূপ; প্রাতঃকালে ছাত্রেরা পাঠশালায় যাইয়া প্রত্যেকে আপন আপন কক্ষস্থ পুথি মাদুর বিছাইয়া বসিবে; তালপাতা, কলাপাতা ও কাগজ, এই তিনরূপ আলেখ্যোপরি যাহার যাহা লিখিবার সে তাহা লিখিবে; তালপাতায় ক, খ, সিদ্ধি, রস্ত, অ, আ, কড়ানিয়া শতকিয়া ইত্যাদি ধারাপাত, নামতা ও নাম; কলাপাত ওয়ালারা ক, খ, অ, আ, ব্যতীত ঐসব এবং পূর্ব্বাভ্যস্ত অঙ্ক সমুদয়; কাগজ ওয়ালারা "সেবক শ্রী" "আজ্ঞাকারী" "ত্বদীয়" ইত্যাদি পাঠের পুরুষানুক্রমিক এক বয়ানের পত্র কয়েক খানি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সম্মুখস্থ আদর্শ পটানুসারে লিখিবে। ছয় দণ্ড বেলা হইলে প্রত্যেকে আপন আপন লেখা লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মশা'র কাছে যাইবে; মশা'ই দেখিয়া সংশোধন করিবেন—সে সংশোধন মুখে কলমে ও বেতে, তিনরকমে! তাহার পর এড়াভাতের ছুটী। এই কারণে অথবা মল মূত্রাদি পরিত্যাগ জন্য যিনি যখন পাঠশালার বাহিরে যাইবেন, তাঁহাকে নিষ্ঠীবণ ত্যাগ করিয়া যাইতে এবং তাহা শুষ্ক না হইতে হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে—বিলম্বে পীঠের চামড়া থাকিবে না!

এড়াভাত খাইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলে অঙ্ক কষিবার ধুম পড়িয়া যায়। এখন নূতন অঙ্কের সঙ্কেত শিখাইবার সময়। মশা'ই এক



এক জনকে এক এক অঙ্ক দিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, সে আপন আসনে বা অন্য নির্জ্জনে গিয়া করাঙ্গুলির পর্ব্বে পর্ব্বে গণিতেছে, লিখিতেছে, মুছিতেছে, (যত কালী আপন মাথায় বস্ত্র ও বদনে মুছিতেছে) যে পারিতেছে আহ্লাদে ফুটি ফাটা হইয়া মশা'র কাছে দৌড়িতেছে, যে না পারিতেছে ভয়ে হৃৎকম্পের কঠোর তাড়না ভোগ করিতেছে! এই সময় পাঠশালার ব্যাপার দেখিতে কি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য! অধিকাংশ বালকের মুখ আরক্ত; বিড়্ বিড়্ শব্দে এক প্রকার গুঞ্জরব উত্থিত; কেহ ভয়ে অভিভূত, কেহ আপনা আপনি বিরক্ত, কেহ বেত্র খাইয়া "বাপ্ রে মারে" ধ্বনিতে গগন নিনাদিত করিতেছে; অন্যান্য বালক ক্ষণমাত্র নিস্তব্ধ হইয়া তাহার দিগে আড়ে আড়ে চাহিতেছে; তাহাতে "বটেব্যা বেটাব্যা" বলিয়া গুরু যত হাঁকিতেছেন, ততই আবার বিড়বিড়ানি বাড়িতেছে; ইরির মধ্যে প্রিয় ছাত্র সর্দ্দারপড়ুয়া সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীতে গিয়া লিখাইতেছে, পড়াইতেছে, চড় চাপড়টাও মারিতেছে, মদগর্ব্বে মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। গুরুমহাশয় তাহাকে বড় কিছু বলিতে পারেন না, কি বলিতে চাহেন না, কেননা তাঁহার অর্দ্ধেক কাজ সে নির্ব্বাহ করে!

এই কালে অথবা ইহার কিছু পরে প্রধান প্রধান পড়ুয়া, যাহাদের কথা মাজা একরূপ হইয়া বহিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গুরুর যত বিদ্যা তাহা প্রায় সম-

স্তই আদায় করিয়া লইয়াছে, তাহারা কেহ কেহ জমিদারী শেহা লিখিতেছে, কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত পুথি সকল পড়িতেছে কেহ কেহ গুরু আজ্ঞায় অন্যকে অঙ্কাদি শিখাইতেছে, কেহ কেহ ডাক জিজ্ঞাসা করিতেছে।

গুরু সেবা ভিন্ন বিদ্যা হয় না; এ কথা তপোবন হইতে আরম্ভ হইয়া বঙ্গীয় টোল ও পাঠশালা পর্য্যন্ত অনাদিকাল ভাষিত ও পালিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবস্থা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, স্নাতক দ্বিজ-ছাত্রের গুরুসেবার আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহাদের অগোচর নাই। গুরু-পাঠশালার গুরু শিষ্য কেহই সে সব পড়েন নাই, তথাপি গুরু মহাশয়ের তামাকু সাজা, জল আনা, গৃহাদি মার্জ্জন করা বা ঘরে খেগো গুরু না হইলে রন্ধনাদির আয়োজন করা, সকলই ছাত্র-হস্ত দ্বারা সাধিত হইতেছে। কিন্তু সকল ছাত্রের প্রতি গুরুর সে কৃপা হয় না; বড় মানুষের ছেলে, আদুরে ছেলে, পাড়া কুঁদুলীর ছেলে, খুব সাতান বাপ মার ছেলে, এ সব ছেলের প্রতি তত দূর কৃপাবলোকন হইতে পারে না, তদ্ভিন্ন আর সকলের উপরেই ন্যূনাতিরেকে গুরু ঐ ঐ গুরুভার অর্পণপূর্ব্বক তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন! আমার কি আমার মধ্যম দাদার ভাগ্যে সেরূপ কখনো ঘটে নাই।

গুরু মহাশয়ের উপার্জ্জনের কথা শুনিলে এখনকার পণ্ডিত মাষ্টার মহাশয়েরা আপনাদিগকে কোটীপতি জ্ঞানে ফুলিয়া উঠিবেন! তালপাতার অর্দ্ধ কি বড় জোর এক আনা, কলার পাতায় তাহার দেড়া কি বড় জোর দ্বিগুণ এবং কাগজে তাহার কিছু বেশী। সেকালে চারি আনা মাসিক বেতন এত অল্প শ্রুত হইত, যে, যদি কখনো কোনো ছাত্রের মা বাপ তত দিতেন. তবে তাঁহাদের কাছে গুরুর মাথা কেনা থাকিত! কত গ্রামে কত ছাত্রকে বিদ্যা দান করিয়া গুরু নগদ কিছুই পাইতেন না! ব্রাহ্মণ হয় তো সুধু আশীর্ব্বাদ ও মাঝে মাঝে প্রসাদ; চাষা হয় তো ধানটা চা'ল্‌টা তরিটে তরকারিটে মানকচুটা; কলুর তেলির ছেলে হয় তো তেল; ময়রা হয় তো পাটালি, ফেণি, বাতাসা! কিন্তু সচরাচর এক ছিলিম করিয়া তামাকু, হাট বেলায় হাটগণ্ডি কড়ি, পা'ল পার্ব্বনে সিধা, পৌষড়ায় ঝুনা নারিকেল একটা, গুড় একবাটী ইত্যাদি উপার্জ্জন সাধারণ! যে সব ছাত্র এ সকল দিতে অশক্ত হইত, তাহারা কৃপাভাজন হইতে পারিত না এবং পৃষ্ঠচর্ম্মের ত্বগিন্দ্রিয় যাহাতে স্পর্শানুভাবকতায় কোমল না থাকে, এমন অভ্যাস করিতে বাধিত হইত!

যাহা হউক, এক কি দেড় বৎসর পর্য্যন্ত মদন গুরুর পাঠশালায় ছিলাম বলিয়াই এত সব মর্ম্ম কথা শিখিতে পারিয়াছিলাম। আমি মদনগুরুর প্রিয় কি অপ্রিয় ছিলাম বুঝিতে পারি নাই। কেননা বিশেষ নিয়মাধীন থাকাতে গুরু



স্বাধীনভাবে আমার শাসন করিতে পারেন নাই, বোধ হয় তজ্জন্য বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমিও আমার মাতৃ-উত্তেজনায় এবং অন্যের দণ্ড দৃষ্টান্তের ভয়ে প্রতিনিয়ত অত্যন্ত সতর্ক থাকিতাম। একবার ব্যতীত কোনো সময়ে কোনো কদর্য্য ব্যবহারে তাঁহাকে যে কুপিত করিয়াছি, তাহা মনে হয় না। আমি তাঁহার নিকট অনেক কষামাজা শিখিয়াছিলাম। আমার জমীদারী কাগজ শেখা হয় নাই। পুথি পড়া হইত, কিন্তু তাহা তাঁহার শিক্ষিত বিদ্যা নহে। ঘোষাইবারকালে আমি সকল ছাত্রের সহিত দাঁড়াইয়া পড়িতাম, তিনি আমাকে হরিশ গুরুমহাশয়ের ন্যায় আদর করিয়া কখনই ঘোষাইতে দেন নাই, এজন্য তাঁহার প্রতি মনে মনে আমার বিরাগ ছিল, ফুটিতাম না। আমার গুরু পাঠশালায় পড়া এই পর্য্যন্ত। ছয় বৎসর বয়সের সময় আমি এবং আমার মধ্যমাগ্রজ জননীর সহিত নিশ্চিন্তপুরে গেলাম; সেখানে যে পাঠশালা ছিল, তাহা অতি সামান্য, তাহাও অল্প দিনে ভাঙ্গিয়া গেল। নিশ্চিন্তপুরের লীলা পরে বক্তব্য।

---

## দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্র।

হা নিরাশ্রয় অনাথ অপোগণ্ড! হা পিতৃহীন দরিদ্র শিশু! হা মাতৃভক্ত দুঃখিনীর সন্তান! হা জন্মভূমির মুখ চাওয়া ধন! হা হাপুতির পুত্র অন্ধের নয়ন! হা বৃদ্ধা তাপিনী পরাধিনী কাঙ্গালিনী বঙ্গভূমি জননীর একমাত্র অমূল্য নিধি—একমাত্র আশার ধন—একমাত্র আশ্রয়স্থান—একমাত্র অবলম্বন! হা দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্র! তোমার উপায় কি? তোমার আপনার পিতা নাই—আর্য্যভূমি তোমার জননী, আর্য্যভূপতিই তাঁহার প্রকৃত স্বামী ছিলেন, এখন তাঁহার আর সেই আর্য্যনাথ নাই, সুতরাং তোমার আপনার বাপ নাই, তুমি পালক পিতা বা পাতা'নে বাপের স্নেহে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত হইতেছিলে এবং বহুকাল হইবে, ইহারই প্রত্যাশা ছিল—ইহাই সম্ভব, ইহাই অবস্থানুযায়ী, ইহাই স্বাভাবিক। সেই পালক পিতা এক্ষণে তোমার অভাগা প্রসূতীর পতি—লোক মুখে শুনি স্নেহবান পতি—এমন কি, এত দূর পর্য্যন্ত শুনি, যে, ঐ দুঃখিনীকে সুখিনী করিবার জন্যই পতিত্ব ও প্রভুত্ব স্বত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থ নিমিত্ত নহে! আমরাও অনেক কার্য্যে দেখি সেই পতি দয়াবান পতি বটেন; অতএব তুমি যখন সেই দুঃখিনীর অতি দুঃখের ধন—বুকচেরা ধন—প্রাণাধিক হৃদয়রতন, তখন তাঁহার সেই কৃপালু স্বামী যে তোমার প্রতি বিশেষ প্রশ্রয়বান অনুকূল পিতা হইবেন, তাহাতে কি দ্বিধামাত্র হইতে পারে? মাতৃসুখেই তোমার সুখ, মাতৃদুঃখেই তোমার দুঃখ, মাতাকে সন্তুষ্টা দেখিলে তুমি মহা মহা

সন্তুষ্ট হইবে, পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে; মাতার অতৃপ্তি ও অসুখ দেখিলে তুমি অবশ্যই অসুখী হইবে, খুঁত খুঁত করিবে, পিতার নিকট কাঁদিবে, চীৎকার স্বরে মনোবেদনা জানাইবে, সময় ও বিষয় বিশেষে পিতাকে অনুযোগও করিবে! ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক, ইহা অনিবার্য্য, ইহা না করাই অকর্ত্তব্য, ইহা ভিন্ন তোমার জন্ম বৃথা, তোমার থাকা বৃথা, তোমার সকল কর্ম্মই বৃথা!

অধিক কি, তুমি মাতার মুখস্বরূপ—সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়। তুমি না জানাইলে মাতার মনোগত ভাব পিতা জানিবেন কিসে? মাতার সর্ব্বদুঃখশান্তি হয় ইহা পিতার আন্তরিক বাসনা, কিন্তু তাঁহার সুখ দুঃখের প্রকৃত হেতু না জানা এবং যত কেন দয়ার পাত্রী হউন না তিনি নাকি ভিন্ন জাতীয়া মহিষী, এজন্য তাঁহার নিগূঢ় ভাবাভিপ্রায় পিতা কখনই বুঝিতে পারিবেন না, সুতরাং সেই অনভিজ্ঞতা জন্য ভাল করিবার ইচ্ছা সম্যগ্ সফলা না হইতে পারে। আবার বিজ্ঞানচতুর সুসভ্য পিতার কার্য্যকৌশল ও বুদ্ধিচাতুর্য্য অর্দ্ধসভ্যা অশিক্ষিতা মাতা ও মাতার পরিজনেরা বুঝিতে না পারিলে পিতার উচ্চ অঙ্কের শুভানুষ্ঠান সকল এদেশীয়দিগের ভ্রান্তির নয়নে অশুভবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। এই অপ্রার্থনীয় অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত তুমিই এক মাত্র সহায়—তুমিই উভয়পক্ষের ভাবপ্রকাশক, সন্দেহভঞ্জক এবং স্নেহবর্দ্ধকরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ! মাতৃ-পরিজন তোমার মাহাত্ম্য যত উপলব্ধি করিতে পারুক বা নাই পারুক, পিতৃপক্ষীয় তাবৎ মনুষ্য, সমুদয় কর্ম্মচারী, সমগ্র সচিবমণ্ডলীর নিকট তাহা অবশ্যই সুগোচর ও সমাদৃত হওনের বিষয়, সন্দেহ মাত্র নাই। তাঁহারা তোমাকে পরম স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিবেন; তোমাকে সমুচিত উৎসাহ দিবেন; সুভোগ্য দানে তোমার বলাধান সমাধান করিবেন; সদ্ব্যায়াম ও সৎক্রীড়া দ্বারা তোমার অঙ্গ-সঞ্চালনের উপায় করিয়া দিবেন; তোমাকে সর্ব্বদা উন্নতির পথে রক্ষা করিবেন; তোমার বালস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য, বাক্‌চাপল্য, সারল্য এবং বাক্‌পাকষ্য প্রভৃতি সামান্য ত্রুটী গুলিকে উপেক্ষা করিবেন; কিরূপে হাসিতে ভাষিতে বসিতে হয়—কিরূপে মনের দুঃখ জানাইতে হয়, ক্রমে এ সকলের শিক্ষাদান করিয়া সভ্য সমাজের যোগ্য করিয়া লইবেন; তোমার অনেক আব্‌দার সহিয়া মানুষ করিয়া তুলিবেন; ইহাই তো তাঁহাদিগের অবশ্য করণীয় কাজ—এ সমস্ত না করিলে তাঁহাদিগের মহা প্রত্যবায় আছে।

কিন্তু হায়! তাহা পূর্ব্বে ছিল, এখন আর কৈ? সে সকলের পরিবর্ত্তে এখন কি না কোথায় তুমি কি একটা শক্ত কথা বলিলে, কোথায় তোমার দুঃখাবেদনের মধ্যে একটা অসতর্ক ক্ষীণ তর্ক বাহির



হইল অথবা অন্তঃসার পরম সত্য অকপটভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তাহা লইয়াই তুমুল! সে সকলের পরিবর্ত্তে এখন কি না খুঁত খুঁজিয়া, ছল ধরিয়া, ত্রুটী বাছিয়া অপদস্থ ও অনুন্নত করিবার চেষ্টা! যখন ভবানীচরণ ও রামমোহনে ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছে, ঈশ্বর গুপ্ত ও গৌরীশঙ্করে অশ্লীল অধর্ম্ম যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন এক কথাও উঠে নাই—যদিও উঠিয়া থাকে এত উঠে নাই—তখন কেহ ছলধারী হইয়া তোমাকে নিরুৎসাহ করেন নাই। এখন তুমি বয়সাধিক্য সহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়াছ—এখন ব্যক্তি লক্ষ্য পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কার্য্য ও শ্রেণী লক্ষ্য করিতেছ—এখন নিকৃষ্ট রসাভিষিক্ত হেয় পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট প্রণালীতে রাজনীতি, রাজবিধি, রাজপুরুষ ও রাজকার্য্যের যথোপযুক্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ—এখন ভদ্রলোক ও ভদ্রগৃহের গ্লানি ও কুৎসা কাহিনী লেখনী হইতে নিঃসৃত না করাইয়া ভদ্রাভদ্র তাবৎ প্রজার স্বত্ব, সুখ ও স্বাধীনতা রক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছ—নিরপেক্ষ ব্রিটনীয় মূল ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারী রাজপ্রতিনিধি ও রাজকর্ম্মচারীগণের পক্ষপাত, অনুদারতা এবং অত্যাচার প্রভৃতি চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছ—এখন এই সব স্বীয়পদোচিত কার্য্য করিতেছ বলিয়া তুমি চক্ষুর শূল হইয়া উঠিলে! হায় হায়! তবে আর তোমার উপায় কি?

উচিত কহিলে অনেকে বিরক্ত হয়। তুমি সেই উচিত বলিতে শিখিয়াছ; শিখিয়া মাতৃদুঃখাপনোদনে ব্রতী হইয়াছ; ব্রতী হওয়াতে যাঁহাদের কুব্যবহার জন্য সেই দুঃখ দূর হইতেছে না, তাহাদের গুণগান করিতেছ; সেই গুণগান করিতে গিয়া ছোটমুখে বড় কথা কহিতেছ; বড় লোকের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! গৌরাঙ্গ প্রভূদিগের মধ্যে এমত মহৎ ও মহদাশয় কয় জন আছেন, যাঁহারা ভাবিতে পারেন, যে, "অনেকের ঘৃণিত এই সংবাদ পত্র তো যথার্থ কথাই বলিতেছে; ভাল, পরীক্ষা করিয়া কি অনুসন্ধান লইয়া—কি দেশের রীতিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়াই কেন দেখি না, যাহা প্রচার করিতেছে তাহা সত্য ও যুক্তিযুক্ত কি না?" গৌরাঙ্গ প্রভুদের মধ্যে এমন উচ্চ-হৃদয় লোক এখন অতি বিরল। অধিকাংশই আত্মম্ভরী, অধিকাংশই পূর্ব্বকালীন রাজপুরুষদের ন্যায় এ দেশীয় সাধারণ মণ্ডলীতে মিশ্রিত হইতে ও তাহাদিগকে সস্নেহনয়নে দেখিতে অনিচ্ছুক; অধিকাংশই স্বজাতীয় সমাজ মধ্যে কালহরণে লোলুপ ও স্বজাতীয়দিগের অভাব মোচনে ব্যস্ত; অধিকাংশই মনে করেন, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক তাবৎ তত্ত্ব আমরা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি; অধিকাংশই মনে করেন, এ দেশের মনুষ্যগণ মনুষ্যই নয়, তাহাদের নিজের হিতাহিত আপনারা বুঝিতে পারে না, তাহাদিগের অভাব ও কিসে

তাহা নিবারিত হইয়া উপকার দর্শিবে, তাহা কেবল ইংরাজই বুঝিতে পারেন; অধিকাংশই এ দেশীয়ের প্রতি প্রকৃত বাৎসল্যশূন্য; অধিকাংশই এ দেশকে আয়ের ভাণ্ডার জ্ঞান করেন, এদেশীয় জনগণের ভাবাভিপ্রায় ও বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান এবং কোনোমতে স্বদেশীয় সমাজে স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় ও রাজ্যের অনেক হিত করিয়াছেন, এমন যশের বিজ্ঞাপন দেওয়াইতে পারিলেই স্বীয়কর্ত্তব্যের পর্য্যাপ্তি বিবেচনা করেন; যেখানে অধিকাংশের এমন দশা, সেখানে তোমার কথা কে শুনিবে? তোমার কথা অখণ্ডনীয় সত্য হইলেও তাহা আর কে গ্রাহ্য করিবে? তোমার সেই সত্য কথায় বরং "প্রকোপায় ন শান্তয়ে।" হায় হায়! তবে আর তোমার উপায় কি?

হা ভাগ্যহীন বালক! তোমার দশা ভাবিয়া আমি কাতর হইতেছি। গৌরাঙ্গ প্রভুরা তোমার বিরুদ্ধে রাজপ্রতিনিধি সমীপে যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, আমি তাহাতেও অত ব্যাকুল হই নাই, কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গ নন, গৌরাঙ্গ দেবের সঙ্গ ও রঙ্গ-বিলাসী, যাঁহারা বঙ্গকুলপ্রদীপ, যাঁহাদিগকে তুমি বড় অন্তরঙ্গ বলিয়া জানিতে, যাঁহারা বঙ্গ দেশে জন্মিয়া বঙ্গবাসী হইয়া বঙ্গদর্শনে বহুদর্শীর ভাণ করিয়া বঙ্গসমাজে শকাদিত্যবৎ উদ্দীপ্ত ও উদ্ধত হইয়া বেড়াইতেছেন, সেই মণিময় ফণীসম্প্রদায়ের শিরোমণি স্বরূপ কোনো এক মহাশয় তোমার কি দোষ পাইয়া যে তোমাকে দংশন করিলেন, আমি কেবল তাই ভাবিয়াই যার পর নাই ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি। তিনি যেমন তেমন লোক হইলে অত চিন্তা হইত না। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বহুদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, উৎকৃষ্ট বঙ্গীয় গ্রন্থকার, উৎকৃষ্ট বঙ্গীয়ভাষার সাময়িক পত্রের সম্পাদক রূপে প্রধান রাজপুরুষ মণ্ডলীতে জানিত। এদেশীয়ের পক্ষে উচ্চতম না হউক, উচ্চ শ্রেণীর রাজপদে তিনি অধিষ্ঠিত। দেশের নানা বিভাগে রাজশাসন কার্য্যে তিনি বহুকাল ব্যাপৃত ও যোগ্যতার সহিত তন্নির্ব্বাহক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বাক্য এক প্রকার অভ্রান্ত পদে স্থাপিত হওয়া সম্ভব। তিনি তোমার নামে রাজস্থানে যে কয়টী হলাহল মাখা শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তাহা তো শুনিয়াছ—তোমার অগ্রজগণ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তুমিই তাহা দেশব্যাপ্ত করিয়াছ। কি অপরাধে তোমার প্রতি তিনি এত নিদারুণ হইয়াছেন, তাহা তিনি বিশেষরূপে খুলিয়া বিশদরূপে বলেন নাই। অতি অল্প কথায় তিনি তোমার বিস্তর ক্ষতি করিয়াছেন। তজ্জন্য ঘোর অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছি। কেননা আমি তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, আমি তোমার কোনো বিশেষ দোষ দেখিতে পাই না, আমি তাঁহার নিকট বিপরীত ব্যবহার আশা করিয়াছিলাম। দেখা যাউক, তিনি যাহা বলিয়াছেন, সত্য হইতে পারে কি না?



তিনি এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "ইংরাজ-শাসনের প্রতি এদেশীয় সাধারণ লোকের যে এত অসন্তোষ, দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্রই তাহার উৎপাদক।" অথবা "দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র অসন্তোষ জন্মাইয়া না দিলে লোকের মন অসন্তুষ্ট হইত না।"

এ কথা কি সত্য? এদেশীয় সাধারণ জনমণ্ডলীর অবস্থা ও ভাবাভিপ্রায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যে কেহ জানেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি—একথা কি যথার্থ? যিনি প্রণালীবদ্ধ নিয়মে দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন এবং এদেশীয় সমাজের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্রের এই গুরু অপরাধ কি সত্য? না ইহা কেবলই অপবাদ? যিনি এমন বিজ্ঞাপন করিতে সাহসী হইয়াছেন, তাঁহাকেই এই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—"জ্ঞানতঃ যথার্থরূপে বল দেখি, এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা কত? তন্মধ্যে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা কত? সংবাদপত্র পাঠ করে না, এমন লোকই বা কত? পাঠ করা দূরে থাকুক, সংবাদ পত্রের নাম মাত্র কখনো শুনে নাই, এমন লোকের সংখ্যাই বা কত?" ইহার উত্তরে তিনি কি স্বীকার করিবেন না, যে, লোক সংখ্যার সমষ্টি যত, তাহার বহু সহস্র ভাগের এক ভাগও সংবাদ পত্রের কোনো সম্বন্ধ—তাহার সত্ত্বার সন্ধান পর্য্যন্ত রাখে কি না সন্দেহ! মনে করুন, বঙ্গদেশে পাঁচকোটী অধিবাসী, তন্মধ্যে কয় সহস্র লোক এমন সভ্য, যে, সংবাদপত্রের মহামূল্য জানিতে পারিয়াছে? আমি অনুমান করি, অদ্যাপি দশসহস্রও হইয়া উঠে নাই—ফলতঃ পঞ্চ হউক, দশ হউক বা বিংশতি সহস্রই হউক, তাহাতে আইসে যায় কি? কয়েক সহস্র বৈ কয়েক লক্ষ তো বলিবার সম্ভাবনা নাই—কয়েক লক্ষ বলিতে পারিলেও সর্ব্ব সমষ্টির তুলনায় বহু বহু গুণে অল্প!

ইটী স্বীকৃত বা অনুমিত হইবার পর দেখা কর্ত্তব্য, মহারাণীর খাস রাজত্বে এ দেশে অসন্তোষ রূপ কুবৃক্ষ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে কি না? বিজ্ঞাপন কর্ত্তাদের নিজের কথাতেই সপ্রমাণ হইতেছে, যে, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অপ্রার্থনীয় অসন্তোষ সাধারণরূপে জন্মিয়াছে।

ইহাও যদি স্বীকৃত হইল, তবে এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, "পঞ্চকোটীর মধ্যে কয়েক সহস্র তো দেশীয়ভাষার সংবাদ পত্রের উত্তেজনায় সেই অসন্তোষ ধারণ করিয়াছে, অবশিষ্ট কয়েক কোটী কয়েক লক্ষ লোক কাহার বা কিসের উত্তেজনায় এত দূর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল?"

এক বিধবার নিকট এক জন একটু চুণ চাহিয়াছিল। বিধবা মহাকুপিতা হইয়া বলিল "কি আমার ঘরে চুণ? তবে আমি পান খাই? তবে আমি মিসী দাঁতে দিই? তবে আমি গয়না

পরি ? তবে আমি মাছ খাই ? তবে আমি অসতী ?" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃসমীপে যাইয়া কহিল "বাবা! অমুক আমায় বেশ্যা বলিয়া গালি দিয়াছে !"

ইহাও প্রায় তাই। দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্রের অপরাধ এই, সে রাজনিয়ম ও রাজপুরুষদের কার্য্যের আলোচনা করে, বড় বড় পক্ষপাতের কথা বলে, বড় বড় লোক দ্বারা যে সব অত্যাচার হয় তাহা প্রকাশ করে এবং দুঃখের কথা জানায়। তদ্দর্শনে রব উঠিল "হাঁ এতবড় স্পর্দ্ধা ! যে রাজা এত ভাল করিতেছে—যে নিয়মে দেশ স্বাধীন হইয়াছে,সেই রাজা বা রাজপুরুষ, রাজশাসন বা রাজনিয়মের নিন্দা ! তবে ইংরাজের নিয়ম ভাল নয়; তবে ইংরাজেরা ভাল লোক নন; তবে বর্ত্তমান শাসন কুশাসন; তবে মহারাণী প্রজাপীড়ক; তবে তুমি দেশমধ্যে অসন্তোষ জন্মাইতেছ; তবে তুমি প্রজালোককে বিদ্রোহী হইতে শিখাইয়া দিতেছ ? ইত্যাদি !"

হায় ! দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্রের যে সব অভিপ্রায়, তৎপ্রতিবিম্ব লোকের মনে প্রতিভাত হইতেছে, কি দেশের লোকের যথার্থ মনের ভাব যিটী, সেইটী সংবাদ পত্রে প্রতিফলিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা ঐ অপবাদকারী বিজ্ঞ মহাশয়েরা চিন্তা করিতে ক্ষণমাত্র সময় লন না ! অগ্রে ভাষা না অগ্রে ব্যাকরণ ? ভাষার যেমন রীতি ও প্রণালী প্রচলিত হইয়া আইসে, বৈয়াকরণেরা তাহাই সংকলনপূর্ব্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া দেন, ইহাই কি ব্যাকরণ নয় ? তদ্রূপ রাজ্যবাসী জনসমূহের অন্তঃকরণে যখন যে ভাব সঞ্চরমান হয়, তাহাই সংবাদ পত্রে প্রতিফলিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে কারণ বিশেষের বশে কোনো কোনো অভিপ্রায় লোকের মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট থাকে, সংবাদ পত্র তাহা প্রকাশিত ও স্পষ্ট করিয়া দেয়; কোনো কোনো ভাব সমাজে অত্যন্ত আলোড়িত হইতেছে দেখিয়া সংবাদ পত্র মনে প্রাণে তদালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলতঃ যিনি সম্বাদপত্রের সম্পাদক, তিনি কি সমাজ-ভুক্ত নন ? তিনি কি অপর কোনো জীব ? চিন্তাশীল সামাজিকের যাহা কিছু চিন্তা করা কর্ত্তব্য, তিনি তন্মাত্রই করিয়া থাকেন। অনেক সময় দৃষ্ট হয়, তিনি যাহা লিখেন নাই, তাঁহার পত্র প্রেরকেরা তাহা লিখিয়া সে বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেন। তাহাতে সে বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষাও অন্যান্য সামাজিকগণ যে অধিক চিন্তা করিয়াছেন, ইহাই প্রদর্শিত হয়। এবং এমনও বহু দেখা গিয়াছে, সম্পাদক কোনো বিষয়ের সংবাদ লিখিলেন,তদুপরি



তিনি কোনো মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; সামাজিকগণ তাঁহার লিপি দ্বারাই সে সংবাদ প্রাপ্ত হইল; প্রাপ্ত হইয়া তজ্জন্য মহা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া মুখে মুখে এত জল্পনা করিতে লাগিল যে, সম্পাদক তখন আর স্বাভিপ্রায় (সমাজের অনুগত অভিপ্রায়) প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা সেদিনকার একটী ঘটনা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাইকোর্টে ব্যভিচারিণী বিধবার স্বত্ব রক্ষা মূলক নিষ্পত্তি হইয়া গেলে আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক সেই নিষ্পত্তির বিশেষ অনুমোদন করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র যদি লোকের মতরচক ও মতপরিচালক হইত, তবে হিন্দু পেট্রিয়টের ন্যায় প্রামাণ্য ও বিশ্বাসভাজন পত্রের সেই মতেই সকলেই স্বীয় স্বীয় মত গঠন অবশ্যই করিত। কিন্তু কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্ট হইল। হাইকোর্টের উক্ত নিষ্পত্তিতে হিন্দু সমাজ মহা ক্ষুব্ধ, মহাভীত ও মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। জাতীয় সভায় ইহার বহুল আন্দোলন হইয়া নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাত আপীলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বোধ হইল। চতুর্দ্দিগ হইতে বাচনিক উৎসাহ ও আর্থিক আনুকূল্য আসিতে লাগিল। উক্ত সুযোগ্য সহযোগী পরসংখ্যক পেট্রিয়টে এইরূপ লিখিলেন "যদিও আমার আত্মমত পূর্ব্ব সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম সাধারণ হিন্দু সমাজের অভিপ্রায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব আমার আত্মমত উপেক্ষা করিয়া সাধারণ মতের পোষকতা করিতে বাধ্য হইতেছি।"

লোকের মন লইয়া সংবাদপত্র, কি সংবাদপত্র লইয়া লোকের মন, এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ সদুত্তর উপরের ঘটনাতে যেরূপ পরিব্যক্ত হইতেছে, তাহা সহৃদয় মাত্রেই অনুধাবন করিবেন। প্রস্তাব বাহুল্য না হইলে আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত আরো দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা বলিয়া সংবাদপত্র যে দেশের লোকের শিক্ষক নয়, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। সাধারণ পাঠক পুঞ্জ নানা-কর্ম্মে ব্যাপৃত, তাঁহারা দুরূহ রাজনিয়ম ও রাজনীতি প্রভৃতির সূক্ষ্মানুসন্ধানে বাসনানুযায়ী সাবকাশ পান না। ও পক্ষে এই সকল তত্ত্ব রাখাই সম্পাদকের ব্যবসায় ও ধর্ম্ম। বিশেষতঃ তাঁহার বিদ্যা সাধ্য অনেকাংশে অধিকাংশ পাঠকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তৎসন্দেহ নাস্তি। সুতরাং তিনি যে অধিকাংশ সামাজিকগণকে নূতন নূতন বিষয়ের শিক্ষা প্রদানে যোগ্য তাহাও নিশ্চিত। কিন্তু সে শিক্ষকতা বিদ্যালয়ের

শিক্ষাদাতার শিক্ষকতা সদৃশ কদাচ নহে। পাঠশালার শিক্ষক যাহা বুঝান, সুকুমারমতি অপরিণত-বুদ্ধি বালকেরা প্রায় ব্রহ্মপদার্থ জ্ঞানে তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে। সম্পাদকের সাধ্য কি সেরূপ আধিপত্য করিবেন? তিনি যে কোনো বিষয় বিচার করুন, তাহার পক্ষ প্রতিপক্ষ বিবৃত করিয়া যুক্তির সহিত মীমাংসা পথে উত্তীর্ণ হন; তাঁহার পাঠকবৃন্দ বালক নন, ছাত্র নন, অশিক্ষিত নন, তাঁহার প্রদর্শিত প্রত্যেক যুক্তি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া মনের মত দেখিতে পাইলে তবে তাঁহার সমভিব্যাহারে সম-মীমাংসা-বর্ত্মে গমন করেন, নতুবা নয়!

ইহা নিশ্চিত, যে সম্পাদক সূক্ষ্মদর্শন ও যোগ্যতার সহিত সমাজের চিত্ত-বৃত্তির সমধিক অনুসরণ করিতে পারেন, তাঁহার হস্ত-সম্ভূত পত্র অবশ্যই সমাজের আদরের বস্তু হইবে। যে সম্পাদক এই গুণে বর্জ্জিত, তিনি স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য, হ্যামিল্টন্ ও মিল হইলেও তাঁহার সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা ও পরমায়ু কদাচ বেশী হইবার নয়! "লণ্ডন টাইম্‌স" নামক জগদ্বিখ্যাত দৈনিক পত্র যে যে কারণে এত সৌভাগ্যশালী, তত্তাবতের মধ্যে উক্ত গুণই সর্ব্ব প্রধান। অতএব যাঁহারা বলেন দেশীয়ভাষার সংবাদ পত্রই এ দেশের রাজভক্তি খর্ব্ব করিল এবং রাজার প্রতি প্রজার বিরাগ জন্মাইল, তাঁহাদের ভ্রান্তির সীমা পরিসীমা নাই!

আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এই বুঝিতেছি, যে, এই সাধারণ বিরাগের জন্মস্থান অন্যত্র, সংবাদপত্র নয়—জন্মদাতা অন্য, সম্পাদক নয়! তাহা দেখাইয়া দেওয়া এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। নিরাশ্রয় নিঃসহায় দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্রের নির্দ্দোষিতা প্রদর্শনই এ প্রবন্ধের এক মাত্র তাৎপর্য্য। বিশ্বাস হইতেছে, যাহা কিছু উক্ত হইল, তদ্দ্বারা সে অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। ইহাতেও যদি অভিযোগকারী মহাত্মারা নিঃসন্দিগ্ধ না হয়েন, তবে পরিশেষে এই প্রার্থনা, দেশীয় ভাষার সম্বাদ পত্র মধ্যে তাঁহারা এমন লেখা দেখাইয়া দিউ'ন, যাহা কিম্বা যদ্রূপ লিপি ভারতবর্ষস্থ বহু সংখ্যক ইংরাজীভাষার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত না হয়। আমরা উভয় ভাষার পত্রই প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকি, কৈ এমন তো স্মরণ হয় না, যে, ইংরাজী সমাচার পত্র অপেক্ষা বাঙ্গালা সম্বাদপত্রে রাজকীয় বিষয়াবলী অপেক্ষা কৃত অধিক দোষান্বিত রূপে লিখিত হয়। বরং ইহা অনেক দেখাইতে পারি, যে, ইংরাজী পত্রে যেরূপ অসঙ্কোচভয়ে রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি ভাষিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা সম্পাদক তদ্রূপ লিখিতে সাহস বাঁধিতে পারেন না! যাঁহারা দেশীয় ভাষার সম্বাদ পত্রকে এই গুরু অপরাধে অপরাধী করিতেছেন, তাঁহাদের উচিত, বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ও উপমা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করা। অভিযোক্তা কর্ত্তৃক প্রতিবাদীর অপরাধের নাম হইলেই যদি ডিক্রী হওয়া বৈধ হয়, তবে দেশীয় ভাষার সম্বাদপত্র



অপরাধী হইয়াছে বটে! যদি প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত সে অভিযোগ কোনো কাজের না হয়, তবে উক্ত পত্র কখনই দোষী নয়।

---

# ইউরোপীয় ও দেশীয় সঙ্গীত।

---

প্রস্তাবনা।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা প্রণাম করি; তিনি আমাদিগকে একটী সুমহৎ প্রসঙ্গের সমালোচক হইতে উত্তেজিত করিয়াছেন। সে প্রসঙ্গ এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে সংস্থাপিত হইল! মধ্যস্থের বিগত সংখ্যায় তাঁহার লিখিত একখানি প্রেরিত পত্র প্রকটিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাদিগের এতদ্বিষয়ক অনভিজ্ঞতা বা রুচির হীনতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি প্রচুর কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা কোনো কথা প্রসঙ্গে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম, যে, ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিসমূহ ব্যবহারিক, ঔপপত্তিক এবং মোহজনক বিবিধ শিল্প বিজ্ঞানে অন্যান্য ভূভাগস্থ লোকাপেক্ষা বিশেষ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াও অদ্যাপি সঙ্গীত বিদ্যায় ভারতবর্ষীয় দিগকে পরাস্ত করিতে বা পশ্চাতে রাখিতে সমর্থ হন নাই। এই বাক্যের আহুতি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণধন বাবুর অসহিষ্ণুতাগ্নি ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অন্তর্দাহের অভ্রান্ত পরিচয় তাঁহার পত্রের প্রতি বাক্যে—প্রতি নিশ্বাসে নিঃসৃত হইয়াছে। যদিও সে উত্তাপে আমাদিগের অথবা আমাদিগের ন্যায় হিন্দু-সঙ্গীত-পক্ষাবলম্বীগণের কোনো অনিষ্ট বা কষ্ট হওনের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু কৃষ্ণধন বাবুর নিজের ও তন্মতাক্রান্ত দুই চারি জনের (সুকুমারমতি অপ্রাপ্তবয়স্ক নবশিক্ষিত কোনো কোনো যুবকের) মতি গতির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।

তজ্জন্যই আমরা ঐ চিত্তদাহের শান্তি স্বরূপ কিঞ্চিৎ যুক্তি ও দুই চারিটী প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া অগ্রে সন্ধান লইলাম, কৃষ্ণধন বাবু কে? কিরূপ ব্যক্তি? সঙ্গীত শাস্ত্রে কতদূর ব্যুৎপন্ন? যদিও তাঁহার লিপি পাওয়া মাত্র তাঁহাকে যেমন ভাবিয়াছিলাম, তাহা তদ্দণ্ডেই তাঁহার প্রেরিত পত্রের নিম্নদেশে লিখিয়া দিয়াছিলাম, তথাপি তাহা অনুমান বৈ তো নয়; মতামত লইয়া যাহার সহিত বিচার করিতে হয়, তাহার বিষয় বিশেষ রূপ না জানিলে ভয় ও ভক্তি সহকারে বিচার করা সম্ভাবিত হইতে পারে না; যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি বিবাদের বিষয়ে উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট বা সমতুল্য ইহা না দেখিয়া কেই বা অগ্রসর হয়?

কৃষ্ণধন বাবু পাকতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ সঙ্গীত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ পার-

দর্শী। তাহা না হইলে তিনি আমাদিগকে এমন ভাবে তিরস্কার করিতেন না, যে, "আপনি যদি তদ্রূপ অভিজ্ঞ না হইয়া লিখিয়া থাকেন, তবে বড় অন্যায় করিয়াছেন ইত্যাদি।" সুতরাং ঐ লেখার ভঙ্গীতে তাঁহাকে সঙ্গীত বিদ্যায় এদেশের একজন প্রসিদ্ধ বড় লোক বলিয়াই বোধ হইতে পারে। আবার এমন বড় লোককে আমরা এত দিন জানিতে পারি নাই বলিয়া মহা ক্ষোভও জন্মিল। অতএব অতি শীঘ্র অনুসন্ধান করিলাম। অনুসন্ধানের ফল বড় বিফল হইল না! তদ্দ্বারা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে সামান্য ব্যক্তি বলা যায় না; কেননা শুনিলাম, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর যখন বেলগাছিয়াতে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় করেন, তখন সেই রঙ্গভূমিতে ইনি একজন অভিনেতা ছিলেন; তৎকালে প্রসিদ্ধনামা সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উক্ত নাটকের উপযোগী কয়েকটী বাঙ্গালা গান ইনি প্রথম শিক্ষা করেন! সে সময়ে বামাস্বর অপেক্ষাও ইঁহার স্বর সুমধুর ছিল; পরে মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি অন্যান্য নাট্যাভিনয়ের সময়েও ইনি বিস্তর বাঙ্গালা গান অভ্যাস ও স্বরচালনা করিয়াছিলেন! কিছু দিন পরে মেং বর্কিংইয়ং কোম্পানি অভিধেয় বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতাদিগের পণ্যবীথিকায় কয়েক মাস কোনো কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে বোধ হয় সেই অবধি ইউরোপীয় পিয়ানো যন্ত্র বাদনের রুচি তাঁহার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট বা জাগরূক হইয়া থাকিবে; তৎপরে বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের নিকট ইনি সেতারের কয়েকটী গত্ শিক্ষা অভ্যাস বা আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহার তান-লয়-জ্ঞানের বিষয়ে উক্ত বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক যে প্রতিষ্ঠাবাদ অর্পণ করেন, তাহা এস্থলে ব্যক্ত করা অনুচিত। তাঁহার সঙ্গীত চর্চ্চার এই সকল অসাধ্য সাধনের সংবাদ রাজধানীতে অনেকের জানা আছে, অন্যত্র যদি অতিরিক্ত অধ্যয়নাদি হইয়া থাকে তাহা বিশেষ রাষ্ট্র হয় নাই; কিন্তু তাঁহার যে নব্য বয়স এবং এখান হইতে যে অল্পকাল গিয়াছেন, তাহাতে অধিক অভ্যাস ও শিক্ষার সময় বা সুযোগ কিরূপে হইল, বলিতে পারি না—তবে দৈবশক্তিপ্রধানের এক মাস অন্যের এক বৎসর হইতেও অধিক ফল-প্রসূ হইয়া থাকে!

সে যাহাহউক, কৃষ্ণধন বাবু সামান্য ব্যক্তি নহেন! ইনি এত অল্পেও এত বিস্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যে, এদেশের বহু বহু সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও উভয় দেশের বহু বহু সঙ্গীতালোচক বিজ্ঞ মণ্ডলীর চিরপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধেও এদেশীয় সঙ্গীতাপেক্ষা ইউরোপীয় সঙ্গীতকে উচ্চ পদে স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন! যে সমস্ত ইউরোপীয় এদেশীয় সঙ্গীতের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে কোনো কোনো প্রধান অঙ্গে এদেশীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। এক্ষণে যদি কৃষ্ণধন বাবু তাঁহাদিগের ভ্রম নিরাকৃত করিতে পারেন, তবে বড় সামান্য ব্যাপার হইবেনা; তাঁহাদিগের দেশস্থ লোক বলিবে "কি? তোমরা ইউরোপীয় হইয়া আপনাদের একটা প্রধান বিদ্যার হীনতা প্রদর্শন করিয়া বেড়াও, অথচ তদ্বিষয়ে যাহাদিগের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর, তজ্জাতীয় এক বাবু তদ্বিপরীতে তোমাদিগেরই প্রাধান্য দেখাইয়া তোমাদিগকে অপরুদ্ধ করিল, ইহার অপেক্ষা বেশী লজ্জা আর কি?"

কিন্তু কৃষ্ণধন বাবুর ন্যায় সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তির মত বলিয়াই উপরে আমরা ঐকয়টী কথা বলিলাম। সূক্ষ্মবিচার তৌলে উভয় দেশীয় সঙ্গীতের গুণাগুণ তৌল করিয়া দেখিলে তাঁহার মত স্থায়ী হয় কিনা বলিতে পারি না। পাঠকগণ এমন মনে করিবেন না, যে, আমরা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। তিনি আমাদিগকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক মহাদোষী করিয়াছিলেন এবং ইংলিসম্যান পত্রে এতদ্বিষয়ক এক প্রেরিত পত্র মুদ্রিত করিয়াছেন। ঐ দুই কারণে অনেকে তাঁহাকে মহা সঙ্গীতপণ্ডিতরূপে জানিতে পারিতেছেন; জানিয়া তাঁহার মতকে পরম প্রকৃতমত বলিয়া বুঝিতেছেন, সুতরাং তাহার উদ্দেশে এবং সাধারণের অবগতি জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য-তত্ত্ব কিঞ্চিৎ না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাতে তিনি এপ্রসঙ্গ বিচারে কতদূর যোগ্য এবং সঙ্গীতসম্বন্ধে মত প্রকাশে তাঁহার কত দূর অধিকার, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারিবে! কিন্তু সে যে মনই হউক, তাঁহার উপলক্ষে দেশীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের তারতম্য বিচারে আমরা যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলাম এজন্য তাঁহাকে প্রণাম করি। এক্ষণে মূল বিষয়;—



"নাদসিন্ধোঃ পরং পারং নজানাতি সরস্বতী।,,
"অদ্যাপিমজ্জন ভয়াত্তু স্বং বহতি বক্ষসি।,,

১ম প্রকরণ—স্বরানুক্রমতা ও স্বরৈকতা।

কৃষ্ণধন বাবু আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন, যে, ইউরোপীয় সঙ্গীত অপেক্ষা হিন্দুসঙ্গীতের ঔৎকর্ষ কিসে? আমরা তাঁহার এবং তাঁহার ন্যায় সংস্কারবান লোকদিগের প্রবোধার্থে সেই দুরূহ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যাহাতে সঙ্গীতানভিজ্ঞ কৃতবিদ্য সম্প্রদায় অনায়াসে বুঝিতে পারেন, তদ্রূপ প্রণালী ও ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া যতদূর সম্ভব বিশদরূপে উভয় দেশীয় সঙ্গীতের প্রধান কয়েকটী প্রভেদ প্রদর্শনে চেষ্টা পাইব।

প্রথমে বক্তব্য, সঙ্গীতের দুই প্রকার সাধন;—(Melody) সুস্বরানুক্রমতা এবং (Harmony) স্বরৈকতা।

স্বরানুক্রমতার অর্থ এই, যে, যথা লয়ানুসারে পর্য্যায়ক্রমে স্বরবিন্যাস করা। অর্থাৎ ষড়্জ ঋষভ গান্ধারাদি স্বর সমূ-

হের মধ্যে কখনো প্রথমের পর তৃতীয়, তৃতীয়ের পর দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের পর ষষ্ঠ ইত্যাদি; কখনো বা পঞ্চমের পর চতুর্থ, চতুর্থের পর দ্বিতীয় ইত্যাদি; কখনোবা অন্যরূপ উল্‌টী পাল্‌টী ইত্যাদি শত শত—আঃ! সহস্র সহস্রবিধ স্বরের খেলাকে স্বরানুক্রমতা বা ইউরোপীয় মতে "মেলডি" বলে!

স্বরৈকতার অর্থ এই, যে, দুই তিন বা ততোধিক স্বরকে যথালয়ে এককালে একত্র বিন্যাস করা। ইহা বুঝাইবার জন্য বেশী কথার প্রয়োজন নাই। ইংরাজীতে ইহাকে "হার্মনি" বলে।

সুস্বরানুক্রমতা ও স্বরৈকতার অর্থ-ব্যক্তির পর উল্লেখিতব্য এই, যে, প্রকৃতাবস্থায় সাতটী মাত্র স্বর। যথা, ষড়্‌জ ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, এবং নিষাদ। ইহাদের সাঙ্কেতিক সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, কে না জানেন? বিকৃত করিলে সাতটীর স্থলে স্বরসমষ্টি বারটী হয়। "ততঃ সপ্তস্বরাঃ শুদ্ধা বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী।" বিকৃত করিবার অর্থও বলা উচিত। তাহা এই; —

ঐ সপ্ত স্বর প্রকাশ কালে প্রতি দুইটীর মধ্যে অলক্ষিত ভাবে কিছু কিছু স্থান বা ফাক থাকে। সেতারের পর্দ্দা গুলির প্রতি দৃষ্টিদান করিলে তাহা সম্যগ অনুভূত হইবে। সেতারের পর্দ্দা সমূহের মধ্যে মধ্যে শূন্য স্থান স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কণ্ঠ নির্গত এক স্বর হইতে স্বরান্তরের মধ্যে যে স্থান তাহা লক্ষ্য করা দুষ্কর। যাহা হউক, সেই মধ্যস্থানকে সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে শ্রুতি-স্থান আখ্যা দিয়া থাকে। শাস্ত্রে শ্রুতি-স্থানের লক্ষণ চমৎকার রূপে বর্ণিত আছে। যথা;—

জলেচ সুতরাং মার্গো
মীনানাং নোপলক্ষ্যতে।
গগনে পক্ষিণাং যদ্বৎ
তদ্বৎ স্বর-গতা শ্রুতিঃ॥

অর্থাৎ, জলমধ্যে মৎস্য গণের মার্গ ও গগনে পক্ষীগণের পথ যেমন কাহারো লক্ষ্য হয় না, স্বর-মধ্যগত শ্রুতিও তদ্রূপ।

জলে মীন চলে; সেস্থলে যখন মীন চলে, সেস্থলে তখন জল নাই; এবং বায়ু সাগরে পক্ষী যখন যেস্থান দিয়া যায়, তথায় পক্ষীদেহ থাকাতে বায়ু অবশ্যই অন্তরিত থাকে, কিন্তু সেই সঞ্চরমাণ জীবগণ সে স্থান ত্যাগ করিবামাত্র পুনর্ব্বার জল ও বায়ুপূর্ণ হয়, সুতরাং শূন্যত্ব লক্ষিত হইল কৈ? শ্রুতির ভাবও অবিকল সেইরূপ।

সেই সব শ্রুতিস্থানকে কোমল তীব্রাদি দ্বারা পূর্ণ করার নাম বিকৃত করা। এইরূপে বিকৃত করিলে প্রকৃত লইয়া সর্ব্ব সুদ্ধ দ্বাদশটী স্বর হয়। ইহা অস্মদ্দেশ এবং ইউরোপ উভয়স্থানীয় সঙ্গীতবিৎপণ্ডিতেরা স্বীকার ও মান্য করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে উভয় দেশে কিছু মাত্র ভিন্নতা নাই। কিন্তু ঐ দ্বাদশটীর প্রয়োগ প্রণালীতে বিশেষ প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ জন্যই ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে—তাহা হইতেই



উৎকর্ষাপকর্ষতা জন্মে।

মনে করুন, এক সদাগর দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হইলেন! ঐ দুই সহোদর পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইল। প্রত্যেকের অংশে দ্বাদশ সহস্র করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পড়িল। এমতে প্রত্যেকের বিভব ও অবস্থা সমান হইল। কিন্তু দুই জনে বিভিন্ন উপায়ে ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে বিভাগের দিন যে সমাবস্থা ছিল, সেই তুল্য ভাব কি চিরকালই থাকা সম্ভব? অবশ্যই অর্থপ্রয়োগ, যত্ন, পরিশ্রম ও দূরদর্শনাদির পার্থক্যানুসারে ফলেরও বৈষম্য ঘটিবে।

ইহাও তদ্রূপ। হিন্দুরা অথবা এদেশীয়েরা ঐ দ্বাদশ স্বরের বিভিন্ন বিভিন্ন আশ্চর্য্য বিন্যাস-কৌশল দ্বারা ষোড়শ সহস্র প্রকার রাগরাগিণীর খেলা খেলিয়া থাকেন। ইউরোপীয়েরা ঐ দ্বাদশটীর মধ্যে কতিপয়ের এককালীন সমষ্টি সংযোগ দ্বারা মোটামুটি মনোরঞ্জনের কাজ করিতে তৎপর আছেন। এদেশীয় সঙ্গীত সুস্বরানুক্রমতা-প্রধান। ইউরোপীয় সঙ্গীত স্বরৈকতা-প্রধান। এদেশীয় লোক বেল, যুঁই, চম্পক, গোলাপ প্রভৃতি দ্বাদশটী ফুল লইয়া কখনো বেলের পর চাঁপা, চাঁপার পর যুঁই, তাহার পর গোলাপ; কখনো বা গোলাপ প্রথম, বেল দ্বিতীয়, যুঁই তৃতীয়, মল্লিকা চতুর্থ, ইত্যাকার বিবিধরূপে উল্‌টী পাল্‌টী বিন্যাসদ্বারা শোভার বৈচিত্র্য ও গুণের সূক্ষ্মতা প্রদর্শন করেন। ইউরোপীয়েরা তিন, চারিটী বা পাঁচ, ছয়টী পীঠাপীঠি বা মুখামুখী সাজাইয়া মোটা গ'ড়ে গাঁথিয়া পরেন! এদেশীয়দের মালায় যেমন পর পর একটী একটী ফুলের সুমধুর মূর্ত্তি দেখা যায়, তেমনই আবার মালাকারের স্বেচ্ছামত সহস্র সহস্র রূপ নূতন বিন্যাস, নূতন ভাব, নূতন সুষমা, নূতন আনন্দ উৎপাদিত হইতে পারে। ইউরোপীয় গ'ড়ের মালা আশু দৃষ্টিতে বেস জাঁকালো, কিন্তু বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন অতিঅল্প—অপরের তুলনায় নাই বলিলেই হয়! যেরূপ বাঁধা আছে, যেরূপ গাঁথা আছে তাই! মালাকারের ইচ্ছামাত্রেই ততদূর নবীনত্ব, সুতরাং ততদূর চমৎকারিত্ব কদাচই জন্মাইতে পারে না!

তাই বলিয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতকে তুচ্ছ করিতেছি কিম্বা তাহা মনোহরণ করিতে পারেনা বলিতেছি, এমন ভাবিবেন না। আমরা জানি, তদবলম্বিত প্রণালীতে তাহা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং (কি পরিতাপ!) অস্মদ্দেশীয় সঙ্গীত নিজ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে অত্যুন্নত হইয়াও অধুনা অবনতিতে অবতরণ করিয়াছে! ইহা জানি বলিয়াই আমরা প্রথমের নিন্দা করিনা, তাহাকে মন্দ বলিনা; বরং তাহাও উপাদেয়, তাহাও মনুষ্যের নির্ম্মল আনন্দোৎপাদনে—চিত্তরঞ্জনে বিলক্ষণ সমর্থ—সর্ব্বতোভাবে মনোহর, একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু যখন তুলনা-তৌলে

উভয়কে তোলা যায়, তখন কি হয় ? তখন সেই মনোহর পদার্থের যত কিছু চমৎকার বাহ্য গুণ, তাহা বাহ্য-সৌষ্ঠব-লঘু অথচ অন্তঃসার-গুরু এদেশীয় সঙ্গীতের নিকট নিতান্ত লঘু হইয়া পড়ে—এদেশের সঙ্গীত, ইতিহাসের প্রমাণে এবং স্বীয় অতলস্পর্শ গুণ গরিমায়,যথার্থই সেদেশীয় সঙ্গীতের শিক্ষাগুরু ও গুণভারেও গুরু হইয়া উঠে !

এই বিষয়টী বুঝাইবার নিমিত্ত আরো একটী উপমা দিব। যে কার্য্য সমাধান নিমিত্ত পাঁচজনে মিলিয়া আয়াস করে,সেই কার্য্য যদি এক ব্যক্তি তদপেক্ষাও সুচারু ও সুক্ষমরূপে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, তবে কোন্ পক্ষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার্য্য ? শরপীড়িত ভীষ্মের শীর্ষদেশে একটী উপাধান দান ও তাঁহার ঘোর পিপাসা শান্তি করিতে অনেকেই অনেক প্রকার উপায় ও যত্ন করিল, কৃতকার্য্য হইল না ; অর্জ্জন নিজ ভুজবীর্য্যে সন্তোষজনকরূপে তৎসংসাধন দ্বারা চির কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ! এই পৌরাণিক দৃষ্টান্তটী কিছু উৎকট বোধ হইতেছে, অতএব সামান্য একটী স্মরণ করিয়া দেখুন,যে পরিবারে পাঁচ জনের অল্প অল্প আয় বশতঃ ব্যয়ের সংকুলান হইয়া উঠেনা এবং যে পরিবারে উপার্জ্জনশীল এক ব্যক্তির দ্বারা পারিবারিক ভরণ পোষণ বাদে ক্রিয়া কাণ্ড দান ধ্যান ইত্যাদি হইয়া থাকে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতী কে ?

অতএব যে সঙ্গীত প্রণালীতে পাঁচটী স্বর এককালে একত্রীভূত হইয়া মনোরঞ্জন করে এবং যে পদ্ধতিতে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বিন্যস্ত হইয়া অপরিমেয় বৈচিত্র্য ও প্রতিপদে অভিনবত্ব সুতরাং অপেক্ষাকৃত অধিক চমৎকারিত্ব জন্মায়, তন্মধ্যে গরিষ্ঠ কে ? কৃষ্ণধন বাবু এই প্রশ্নের উত্তর দিলেই আমরা কৃতার্থ হইব !

তিনি বলিয়াছেন,আমাদের সঙ্গীত শুনিয়া ইউরোপীয়েরা হাস্য বা তাহার নিন্দা করে। এ কথা তিনি কোথায় শুনিলেন? তবে যদি তিনি নিজে গায়ক হইয়া তদুপযুক্তইউরোপীয়শ্রোতা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এ ঘটনা সম্ভাব্য বটে—তাহা হইলে তাঁহার চাক্ষুষ প্রমাণের কাছে কোনো কথাই নাই ! নতুবা ইউরোপের বড় বড় সঙ্গীতবিৎগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তো এরূপ নয়। বোধ করি কৃষ্ণধন বাবু সে সব পাঠ না করিয়া থাকিবেন। এই অনুমানেই আমরা সুস্বরানুক্রমতা ও স্বরৈকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বহু বহু উক্তির মধ্য হইতে হঠাৎ যাহা নিকটে পাইলাম তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"M. Roussenu and some other authors seem to be of opinion, that music is not really improved by the use of Harmony,"

A Treatise on the Music of Hindoostan by capt. Willard. Page 41.

"That Melody is the production of Genius, and harmony of art, will not, I believe, be disputed ; &c." Ibid Page 45.



"The melody of the East has always been admired, and I believe very justly. * * * Indeed, so wide is the difference between the natures of European and Oriental music, that I conceive a great many of the latter would baffle the attempts of the most expert contrapuntists to set a harmony to them, by the existing rules of that science." Ibid Page 47.

ফলতঃ স্বরৈকতা প্রণালী মধ্যে সঙ্গীতের মহাপ্রাণ স্বরূপ রাগরাগিণীর চমৎকার খেলার যে এত স্পষ্ট অভাব এবং যে অভাব জন্য স্বয়ং ইউরোপীয় অধ্যাপক মহাশয়েরা এত কষ্টানুভব করেন, তাহা আমাদের পণ্ডিতবর কৃষ্ণধন বাবুর ( বোধ হয় ) জানা ছিল না ! অথবা স্বর-লিপি রূপ একটী যৎসামান্য পার্শ্ব-চূড়া ব্যতীত সঙ্গীতাচলে আরো যে গগনস্পর্শী মহোচ্চ শেখর ও শৃঙ্গ সকল আছে, তাহা হয়তো অদ্যাপি তাঁহার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই ! অথবা স্বরানুক্রমতা রূপ মহদুপায়ে হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধীয় রাগরাগিণী যে মহা বিস্তার করা যায় এবং কস্মিন্-কালে ( মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ) ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তাহাযে হইতে পারে না—এমন কি, বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইউরোপীয় সঙ্গীত-পণ্ডিতগণ রাগরাগিণীর ঠাট-বিন্যাস, পরিবর্দ্ধন-কৌশল, স্বরের সূক্ষ্মাংশ শ্রুতির নিয়ম এবং তালাদির আশ্চর্য্য কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে বিপুল অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করিয়া অদ্যাপিও যে বুঝিতে পারেন নাই ; নিশ্চিত অনুমান হইতেছে পরম সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বাবুর অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের কুত্রাপি তাহা স্থান প্রাপ্ত না হইয়া থাকিবে।

একটী অতি প্রধান বিষয়ে হিন্দুসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইল ; ইহাই যথেষ্ট। কেননা,আমাদিগের বিবেচনায় রাগরাগিণীর অনন্ত প্রায় ভিন্ন মূর্ত্তি, ভিন্ন স্ফূর্ত্তি এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া বিকাশ ব্যতীত অর্থাৎ স্বর-বিন্যাস-চাতুর্য্য ব্যতীত সুদ্ধ স্বর-মাধুর্য্য ও স্বরৈকতা দ্বারা সঙ্গীতের আংশিক বা বাহ্য-সৌন্দর্য্য বই সম্পূর্ণ মনোহারিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব উপরে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, অন্যান্য অঙ্গ ছাড়িয়া কেবল তদবলম্বনেই হিন্দুসঙ্গীতের প্রাধান্য প্রকাশের অবশেষ রহিতেছে না। কিন্তু যদিও ঐ এক বিষয়ই যথেষ্ট, তথাপি যখন অন্যান্য অঙ্গেও এদেশীয় সঙ্গীতের উচ্চতর মহিমা জাজ্জ্বল্যমান আছে, তখন নিগূঢ় তত্ত্বানভিজ্ঞ বাহ্য-সৌষ্ঠব-ভক্ত কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত ভ্রান্ত মহাশয়দিগের কুসংস্কার ব্যাধির উপশম জন্য তাহারও কিছুকিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। যৎকালে কাহারো কোনো রোগের—বিশেষতঃ বিকারের বৃদ্ধিদশা,তৎকালে সুদ্ধ একপ্রকার ঔষধে প্রায় উপকার দর্শেনা—দিনের মধ্যে বহুবার বহুপ্রকার ভৈষজ্য সেবন করাইতে হয়—মূল ব্যাধির ঔষধ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়—নিকৃষ্ট ও কনিষ্ঠ উপসর্গ গুলির লাঘব ভিন্ন বিকার কাটে না—তদ্ধেতু অনেক মুষ্টিযোগ চাই ! ইউরোপীয়-সর্ব্ব-প্রিয় ও স্বদেশীয়-সর্ব্ব-দ্বেষী যুবক-

গণের যে অদ্ভুত চিত্ত-বিকার জন্মিয়াছে, তদুপশমনার্থ দুই একটী বড়িতে কি হইবে? ডিবা শূন্য করিয়া ও মুষ্টিযোগ পাঁচনাদি কুড়াইয়া দিয়া যদি সমভাবে থাকে, তাহাও সৌভাগ্য! যদি বল, "দেশী চিকিৎসা করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতেছ কেন?" হাঁ তাহা করিতেছি; এখনকার ছেলেপিলের কেমন ইংরাজী দাওয়াই-খেগো ধা'ত হইয়াছে, যে, ইংরাজবাক্য রূপ ইংরাজীঔষধ না খাওয়াইলে কিছুতেই তাহাদের রোগ সারে না! দেখেন নাই, কত কবিরাজ ঘোর নবজ্বরে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া বিপদ তো কাটান, তাহার পর যখন জ্বর আট্‌কায়—জীর্ণ বা পুরাতন জ্বরে পরিণত হয়, তখন জয়মঙ্গলরস ও ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়ার ঘুস্‌ড়া দিয়া নিঃশেষে নীরোগ করেন!!

অতএব আরো দুই এক প্রকরণের কিছু কিছু বলিতে হইল।

২য় প্রকরণ—স্বর-লিপি।

ইউরোপীয় (Notation) স্বর-লিপিই কৃষ্ণধন বাবুর প্রধান গর্ব্ব স্থল; তাঁহার যে পত্র ৯ই কার্ত্তিকের মধ্যস্থে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে স্বর-লিপির বড়াই পড়িয়া পড়িয়া হাড় ভাজা ভাজা হইয়াছে; কেবল স্বর-লিপির প্রসঙ্গই তাঁহার পক্ষে প্রধান প্রমাণ। বোধ হয় স্বর-লিপির আংশিক মর্ম্মাবধারণই তাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যার চরম সীমা! অথচ যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেই বা না জানেন, যে, স্বর-লিপির মুখাপেক্ষা ও সাহায্যগ্রহণ না করিয়াও প্রায় সহস্র বর্ষাবধি ভারতবর্ষ অনুপম সঙ্গীত-সুধা-লহরী প্রবাহিত করিয়া আসিতেছে। তথাপি কৃষ্ণধন বাবুর প্রতি অনুরোধ, তিনি যেন বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, যে, যে স্বর-লিপি তাঁহার ইষ্ট-কবজ, তাহার পদ্ধতি কোন্ দেশ হইতে প্রথম উদ্ভূত ও সংগৃহীত হয়?

তাঁহার প্রেরিত উক্ত পত্র মধ্যে তিনি বলিয়াছেন পূর্ব্বাবধি কস্মিন্‌কালে হিন্দুদের স্বর-লিপি-পদ্ধতি নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিগত ২৩শে অক্‌টোবরের ইংলিসম্যানে তাঁহার যে প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লিখেন;—

"The ancient mode was much better. If you look into page 69 of vol. 3 of the Asiatic Researches, you will find the Researcher plainly writes; "the setaves above and below the mean scales are expressed very clearly by small circles and ellipses."

কিরূপে এই দুই পত্রের সমন্বয় করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না!

বাবুজী ঐ পত্রে বলেন ইউরোপীয় রীত্যনুসারে হিন্দুসঙ্গীতের স্বর-লিপি করিতে গেলে হিন্দু-প্রচলিত "অতিকোমল" এবং "অতি তীব্র" যাহা ইউ-



রোপীয় সঙ্গীতে এককালে মূলেই নাই।* সেই দুইটীর নিমিত্ত দুইটীমাত্র নূতন চিহ্ন সৃষ্টি করিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে গ্রন্থ-কর্ত্তৃপদ-লিপ্সু কৃষ্ণধন বাবু সেতার-শিক্ষা-বিধায়ক গ্রন্থে কি বলিয়া মূর্চ্ছনা, কৃন্তন, ছেড়া প্রভৃতির নূতন নূতন চিহ্ন সৃজন করেন? আত্ম-ব্যবস্থা ও আত্ম-বাক্যের এত দূর কার্য্য-বৈপরীত্য সহসা দৃষ্ট হয় না! তাহাও যাহা হউক, কিন্তু সত্যই কি হিন্দুসঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সুদ্ধ ঐ দুইটী নূতন চিহ্ন হইলেই হইল? হিন্দু-সঙ্গীতে ভাবাদির যেপ্রকার রীতি আছে; অর্থাৎ সম, বিষম, অতীত, অনাগত, ব্যাঘাত এবং বিরাম; তাহাতে যে সমস্ত মাত্রা-কৌশল সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, সে সকল কি ইউরোপীয় সঙ্গীতে কখনো পাওয়া যায়? কদাচ নহে! অতএব ইহাও কি ইউরোপীয় সঙ্গীতের অভাব,—সুতরাং নিকৃষ্টতা বলিয়া মান্য করিতে হইবে না? ঐ সকল লিপিবদ্ধ করিতে গেলে কি কতকগুলি নূতন চিহ্নের প্রয়োজন হইতেছে না? পুষ্পবাটিকা-ভ্রমণকারী কোনো ব্যক্তি চতুর্দ্দিক না চাহিয়া যদি সুদ্ধ সম্মুখে দেখিয়া বলে "এখানে দুটী বই গোলাপ নাই" অথচ তাহার পশ্চাতে ও পার্শ্বে আরো অনেক আছে; কৃষ্ণধন বাবুর চিহ্নের ব্যবস্থা ঠিক সেইরূপ!

অপিচ "কস্মিন কালে স্বরলিপি-পদ্ধতি ছিল না" একথা লিখিবার অগ্রে কৃষ্ণবাবুর জানা উচিত, যে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার সত্ত্বা বিদ্যমান আছে। তদ্ব্যতীত স্যার উইলিয়েম আউসলি সাহেবের "The oriental collections of Science, Arts &c. of Asia." নামক গ্রন্থপ্রমাণে পারসিক ভাষার প্রাচীন সঙ্গীত পুস্তকেও তাহা সুপ্রাপ্য।

এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য, হিন্দু ও ইউরোপীয় স্বর-লিপি-পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টী ভাল? তিনটী স্বাভাবিক সপ্তক (সা, ঋ, গ, ম সাধাকে সপ্তক বলাযায়) উভয় দেশেই স্বীকার করিয়া থাকে। তিনটী সপ্তকে একবিংশতিটী স্বর; লিখিবার সময় ইউরোপীয় রীত্যনুসারে একাদশটী রেখা (Line) এবং দশটী শূন্যস্থান (Space) আবশ্যক করে। কিন্তু হিন্দু-স্বর-লিপির প্রণালীমতে

* ইউরোপীয় সঙ্গীতে "অতিকোমল" এবং "অতিতীব্র" স্বরের নিতান্ত অভাব; হিন্দু-সঙ্গীতে ঐ দুইটীর বহু প্রচলন। ঐ দুটীর দ্বারা যে কি আশ্চর্য্য ফল লাভ হয় তাহা বাহুল্য ভয়ে এ প্রস্তাবে লিখিতে পারিলাম না, কিন্তু যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ঐ দুটীর অভাব ও সদ্ভাব জন্য উভয় দেশীয় সঙ্গীতের ঔৎকর্ষাপকর্ষতার ভাব অতি সহজেই পরিমাণ করিতে পারিবেন। যাঁহারা বিশেষ না জানেন, তাঁহারাও কি বুঝিতেছেন না, যে, ইহাও হিন্দু সঙ্গীতের প্রাধান্য বিষয়ে একটী বিশেষ কারণ?

† মূর্চ্ছনা, কৃন্তনাদি কার্য্য ইউরোপীয় সঙ্গীতে নাই, ইহাও কি হিন্দুসঙ্গীতের প্রাধান্যের একটী কারণ নহে?

সুদ্ধ তিনটী রেখাতেই তিনটী সপ্তক লিপিবদ্ধ হয়। অতএব কোন্ প্রণালী সূক্ষ্মতা ও সৌকর্য্য পক্ষে প্রতিষ্ঠার যোগ্য? সুদ্ধ ইহাই নহে; আবার হিন্দুপদ্ধতিতে অতি সহজে ও অতি শীঘ্র স্বরগুলিকে চিনিয়া লওয়া যায়। কেননা, আমাদিগের প্রতি সুরের আদ্যাক্ষর স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকে; ইউরোপীয় প্রণালীতে কেবল ফুট কুনি বা শূন্য চিহ্ন মাত্র দেওয়া হয়। কোন্টী সুগম ও সহজবোধ্য এ প্রশ্নের উত্তর পঞ্চম বর্ষীয় শিশুও বলিয়া দিতে পারে। কেবল আমাদের বাক্যে যদি হৃৎপ্রত্যয় না হয়, তবে তাঁহাদিগেরই স্বদেশীয় অধ্যাপক জন্ কার্ভরেন "টনিক সাল্ফা" নামে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে হিন্দু-প্রণালীর অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের বাক্যের সম্পূর্ণ পোষক হইতেছে!

কৃষ্ণধন বাবু ইউরোপীয় স্বরলিপির ভাবে গদ্গাদ; এবং তাহার বিশেষ জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক প্রচুর পারদর্শিতা প্রকাশ করিতেছেন, এজন্য এ প্রকরণের উপসংহারকালে তাঁহাকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সদুত্তর প্রদান করিলে পরম বাধিত হইব। তাহা এই;—

১। প্রথম স্বর যাহাকে আমরা ষড়্জ বলি, ইউরোপীয়েরা তাহার চিহ্ন জন্য তাঁহাদের আদ্য বর্ণ A না বসাইয়া তৃতীয় বর্ণ C ব্যবহার করেন কেন?

২। ইউরোপীয়েরা স্বরলিপিতে পাঁচটী রেখা ও চারিটী স্পেস অর্থাৎ ফাক ব্যবহার করেন। কিন্তু স্বরলিপি বদ্ধ করিবার সময় উক্ত আদ্য চিহ্ন C পরিত্যাগ পূর্ব্বক E অর্থাৎ গান্ধার হইতে আরম্ভ করেন কেন?

৩য় প্রকরণ—সপ্তক।

ইতিপূর্ব্বেই যখন সপ্তকের উল্লেখ হইয়াছে, তখন সপ্তক সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা এস্থলেই প্রকাশ করা ভাল।

আমরা যাহাকে সপ্তক বলি, ইউরোপীয়েরা তাহাকে অক্টেভ octave বলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে, সপ্তস্বর আমরা ও তাঁহারা উভয়েই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকি, অথচ তাঁহারা অষ্ট-বোধক অক্টেভ সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না! সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই পর্য্যন্ত শেষ হওয়াই আবশ্যক; তাঁহারা তাহা না করিয়া "নি" অথবা সপ্তম স্বরের পর পুনশ্চ "সা" বসাইয়া পাকতঃ অষ্ট করিয়া লন। ভালই; কিন্তু যখন দ্বিঅক্টেভ বলেন তখন কেন ষোড়শটী করিয়া তুলিতে অক্ষম হন? তখন কি বলিয়া পঞ্চদশ গ্রহণ করেন? আমাদের দ্বিসপ্তক বলিবামাত্র চতুর্দ্দশ স্বর বুঝায়; ত্রিসপ্তকেও এক বিংশতির ন্যূনাতিরেক হয় না। এক্ষণে কোন্ দেশের সপ্তক নিখুঁত, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গই বিচার করুন!

৪র্থ প্রকরণ—স্বর নির্ণয়।

শারীর সঙ্গীত ও গণিত সঙ্গীত।



(Anatomical and Mathematical) স্বর নিরূপণার্থ এই দুয়ের মধ্যে হিন্দুরা প্রথমের উপর এবং ইউরোপীয়েরা দ্বিতীয়ের উপর অধিক নির্ভর করেন। হিন্দুরা বলেন, নাভিস্থিত দ্বাদশ-দলপদ্ম হইতে দ্বাদশটী স্বরের উৎপত্তি। এই মূল সঙ্কেত ধরিয়া আনুষঙ্গিক শারীর তত্ত্বানুসারে বিস্তারিত রূপে স্বরের নির্ণয় করেন। তদ্বাহুল্য বুঝাইতে গেলে প্রবন্ধটী অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে। ইউরোপীয়েরা প্রতি সেকেণ্ড মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ অনুরণন বা কম্পন ইত্যাদি গণিততত্ত্বানুসারে স্বর নিরূপণ করেন। প্রথম যে স্বাভাবিক এবং শেষেরটী যে কাল্পনিক, তাহা যথোচিত রূপে বুঝাইবার আবশ্যকতা হইলে ভবিষ্যতে তাহার ত্রুটী হইবে না। আপাততঃ সঙ্গীতাভিজ্ঞ পাঠক বৃন্দের নিমিত্ত এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। যেহেতু এবিষয় এত প্রয়োজনীয় নহে, যদ্ধেতু অধিক সময়, স্থল, শ্রম ও বাক্য ব্যয় করা যায়!

৫মপ্রকরণ—নৃত্যসঙ্গীত

যাঁহারা যথার্থ রূপে সঙ্গীত-রসজ্ঞ, তাঁহারা জানেন নৃত্যবিদ্যা সঙ্গীতের একটী সামান্য শাখা নহে। কৃষ্ণধন বাবু এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই এবং তিনি যে তদ্বিষয়ে চিত্তার্পণ করিয়াছেন, নানা কারণে তাহাতে সন্দেহ করা যায়। যদি এই সন্দেহ অকারণ হয়, তবে পরমাহ্লাদে তাঁহার সহিত উভয় দেশীয় নৃত্যসঙ্গীতের সম্যগালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আপাততঃ বক্তব্য এই, যে, তাঁহার মতানুসারে ইউরোপীয় সমাজ অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় সঙ্গীত বিদ্যাতেও যদ্যপি উন্নতির উচ্চতম শেখরারোহী হইয়া থাকে, তবে কেন (সঙ্গীতের উচ্চতম বিভাগ দূরে থাকুক) নৃত্য-বিজ্ঞানেও অদ্যাপি ভারত ভূমির অর্দ্ধসভ্য লোকাপেক্ষা অধিক গুণপনা দেখাইতে পারিলেন না? ইউরোপীয় পল্কা, ওয়াল্স, জিগ্, রিডোয়া, গ্যালপ, কোয়াড্রিল্স, ল্যান্সার্স প্রভৃতি যে যে প্রকার নৃত্যপ্রণালী প্রচলিত আছে, সে সব কিম্বা সে সকলের একটীও কি হিন্দুদিগের তারাকর্ম্মণী, দৃষ্টিকর্ম্মণী, পৃষ্টকর্ম্মণী, বিবর্ত্তন প্রণালী, উৎক্ষেপ, পতন, ভ্রুকুটী প্রভৃতি নৃত্যের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাবোত্তেজক কৌশলের নিকট দাঁড়াইতে পারে? বড় আক্ষেপ রহিল, যে, বাহুল্য শঙ্কায় উভয় জাতীয় প্রত্যেক নৃত্যের ব্যাখ্যা ও উপায়াভাবে চিত্রপ্রতিরূপ প্রদর্শনে অসমর্থ হইলাম। তাহা করিতে গেলে একখানি বৃহৎগ্রন্থ রচনা ও বিপুল অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সে দুরাকাঙ্ক্ষা দূরে রাখিয়া আমরা সাহস পূর্ব্বক ইহা বলিতে পারি, যে, হিন্দুদিগের উক্ত নৃত্য প্রণালীর আভ্যন্তরিক চমৎকার ভাব ইউরোপীয়েরা স্বপ্নেও কখনো অধিকার করেন নাই— কল্পনাতেও কখনো দেখিতে পান নাই! অধিক কি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় বাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি এমন সুশিক্ষিতা নর্ত্তকী আছে, যাহাদের নৃত্য কৌশল, গীতির ভাবা-

নুযায়ী হাব, ভাব, অঙ্গভঙ্গী, ভ্রুকুটী প্রভৃতি যথার্থ ভাবুক লোকে দেখিলে বিস্ময়োৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারেন না! তবুতো এখন পূর্ব্ব কালের ছায়া মাত্র অবশিষ্ট!!

উপসংহার!

আরো অনেক কথা অবশিষ্ট থাকিতেও আমরা উপসংহার করিতে বাধিত হইলাম। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর বলিবার আছে। বিশেষতঃ তাল ও যন্ত্র-বিদ্যায় উভয় দেশের তুলনা তুলিবার বড় সাধ ছিল; কিন্তু অদ্য আর তাহা হইতে পারে না। এখনই এ প্রস্তাব যে দীর্ঘ হইয়াছে, তাহাতে ভয় হয়, পাছে নানারুচির নানা পাঠক এক বিষয়ের এত প্রাচুর্য্য দেখিয়া অতৃপ্ত হয়েন। অতএব কৃষ্ণধন বাবু যদি ইচ্ছা করেন এবং পাঠক সাধারণের যদি আগ্রহ দেখা যায়, তবে ভবিষ্যতে সে সাধ পূর্ণ হইবার আটক কি? অধুনা কেবল পূর্ব্বালোচিত বাক্যের দৃঢ়তা স্বরূপ এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, কৃষ্ণ বাবুই হউন বা তাঁহার ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতভক্ত অন্য যিনিই হউন, কৃষ্ণবাবুর সদৃশ মীমাংসা পথের পথিক হইবার পূর্ব্বে ইটী যেন স্মরণ করেন, যে, স্বরানুক্রমতা আগে না স্বরৈকতা আগে? যে স্ত্রী স্বাভাবিক সুন্দরী তাহার কাল্পনিক অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? যদিও প্রয়োজন থাকে, তাহা কেবল সেই স্বাভাবিক রূপকে বাড়াইবার জন্য! কিন্তু গোড়ায় রূপ চাই! স্বরানুক্রমতা-প্রধান হিন্দু সঙ্গীতে গ্রাম বা ঠাট কতবিধ, তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন? ইউরোপীয় সঙ্গীতে মেজর মাইনর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম-পদ্ধতি ভিন্ন অন্য আর কি আছে? কেবল স্বরানুক্রমতার সহায় বলে হিন্দুসঙ্গীতে রাগরাগিণী যেরূপে বিস্তারিত হয়, তাহা কি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কোনো মতে কোনো কালে হইতে পারে? আমরা কি না জানিয়াই হিন্দু সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়াছি? যখন অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় ইউরোপের প্রাধান্য স্বীকার করিতে পারিয়াছিলাম, তখন যথার্থ হইলে কেনই বা না এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিব? যে ব্যক্তি দশবিধ গুণে একজনকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কেবল এক গুণে কিছু হীন বলে, সে কি ভিতরের তত্ত্ব না জানিয়া বলিতে পারে? তাহাতে কি তাহার দ্বেষ প্রকাশ পায়? একটীমাত্র গুণের খর্ব্বতা বলা হইয়াছে— সত্য রূপে সাব্যস্ত করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই বলা হইয়াছে, তাহাও কি আপনাদের সহ্য হইল না? ইহাতে স্বদেশের কোনো কিছুতে আমাদের গোঁড়ামী হইল, কি ইউরোপীয় সর্ব্ব বিষয়ে অবিচ্ছেদে আপনাদের গোঁড়ামী প্রকাশ পাইল, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে একবার ভাবিয়া দেখুন! এতটা কিছু নয়; এই সর্ব্বনেশে অতি-গোঁড়ামী এবং স্বদেশের সর্ব্ববিষয়ে অপরিমিত দ্বেষই এ দেশের সমস্ত উচ্ছেদ করিতে বসিয়াছে!



হা ঈশ্বর! ভারতের অবোধ উন্মত্ত সন্তানগণের হস্তে ভারতকে রক্ষা কর! রক্ষা কর! রক্ষা কর!!!

---

## দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

---

বহু কালের পর পুনর্ব্বার আমরা আমাদিগের প্রিয়তম, মান্যতম ও বিজ্ঞতম বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত দুলীন বাবুর অথবা তৎকালখ্যাত দুলীন সাহেবের আশ্চর্য্য জীবন বিবরণে হস্তক্ষেপ করিলাম। এরূপ বিষয়ের বিবৃতি জন্য সাপ্তাহিক পত্রাপেক্ষা মাসিক পুস্তক সমধিক উপযোগী। সাপ্তাহিক মধ্যে স্থল সঙ্কীর্ণ; প্রচলিত নানা ব্যাপারে সাপ্তাহিক ব্যাপৃত; সাপ্তাহিক সম্পাদক রাশি রাশি সংবাদ পত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত; সাপ্তাহিক লেখনী প্রতি প্রবন্ধের দীর্ঘতা ভয়ে সদা শঙ্কিত, অথচ এরূপ আখ্যায়িকান্তর্গত অভাবতঃ এক এক অধ্যায় এক এক বারে না লিখিলেও অঙ্গ ভঙ্গ ও তৃপ্তিভঙ্গের চিন্তায় অল্প প্রকাশে অনিচ্ছুক! যে অপ্রার্থনীয় দৈহিক পীড়ার কারণে মধ্যস্থ এক্ষণে মাসিক হইয়াছে, তাহা ৯ই কার্ত্তিকের অতিরেক পত্র পাঠ দ্বারা পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। ফলতঃ মধ্যস্থ মাসিক হওয়াতে কোনো কোনো প্রকরণে খর্ব্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা হস্ত পদ প্রসারণে সমর্থ হইতে পারিবে, অথবা অধুনা তাহার হওয়া উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যে বিষয় অনুগ্রাহক বহু গ্রাহকের নিতান্ত অভিমত, তৎপ্রকটনে আর শৈথিল্য করা কর্ত্তব্য নয়।

কিন্তু পাঠকবৃন্দ বহুকাল এ প্রসঙ্গ অর্থাৎ দুলীনের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করেন নাই, এত দিনে পূর্ব্বকথা কি তাঁহাদের স্মরণ আছে? শঙ্কা হইতেছে তাহা না থাকিতে পারে। অতএব অতি সংক্ষেপে দুলীনের পূর্ব্ব জীবনের প্রধান কয়টী কথা স্মরণ করাইয়া দিব।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী হইতে সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাহী মহা রাজ-বর্ত্ম মধ্যে শকট-যানারোহী উচ্চ শ্রেণীর কোন হিন্দুদম্পতী দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হন; দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাদের প্রাণধন অনুপম রূপবান শিশুপুত্রকে কর্ণেল দ্বৌলীনের হস্তে অর্পণ করেন; কর্ণেল সাহেব ঐ শিশুকে স্বীয় ঔরসজাত পুত্র রূপে পরিচিত করিবার ঐকান্তিক বাসনায় ছলক্রমে সস্ত্রীক কোনো গুপ্ত দেশে গুপ্ত বেশে কিছুকাল ক্ষেপণ করিয়া আইসেন; তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে শিশুর বর্ণ ও রূপ এমন আশ্চর্য্য ছিল, যে, ইউরোপীয় সন্তান হইতে বড় বিভিন্ন নয়; তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে সকলেই ঐ শিশুকে তাঁহাদের ঔরস ও গর্ভজাতপুত্র বলিয়া জানিল; তাঁহারা পরম স্নেহে পুত্রের লালন পালন করিতে লাগিলেন; পিতৃনামানুসারে ঐ শিশু দ্বৌলীন বা দুলীন নামে অভিহিত হইলেন;

কর্ণেল সাহেব পুত্রকে স্বদেশে রাখিয়া যথোচিত রূপে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। যুবা ডুলীন শিক্ষিত হইয়া ইংলণ্ডের ভারতবর্ষীয় সৈন্য মধ্যে সৈনিক কর্ম্মচারীপদে নিয়োগ প্রাপ্তির পর ইতিহাসখ্যাত কোনো কোনো মহা যুদ্ধেও লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন; অধিক কি, জগৎপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সহিত অন্যান্য ইউরোপীয় রাজগণ ওয়াটরলু রণক্ষেত্রে যে মহাসমর করেন, তিনি তাহাতেও অস্ত্র চালনা করিয়াছিলেন। পরে ভারতবর্ষে আসিয়া মহারাষ্ট্রীয় সংগ্রামে বিপুল বল বীর্য্য, রণ-কৌশল প্রদর্শন করাতে কাপ্তেনী পদ পর্য্যন্ত পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চ শেখরে আরো উঠিবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য চক্রবৎ মনুষ্যের অবস্থা-বর্ত্মে নিয়তই ঘূর্ণায়মান! তাঁহার সেই উন্নতির সময় পালিকা মাতা গতাসু হইলেন; তাহাতেও মানসিক বিশেষ কষ্ট ব্যতীত বৈষয়িক অবস্থার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনাই; অগৌণে পিতা দ্বৌলীনের মৃত্যু সংবাদ আইল; শোকাকুলিত হৃদয়ে সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। তথায় পিতৃত্যক্ত বহুল ভূসম্পত্তির অধিকারী হইলেন; কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে তথায় তাঁহার দুইটী পরম শত্রু উদিত হইয়াছিল। কর্ণেল দ্বৌলীনের এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্কন্যা ছিল, তাহার সহিত কাপ্তেন দ্বৌলীনের শুভ বিবাহ ঘটাইবার নিমিত্ত কর্ণেল সাহেব প্রয়াস পাইতেছিলেন এমন সময় তাঁহার মৃত্যু হয়; সেই ভ্রাতুষ্কন্যা অত্যন্ত দুঃশীলা; মৃত্যুকালে কর্ণেল-সাহেব তাহারই হস্তে পুত্রের নামে সীল মোহর করা এক পুলিন্দা দিয়া যান; দুষ্ট যুবতী কাপ্তেনের প্রতি অনুরাগবতী ছিলনা; মনে মনে স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ অপর পুরুষের প্রণয়াধিনী হইয়া সেই ভাবী পতির কুমন্ত্রণায় নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে ঐ পুলিন্দার মোহর ভঙ্গ করিল; দেখিল তন্মধ্যে পিতৃব্যের উইল এক খানি, কাপ্তেন দ্বৌলীনের আদ্যাবস্থার বিবরণ লিপি, এবং অপর পত্রে কাপ্তেনের প্রতি উপদেশ বাক্য, এই তিন খানি মহামূল্য কাগজ আছে; উইল দ্বারা কাপ্তেনকে তাঁহার সমস্ত বিভবের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন; জীবন-লিপি দ্বারা কাপ্তেনকে তিনি যেরূপে পথিমধ্যে পাইয়াছিলেন এবং যে কৌশলে তাঁহাকে ঔরসজাত পুত্র রূপে পরিচিত করিয়াছিলেন ইত্যাদি সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন; উপদেশ পত্র দ্বারা অন্যান্য নীতির সহিত কাপ্তেনকে পরম স্নেহে এই অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি যেন বিবরণ পাঠ করিবার পরেও আপনাকে পালিত পুত্র না ভাবেন; যেমন তাঁহার ঔরসজাত পুত্র ছিলেন, তেমনি থাকিয়াই সম্পত্তি ভোগের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে দ্বৌলীন বংশের নাম রক্ষা করেন ইত্যাদি।



উক্ত পাপীয়সী আমাদের কাপ্তেন বন্ধুকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত করণার্থ স্বীয় ভাবী স্বামীর সাহায্যে ঘোর প্রতারণা জাল বিস্তার করিল। উক্ত উইল ও উপদেশপত্র ধ্বংস কি গোপন করিয়া ফেলিল; যে পত্রে কাপ্তেনের জন্মবৃত্তান্ত ছিল, তাহা আদালতে বাহির করিয়া তিনি যে কর্ণেলের ঔরসজাত পুত্র নন, ইহা সপ্রমাণ করিয়া আপনি কর্ণেলের উত্তরাধিকারিণী হইতে সমর্থা হইল; কাপ্তেন ডুলীন এককালে পথের ভিখারী হইলেন! কেননা, তিনি ইংরাজের পুত্র নন,—হিন্দুপুত্র, ইহা প্রচার হইবামাত্র স্বজাতি-পক্ষপাতী রাজপুরুষেরা তাঁহার বলবীর্য্য ও সচ্চরিত্র উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে সৈনিক পদ হইতে রহিত করিলেন!

তিনি শোকে, দুঃখে, ঘৃণাতে ইংলণ্ড ত্যাগপূর্ব্বক ফ্রান্স রাজ্যে যাত্রা করিলেন। তথায় সৌভাগ্যক্রমে সামরিক কর্ম্মচারী পদ প্রাপ্ত হইলেন; বিশেষতঃ পরম রূপবতী ও নানাগুণে গুণবতী এক সদ্বংশীয়া যুবতীর প্রণয়নিধিলাভে আপনাকে ধন্য মানিলেন; সেই পবিত্র প্রণয় শুভ পরিণয়ে পরিণত হওনের বড় অপেক্ষা ছিল না, এমতকালে কন্যার পিতা জানিতে পারিল তিনি ইংরাজ নন, হিন্দুসন্তান; ইহা শুনিবামাত্র সেই পিতা তাঁহার প্রতি ঘৃণাপরবশ হইয়া তাঁহাকে উল্লংঘনপূর্ব্বক অন্য বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইল; যুবতী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতিনী হইল। আহা! আমাদের প্রিয়বন্ধু এত দুঃখের পরও যেস্থলে চিরজীবনের সুখ শান্তি ন্যস্ত করিয়াছিলেন, এইরূপে সে আশা-লতাও শুষ্ক হইয়া গেল! এই ঘটনায় মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়া তিনি সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেন; স্বাধীনরূপে কার্য্য করিতে পারিলে রোগের চিকিৎসা না করাইয়া প্রণয়িনীর সহগমন করিতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু বন্নু নামা তাঁহার একজন বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ ভৃত্য ছিল, সেই মান্দ্রাজী ভৃত্য অসীম যত্ন দ্বারা রীতিমত চিকিৎসাদি উপায়ে তাঁহাকে জীবিত রাখিল ও নির্ব্ব্যাধি করিল; কিন্তু নীরোগ হইয়া তাঁহার আত্মজীবনকে অসারবৎ বোধ হইল এবং সভ্যাভিমানী ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল; তিনি আর ইউরোপে থাকিতে পারিলেন না; প্রভুভক্ত বন্নুকে লইয়া ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার আইলেন।

"ডুলীনের আশ্চর্য্য জীবন" নামা ইতিহাসের প্রথম ভাগ ঐ সকল ঘটনা বর্ণন করিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় মাত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। যে যে কারণে তিনি রণজিৎ সিংহের নিকট প্রতিপন্ন হইবার সংকল্প করেন, যেরূপে তদুদ্যোগ করিয়া পঞ্জাব রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, যে সূত্রে রণজিতের মুখ্য প্রিয়পাত্র ফকীর আজিজুদ্দিনের সহিত তাঁহার আলাপ হয়, যেরূপে উক্ত ফকীর

সাহেবের উদ্যানে তিনি বাসস্থান প্রাপ্ত হয়েন, যেরূপে চাঁদখাঁ। তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতা করে এবং যে প্রকারে ফকীর সাহেবের ভ্রাতা কালিফাজী তাঁহার নিকট গিয়া অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁহাকে রাজদরবারে লইয়া যাইবার পরামর্শ স্থির করেন, সে সমস্ত ঐ তিন অধ্যায় মধ্যে লিখিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী ঘটনা সকল এক্ষণে বর্ণিতব্য ;—

২ য় ভাগ—৪ র্থ অধ্যায়।

কালিফাজীর সাক্ষাৎ লাভের পর দিন ডুলীন অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিলেন। ইহা তাঁহার আজন্ম অভ্যাস। সে দিন আরো পূর্ব্বে—রাত্রি স্বত্বেই উঠিলেন—রাজসভা ও রাজদর্শনের উৎসাহই তাঁহাকে আরো তৎপর করিল। অনুচরগণের প্রতি পূর্ব্ব রাত্রে তাঁহার যেরূপ আদেশ ছিল, তদনুসারে তাহারাও অতি সত্বর প্রস্তুত হইল। বিশ্বাসী বন্নু ও তৎসহকারী ধন্নু সকলকে লইয়া যাহার যে বেশভূষা, প্রহরণ,তত্তাবৎ সহযোগে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উদ্যানের পুরদ্বার সমীপে অপেক্ষা করিতেছিল, ডুলীন অবিলম্বে সুসজ্জিত ও বেলুনারূঢ় হইয়া তথায় আসিয়া মিলিলেন। সর্ব্বশুভ-প্রেরয়িত্রা পরম পিতার শিবস্বরূপ মনে মনে স্মরণ্লেন; । যাত্রা করিলেন। যে ভস্বর তথায় তাঁহারপ্রণালীতে তাঁহা- উদিত হইয়াছিল। ক্ক প্রবেশ করিয়া- এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্কন্যা ন সেই তেজস্বী সহিত কাপ্তেন দ্বোলীলোহোরের রাজপথে রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। রাজসভা কিরূপ ? সভাসদ্গণের কে কেমন ? আমাকে সহসা দেখিয়া কে কি ব্যবহার করে ? মহারাজের নিকট কিরূপে গৃহীত হই ? আজিজুদ্দিন কি পরিচয়ের পথ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন ? সত্যই কি তিনি অকারণ বন্ধু হইবেন ? অথবা কোনো বিশেষ অভিসন্ধি-প্রেরিত হইয়া আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন ? যাহা হউক, সাবধানে বিনাশ নাই, সতর্ক হইয়াই চলিতে হইবে,ইত্যাদি বিবিধ তীক্ষ্ণ চিন্তায় দোদুল্যমান হইয়া অনাবিষ্ট মনে অশ্ব চালাইতেছেন কিম্বা বেলুন আপনিই মদগর্ব্বে চলিতেছে ; এমত সময় দক্ষিণ দিগস্থ আর এক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম বাহিয়া এক দল বাহিনী আসিতেছে দেখিতে পাইলেন।

ডুলীন চমকিয়া উঠিলেন ; সে দল অতি নিকট—নিজ দলের সহিত তাহাদিগের প্রায় মিশামিশি। দেখিয়াই বুঝিলেন, এ দল সামান্যদল নহে—স্বয়ং মহারাজ আগমন করিতেছেন। ডুলীন স্বীয় সহচরগণের সহ একপার্শ্বে—কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গামী হইলেন। রাজদল তাঁহার সম্মুখীন—অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। সজ্জা ও অশ্বাদির ভাবগতিক এবং অনুযাত্রী আমীর ওমরাগণের মান দান ব্যবস্থা দেখিয়াই মহারাজকে চিনিতে পারিলেন। নতুবা তাঁহার সাধারণ আকৃতি, দেহের গঠন অথবা বাহ্য রূপ লাবণ্য দর্শনে তিনিই যে সেই রাজচক্রবর্ত্তী ভূবিখ্যাত রণজিৎসিংহ, কদাচ



এমন সংস্কার জন্মে না! যদিও তিনি মহারাজের শারীরিক হীনতার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা চাক্ষুষ করিলেন, তাহা নিতান্তই আশার অতীত—জনরব এত নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেনাই! ইহা সম্ভব,যে কথোপকথন কালে, দুরূহ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ সময়ে অথবা রণক্ষেত্রে মহারাজকে অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রীমান ও বলবান দেখায়—কেননা অসামান্য প্রতিভান্বিত* ব্যক্তি ( পুরুষ বা স্ত্রী হউক ) স্বভাবতঃ কুরূপ হইয়াও স্থল ও অবস্থা বিশেষে সুরূপ অপেক্ষাও এক প্রকার সুচারু মুখশ্রী ও দৃষ্টি-প্রতিভা প্রকাশ দ্বারা দর্শক ও শ্রোতাগণের সর্ব্বতোভাবে মনোহরণ করিতে পারে‘ ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি!—এই কারণে ইহাও সম্ভব যে, আলাপ কিছু পুরাতন হইলে ডুলীনের নয়নে রণজিৎসিংহ এ বিষয়ে তত নিকৃষ্ট না থাকিতে পারেন। কি হয়তো তৎকালে ঐ প্রথমধ্যে শৌর্য্য, বীর্য্য, সৌন্দর্য্যবান বহু আমীরগণে মহারাজ পরিবৃত থাকাতে তাহাদের অঙ্গচ্ছটায় সূর্য্যকরতলস্থ দীপের ন্যায় তাঁহাকে নিষ্প্রভ দেখাইতেছিল ! যে কারণেই হউক, রণজিতের শরীর দেখিয়া ডুলীন আশ্চর্য্য বোধ করিলেন ! “ এই ব্যক্তি রণজিৎ ? এই সামান্য দেহে এত অসামান্য গুণ—এত অতুল বিক্রম ! †” ইত্যাকার ভাবই তাঁহার বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু শরীর যেমন হউক, ডুলীন দেখিলেন একটী পরম সুন্দর সুশিক্ষিত সবল অশ্বপৃষ্ঠে অতি সুচারু ভঙ্গীতে—যথার্থ বীরের ন্যায় মহারাজ উপবিষ্ট আছেন ; তখন প্রভাত-সমীরণ সেবনান্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তৎপশ্চাতে তাঁহার প্রধান প্রধান সচিব ও সর্দ্দারগণ গমন করিতেছেন ; এক এক জন ছত্রধারী প্রত্যেকের শিরে রেসম-ছত্র ধরিয়া যাইতেছে ; তাঁহাদিগের পশ্চাতে পাঁচ শত উত্তম অশ্বারোহী এবং সর্ব্ব পশ্চাতে পাঁচশত বলবান পদাতিক যোগান রহিয়াছে। উভয় সৈনিক দলেই শিখ, পাঠান, হিন্দু ও গুর্খা প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় মনুষ্য দৃষ্ট হইল। তাহারা সকলেই পীত ও রক্ত পরিচ্ছদে সুন্দর রূপে ভূষিত। অশ্বারোহীগণ সুদীর্ঘ উচ্চগ্রীব হয়ারূঢ় এবং বন্দুক,পিস্তল,তরবার, ভল্ল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রে সজ্জিত। পদাতিক শ্রেণীর অত প্রহরণ নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহাও সামান্য নয়। তন্মধ্যে কতকগুলি উচ্চ উচ্চ পাগধারী আকালি সৈন্যও ছিল ; সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মত্ততায় তাহাদিগের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর বন্য লোকের ন্যায়—তাহাদিগের ধৃষ্টতা অসীম। তাহারা যে শিষ্টাচারে বর্জ্জিত এবং সম্পূর্ণ মদমত্ত তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝা গেল। কেননা, সসহচর ডুলীন সাহেবকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের কেহ কেহ দুশ্চরিত্রের রীত্যনুসারে সহসা কটূক্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু অবিলম্বে আজিজুদ্দিনের জনৈক স-

* Genius.

হচর আসিয়া ডুলীনকে আহ্বান করাতে তাঁহাকে আর সে সব শুনিতে হইল না।

তৎকালে বাদসা, নবাব ও হিন্দু রাজা প্রভৃতি প্রত্যেক ভূপতির রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগরী মাত্রেই "সালামার" নামা এক একটী বিলাস উপবন থাকিবার প্রথা ছিল। লাহোর নগরেও তদভাব ছিলনা; অদ্যাপিও তাহা ভ্রষ্টাবস্থায় আছে। মহারাজ সেই উদ্যানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিতিমাত্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাগণ অগ্রসরহইয়া মর্য্যাদাপ্রকাশক নত-প্রহরণ-প্রণালীতে দুই শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইল। মহারাজ সদলে তন্মধ্য দিয়া চলিলেন। তাঁহার প্রবেশের পর ডুলীনকে কিয়ৎক্ষণ পুরদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল। তদ্দর্শনে উক্ত দুই শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সৈনিকের মধ্যে (যাহাদিগকে মহারাজ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন) কতিপয় নিম্ন ও উচ্চপদস্থ লোক আসিয়া ডুলীন ও তাঁহার ভৃত্যগণের চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কেন? কতক বা কৌতূহলে, কতক অন্য অভিপ্রায়ে আগন্তুকগণের আকৃতি প্রকৃতি, বেশভূষা, অস্ত্রাদি দেখিতে লাগিল। নিম্নপদস্থের অধিকাংশ ডুলীনকে সম্মান পূর্ব্বক সেলাম করিল। অপর সকলে তাঁহার শ্মশ্রু নাই বলিয়া এবং অর্দ্ধ-ইউরোপীয় সজ্জা উপলক্ষ করিয়া বিদ্রূপ-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল; বিশেষতঃ কতিপয় অশ্বারোহী সম্পূর্ণ ঔদ্ধত্য ও অভদ্র ব্যবহার আরম্ভ করিল। দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ বিজ্ঞ ডুলীন তথাপি কিছু না বলিয়া অন্যমনস্কের ন্যায় উপেক্ষা করিতে লাগিলেন—যেন তাহাদিগের বাক্য শুনেন নাই, কি বুঝেন নাই! যাহারা এইরূপ দুঃশীলতায় প্রবৃত্ত হইল তাহারা নিম্ন শ্রেণীর সামান্য সৈনিক নহে—কেহ কেহ উচ্চশ্রেণীরও কর্ম্মচারী বটে। তন্মধ্যে নন্দসিং নামা এক ব্যক্তি কিছু বাড়াবাড়ি করিল। মহারাজের অভিনব-সৃষ্ট অশ্বারোহী সম্প্রদায়ে এব্যক্তি দ্বিতীয় অধিনায়ক পদে নিযুক্ত, অত্যন্ত ধূর্ত্ত এবং জ্ঞানধর্ম্মে বর্জ্জিত। তজ্জন্য তাহার সাহঙ্কার ঔদ্ধত্য ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যথা কালে পাঠকগণ তাহার বিস্তর পরিচয় পাইবেন। যৌবন-সুলভ সাহসিকতা ও তৎপরতা তাহার অঙ্গভঙ্গী ও দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ দীপ্তিমান। সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও নীচাশয়তার লক্ষণও অলক্ষিত ছিলনা।

গুণ গুণ করিয়া একটা অশ্লীল গান গাইতে গাইতে নন্দ সিংহ স্বীয় তেজস্বী অশ্বকে ডুলীনের বেলুনের চতুষ্পার্শে ঘুরাইতে লাগিল—যেন ব্যঙ্গচ্ছলে প্রদক্ষিণ করিতেছে! অভিসন্ধি—কোনোরূপে বিবাদ বাঁধানো, কি হয়তো সাহেবের ঘোড়াকে চঞ্চল করিয়া তদারোহীর উৎক্ষেপণাদি কোনো প্রকার দুর্দ্দশা উৎপন্ন করা; অথবা আপনার রণ-নিপুণ সুকৌশলী অশ্বের দ্বারা কোনো কিছু বিঘটন ঘটাইয়া তোলা। নতুবা অত নিকটবর্ত্তী হইয়া ঘুরিবে কেন? ক্রমে



অশ্ব এত নিকট আসিতে লাগিল, যে, উভয় আরোহীর অসিতে অসিতে, জানুতে জানুতেও সংলগ্ন হইল। ডুলীন মৃদুমধুর স্বরে এই বলিয়া সতর্ক করিলেন, যে, "আমার ঘোড়াটা বড় চাইট মারে, একটু সাবধান হইলে ভাল হয়।" সে কথা কে শুনে? দুষ্ট নন্দ সিং আরো বাড়াইল—ডুলীনের আর সহ্য হইল না। মহারাজের সহিত আলাপ না হইতে হইতেই অস্ত্রচালনা রূপ কোনো গোলযোগ বাঁধানো অত্যন্ত অকর্ত্তব্য বোধে বেলুনের বল্গা কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিলেন এবং অন্যের অলক্ষিতভাবে একপ্রকার সঙ্কেত দ্বারা (যে সঙ্কেত তিনি আর তাঁহার বেলুন বই আর কে বুঝিবে?) বেলুনের গ্রীবা-কেশ স্পর্শ করিতে না করিতে মহাতেজস্বী উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর বেলুন অমনি পশ্চাতের দীর্ঘ পদদ্বয় শূন্যে বহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ভীষণ বলের সহিত নিদারুণ আঘাত করিল, ভ্রাম্যমান নন্দ সিংহের হয়বর সেই সময় ঠিক্ পশ্চাতে আসিয়াছিল; নিমেষমধ্যে আরোহী সহিত বাজীরাজ কিয়দ্দূরে "পপাত ধরণীতলে!"—যেন মেড়া-কলে দেয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিল!—রাবণ পুত্র অতিকায় রামের বাণে সতুরঙ্গ পড়িল!—ঘোর শব্দ হইল!—নন্দ সিংহের দক্ষিণ পদ অশ্বের দক্ষিণ গ্রীবা দেশের নীচে ভূমিসাৎ রহিল, বাম পদ শূন্যে উঠিল!—স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় দলের নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতে হাস্যের হো হো ধ্বনি আকাশ দেশ পূর্ণ করিল!—অমনি নন্দের অধীন প্রায় দ্বাদশ জন অশ্বারোহীর দ্বাদশ খানি অসি কোষ হইতে নিষ্কাষিত হইয়া ডুলীনের বিপক্ষে চক্ চক্ করিয়া উঠিল!—বন্দু ধন্দু প্রভৃতির তরবারিও তদবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া ডুলীনের রক্ষায় ধাবিত হইল! ডুলীন সে সব না দেখিয়াই অশ্বমুখ ফিরাইয়া "আহা! একি? দেখ, দেখ, ইঁহার শরীরে বিশেষ আঘাত লাগেনিতো? উঠাও, উঠাও, উঠাও" বলিয়া চকিতের ন্যায় নামিয়া পড়িলেন! ভাগ্য ভাল, যে, নন্দ সিংহের দক্ষিণ পদ তাহার ঘোড়ার পার্শ্বদেশ ও উদরের নীচে পড়ে নাই, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইত; ঘটনাসূত্রে পদখানি ছুট্কিয়া গিয়া অশ্বের গলার নীচে পড়িয়াছিল। ডুলীন ত্রস্ত হইয়া সকলের অগ্রে আপনি গিয়া তাহাকে উঠাইলেন। ঘোড়াটীকে উঠাইবার জন্য আপন লোকদিগকে আদেশ করিলেন। যদিও তখন তাহারা রোষকষায়িত নয়নে যুদ্ধোদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞানুসারে কেহ কেহ নন্দের অশ্বকে উঠাইল। ডুলীন সাহেব নন্দ সিংহের দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, কোনোরূপ গুরুতর আঘাত লাগে নাই। তখন লুক্কায়িত মৃদু-হাস্য-মুখে বলিলেন "তোমাকে তখনি তো বলিয়াছিলাম, আমার ঘোড়াটা বড় দুরন্ত; সেই সতর্ক বাক্য গ্রাহ্য করিলে কখনো এই অপ্রার্থনীয় ঘটনা ঘটিত না!"

নন্দ সিং রাগ, দুঃখ, লজ্জা, ঘৃণা ও

প্রতিহিংসায় অভিভূত হইয়া কিছুই উত্তর করিল না; কিন্তু তাহার বদনে বেদনা-চিহ্ন অপেক্ষা জিঘাংসা ও বৈর-নির্য্যাতনের লালসা মূর্ত্তিময়ী দৃষ্ট হইল! জানিনা, কি কারণে তাহার বন্ধুগণ বা অধীন সৈনিক সমূহ নিবৃত্ত হইল—নন্দ সিংহের অন্যায় দেখিয়া ক্ষুব্ধ অথবা দুলীনের ব্যবহার, বেলুনের পরাক্রম ও দুলীনের সহচর কয়জনের আশাতিরিক্ত সাহস দেখিয়া সন্তুষ্ট অথবা অন্য কোনো কারণের বশীভূত হইয়া তাহারা স্বীয় স্বীয় উত্থিত বাহুকে নমিত করিল,ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার সদুপায় হয় নাই। ফলতঃ বিরুদ্ধাচরণ দূরে থাকুক, বরং অধিকাংশ লোক দুলীনের প্রতি সানুরাগ ও সম্মানসূচক ব্যবহার প্রদর্শন করিতে লাগিল। দয়া-মিশ্রিত বীরত্বের এত গুণ!

সে যাহা হউক, তত্রত্য সৈনিক ব্যূহের নিকট দুলীনের মানবন্ধনের আর এক সূত্র তখনি উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ঐ গোল মিটিতে না মিটিতে উদ্যান মধ্য হইতে একজন রাজানুচর আসিয়া দুলীনকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিল "আপনি রাজদরবারে আসুন।"

দুলীন রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, প্রায় দ্বাদশজন প্রধান সচিবে পরিবৃত হইয়া মহারাজ একখানি অপূর্ব্ব স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট; কিয়দ্দূরে অনেকগুলি বিজ্ঞাপক, লেখক বা মুন্‌সিদগুায়মান। তাহারা প্রত্যেক রাজাজ্ঞা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতেছে—রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে সেই সব আজ্ঞা প্রেরণ করাই তাহাদিগের প্রধান কার্য্য। দুলীন এক শত মুদ্রা নজর স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া অভিবাদন করিলে মহারাজ সিংহাসন হইতে অর্দ্ধোত্থিতের ন্যায় কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া অভ্যর্থনাপূর্ব্বক ফরাসে অথবা সভামণ্ডপের গালিচায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সেই আদেশানুসারে দুলীন সিংহাসনের অতি নিকটে গিয়া বসিলেন। কেননা ইঙ্গিতদ্বারা তদ্রূপ স্থানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

কোথা হইতে আসা, নিবাস কোথায়, নাম কি, বয়স কত ইত্যাদি প্রশ্ন মহারাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, দুলীন যথোচিত উত্তর দান করিলেন। জাতি বিলাতী, নাম দ্বৌলীন, অধুনা ফরাসী রাজ্য হইতে আসা,বয়স বত্রিশ বৎসর ঐ প্রশ্নের এইরূপই উত্তর দেওয়া হইল। পরে অন্যান্য বিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

রণ। তুমি কি কর্ম্ম জান? কি ব্যবসায় করিয়া থাক? কি জন্য এদেশে আসা?

দুলী। আমি সামরিক বিদ্যাই অভ্যাস করিয়াছি; প্রথম যৌবনাবধি অস্ত্রচালনা পুর্ব্বক কেবল যুদ্ধকার্য্যই করিতেছি; অনেকানেক প্রসিদ্ধ সমরক্ষেত্রে কাল কাটাইয়াছি; কিছু কাল পূর্ব্বে ফরাসী সৈনিক-কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলাম; সাংঘাতিক রোগে কয়েক মাস শয্যাগত থাকিয়া আরোগ্যের পর নানা কারণে সে দেশ আমার ভাল লাগিল না, মহারাজের খ্যাতি ধরা-ব্যাপ্ত, মহারাজের নামযশ শুনিয়াই যদি কোনোরূপ প্রতিপত্তি লাভপূর্ব্বক প্রতিপালিত হইতে পারি, ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই আশাতেই আসিয়াছি।

রণ। তুমি কি কি ভাষায় কথা কহিতে পার?

দুলী। আমি ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্ম্যান, পারসিক, হিন্দী ও বাঙ্গালায় কথা কহিতে পারি।

রণ। তুমি এত ভাষা কিরূপে শিখিলে?

দুলী। কতক বিলাতের বিদ্যালয়ে, কতক এ অঞ্চলে শিখিয়াছি। এদেশীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহি—ঈশ্বর আমাকে স্মরণশক্তি কিছু বেশী দিয়াছেন, তাহাতেই অল্প সময়ের মধ্যে এদেশীয় কয়েকটী ভাষা শিখিতে পারিয়াছি। ভরসা করি, মহারাজের দয়া হইলে পঞ্জাবী শিখিতেও বেশী সময় লাগিবে না!

রণ। ভাল; তুমি দুর্গনির্ম্মাণ, কামানঢালা,সন্ধিখনন, এ সব কাজ জান?

দুলী। এ সব করিতে দেখিয়াছি, কখনো করি নাই; কেননা এ সমস্ত আমাদিগের দেশে ইঞ্জিনিয়ারেরা করেন। কিন্তু মহারাজের কৃপা হইলে ইহার একটীও অসাধ্য বোধ করি না।

রণ। ভাল, তুমি আমার ঘড়ী মেরামত করিতে পার? রোগের চিকিৎসা কিম্বা অশ্ব তদারক করিতে জান? (এপ্রকার গোলমেলে প্রশ্ন করার তাৎপর্য্য এই যে, রণজিৎ সিংহ ইউরোপীয়দিগকে এবম্প্রকার কর্ম্মে পটু দেখিয়াছিলেন)

দুলী। আজ্ঞা, না মহারাজ! ঐ তিনটী কাজ তিন পৃথক শ্রেণীর লোকে করিয়া থাকে। প্রথমটী শিল্পীর, দ্বিতীয়টী চিকিৎসকের, তৃতীয়টী অশ্ব-পালকের কার্য্য। ইউরোপীয়দিগকে মহারাজ এসকল কাজ করিতে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু যাহারা বীরের ব্যবসায় করে, তাহারা এসকল হইতেও উচ্চ পদবীর লোক!

এই শেষের বক্তব্য বলিবার সময় দুলীনের অলক্তাভ-দুগ্ধ-ফেননিভ বদনমণ্ডল ঈষৎ আরক্তিম হইয়াছিল এবং ওষ্ঠাধরও কিঞ্চিৎকাঁপিয়াছিল! তাঁহার বক্তৃতার সময় মহারাজ বক্রনয়নে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন; উপসংহার কালীন ভাব দর্শনে তিনি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তোষ-জ্ঞাপক 'সাবাস দুলীন *সাহেব" বলিয়া ফকির আজিজুদ্দিনের দিগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন "ফকিরজি! তোমার এই বন্ধু খুব সাহসী জোয়ান বটে!" ফকির অমনি উত্তর করিলেন "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! আপনি ভালরূপে পরীক্ষা লইলে দেখিতে পাইবেন, যে, উঁহার ক-

* পাঠকগণ স্মরণ করিবেন, আমরা এক সময় বলিয়াছিলাম, দ্বৌলীন নামের অপভ্রংশে আমাদের বন্ধু দুলীন নামে যে অভিহিত হন, তাহা মহারাজ রণজিৎ সিংহ হইতেই। এই দিন তিনি ভুলক্রমে বা যে কারণে হউক দুলীন নামে ডাকিলেন, তদবধি তাহাই হইল।

থার অপেক্ষা কাজ আরো বেশী! ক্রমের রাজা, পারসীর রাজা ও চীনের রাজা উঁহাকে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উনি মহারাজের প্রতি কেমন তমনা, যে কাহারো অনুরোধ শুনিলেন না!"

এই বক্তৃতায় ডুলীন অবাক! এত মিথ্যা কথা এত বড় লোক সহসা কিরূপে বলিয়া ফেলিলেন? তাঁহার ভাবনা হইল, পাছে মহারাজ ইহার সত্যতা পক্ষে তাঁহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মহারাজ তাহা করিলেন না, অথবা করিবার সময় পাইলেন না। কেননা তন্মুহূর্ত্তেই দুইজন অতি সামান্য ব্যক্তিকে চৌর্য্যাপরাধে প্রহরীরা ধরিয়া আনিল। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র আর কিছু নয়, কেবল চেল্লা বা ন্যাণ্ডট্ এবং মাথায় এক এক মলিন টুপি। তাহারা শিখ নয়, হিন্দুস্থানী। বোধ হইল, ঘেসিয়াড় বা সইস হইবে—সালামার উদ্যানে কোনো ফল পাড়িয়াছিল। তাহারা এই চৌর্য্যাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক দয়া যাচ্ঞা করিল, তথাপি একজনের নাসা, অপরের কর্ণচ্ছেদ দণ্ডাজ্ঞা হইল। নিমেষ মধ্যে সেই নিষ্ঠুরাদেশ নিষ্ঠুর পদাতিকগণ প্রতিপালন করিল! শোণিতধারাভিষিক্ত সেই দুর্ভাগাদ্বয়কে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইয়া দিল। তদ্দর্শনে আত্ম-বিস্মৃত হওয়াতে, "ইস্!" এবং "আহা!" বোধক শব্দ ডুলীনের মুখ হইতে মৃদুস্বরে নির্গত হইল। তচ্ছ্রবণে মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তুমি ইহা গুরু দণ্ড বোধ করিতেছ; আমরা জীবন লই না, শাসন করি!" ডুলীন ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তঃকরণে যাহ উদিত হইতেছিল, বলিতে সাহস হইল না; অথচ কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন "বোধ হয়, ক্ষুধার জ্বালায় এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবে! —ইউরোপে এরূপ অপ—" এই পর্য্যন্ত বলিতে না বলিতে দ্বাদশ মন্ত্রীর দ্বাদশ বদন হইতেই ডুলীনকে চুপ করিবার অনুরোধ এবং ফকিরের নয়ন হইতেও সতর্কতামূলক বিশেষ ইঙ্গিত বাহির হইল! কিন্তু মহারাজ হাসিয়া কহিলেন "না, না, বলিতে দেও; আমি স্পষ্টবক্তাকে অধিক ভালবাসি! বিশেষতঃ ডুলীন নওয়া (নূতন) জোয়ান!" তৎপরেই ডুলীনকে বলিলেন "আমি শুনিলাম, তুমি উত্তম সওয়ার।" ডুলীন উত্তর দিলেন, মহারাজের প্রসাদে আমি বালককাল হইতেই অশ্বারোহণে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত। মহারাজ বলিলেন "তোমরা ফিরিঙ্গী লোক অশ্বের উল্লম্ফনে বড় পটু। ভাল দেখা যাউক; ঐ যে ব্যক্তি এখন আসিতেছে, ও তোমাকে একটা বেড়া লংঘন করিবার পন্থা প্রদর্শন করিবে।" ডুলীন চাহিয়া দেখেন, নব আগন্তুক তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু নন্দসিং! নন্দসিং মহারাজের প্রিয় কর্ম্মচারী। সুতরাং রাজসভায় প্রবেশ করিবে আশ্চর্য্য কি? ভাবে বোধ হইল, সে দেখিতে ও শুনিতে আসিয়াছে, ফটকের



কাণ্ড মহারাজের নিকট জল্পিত হইয়াছে কিনা? ডুলীন যথা শিষ্টাচারে গাম্ভীর্য্য সহকারে নন্দসিংকে সেলাম করিলেন। নন্দসিং গর্ব্বভরে প্রতিনমস্কারের অর্দ্ধ নিয়ম মাত্র রক্ষা করিল।

মহারাজের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া ডুলীন সাহেব উঠিয়া নন্দসিংহের পশ্চাতে চলিলেন। মহারাজও গাত্রোত্থান করিলেন। সেই সঙ্গে মন্ত্রীবর্গ, নিকৃষ্ট রাজপুরুষগণ, লেখক শ্রেণী এবং বাদী প্রতিবাদী প্রভৃতি সভাস্থ তাবৎলোক ঐ রঙ্গ দেখিবার জন্য সালামার উদ্যান বাহিরে গমন করিলেন।

আমরা জনরবে অনেকের মুখে শুনিয়াছি, শিখ্জাতি প্রশংসনীয় অশ্বারোহী। কোনো কোনো ইংরাজ তাহা স্বীকার করেন না। ডুলীন সাহেবও শেষ পক্ষের পোষক। অথচ পাটনা নগরের অত্যুচ্চ গোলাঘরের পার্শ্বস্থ সার্দ্ধ শত সংখ্যক সোপানাবলী অতিক্রম পূর্ব্বক উঠিয়া তখনি আবার তাহার অপর পার্শ্বস্থ তত সংখ্যক সোপান বাহিয়া কোনো প্রসিদ্ধনামা শিখ্ সর্দ্দার যে নামিয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা সেই গোলাঘরে দাঁড়াইয়াই আমরা অনেকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। লোকে বলিল "সেই ঘোড়সওয়ার নক্ষত্র বেগে উঠিল ও নক্ষত্র বেগে নামিল!" সে কার্য্য মানুষিক বলিয়া আদৌ বোধ হইতে পারে না! আবার কলিকাতাস্থ কোনো ধনী বন্ধুর মুখে কোনো শিখ্ সর্দ্দারের আশ্চর্য্য অশ্বচালনা কৌশলের কথাও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠা দেশীয় লোক-কৃত। ইংরাজেরা তাহা বলেন না—দেশীয় বাঙ্গালী লোকাপেক্ষা তাঁহারা যে এবিষয়ের সমধিক সদ্বিচারক, তাহাও অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য।

ডুলীন সাহেব বলেন, শিখেরা অশ্বকে বেশী খাটায়, উপযুক্তরূপে পালন করে না; সুতরাং তাহাদিগের তেজ কোথায়, যে, আরোহী তেজ থামাইয়া সঞ্চালন কৌশল দেখাইবেন? সে যাহা হউক, নন্দসিং তৎকালে শিখ্দিগের একজন প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী, অশ্বচালনাই তাহার ব্যবসায় এবং লুধিয়ানাতে ইউরোপীয় মৃগয়াকারী সম্প্রদায়ের অধীনে বহুকাল ঐ কার্য্য করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ডুলীনের বিপক্ষে স্বীয় গুণপনা প্রদর্শনের সুযোগ পাইয়া সে মহাআহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইয়া মহারাজ যে বেড়া দেখাইয়া দিলেন, তদভিমুখে বেগে অশ্ব চালাইল। সে বেড়া এমন কিছু উচ্চ নয়, যে, উত্তম অশ্বারোহীর উল্লঙ্ঘন পক্ষে অসাধ্য বলা যায়। কিন্তু নন্দসিংহের দুরদৃষ্ট বা অসতর্কতা বা অনভিজ্ঞতা, যে কারণেই হউক সে কার্য্য সে পারিল না—ঘোড়ার পা বেড়ায় ঠেকিয়া বিপরীত প্রতিবেগে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল!

তৎক্ষণাৎ ডুলীন সাহেব নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে স্বীয় পাদুকাস্থিত লৌহকণ্টক দ্বারা বেলুনের পার্শ্বে অত্যল্প আঘাত ও অন্য কোনো ইঙ্গিত করিবামাত্র বেলুন এক লম্ফে বেড়া পার হইয়া

মণ্ডলাকারে কিয়দ্দূর ঘুরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার প্রতিলংঘন পূর্ব্বক দর্শক মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিল! দুলীন মুহূর্ত্ত মধ্যে অবতরণ করতঃ মহারাজের পদতলে আসিয়া কুর্নিস করিলেন!

"সাবা'স দুলীন! তুমি আমার অশ্ব-সৈনিকগণের শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হইবে! অদ্যাবধি আমার সৈন্য মধ্যে তুমি কর্ণেল দুলীন হইলে—এই স্থলেই তুমি খেলাত পাইবে! উদ্যান মধ্যে যে বীরত্ব দেখাইলে, রণভূমিতে যদি তদ্রূপ প্রদর্শনে সমর্থ হও, তবে তুমি নিশ্চয়ই রণজিতের বন্ধু হইলে! কিন্তু আমি শুনিতে চাই ফটকে তখন কি হইয়াছিল?"

দুলীন দেখিলেন, ইতিমধ্যেই মহারাজের কর্ণে সে কথা উঠিয়াছে। শত্রু কি মিত্র পক্ষ শুনাইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সত্যের মারি নাই জানিয়া যাহা ঘটিয়াছিল, অলঙ্কার ও কাপট্য ত্যাগ পূর্ব্বক, সমুদয় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। মহারাজ মনোযোগের সহিত সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "তুমি যে সত্য কহিয়াছ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। নন্দসিং স্বীয় পরিমাণেরও বাহিরে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনেক অনিষ্টের মূলে উহার নাম শুনা যায়। বিশেষতঃ অদ্য জানা গেল, সে অশ্বারোহণ বিদ্যা জানে না।" পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন "কিন্তু দুলীন, তোমাকে একটু সাবধান হইতে হইবে—রাজপুরী রণক্ষেত্র নয়, রাজ-শরীর-রক্ষকেরাও বিপক্ষ নয় এবং তাহাদের নিজের অঙ্গ ও তাহাদের অশ্বের উদরও তোমার অশ্বের পদচালনার জন্য পরীক্ষায় স্থল নয়!! দরবারে তোমার উপস্থিতির জন্য অন্য এক দিন নিরূপিত হইবে, পরওয়ানা ও উপদেশপত্র পাইবে। সতর্ক ও বিবেচক হইয়া চলিও, তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, আত্ম-দোষে যেন তাহার বৈপরীত্য ঘটাইও না!"

মহারাজ ঐ ভাবের কথা কতক স্পষ্ট বাক্যে কতক ভাবভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়া সভামণ্ডপে চলিলেন; তাঁহারাও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তদ্দণ্ডেই দুলীনকে খেলাত প্রদত্ত হইল। তন্মধ্যে একটী অশ্ব ও সজ্জা, একখানি তরবারি, এক যোড়া সাল, এক ছড়া মুক্তার কণ্ঠী, একটা সালের চোগা, দুইখানি মস্‌লিন প্রভৃতি সর্ব্বসুদ্ধ একাদশ প্রকারের দ্রব্য ছিল। সর্ব্বসমষ্টির মূল্য একাদশ শত মুদ্রা। তৎসঙ্গে এক সহস্র নগদ তঙ্কার এক তোড়া তাঁহার ভৃত্যের হস্তে অর্পিত হইল।

দুলীন যথোচিতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশাদি অবনতি ও অধীনতা স্বীকার করিলে মহারাজ উঠিলেন—সভা ভঙ্গ হইল। মহারাজের কথা বার্ত্তা পারিপাট্য, বক্রঅলঙ্কার ও রসমাধুর্য্যে পূর্ণ নহে, সাদাসিধে। তাহাতে দুলীনের মনে আরো সন্তোষ হইল। তাঁহার প্রবেশের সময় মন্ত্রী-সমাজে "আবার ফিরাঙ্গী! ফিরাঙ্গীর জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছি!" ইত্যাদি গালাঘুসা যে স্পষ্ট শ্রুত হইয়াছিল, সভা ভঙ্গের পর সে ভাব আর নাই! সকলেই যেন তাঁহার সৌভাগ্যে মহা আনন্দিত—সকলেই যেন শুভ প্রার্থী—সকলেই যেন তাঁহাকে উন্নত করিয়া দিলেন—সকলেই তাঁহার বন্ধু হইলেন—সকলেই যেন দুলীনের যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিতে প্রস্তুত! দুলীন বেশী কথা কহিলেন না, সৌজন্য করিয়া সদলে বাসায় চলিয়া গেলেন!



---

## প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

### ১। উজীর পুত্র।

এই নবন্যাস পুস্তক আমাদিগের প্রিয়তম বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বসু কর্ত্তৃক চারি পর্ব্বে বা চারি খণ্ডে প্রচারিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম দুই পর্ব্ব বহুদিন হইল পাঠকগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। তৃতীয় পর্ব্ব সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। অবশিষ্ট চতুর্থ পর্ব্বও মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্র আমাদিগের হস্তগত হইতে পারিবে।

ঘন ঘন পর পর পর্ব্ব প্রচারিত হওয়াতেই বুঝা যাইতেছে, যে, এই নবন্যাস পুস্তক দেশস্থ লোকের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। আমরা ঐ তিন পর্ব্বের আদ্যন্ত বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। দেখিয়া ইহার গল্প-বিন্যাস-কৌশলের অতীব প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গল্পটী বহু বিস্তৃত; নানাবিধ জাতীয় কৌশলময় নানা ঘটনায় পূর্ণ; নানারসে পরিপ্লুত; বিশেষতঃ যে রস জন্য এরূপ গ্রন্থ অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে, ইহাতে সেই অদ্ভুত রসের প্রাচুর্য্য দীপ্তিমান; সদ্ভাব, সন্নীতি ও সদ্দৃষ্টান্তে ভূষিত; পাপের প্রতি ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি আস্থা জন্মিতে পারে এমন ভঙ্গীতেই বর্ণিত; ফলতঃ ইহা বহুগুণে মণ্ডিত বটে। এই উপাখ্যানটীর আদর্শ যদি অন্যত্র না থাকিত, তবে প্রিয়ডাক্তার মহাশয়কে অদ্বিতীয় নবন্যাস-লেখক বলিয়া পূজা করিতে পারিতাম। তথাপি তিনি যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাও সামান্য নহে। বাঙ্গালা ভাষায় গল্পকে এরূপে অব্যাহত রাখিয়া এবং সুসংস্কৃত করিয়া বিন্যাস করাও বিশেষ প্রতিষ্ঠার কাজ। সে বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তাকে মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে। ফলতঃ মূল গল্পটীর বৈচিত্র ও মনোহারিত্ব বিলক্ষণ জাজ্বল্যমান, তাহাতে খুঁত দেখা যায় না। কেবল অনেক স্থলের ভাষার প্রতি আমাদের অনেক আপত্তি আছে। প্রচলিত মৌখিক ভাষার ক্রিয়াদি যোগে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা আপত্তি তুলিতেছি না, তাহা তো হুতোমপেঁচাতেও আছে। কিন্তু মৌখিক বা লিখিত, যে ভাষা ব্যবহৃত হউক, তাহার স্বাভাবিক নিয়ম বা রীতি রক্ষা করা লেখক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। মৌখিক ভা-

যায় লিখিতে গেলেই যে ইতর বাক্য সকল প্রয়োগ এবং সাধুবাক্য সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। বরং ইতর লোকের আখ্যায়িকা বর্ণন কালে তাহাদিগের উক্তি মধ্যেও যত দূর সঙ্গত ইতর শব্দকে পরিহার এবং তাহাদের চরিত্রে যতদূর সঙ্গত ভাল কথার ব্যবহার করিবার জন্য এডিসন প্রভৃতি ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ উপদেষ্টাগণ অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ডাক্তার বাবুর গ্রন্থে অত্যন্ত ইতর শব্দের অভাব এবং মাঝা মাঝি উত্তম বাক্যাবলীর সদ্ভাব দেখিয়া আমরা বরং সন্তুষ্টই আছি। কেবল বহু স্থলে স্বদেশীয় ভাষায় কথন বা লিখন-রীতির অন্যথা যে ঘটিয়াছে, তাহাতেই দুঃখিত হইলাম। যদি ভাষার যথা-পদ্ধতিতে পদগুলি বিন্যস্ত হইত, তবে এ পুস্তক পড়িয়া অসীম সুখ লাভ করিতে পারিতাম। তাহা হইলে এ পুস্তক এবম্ভূত অধিকাংশ পুস্তকের অপেক্ষা গল্পে যেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে, পাঠের নিমিত্তও তদ্রূপ সরস হইতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ঐ দোষ সর্ব্বব্যাপী নহে—স্থূল বিশেষে স্থূল-বিশেষে দৃষ্ট হয় মাত্র।

ইহার বর্ণনা এক এক স্থলে অতি স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যাবনিক ইতর শব্দের ব্যবহার জন্য বর্ণনা উত্তম হইয়াও সুরুচিবান্ পাঠকের পক্ষে যেন বাঁধ বাঁধ ঘটে। ফলতঃ বর্ণনা পক্ষে পুস্তক খানিকে মিশ্র ধর্ম্মাক্রান্ত বলিলেই, বোধ করি, ন্যায্য আলোচনা হয়। এই সকল ত্রুটী সত্ত্বেও সর্ব্ব দিগ্ বিবেচনায়, ইহাকে একখানি মনোহর ঐতিহাসিক নবন্যাস বলিতে প্রস্তুত আছি; কেননা আমরা পড়িতে আরম্ভ করিয়া যত দিনে না শেষ করিতে পারিয়াছিলাম, তত দিন সাবকাশের তিলার্দ্ধও অন্য কর্ম্মে যাপন করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। এমন কি, ইহার পাঠের নিমিত্ত গুরুতর কার্য্যকে উপেক্ষা করিয়াও অবসর করিয়া লইয়াছি—ইহার নিমিত্ত কয়েক রাত্রি অনিয়মিত জাগরণেও কাটাইতে হইয়াছে!

## ২। শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ইহার পরিচয় কি দিব? স্বর্গীয় মহাত্মা বঙ্গীয় হিন্দুকুল-রবি রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রায় সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া সপ্তকাণ্ড ময় বিশাল মহাকোষ রূপ এই যে মহা কল্পতরু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কে না জানেন? এই কীর্ত্তি জন্য তাঁহার নাম নিখিল-সভ্য ভূমণ্ডলময় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার মহামহোপাধ্যায় বিদ্বানবর্গ এই মহাকোষের যেরূপ মর্ম্মাবধারণ ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, বোধ করি আমাদের স্বদেশে তদ্রূপ গুণাস্বাদ করিতে কেহ জানেন কি না সন্দেহ! তত্তদ্দেশে যত বড় বড় রাজা ও সাহিত্য-বিজ্ঞান-বিকাশক সভা, তাঁহারা কি আগ্রহ সহকারে—কত অতুল অনুরাগের সহিত গ্রন্থ-প্রণেতা রাজা বাহাদুরকে নানা মানে, নানা সম্ভ্রম-সূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন! সেই মহা কল্পদ্রুমের নিকট চাহিলে না পাওয়া যায় এমন বিষয় অতি অল্প আছে! পণ্ডিতাভিমানী কোনো ব্যক্তির উদ্দেশে লোক পরিহাসচ্ছলে বলিয়া থাকে "গরু হারাইলেও উনি বিদ্যাবলে তাহা বলিয়া দিতে পারেন!" কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের উদ্দেশে ঐ কথাটী বড় বিদ্রূপবৎ বোধ হয় না!

কিন্তু বহুবৎসরাবধি সেই কল্পতরুর অমৃতায়মান মহোপকারী ফল ভোগে জন সমাজ এক প্রকার বঞ্চিত হইতেছিল। উক্ত পুস্তকের অভিনব ভূমিকায় সত্যই লিখিত হইয়াছে, যে "দেশে শব্দকল্পদ্রুমের আকাল হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!" আমরা কয়েকবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দুই শত হইতে তিন শত টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও অনেকে এই মহাগ্রন্থ ক্রয় করিতে পান নাই। অত বড় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করিতে অর্থ, সামর্থ্য, সময় ও অধ্যবসায় প্রভৃতির অত্যন্ত আধিক্য প্রয়োজন করে, এই জন্যই এত হাহাকারেও এত দিন তাহার অভাব দূর হইতে পারে নাই। ইউরোপ হইলে এই মহা গ্রন্থ এতকালে বহু বহু বার যন্ত্রপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া জ্ঞান চর্চ্চা পক্ষে সমাজের অনুপম সহায় হইতে পারিত। আমাদের মূর্খ দেশের মূর্খতা ও জড়তা রোগ তদ্যাপি তত দূর—কি তাহার শতাংশেরও একাংশ কাটিয়া উঠে নাই; সুতরাং কে সাহস করিয়া গভরের ও রাশি রাশি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া পরিণামে কি হয়, এই চিন্তায় হরি নামের স্মরণ লইবে? ফলতঃ অনেক দিনাবধি ইহার কল্পনা ও জল্পনা অনেক স্থলে শুনা যাইত এবং দেবনাগরাক্ষরে একবার মুদ্রাঙ্কণও আরব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্যতার কোনো লক্ষণ দেখা দেয় নাই।

অধুনা ৺ রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সুযোগ্য পৌত্র মাতৃভাষার পরমোৎসাহী শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুরকে ধন্য বাদ, যে, তিনিই অসীম সাহস ও স্থির অধ্যবসায়কে সহায় করিয়া বিপুলার্থ ব্যয় পূর্ব্বক দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণের স্বত্বাধিকারী হইয়া বহুকালের একটী মহৎ অভাবের নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরে কি হইবে—লাভ কি ক্ষতি হইবে—ইহা তিনি তিলেকের জন্যও ভাবেন নাই। তিনি কেবল, এমন অমূল্য রত্ন বিনা যত্নে ডুবিয়া যায়, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহার উদ্ধার সাধন অতিকর্ত্তব্য, এই প্রশংসিত সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনাতেই এই দুরূহ কার্য্যে কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন, নচেৎ একখানা পুস্তকের জন্য প্রথমেই এত অর্থ ঘর হইতে বাহির করিতে কে বুক বাঁধিতে পারে? অতএব তিনি যে আমাদিগের নিকট—সভ্য ধরণীর সর্ব্বসাধারণের নিকট ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা বিশেষ জানেন না, তাঁহারা ভাবিতে পারেন একাজ এতই কি কঠিন? অথবা

একাজে প্রথমেই কি এত টাকা লাগিবে? কিন্তু আমরা নিগূঢ় জানিয়াছি এবং ইহার অভ্যন্তরে আছি বলিয়াই জানিতে পারিতেছি, যে কত ধানে কত চা'ল্! এতৎসঙ্গে বাবু বরদাকান্ত মিত্র, বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিবর প্যারিমোহন কবিরত্ন মহাশয় ত্রয়কেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না: যেহেতু তাঁহাদিগের উদ্যোগ ও সহকারিতাও সামান্য দেখা যাইতেছে না। বিশেষতঃ প্রথমোল্লিখিত বরদাবাবুর গাঢ় পরিশ্রম ও অবিচলিত যত্নকে শত ধন্যবাদ তিনি কত কায়িক শ্রম করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু ইহাও বক্তব্য, যে, উক্ত কুমার বাহাদুরের প্রকৃত কার্য্যকারী ও মূল সাহায্য না পাইলে তাঁহারা কদাচই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। অতএব তাঁহাদিগের চারিজনের সংযোগ মণিকাঞ্চন-যোগের ন্যায় শুভ হইয়া উঠিয়াছে!

তাঁহারা উক্ত মহাকোষ খণ্ডে খণ্ডে স্বতন্ত্র বাঙ্গালা ও স্বতন্ত্র দেবনাগরাক্ষরে আমাদিগেরই যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। প্রতি খণ্ড ডিমাই ৪ পেজি ফরমে ২০ ফরম (৮০ পৃষ্ঠা) করিয়া সংবদ্ধ। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১) এক টাকা মাত্র। এক্ষণে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড বাহির হইতেছে। অল্পকালে প্রতি মাসে দুই দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশের জন্য তাঁহারা উদ্যোগে আছেন। রাজাবাহাদুরের জীবনাখ্যায়িকা প্রতিকৃতি চিত্র সম্বলিত প্রকটনের মানসও আছে। এক্ষণে অগ্রহায়ণ মাসে তাহার প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পৌষের সংখ্যাও প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। এবং যেরূপ আয়োজন দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ এককালে যে অধিক পরিমাণে কাগজাদি ক্রয় করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে এতদনুষ্ঠানের সফলতা পক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ রহিতেছে না। কেবল দেশবিদেশস্থ গুণবোদ্ধা গ্রাহক মণ্ডলী সমুচিত উৎসাহও আনুকূল্য দান করিলেই সম্পূর্ণরূপে আশা সিদ্ধ হয়। আপাততঃ গ্রাহক সংখ্যার যে পরিমাণ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতের পক্ষে যে কোনো বিশেষ চিন্তা নাই, তাহা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করা যায়।

ইহার মুদ্রাঙ্কন-পারিপাট্যের কথা আমাদিগের নিজ লেখনী হইতে পরিস্ফুট হওয়া অনুচিত। যাঁহারা প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই তদ্বিষয়ের ভাল মন্দ বিচারক্ষম হইবেন। ফলে পুস্তকের রচনা সম্বন্ধে যখন কোনো আলোচনাই নাই তখন ইহার বাহ্য ভূষণ লইয়া যে সমালোচকেরা আমোদ করিবেন, তাহা অসঙ্গত নহে।

---

## মাতালমহিষী।

### দ্বিতীয় পালা। *

১

সুখের হইল শেষ, আর সুখ ধরেনা—
এত সুখ মানুষে কি সয়?
অতিউচ্চ আশা যেন, কেউ আর করেনা
—উচ্চ হলে পতন নিশ্চয়!

২

কারো মন্দ করি নাই, তবু মন্দ ঘটিল;
জানতঃ করিনি কোনো পাপ।
"আমার সমান কেবা?" এই যা মনে ছিল;
এ পাপে কি এত মনস্তাপ?

* ইহার প্রথম পালা ১২৭৯ সালের ৬ ই আশ্বিনের ২৪ শ সংখ্যক মধ্যস্থে আছে।



৩

সমান বয়সী সব, মিলিতাম যখনি,
কহিতাম নিজ নিজ কথা;
সবাই কিছু না কিছু প্রকাশিত তখনি,
পতি-কর্ম্ম-গত মর্ম্ম ব্যথা!

৪

কারো পতি বৃদ্ধ অতি; কাহারো প্রবাসী;
কারো বা সতীন আছে ঘরে;
কারো বা মাতাল স্বামী, বারনারী বিলাসী
মুর্খহাতে কেউ পুড়ে মরে;

৫

কারো পতি গুণবান, রূপে কিন্তু ভালনা;
রূপ আছে গুণে কারো ঘাটি;
কারো ভাগ্যে রূপগুণ আছে, তবু যাতনা
—দরিদ্রতা দোষে সব মাটি।

৬

কারো বা বিষাদ খাঁড়ি; কারো নদী ঝরণা
কারো কারো অকূল পাথার;
কোনোরূপ ব্যথা শূন্য, অন্য কেউ ছিলনা
—ছিল মাত্র হৃদয় আমার!

৭

যে যার দুখের তরে চিন্তানীরে ভাসিত;
সুখ দ্বীপে ছিনু মাত্র আমি!
সবাকার পতি-নিন্দা শুনে গর্ব্ব বাড়িত
—"তবে তো আমারি ভাল স্বামী।"

৮

সবার বিষাদ মেঘ, তার মাঝে চপলা,
ছিল এ মুখের সুখ-হাসি!
অমানিশা সবার; আমার দিগে উজলা,
ছিলরে সন্তোষ পৌর্ণমাসী!

৯

তাদের হৃদয় কুঞ্জ শুষ্ক ছিল হেমন্তে;
—তৃপ্তিফুল ফুটিতনা তায়!
আমার হৃদয় ফুল্ল ছিল চিরবসন্তে,
—তৃপ্তিসুখ কথায় কথায়।

১০

কুলে শীলে ধনে মানে রূপে গুণে যৌবনে,
দেশে যার ধন্য ধন রব;
নিত্য বাঁধে রসফাঁদে নব প্রেম বন্ধনে;
কার ভাগ্যে ঘটে এত সব?

১১

মদে মত্ত, মতি-ভ্রান্ত হয়ে সেই গৌরবে,
ভাবী কাল ভাবিনি তখন;
ভাবিতাম এভাবে কি অন্য ভাব সম্ভবে?
চিরকাল কাটিবে এমন!

১২

কহিতে বিদরে বুক, আর নারি সহিতে;
কারে কব, কে করিবে পার?
কহিবার জন যেই ছিল এই মহীতে,
হায় সে আমার নাই আর!

১৩

নবীনা-যুবতী, পতিসোহাগিনী সুখিনী;
কোনো জ্বালা ছিলনা আমার!
যেরূপে কপাল পুড়ে হয়েছি অনাথিনী;
শুন কহি বিশেষ তাহার;—

১৪

দিনকত দেখি বঁধু ঘরে তত রয় না,
সদা যেন উড়ু উড়ু মন;
আদরে সুধাই যদি করে নানা বায়না,
মন খোলা না দেখি তেমন।

১৫

"এত রাত্রে এলে নাথ, ঘরেকেন খেলেনা?"
[উ] "নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধু ঘরে।"
"নিমন্ত্রণ হলে আগে না ব'লেতো যেতেনা?"
এ কথায় উত্তর না করে।

১৬

"আজ কান্ত, একি ভ্রান্ত, মুলে পান
ছুঁলেনা?"
[উ] "বেশী চুণে গাল হেজেগেছে!"
"নিত্য পড়া দিয়ে শোও, আজ কেন
দিলে না?"
[উ] "আজ কিছু অসু" রূপী—রণে
কেল চূর!

১৭
"অসুখ হইলে আগে, দাসীরে তো
বলিতে ?"
[উ] "তত নয় ঘুমালেই যাবে।"
"ট'লে প'ড়ে গেলে আ'জ্ কেন খাটে
উঠিতে ?"
[উ] 'শোও শোও' বলে রুক্ষ
ভাবে !

১৮
কাছে গিয়ে চাই যদি গায় হাত মার্জ্জিতে,
তায় যেন বেজার বেজার।
হার জন্য বিরহ যে পারিতনা সহিতে,
বিমুখে শয়ন এবে তার।

১৯
নিত্যই অসুখ বলে, মুখ তুলে চায় না ;
যদি চায় চ'ক্ যেন রাঙা !
ঘাড় গুঁজে দূরে রয়, তত কথা কয় না ;
সদা যেন মন ভাঙাভাঙা।

২০
যদিবা কহিবে কথা, অল্পে আশ
মেটেনা ;
—এলো মেলো প্রলাপের মত—
হয় তো প্রণয় ঢেউ বহে আর রহেনা ;
নয়, মিছা অভিমানে রত।

২১
ঘুমেতে কাতর খুব, আগে এত ছিলনা ;
খ্যাল দ্যাখে ; হুঁস নাহি থাকে ;
ভয়েতে চিয়াই যদি, ভাবে অন্য ললনা,
—"গোলাপী গোলাপী" ব'লে ডাকে !

২২
বিজুলি চমকে যথা পথিকের নয়নে,
ক্ষণ মাত্রে আঁধার আবার ;
কতমত্তি চমক হলো অই নাম শ্রবণে ;
ত হইয়া উ[illegible]বুদ্ধি হরিল আমার !

২৩
ভ্রান্ত হয়ে নিতান্ত, নেহারি কান্ত-বদনে ;
এই কি সে প্রাণকান্ত মোর ?
ছদ্ম বেশে যদি এসে হলে কোনো
দুর্জ্জনে !
ভয়ে কাঁপি, এত ভ্রান্তি ঘোর !

২৪
সত্য সত্য আলো এনে ভালরূপে
দেখিনু ;
দেখে দুখে দহিল হৃদয় ;
পূর্ব্ব ভয়ে নির্ভয়,-সংশয়হীন হইনু—
কিন্তু হায় সে যেন সে নয় !

২৫
সে লাবণ্য, সুবর্ণ বরণ আজু বিবর্ণ ;
তৈলাক্ত আরক্ত আভা গণ্ডে ;
প্রশান্ত ললাট পাট ঘামিতেছে আকর্ণ ;
কুঞ্চিত হতেছে দণ্ডে দণ্ডে !

২৬
সুচিন্তার কুঞ্চন নিত্যই আগে দেখেছি ;
এ কুঞ্চন সে ভাবের নয়—
কু রিপুর ভুরুভঙ্গী পুস্তকে যা প'ড়েছি,
সে প্রমত্ত ভাব এ নিশ্চয় !

২৭
রক্ত নেত্র, আধামুক্ত, দেখে মরি তরাসে ;
ঠিক যেন শিবের সমান !
সে কুতন্ত্রা দেখে কত কুতন্ত্র মনে আসে ;
কারে ডাকি, কি করি বিধান ?

২৮
অলক্ত গোরস-যুক্ত, ওষ্ঠাধর মাধুরী,
হায় ! মসী কে দিয়েছে তায় ?
কভু কাঁপে, দন্তে চাপে খেলে কত চাতুরী,
বীরদর্পে কভু কামড়ায়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

—০—



(প্রিয়তম-স্নেহাস্পদ-তরুণহস্ত-লিখিত)

# রায় দীনবন্ধু মিত্র।

শারদী যামিনী—নিশি অবসানা প্রায় ;
তারানাথ তারা সহ অস্তাচলে যায়।
বনে গ্রামে অচেতন পশু পাখী নর ;
দুষ্ট কাজে ব্যস্ত সুধু দুর্জ্জন তস্কর।
আর ব্যস্ত পেচকাদি নিশাচরগণ ;
ফিরিতেছে করি তারা খাদ্য অন্বেষণ।
জন-কোলাহল আর নাহিক কোথায় ;
কভু বা কুক্কুর-শব্দ শোনা মাত্র যায়।
সুখের শয্যায় আছি করিয়া শয়ন।
খেলিছে অন্তরে নিদ্রা লইয়া স্বপন॥
[এমন সুখের কাল কভু বুঝি নাই।
সস্বপ্ন প্রভাত-নিদ্রা নিত্য যেন পাই !
হায়রে ! অসুখী কত হয় সেই জন ;
নিদ্রা নাই চক্ষে যার, না দেখে স্বপন !]
স্বপন প্রভাবে বোধ হইল আমার ;—
দূরে যেন কে করিছে শব্দ হাহাকার।
উঠিয়া চলিনু যেন জানিতে কারণ ;
ধাইয়া যাইতে যেন হতেছে পতন।
যেদিক হইতে আসে রোদনের ধ্বনি,
উপনীত হইলাম—মনে শঙ্কা গণি।
দেখিনু সভয়ে বহু বিস্তৃত প্রান্তর ;
তার মাঝে আছে এক বট বৃক্ষবর।
তরুমূলে বসি এক নারী মনোহরা,
চেনা ভার—দেবকন্যা অথবা অপ্সরা :
বয়সে প্রাচীনা ; তবু রূপের গরিমা
বর্ণাবলী দিতে নাহি পারে তার সীমা।
পূর্ব্বে ছিল যেই রূপ কষিত কাঞ্চন ;
জরাশোকে হয়েছে তা মলিন এখন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ; এলোথেলো বেশ ;
ভূমে যায় গড়াগড়ি নিবিড় সুকেশ।
কোনো কোনো অঙ্গে আছে সুবর্ণ ভূষণ ;
একখানি নহে তার সর্ব্বাংশে পূরণ।
যা 'হক্ তা হ'ক্ তবু সোনা সে সকল ;
পদদ্বয়ে কিন্তু হায়, লোহার শৃঙ্খল !
বহুমূল্য কিন্তু ছিন্ন জীর্ণ পরিধান ;
রুক্ষ কেশ, শিরোদেশ জটার আধান।
তৈল বিনা ফাটা অঙ্গ, খড়ি উড়ে গায়,
হঠাৎ দেখিলে জ্ঞান— পাগলিনী প্রায়
রোদন করিছে তথা শিরে কর হানি ;
কেবলি বলিছে মর্ম্মভেদী খেদ বাণী ;—

১
ফিরে আয় যাদুমণি ! কাঙ্গালীর ধন !
মা ব'লে ডাকিয়ে কর অন্তর শীতল ;
ভেবেছিনু কিছু কাল হেরিব বদন,
সে বাসনা হলো কিরে অকালে বিফল ?

২
কত যে করেছি পাপ না হয় গণন ;
করেছি গাভীকে কত প্রিয় বৎসহারা ;
মাতৃক্রোড় হতে কত শিশু আকর্ষণ,
নতুবা হারাবো কেন নয়নের তারা ?

৩
হায় হায় দুখিনীর কত যে বিষাদ ;
বর্ণিতে সেসব বর্ণাবলী যায় হারি
অসময়ে কালরূপী নিঠুর নিষাদ,
হরিছে কতই পুত্র গুণের মুরারি !

৪
কোথা রাম মোহন রে, ঈশ্বর, গোপাল—
বুকচেরা ধন সব ? অভাগিনী ব'লে,
ত্যাগ করি বাছাগণ, কি পোড়া কপাল
অকালে মায়ের কোল ছেড়ে গেছে চ'লে !

৫
সে সব পুরাণো শোক গিয়ে হায়, ভুলে,
কত কষ্টে পালিলাম নব পুত্রগণ ;
ভাবিলাম—বড় হয়ে কীর্ত্তি-ধ্বজা তুলে,
জুড়াইবে এরা মোর তাপিত জীবন !

৬
বেড়েছিল সেই আশা মাইকেল সনে—
যবে ব্রজাঙ্গনাগণ কাঁদিল প্রচুর ;
যখন লক্ষ্মণ——বীরসিংহ রূপী—রণে
মেঘনাদে বধি লঙ্কা-দর্প কৈল চূর !

৭

হায়রে কোথায় এবে মোর প্রিয় মধু !
আর কিরে পদ্মাবতী, কৃষ্ণা, বীরাঙ্গনা,
পবিত্র চরিতে নিঃসারিবে কাব্য-মধু ?
সতীর আদর্শ কিরে পাবে বঙ্গাঙ্গনা ?

৮

হায় হায় ! খেদে মরি করিয়ে স্মরণ
তোর মাতৃস্নেহ ; যবে দূরদেশ গিয়ে
মা মা বলি বাছা মোর করিলি ক্রন্দন ;
সে কথা হইলে মনে ফাটে দুখে হিয়ে !

৯

কোথায় কিশোরী মম—বয়সে কিশোর !
কি তাপে কাঁদালি বাপ ! তোর বঙ্গমায় ?
আর কিরে চাঁদমুখ হেরিব না তোর ?
যে মুখে বক্তৃতা-সুধা কি বহিত হায় !

১০

কোথা দীনবন্ধু মোর—প্রাণের রতন ;
" দীনবন্ধু " নাম আসি কররে সফল ;
কে আর তোমার মত লিখিবে " দর্পণ "
মুছাতে নীল-নির্জ্জিত-নয়নের জল ?

১১

করীপৃষ্ঠ পদ্মপ্রায় নবীনা কামিনী
কেও অই ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় ?
বুঝেছি বুঝেছি—পিতৃহীনা তপস্বিনী
কাঁদিতেছে তার-স্বরে স্মরিয়া তোমায় !

১২

কুসুম-কোমল-দেহ—ললিত-যুবতী
ললিতের সহ ধরি সুললিত তান ;
গাইতেছে যশ তব কাঁদি লীলাবতী ;
মরি মরি শুনি ফাটে পাষাণ পরাণ !

১৩

হাত তুলি বিরহিণী যতেক রূপসী
তোমারে (চাহিয়া দেখ) করে আশীর্ব্বাদ।
যত পড়ে সধবা " সধবার একাদশী "
ডুকরিয়া তোর তরে ছাড়ে আর্ত্তনাদ !

১৪

কুল কুল রবে কাঁদি হিমাদ্রি-নন্দিনী
তোমার শোকের স্রোতে ভাসাইছে বঙ্গ ;
ভগীরথ সম " সুরধুনী " প্রবাহিনী
কে আর মিলাবে কাব্য-সাগরের সঙ্গ ?

১৫

নবজাত বালা অই " কমলে কামিনী "
ভগিনীগণের মুখে শুনি আর্ত্তধ্বনি ;
নীরব রয়েছে বালা, কারণ না জানি।
ফিরে এসে তাহারে হাসাও যাদুমণি !

১৬

তব শোকে সবে দুখী ! জামা'য়ের দল,
কেবল আনন্দে ভাসে কিসের কারণ ?
মত্ততা আবার কিরে হইয়ে প্রবল,
জামাই-বারিকে দর্প করিছে এমন ?

১৭

ফিরে আয় যাদু মোর ! অন্ধের নয়ন !
এ বৃদ্ধ বয়সে আর সহেনারে তাপ ;
কে আছে রে ? কার হাতে করি সমর্পণ
অভাগা মায়েরে মর্ত্ত্যে ফেলে গেলি বাপ ?

১৮

তোর কিরে মনে নাই—তোর ভ্রাতৃ-দলে,
অধিকাংশ মোহে অন্ধ, মদে মত্ত হ'য়ে,
বিজাতীয় কাজে রত, পর-পদে চলে ?
তো বিনে তাদের জ্বালা রব কিরে স'য়ে ?

১৯

হা বিধি ! কি বিধি তব ! গুণনিধি ধনে,
কি পাপে হরিয়ে দেও এত মর্ম্মব্যথা ?
দয়াময় নাম তবে বল কি কারণ,
জগতে শুনিতে নিত্য পাই যথা তথা ?

২০

অথবা ক্ষমহ দোষ অখিলের পতি !
করিলাম কত পাপ নিন্দিয়া তোমারে।
তোমার কি দোষ ? সবে নিজ কর্ম্মগতি,
অবশ্য ভুঞ্জিবে—কেবা খণ্ডাতে তা পারে ?

বলিতে বলিতে যেন দীর্ঘ শোক ভরে,
মূর্চ্ছাগতা বঙ্গমাতা পড়ে ভূমি' পরে।
যেমন নিদাঘকালে, অশনি পড়িয়া ডালে,
ছিন্ন ভিন্ন করি ভূমে ফেলে তরুবরে !
শোকে ভাঙ্গে নিদ্রাঘোর, ছিঁড়িল হৃদয়-ডোর
কাঁদিনু বিস্তর জাগি—কাতর অন্তরে !

শ্রী অ——



# সমাজ চিত্র।

(পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান।)

অথবা কেঁড়েলের জীবন চরিত।

## চতুর্থ পট।

ধন্দমণি বা নাগর ভাঁটা এবং নলছেঁচা বা বেড়ি-কাটা।

আমি মাতুলালয়ে যাইবার পূর্ব্বে যে সব সঙ্গীগণের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতাম, খাইতাম, দাইতাম, লিখিতাম, পড়িতাম, তাঁহাদের কথা কিছু না বলিলে ভাল হয় না। আমার যে কয় জন সঙ্গী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সাদাসিদে বালক, তাহাদের কথা আর বিশেষ করিয়া কি বলিব ? সচরাচর বঙ্গীয় ভদ্রবালক যেরূপ হইয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ—সচরাচর গুরুপাঠশালায় শিশু পড়ুয়ারা যেরূপ হইত এবং অনেক স্থলে অদ্যাপিও হইয়া আসিতেছে, তাহারা তাহাদের হইতে বড় ভিন্ন ছিল না। তাহারা প্রতিদিন প্রাতে উঠিত ; কেউ বা মুখে জল দিত, কেউ বা দিত না, সকলেই কোঁচড়ে পূরিয়া মুড়ি মুড়কী বা চাউলভাজাদি জলপান ও হাতে করিয়া মোয়া, সিন্নি, পাটালি, ফেণিবাতাসা প্রভৃতি কোনোরূপ মিষ্ট লইয়া খাইতে খাইতে এবং বগলে পুথিমাদুরের পাততাড়ি লইয়া নাচিতে নাচিতে কি দৌড়িতে দৌড়িতে পাঠশালায় যাইত। তখন পাড়াগাঁয় মিঠাই মণ্ডার চলন বড় ছিল না ; তখন " ভাজা খাইলে ছেলের পেট কামড়াইবে" এ ভয়ও কেউ করিত না—তখন লোকে " স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য" শব্দে এখনকার মত গগণদেশ ফাটাইয়া দিত না, কিন্তু এখনকার চেয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শতগুণে বেশী সুস্থ—প্রকৃত সুস্থ ছিল ! তাহারা (মুখে নয়) যথার্থ সুস্থতার সুখভোগ করিত ! তাই ছেলেদের মা, মাসী, ভগ্নী, পিসীরা অনায়াসে ছেলের কোঁচড় পূরিয়া মোটা মোটা বোক্‌ড়া চাউলের কাট-ভাজা ঢালিয়া দিত ; ছেলেরা পরমানন্দে ভাজা গালে দিতে দিতে অপর ছেলেদের ডাকিতে ডাকিতে পাঠশালায় যাইত। ছোট ছেলেদের মা মাসীরা অনেক দূর কোলে করিয়া পথ আগাইয়া রাখিয়া আসিতেন। রাস্তা তখন জনপূর্ণ নয়, কেন-না অত ভোরে গ্রামের যুবা পুরুষেরা প্রায় উঠিতেন না এবং " সোমত্ত" বউ মানুষেরাও প্রায় ছেলে লইয়া যাইতেন না—সে কাজের ভার প্রায় পুকী পিসীদের উপরেই অর্পিত হইত ! তবে যাঁহার ঘরে আজন্ম-বিধবা বহুপ্রৌঢ়া যুবতী ঠাকুরঝির অভাব, কাজেই তাঁহাকে খিড়কির পথে যতদূর সম্ভব, তত দূর গিয়া ছেলে রাখিয়া না আসিলে চলিত না ! এইরূপে ছেলেরা পাঠশালায় গিয়া যাহার যাহা লিখিবার, পড়িবার, সে তাহা করিত। এড়াভাতের ছুটী হইলে এড়াভাত খাইয়া ( হয় তো পথে ক্ষণেক খেলিয়া ) আবার মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পাঠশালে গিয়া রুদ্ধ থাকিত। মাধ্যাহ্নিক ছুটীর অবসরে কয়েক ঘণ্টা খুব হুড়োমুড়ি দৌড়াদৌড়ি চলিত। বিকা

উপহৃত তাং ৪-১০-২৮
সং ২৪৯
ব. সা. প. গ্রা.

লে আবার পড়া, সন্ধ্যায় আবার ছুটী। সেই সময় তাহাদের দৌরাত্ম্য ও দাবাদাবি কিছু বেশী বাড়িত। বাড়ী একবারে তোলপাড় হইত। যাহাদের বাড়ী ছেলে নাই, পাড়াগাঁয় সন্ধ্যাকালে তাহাদের বাড়ী যেন দ-পড়া বাড়ীর মতন দেখাইত—আজো দেখায়! সে যাহা হউক, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপনান্তে ঠাকুরদাদা মহাশয় নাতিপুতিদের ডাকিয়া লইয়া চণ্ডীমণ্ডপ, দাঁড়ঘরা বা চৌচালায় সপ পাতিয়া বসিয়া ডাক জিজ্ঞাসা করিতেন; পিতা, পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি পিতৃমাতৃকুলের সপ্তম-পুরুষ পর্য্যন্তের নাম বলিয়া দিতেন; "কত কাল কায়স্থ? যত কাল চন্দ্র সূর্য্য—চন্দ্র সূর্য্য গগণে, আমি জান্‌বো কেমনে? যাবৎ মেরৌ স্থিতে দেবাঃ, যাবৎ গঙ্গা মহীতলে, চন্দ্রার্কঃ গগণে যাবৎ, তাবৎ কায়স্থকুলে বয়ং! তার সাক্ষী কে? আদিত্যঃ চন্দ্রঃ বলিনঃ নভশ্চ" ইত্যাদি এবং কুলীনের ছেলে হয় তো, কুলীনের নব লক্ষণাদি চিরপ্রণালীবদ্ধ বহু বিষয়ের শিক্ষা দিতেন। বয়সের ত[illegible]সারে কাহাকে সমুদয়, কাহাকে [illegible]শিক পাঠ দেওয়া ও ডাক জিজ্ঞাসা করা হইত। ছেলেরা সারাদিন লিখিয়া, পড়িয়া, খেলিয়া, মাতামাতি করিয়া, গুরুমহাশয়ের ধমক ও প্রহার খাইয়া, বাটীতেও জননী প্রভৃতি গুর্ব্বিণীগণের নিকট বেশী খাইতে পারে না বলিয়া ঠোনাটা ঠানাটা, চড়্টা চাপড়্টা জলযোগ পাইয়া এবং আপনারাও পরস্পরে দিনের মধ্যে প্রায় বিশ ত্রিশ বার গুরুতর মারামারি করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রার আবল্লীতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; বাপের নাম বলিতে গিয়া হয়তো পিতামহের নাম বলিতেছে; তথায় বাটীর কর্ত্তা ব্যতীত অন্যান্য কয়েক মহাশয় বসিয়া খোস গল্প, দলাদলির ঘোঁট বা মালি মোকদ্দমার আলোচনা করিতেছেন; ঘুমন্ত বালকের ঐরূপ ভ্রান্তকথা শ্রবণে কোনো কর্ত্তা বা কোপন-ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন "হুঁ এখন যে মুখে কথা ফোটে না, দৌরাত্মির সময় তো আকাশ পাতাল ফেটে যায়!" কেউ বা বলিলেন "ওর সব নষ্টামি, দেও একটা থাপ্‌পড় বসিয়ে দেও না, ঘুম টুম কোথায় উড়ে যাবে এখন!" কেউ বা বলিলেন "আঃ! আর কেন? ঢের রা'ত হয়েছে, ছেড়ে দেও না!" এই শেষ উপরোধই সংরক্ষিত হইল, ছেলেরাও বাঁচিয়া গেল!

আমার যে সব সঙ্গীগণ ছিল, তাহাদের অধিকাংশ ন্যূনাতিরেকে প্রায় এই ভাবেই কাল কাটাইত, তাহাদের কথা বিশেষ করিয়া আর কি বলিব? কেবল দুইটী খেলাড়িয়া সঙ্গী ঐরূপ সাদাসিদে প্রকারে লালিত, পালিত. শিক্ষিত ও রক্ষিত হইত না। তজ্জন্য সেই দুইটীর কথাই বিশেষরূপে বলা উচিত। তাহাদের বাল্য-কাণ্ড আমার অন্যান্য সঙ্গীগণের বাল্য-জীবন হইতে যেমন বিভিন্ন ছিল, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনও সচরাচর ভদ্রলোকের জীবন-



ব্যাপার হইতে তেমনি পৃথক রূপ লক্ষিত হইতেছে। অতএব তাহাদের (ঐ দুই জনের) তাৎকালিক বিবরণ কিঞ্চিৎ বিবৃত করি, যে, তৎপাঠে অনেক বালকের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি রক্ষয়িতাবর্গের জ্ঞানলাভ ও চৈতন্যোদয় হইতে পারিবে!

সেই দুইটীর মধ্যে যেটী বয়সে বেশী, তাহার কথাই প্রথমে কথ্য। তাহার প্রকৃত নাম যাহাই হউক, সমবয়সী সঙ্গীগণ তাহাকে দুই তিনটী অদ্ভুত নামে ডাকিত। কেহ বলিত "ধন্দমণি" কেহ বলিত "নাগরভাঁটা" এবং কখনো কখনো বা কেহ কেহ "আল্লাদে" ও "গড়গ'ড়ে" বলিয়াও সম্বোধন করিত!

এবম্ভুত অদ্ভুত নামাবলীর কারণ এখনি প্রকাশ পাইবে। ঐ বালক আমা অপেক্ষা দুই তিন বৎসর বয়সে বড় ছিল। ফলতঃ আমার সমুদয় সঙ্গীই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি অত্যল্প বয়সেই কেঁড়েলি ও জ্যেঠামিতে সুপরিপক্ক হইয়াছিলাম, সুতরাং বয়োকনিষ্ঠ বা ঠিক্ সমান বয়স্কদিগকে গ্রাহ্য করিতাম না তাহাদিগের সহিত আমার মিল হইত না, কারণ তাহারা আমার প্যাকামি কথার মত কথাবার্ত্তা কহিতে তখনও প্রস্তুত হয় নাই, তাহারা তখন পঞ্চম কি যষ্ঠ বর্ষীয় চপল শিশু, আমি যেন অষ্টম বর্ষীয় বিজ্ঞ বালক! কাজেই উভয় পক্ষে সহৃদয়তা ও সদ্ভাবের অভাব হইত— কাজেই তাহারা আমার নিকট আসিত না— কাজেই আমি তাহাদিগের পরিবর্ত্তে আমা অপেক্ষা বড় বড় বালকের সঙ্গলাভে সুখী হইতাম। সেই অবধি চিরকালই বড়র দলে মিশিতে আমার আন্তরিক প্রয়াস! এ অবস্থায় ল্যাজ ধরা হওয়াই সম্ভব; কিন্তু বড় গলা করিয়া বলিতে পারি, অদৃষ্ট আমাকে (অন্যান্য শত তাপ দিয়াও) সে দুঃখে কখনো পাতিত করে নাই— কখনই সে আমাকে অন্যের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আমার গালাগালি খায় নাই!

সে যাহা হউক, যে বালকের কথা কহিতেছিলাম, তিনি অর্থাৎ ধন্দমণি আমার দূরতর সম্পর্কীয় নন, তিনি আমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা— অতি নিকট জ্ঞাতি-ভ্রাতা। পূর্ব্বে আমার যে জ্যেষ্ঠতাত (পিতার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র) মহাশয়ের কথা কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি, ধন্দমণি তাঁহারই পুত্র! ঐ জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় পরগণার মধ্যে এক জন সুপ্রসিদ্ধ তেজীয়ান, বুদ্ধিমান, ক্রিয়াবান, এবং মালি মোকদ্দমায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপবান পুরুষ ছিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, যদিও তৎকালে পূর্ব্বকার ন্যায় তাঁহার যান, বাহন, দ্বারবানাদি জাঁক জমক এবং দান ধ্যান, ক্রিয়াকাণ্ডের কিছুই প্রায় ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ব ঝাঁজ কোথায় যায়? তাঁহার নাম ডাক, চা'ল্ চলন, খ্যাতি প্রতিপত্তি, বাহ্যভড়ং ও পারিবারিক রীতি নীতি বহুলাংশে অটুটই ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পৌড়ি-

তাবস্থায় বাটীতেই থাকিতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্য কোনো বিষয়ে তিনি লিপ্ত না থাকিয়াও ভ্রাতৃপুত্রের লালন পালন কার্য্যে কিয়দংশে নিযুক্ত ছিলেন। "কিয়দংশ" বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে, লালন পালন জন্য যত কিছুর প্রয়োজন, তন্মধ্যে আদর করা ও প্রশ্রয় দেওয়া এই দুইটী গুরুতর বিষয়ের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন-- অন্যান্য লঘু অংশ ভ্রাতার শিরে সমর্পিত ছিল! কেবল ঐ দুইটীর সহায়তা বলেই যত দূর সম্ভব, ততদূর পরিমাণে তিনি প্রাণাধিক ভ্রাতৃপুত্রবরকে পরম স্নেহে লালন পালন করিতেন! সেই প্রণালীর লালন পালন নিবন্ধন ভ্রাতৃপুত্রের সংশিক্ষারূপ উপকার কি কুশিক্ষারূপ অপকার ঘটিয়াছিল, তাহা পশ্চাল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠেই পাঠক মহাশয় বিনা সাহায্যে, বিনা আয়াসে, অতি সহজে স্বয়ং বিচার করিতে পারিবেন। তাঁহার মহদুদার স্নেহ-সিংহাসনে বসিয়া এবং সমুজ্জ্বল প্রশ্রয়-মুকুটে ভূষিত হইয়া তাঁহার প্রাণতুল্য ভ্রাতৃপুত্র ভবিষ্যৎকালে যে মহা মহা গুণরাজ্যের একাধিপতি রাজা হইবেন, তাহা সেই বালককালেই আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম! কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত বলিতে হইল।

মনে করুন, পাঠশালার ছুটী হইল; সায়ংকাল; আমরা কয় ভাই পাত্‌তাড়ি বগলে, হাতে কালি মুখে কালি বাটী আসিতেছি — খিড়্‌কির পথ সোজা, দত্তদের বাড়ীর মধ্য দিয়া সেই পথেই আসিতেছি— আমাদের সঙ্গে ধন্দমণিও আসিতেছেন— আমাদের নিজ খিড়্‌কির ঘাটের কাছাকাছি আসিতেছি— আর এক রসী গেলেই খিড়্‌কির দ্বার পাই; এমন সময় ধন্দমণিদের দোতলা কোঠার ছাতের উপর হইতে শব্দ আইল "কাঁহা রে রাঙা বাবু কাঁহা? কাঁহারে ধন্দমণি চন্দমণি আহ্লাদে গড়গ'ড়ে নাগরভাটা লটপ'টে ফুটিফাটা রাঙা বাবু কাঁহা? কাঁহারে— নাথ বাবু কাঁহা?"

তিন চারিবার এই শব্দ— এই আদরের ডাকের শব্দ হইল! কিন্তু প্রথম বারের প্রথম পদটী পূর্ণ হইতেনা হইতে অর্থাৎ যেই মাত্র "কাঁহারে রাঙা বাবু—" ধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, অমনি আমাদের ধন্দমণি ঘাটের একদিগে দোয়াত, এক দিগে পাত্‌তাড়ি ফেলিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া গিয়া একবারে সেই দোতলার ছাতের উপর—জ্যেঠা মহাশয়ের স্কন্ধের উপর চড়িয়া বসিলেন! আমরা একবারে অবাক্! কারণ যে স্থলে পাত্‌তাড়ি পড়িয়াছে, সে স্থানটী আসল আঁস্তাকুড়—বাড়ীর যত আবর্জ্জনা, যত হাঁড়ি কুঁড়ি, যত এঁটো কাঁটা, যত নোঙরা নুড়ো ইত্যাদি সেই পবিত্র স্থলেই ন্যস্ত হইয়া থাকে! ঘাটে মেয়েরা ছিলেন, তাঁহারাও অবাক্! তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "পোড়া ছেলের একি কারখানা? ভাল, গেলি গেলি, দ'ত্‌ পাত্‌তাড়ি সুদ্ধ গেলিনে কেন? আর যদি ফেলেই যাবি তো ভাল যায়গায় ফেলে গেলিনে কেন?"

ধন্দমণির মা— আমাদের জ্যেঠাই মা—শুনিতে পাইয়া ঘাটে আসিয়া আমাদিগকে সাদর বচনে বলিলেন "কি ক'র্ব্বে বাবা, ন্যাংটো হয়ে পাত্‌তাড়িটে তুলে আন।" ধন্দমণি কাঁধের উপর, কি কোলের ভিতর বনাতের মধ্যে গরম হইতে লাগিলেন, আমরা সেই পৌষ মাষের শীতে বস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আঁস্তাকুড়ে নামিয়া শম্বূক কণ্টকাদিতে বিদ্ধপদ হইয়া সেই পাত্‌তাড়ি দোয়াত কুড়াইয়া আনি! সুদ্ধ তাহাই নহে, সেই শীতে তখনি আবার ঘাটে উলিয়া সেই পুথি মাদুর কাচি, তাল পাতাগুলি একে একে ধুই এবং দোয়াতের কালি ও কানি ফেলিয়া পরিকার করিয়া জ্যেঠাইমার ঠাঁই দিই!

আমাদের মা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিতান্তঃকরণে বকিতে বকিতে ঘাটে আইলেন। স্বীয় পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার মনে যে কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা তিনিই জানেন! অন্যান্যের ন্যায় তিনি দর্শকশ্রেণীতে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না— জলে নামিয়া আমাদের হাত হইতে পাতাগুলি লইয়া আপনি ধৌত করিয়া দিলেন— আমাদিগকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া উপরে তুলিলেন— আপনি সেই সন্ধ্যাকালে অবগাহন পূর্ব্বক ডুব দিয়া আমাদিগকে লইয়া ঘরে গেলেন— পিসীমা বকিতে বকিতে এক কোষ গঙ্গাজল আনিয়া আমাদের মস্তকে দিয়া বস্ত্র পরাইয়া দিলেন! সকলেই বলিতে লাগিলেন, এ কাজ ধন্দের মার ভাল হয় নাই, কচি ছেলেদের এত দুঃখ না দিয়া আপনি গিয়া পাত্‌তাড়ি তুলিয়া কেন স্নান করিয়া ঘরে আইলেন না? জ্যেঠাই মা সে সব কথা শুনিয়াও শুনিতেন না— হাঁ না কিছুই বলিতেন না— কেননা এক দিন নয়, তাঁহার ভাশুরের ঐরূপ আদর, ছেলের ঐরূপ পাত্‌তাড়ি ফেলা, পরের ছেলেকে দিয়া ঐরূপে তাহা উঠানো, বহু দিন এমন কাজ হইতেছিল। সুতরাং কাহারো কথায় তিনি আঁস্তাকুড়ে নামিয়া স্বয়ং অপবিত্রা হইতেন না এবং আমাদিগকে দিয়া পাত্‌তাড়ি উঠাইতেও ছাড়িতেন না-- আমরা জ্যেঠাইমার কথা, কি বলিয়া না শুনি—বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে বাটীর সকলকেই ভয় করিয়া চলিতে হইত! পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, ছাতের উপর হইতে কাহার দ্বারা ঐ আদরের ডাক নিনাদিত হইত? এবং ধন্দমণির নাম ধন্দমণি নাগরভাঁটা, আহ্লাদে বা গড়গ'ড়ে কেন হইয়াছিল?

ধন্দমণি যাঁহার পুত্র, তিনি আমাদের 'সেজ্‌জ্যেঠা মহাশয়।' আর যিনি ঐরূপে ডাকিতেন, তিনি আমাদের 'মেজ্‌জ্যেঠা মহাশয়' ছিলেন। মেজ্‌জ্যেঠা মহাশয় প্রতি সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাতে উঠিয়া বেড়াইতেন; তাঁহার পী-

ড়ার জন্য বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র বড় যাইতে পারিতেন না। সেই ছাতের এক প্রান্তে ঠাকুর ঘর, আমাদের পৈতৃক শালগ্রামজী তথায় অবস্থান করেন। ঠাকুরের আরতির সময় দুই জ্যেঠা মহাশয়ই উপস্থিত থাকিতেন; সেজ-জ্যেঠা মহাশয় যেখানেই থাকুন, আরতির সময় আসিয়া ছাতে উঠিতেন। তিনি স্বয়ং স্বহস্তে কাঁসর বাজাইতেন। তাঁহার শাসনে বাটীর সকল ছেলেকেই সে সময় ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইতে হইত। প্রায়ই কদাপি এ নিয়মের অন্যথা ঘটিত না। ঠাকুর-আরতি সমাপ্তি পর্য্যন্ত মেজ-জ্যেঠা মহাশয় ছাতে থাকিতেন। আরতির কিছু পূর্ব্বে আমরাও সেখানে যাইতাম। কিন্তু ধন্দমণিকে কোলে হইতে নামাইয়া আমাদিগের কাহাকেও তিনি কখনো কোলে করিতেন না। তাহা দূরে থাকুক, ধন্দমণি ব্যতীত আর কাহাকেও নিকটে ঘেঁসিতে দিতেন না, কাহাকেও লইয়া বিশেষরূপে কোনো প্রকারের আদর আহ্লাদ করিতেন না, বরং ধন্দমণির পরিতোষার্থ অন্য সকলকে খাটাইতেন! ধন্দমণির জুতা পড়িয়া গিয়াছে, "উঠিয়ে দেতো রে!" ধন্দর ক্ষুধা পাইয়াছে, "অমুক, যা তো, কিছু খাবার চেয়ে আন্ তো!" ইত্যাদি।

সেজ-জ্যেঠা মহাশয় আপন পুত্রকে অমন স্নেহ বা অত প্রশ্রয়দান করিতেন না, বরং দাদার কাণ্ড দেখিয়া বিরক্ত ও ভীত হইতেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই ভাল বাসিতেন—কখনই আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন না, শ্বশুর বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন "দাদা আমার ছেলের মাথা খাইলেন!"

সে যাহাহউক সেই ধন্দমণি, নাগরভাঁটা, আল্লাদে, গড়গ'ড়ে, ফুটিফাটা বা রাঙাবাবু এইরূপে অসীম আদর ও প্রশ্রয়ের আশ্রয়ে লালিত পালিত হইতে ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় তিনি কতদূর কৃতকার্য্য ও চরিত্র বিষয়ে কি প্রকার হইলেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণ কি উৎসুক আছেন? আপনাদিগকে তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? আপনারা অনুভবে তাহা কি বুঝিয়া লইতে পারিবেন না? বোধকরি, পারিবেন! তবে সকলে পারিবেন কি না সন্দেহ, অতএব কিঞ্চিৎ শুনুন;—

ধন্দমণি পাঠশালায় সকল দিন যাইতেন না; মাসের মধ্যে প্রায় তিন সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকিতেন; অবশিষ্ট সপ্তাহ কি অষ্টাহের মধ্যেও সকল দিনের দুই বেলাও উপস্থিত হইতেন না; সেই অনুপস্থিতির কালে হয় জ্যেঠা মহাশয়ের ঘরে, নয় মুদীর দোকানে, নয় বাগানে, নয় খড়ের গাদার নীচে লুকাইয়া থাকিতেন। কেননা, গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পীড়া ব্যতীত কোনো ছাত্র যে হঠাৎ গরহাজির থাকিয়া বাঁচিয়া যাইবেন, তাহার যো



ছিল না— তৎক্ষণাৎ যমদূতের ন্যায় বলবন্ত ও দুরন্ত সর্দ্দার পড়ুয়ারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হইত। আদালতের খাড়াওয়ারিনের পেয়াদারা বা কোথায় লাগে? কাহারো অন্দরে থাকিলে তো বিচারকের জমাদার পেয়াদার হাতে নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু গুরু মহাশয়ের পড়ুয়ার হাতে কোনো স্থানে অব্যাহতি নাই! সেই যে বলে "কি মাখিলেও যমে ছাড়ে না!" ইহাও তাই! আবার পাঠশালার গোয়েন্দার কাছে পুলিসের গোয়েন্দারা যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, তাহা একবার কেন, জোর করিয়া শতবার বলিতে পারি!

যাঁহারা এখনকার বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁহারা সে দায়ে কখনই পড়েন নাই, সুতরাং কি থানা ফৌজদারীতে আবৃত হইয়া তাঁহাদের পিতা পিতৃব্যাদি যে মানুষ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা জানেন না!

কল্পনা করুন, বদন নামে কোনো পড়ুয়া জানতঃ বা অজানতঃ কোনো সামান্য অপকর্ম্ম করিয়াছে। এখনকার শিক্ষক হইলে তজ্জন্য দুই চারি মিষ্ট ভৎর্সনায় অনুতাপ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন। গুরু মহাশয় তাহা শুনিতে পাইয়া সর্ব্ব সমক্ষে শাসাইলেন, যে, "ছোঁড়া কা'ল্ আসুক আগে, তার পীঠের চামড়া রাখ্‌বো না— তারে জ্যান্ত ব'লে ধ'র্ব্বো, মড়া ব'লে ছাড়্‌বো!" ছুটীর পর সেই শাসানির কথা বদনকে বলিবার জন্য পড়ুয়াদের ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। তাহা শুনিয়া বদনের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল— রাত্রে ভালরূপে ঘুম হইল না—তিন চারি বার ডরিয়া ডরিয়া উঠিল—পরদিন বদনের মা "ছেলে কেন ডরায়" এই কথা চেতনীদের জিজ্ঞাসা করিয়া পুরোহিত ডাকিয়া নারায়ণের তুলসী দেওয়াইলেন! এ দিগে প্রভাত হইবামাত্র বদন হিঁদুপাড়া ছাড়িয়া এককালে মুসলমান পাড়ায় গিয়া ইক্ষু চর্ব্বণ ও খর্জ্জুর রস পান পূর্ব্বক ক্ষুধা নিবারণ করিতে লাগিল! বেলা হইল, বদন বাড়ী আইল না, এড়া ভাত শুকাইতে লাগিল, বদনের মা ছেলের গত রাত্রের চম্‌কানো স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বদনের বাপ তাড়াতাড়ি পাঠশালায় গিয়া তল্লাস করিলেন, ছেলে পাঠশালায় যায় নাই! গুরু-মহাশয় বুঝিলেন, বদন পলাতক আসামী হইয়াছে; তদ্দণ্ডেই উপযুক্ত পদাতিক চারিজনকে ধরিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। তাহাদের সন্ধান করিতে কতক্ষণ লাগে? চোর ডাকাইত ধরিতে চোর ডাকাইত চর ব্যতীত ব্লাকিয়ার, এলিয়েট ও ওয়াকোপ সাহেবান কি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন? বদন মুসলমানীর ধান সিদ্ধের কাছে বসিয়া তুঁষের জ্বাল ঠেলিয়া দিতেছে, পড়ুয়ারা তাগে বাগে চুপি চুপি গিয়া একবারে বাঘের মতন আঁক করিয়া ঘাড়ে পড়িল! বদন ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া

ফেলিল ; বিস্তর অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক সমপাঠীদের হাতে পায় ধরিল ; মুনলমানীরা অনেক অনুরোধ করিল ; তবু তাহারা ছাড়িবার লোক নয়—একজন বলিল "কেন, সে দিন আমাকে যে তুই কাঠের মাচা থেকে ধ'রে এনেছিলি !" এখন বদন পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিল, বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, তাহা পারিল না। তখন দুই পড়ুয়া দুই পা, দুই পড়ুয়া দুই হাত ধরিয়া, বদনের পৃষ্ঠদেশ প্রায় ভূমিসাৎ, বদনের বদন ও বুক আকাশ মুখে, এই ভাবে দোলাইয়া লইয়া চলিল। বদনের মাথাটা ঝুলিয়া পড়িল, বড় কষ্ট হইল, চীৎকার শব্দে কাঁদিতে লাগিল ! তদ্দর্শনে পড়ুয়ারা এক চাষার ছেলেকে উহার মস্তকটা ধরিয়া যাইতে কহিল ; পাঠশালার এমনি প্রতাপ, সেই কৃষকপুত্র ভয়ে ভয়ে তাহাই করিল। তখন পড়ুয়ারা নির্ব্বিঘ্নে প্রকাশ্য পথ বাহিয়া চারিজনে গানের মতন সম-উচ্চৈঃস্বরে এই বলিতে বলিতে বদনকে ঐ দোলাভাবে লইয়া চলিল—

"গুরম'শাই গুরমশাই তোমারপ'ড়ো হাজের !
একটু খানি জল দেও ছাতি ফাটে এর !"

ইত্যাদি।

আমাদের ধন্দমণি ঐ ভয়েতেই আগানে বাগানে আনাচে কানাচে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেন, বড় পীড়াপীড়ি হইলে জ্যেঠা মহাশয়ের ঘরে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন ! গুরু মহাশয় প্রথম প্রথম তাঁহার বিলক্ষণ শাসন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ধূর্ত্ত ধন্দমণি ভাঙাশামুক দিয়া আপনার গা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে গিয়া এমনি ভাব দেখাইতেন, যে গুরুর নিদারুণ প্রহারে তাঁহার শোণিত-স্রাব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে ! জ্যেঠা মহাশয় ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া গুরুকে যৎপরোনাস্তি গালি দিতেন এবং ভৃত্য বা অন্য কাহারো দ্বারা বলিয়া পাঠাইতেন, যে, যদি তিনি ধন্দমণিকে আর মারেন, তবে তাঁহার পাঠশালায় পাড়ার কোনো ছেলেকে যাইতে দিবেন না এবং বিধিমতে তাঁহার মন্দ করিয়া তুলিবেন। বিদেশী দরিদ্র গুরু অমন লোকের ভয় প্রদর্শনে যে ভীত হইবেন, আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ তিনি ভাবিতেন এবং স্পষ্টই বলিতেন, "তাঁহাদের আপনাদের ছেলেকে যদি আপনারা অধঃপাতে দেন, তবে আমার এত দায় কি ?"

এইরূপে ধন্দমণি গুরু অপরাধেও গুরুর গুরু দণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া অনেক যত্নে স্বাধীনতা-রত্নের অধিকারী হওতঃ এককালে যদৃচ্ছাচারী ও যথার্থই ধন্দমণি হইয়া উঠিলেন ! তাঁহার লেখা পড়ার সীমা সংখ্যা আর কি করিব, তিনি এ কাল পর্য্যন্ত তেরিজ, বেরিজ বা জমা খরচের ঊর্দ্ধ উঠিয়াছেন কি না ঠিক বলিতে পারি না ! পাঠশালায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে কয় দিন যাইতেন, সঙ্গোপনে তাঁহার হইয়া অঙ্ক কষিয়া দিয়া কত ধূর্ত্ত বালক যে কত পয়সা উপার্জ্জন



রিত তাহা মনে হইলে হাসি পায় ! অঙ্কের সীমা এই। সাহিত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ রাহিত্যই রহিয়া গিয়াছে ! তাঁহার নবীন গুম্ফ প্রভৃতি যৌবন দশার সমুদয় চিহ্ন এবং মাতৃভাষার বিদ্যায় সর্ব্বানন্দী গোছের পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী অধ্যয়নের সোপানে স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথম ধাপে পা দিতে দিতে আর দিলেন না—ম'জ্জি হইল না ! তজ্জন্য তাঁহার পিতা যদি কদাচিৎ কথঞ্চিৎ শাসনদানোন্মুখ হইতেন, অগ্রজের মধ্যবর্ত্তিতায় তাহা পারিতেন না ! সুতরাং আমার নাগরভাঁটা দাদা অনায়াসে যথার্থই একটী ডাগর রকমের নাগরভাঁটা হইতে সমর্থ হইলেন !

ধন্দমণি দাদার চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বিবরণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিতে সাহস ও ইচ্ছা করি না। সাহস না করিবার কারণ এই, যে, সেই চরিত্র পবিত্র পর্য্যায়ের পৃষ্ঠভাগে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা অনুশিরায় বিভক্ত, যে, স্বয়ং গণপতি বা তাঁহার দিদী সরস্বতী হইলেও বর্ণনে অক্ষম ! আর ইচ্ছা না করিবার কারণ এই, যে, এরূপ জীবিত আত্মীয়ের জীবনালোচনায় অহেতুক অপ্রিয় ও অপ্রার্থনীয় ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। অথচ তাহাতে সাধারণের কোনো বিশেষ উপকার দেখি না। তাঁহার বাল্যাবস্থার কথা বলাতে তাঁহার কোনো বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে না, অথচ অপরের নীতি-শিক্ষা-লাভের সম্যগ্ সম্ভাবনা আছে। সেই বাল্যদশা অথবা শিক্ষারকালে অপরিমিত প্রশ্রয় যে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেও এখন স্বীকার করিয়া থাকেন— এখন তাঁহার সে বিষয়ে চৈতন্য জন্মিয়াছে ; কিন্তু রোগ পাকিয়া উঠিবার পর পূর্ব্ব অমিতাচারের জন্য আপশোষ করিলে আর কি হইবে? এখন সংকল্প করিয়াও অভ্যস্ত কদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবার যো নাই !

আমরা বিশেষরূপে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং অদ্যাপিও দেখিতেছি, তাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ অতি সূক্ষ্ম ও কার্য্য-কারণ-ধারণক্ষম ! কিন্তু হায় ! সেই মহা উর্ব্বরা ক্ষেত্র যথোপযুক্তরূপে সুকর্ষিত ও তাহাতে সুশস্যের বীজ রোপিত হইল না ! অসঙ্গত প্রশ্রয়-সার পাইয়া নিবিড় বিষাক্ত কণ্টক তরু সমূহ উৎপাদন পূর্ব্বক এই মহা বাক্যের সমর্থন করিল, যে ;—

"If good you plant not, vice will fill the place."

ফলতঃ সদসৎ শিক্ষার এতই আশ্চর্য্য প্রভেদ, যে, যে বুদ্ধি হয় তো তাঁহাকে রামমোহন রায় করিতে পারিত, সেই বুদ্ধি তাঁহাকে যাহা করিয়া তুলিয়াছে, তাহার উপমা জানিলেও ফুটিতে পারি না ! প্রথম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জীবন তাঁহার নিজের পক্ষে কি সুখময় এবং সমাজের পক্ষে কি মহোপকারী জীবনই হইতে পারিত ! শেষের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার

সেই জীবন তাঁহার নিজের পক্ষে (এখন ও পরে) কি অনন্ত দুঃখ-ভার-বহ এবং তাঁহার স্বজন ও সাধারণ সামাজিক জনগণের পক্ষে কি কষ্টকর—কি অপকারী জীবনই হইয়া রহিল! এরূপ জীবন সর্ব্ব বিষয়ে সমাজের অহিতকারী, কেবল এক বিষয়েই হিতকারী; অর্থাৎ পাকতঃ অন্যের শিক্ষাদাতা বটে! এরূপ জীবন যেন ডাকিয়া ডাকিয়া চতুর্দ্দিগস্থ সকলকে বলে "দেখ ভাই সকল! আমি অপার দুঃখ পাইব জানিয়াও কেবল তোমাদের চৈতন্যোদয়ের নিমিত্তই এত মন্দ হইয়াছি, ইহাতেও যদি তোমরা সতর্কতার আশ্রয় না লও, তবে তোমরা আমা অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ!" এরূপ জীবন তাহার শিক্ষার কালকে ধ্যান করিয়া যত অনুতাপ—যত শোক করে, ততই অন্যকে জানাইয়া দেয়, যে, পর্ব্বত প্রমাণ স্বর্ণ দিলেও সে দিন আর আসিবে না!

"No gold can buy them back again!"

এরূপ জীবন সর্ব্বতোভাবে আমাদের শিক্ষক ও উপদেশক। আমাদের মধ্যে কি বালক, কি অভিভাবক, এরূপ জীবন পুস্তক হইতে নিত্য পাঠ গ্রহণ করা সকলেরই উচিত! বোধ হয়, আমরা সেই জ্ঞান লাভ করিব বলিয়াই আমাদিগের পরম গুরু ও পরমপিতা পরমেশ্বর এরূপ দুই একটী জীবন-গ্রন্থকে সযত্নে সমাজ পুস্তকালয়ে সংস্থাপন ও সংরক্ষণ করেন!!

আমার দ্বিতীয় সঙ্গীর কথা বলিতে অবশিষ্ট। তাহা অতি অল্প কথায় সমাপ্ত করিব। তাহার নাম "নলছেঁচা" বা "বেড়িকাটা কানাই" ছিল। তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি তাবৎ বিষয় ধন্দমণির বিপরীত লক্ষিত হইত। সে রাঙাবাবু, কি আহ্লাদে, কি গড়গড়ে, কি নাগরভাঁটা, কি ফুটিফাটা, ইহার কিছুই ছিল না। সে দেখিতে কিছু কুৎসিত, তাহাতে তাহার বদনখানি বসন্ত-চিহ্নে সুচিহ্নিত; স্থূলবুদ্ধি ও অপরিকৃত ছিল! সে আমার প্রতিবাসী, কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞাতিপুত্র বটে, কিন্তু অত নিকট জ্ঞাতি নহে। তাহার পিতা, মাতা, খুড়া, জ্যেঠা তাহাকে আদর দিতেন না। আদর দূরে থাকুক, তাহার পিতা তো তাহাকে "দ্যাখ্ মা'র্" করিতেন! কি লেখা পড়ার ত্রুটী, কি অন্য কোনো সামান্য অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে এত শাস্তি পাইতে হইত, যে, দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। বিশেষতঃ যদি তাহার পিতা কখনো তাহাকে খেলা কি দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিতে পাইতেন, তবে আর নিস্তারও থাকিত না—তাহার পীঠের চামড়া রাখা ভার হইত! তিনি বিনা অপরাধেও সতর্ক করিবার জন্য কথায় কথায়— নড়িতে চড়িতে "সাবধান সাবধান!" রব হাঁকিতে ভাল বাসিতেন। এবং দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার এই বলিয়া শাসাইতেন "তুই বা'র হবি কি তোরে নলছেঁচা



ক'র্ব্বো!" এই জন্যই পাড়ার ছোঁড়ারা তাহাকে "নলছেঁচা, নলছেঁচা" করিয়া খেপাইত! ক্রমে ছেলে বুড়া সর্ব্ব সমাজেই তাহার "নলছেঁচা" পদবীটী জাঁকিয়া উঠিল! পরিশেষে সুবিধা ও সুশ্রাব্যতার জন্য "নল" ছাড়িয়া লোকে তাঁহাকে সুধু "ছেচা কানাই" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এখনও তাহার অসাক্ষাতে গ্রামসুদ্ধ লোকে ঐ নামে তাহার মর্য্যাদা রাখিয়া থাকেন। তাহার সাক্ষাতে তাহার ইয়ারেরা ব্যতীত আর কেহই সে নামে ডাকিতে সাহসী হয় না; যিনি ডাকিবেন, নিশ্চয়ই ত্রিরাত্রি মধ্যে তাঁহার বাটীতে কি বাগানে চুরি হইবে!

আমি এবং আমার অন্যান্য আবাল সঙ্গীগণ বহুকাল হইল, ঐ ছেঁচা কানাইয়ের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। কেননা তাহার এবং আমাদিগের জীবনের পথ সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কেন ও কিরূপে তাহা হইল, ক্রমে তাহার বৃত্তান্ত সকলই বলা হইবে।

তাহার পিতা তাহাকে খেলিতে দিতেন না, বেড়াইতে যাইতে দিতেন না, আমাদিগকে তাহার কাছে যাইতেও দিতেন না, পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া কেবলই লিখাইতেন পড়াইতেন, আপনিই সে কাজ করিতেন। তিনি বড় কৃপণ—দেশের ডাক্‌সাইটে কৃপণ ছিলেন। গুরু মহাশয়কে বেতন দিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত এবং পাছে পাঠশালার দুষ্ট পড়ুয়াদিগের সহিত মিশিয়া পুত্র মন্দ হয়, এই উভয় কারণেই তিনি ঘরে বসিয়া আপনিই পুত্রকে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তিনি কতক্ষণ চৌকি দিবেন? খাতক পাড়ায় তাঁহাকে নিত্যই সুদ আদায় করিতে যাইতে হইত; গৃহিণীর উপর পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যাইতেন। তিনি যেমন বাহির হইতেন, নলছেঁচা অমনি জননীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের রম্ভা দেখাইয়া চম্পট দিত! দিয়া আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত। মিলিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত! বাঁচিয়া প্রাণ ভরিয়া অনেক ক্ষণ খেলা ধূলা করিয়া লইত। (এই জন্যই তাহার নাম "বেড়িকাটা" হইয়াছিল!) আবার যেই তাহার পিতার আসিবার সময় হইত, অমনি বাড়ী চলিয়া যাইত। এবং মায়ের চরণে পড়িয়া কাতরোক্তিতে "বাবাকে ব'লে দিওনা" বলিয়া বিস্তর কাঁদিত। মায়ের প্রাণ, মাগী আর বলিয়া দিতে পারিত না। কিন্তু খেলার মত্ততায় সকল দিন কালানুভাবকতা শক্তির ঠিক পরিমাণ রাখিতে না পারাতে এমনও ঘটিত, যে, নলছেঁচার বাপ হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখনও বেড়িকাটা খেলা করিতেছে!

আহা! সে অবস্থায় কি ভয়ানক কাণ্ডই ঘটিত! বাটী আসিয়া প্রিয় পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া গাভীহারা গোপের ন্যায় বেড়িকাটার বাপ একবারে রক্তমুখো হইয়া খেলার রঙ্গভূমিতে ছুটিয়া আসিতেন। তাঁহাকে দূরহ-

ইতে দেখিতে পাইয়া আমরা যেই বলিতাম "ওরে ছেঁচা, পালা পালা, প্রাণ বাঁচা, তোর বাপ আস্‌ছে ইত্যাদি!" অমনি নলছেঁচা কোথায় যে লুকাইবে, তাহা ভাবিয়া আকুল হইত—তখন পৃথিবী দ্বিধা না হইলে তাহার যুড়াইবার স্থান আর ছিল না! বলিতে বলিতে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় তাহার পিতা আসিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া নিদারুণ প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাইত—আমরা দেখিয়া নয়নজল নিবারণ করিতে পারিতাম না!

এই দোর্দ্দণ্ড শাসন ও নিভৃত শিক্ষার ফল কি হইল? কেন, অল্প কালেই ধূর্ত্ততা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা-কথন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার পাপের আদি কারণ গুলি অতি সহজে—অল্পে অল্পে তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল! পিতাকে ঠকাইবার চেষ্টায় বুদ্ধিবৃত্তিকে অনবরত নিযুক্ত করিতে করিতে প্রতারণা-বিদ্যায় এত দূর কুশলী হইয়া পড়িল, যে, তাহার শৈশবের সারল্য এবং যৌবনের কাপট্য তৌল করিয়া আমরা কত আপ্‌শোষই করিয়াছি! সুদ্ধ ইহাই নহে; তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার কিছু কিছু ব্যয়েরও আবশ্যকতা বোধ হইতে লাগিল—ইচ্ছা, আর পাঁচ জনে যেমন চড়িভাতিতে পয়সা দিতেছে, সেও সেইরূপে দেয়—ইচ্ছা, আর আর ছেলে যেমন ভাল খায় পরে, সেও তাহা করে—ইচ্ছা, আর আর ছেলে যেমন (হাতীর পাল গ্রামে চরা করিতে আইলে) মাহুতকে পয়সা দিয়া হাতী চড়িতেছে, সেও সেইরূপে চড়ে, ইত্যাদি! কিন্তু এমন বাপ নয়, যে, একটী কাণাকড়ি তাহাকে দিবে!

একে তো সে অল্প বয়সেই মিথ্যা-কথা ও প্রবঞ্চনায় পরিপক্ক হইয়াছে; তাহাতে পয়সার অভাব; তাহার উপর ধর্ম্মনীতি শিক্ষার অভাব; কাজেই বিনাব্যাজে তাহার দুষ্প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল—নলছেঁচা কানাই ক্রমে ক্রমে চোর কানাই হইয়া পড়িল! জনক জননীর যে নির্ম্মল স্নেহ সকল ধর্ম্মের জনক, তাহার পক্ষে তাহাও বিকৃত; গৃহে তাহার কোনো সুখ নাই; পাছে আপন কর্ম্মদোষে পিতার নামে কলঙ্ক রটে, কুলে কাঁটা হয়, তাহার সে চিন্তাও ছিলনা। কেননা পিতাকে শত্রু বই মিত্র ভাবিবার কারণ সে পায় নাই! লজ্জার ভয়, দণ্ডের ভয়, প্রহারের ভয় এবং অপমানের ভয় তাহার মনে কিছু মাত্র ছিল না, কেননা তাহার পিতা তাহাকে অজস্র মারিয়া মারিয়া "কিল্‌-দেগ্‌ড়ো" করিয়া তুলিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার মনুষ্যত্ব ঘুচাইয়া পশুত্ব জন্মাইয়া দিয়াছেন, তাহার কুকর্ম্মের ত্রাস হইবে কেন? সুতরাং কুকর্ম্মের দরুণ যে সব সামাজিক বা রাজনৈতিক দণ্ড ও অপমানাদি ব্যবস্থাপিত আছে, তত্তাবৎকে সে ভয় করিবে কেন? ফল কথা, অল্প কাল মধ্যেই—তাহার সম্পূর্ণ যৌবন হইতে না হইতেই—ছেঁচা কানাই চোর হইল, লম্পট হইল, পিতার বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্রোহী হইল এবং কুপথ ও কুসঙ্গের যাহা বল তাহাই হইল! প্রথমতঃ অন্যত্র চুরি করে নাই, ঘরেই করিয়াছিল। পিতার বাক্‌স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলাইয়াছিল; সেই টাকায় যত দিন চলে, তত দিন অপব্যয়ে তাহা উড়াইয়া অনেক কষ্ট ভোগান্তে পুনর্ব্বার গ্রামে দেখা দিল—বাড়ীতেও আইল। বাড়ীতে আর চুরি করিতে পাইল না। কাজেই পরের ঘরে চৌর্য্য কার্য্য আরম্ভ করিল! এইরূপে অপরিমিত শাসনের দোষে নলছেঁচা কানাই বেড়িকাটা কানাইহইল, বেড়িকাটা হইতে হইতে বেড়িখাটা চোর হইল, চোর কানাই কতবার মেয়াদ খাটিল—এখন গ্রামের বিষম বালাই হইয়া কাল কাটাইতেছে—কখন্ কাহার কি করে, এই ভয়ে লোকে শশব্যস্ত রূপে রহিয়াছে! আমরা শৈশবে যাহাকে অতি সরল—অতি সদন্তঃকরণ বন্ধু বলিয়া জানিতাম, কুশিক্ষা ও কুশাসনের ফলে সেই বন্ধুই সমাজের ও পিতৃকুলের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

অতএব সাবধান! "অতি" শব্দটা কোনো বিষয়েই ভাল নয়—"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং!" অতি প্রশ্রয় দ্বারা আমার একসঙ্গী এক মহা ধিঙ্গী হইয়া জন্মের মত "বহিয়া" গিয়াছেন; আবার অতিশাসন দ্বারা আমার আর এক খেলোয়াড় তদধিক অসাড় বদমায়েস হইয়া উঠিয়াছেন! মধ্যপথ সর্ব্ব বিষয়েই উত্তম; মধ্যস্থের বিবেচক পাঠকগণ অবশ্যই মা-



ঝামাঝি প্রণালী অবলম্বনে আপনাপন সুকুমারমতি প্রাণাধিক প্রিয় শিশু-বৎসগণকে লালিত, পালিত, সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, তজ্জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা!—তদুদ্দেশেই ধন্দমণি ও নলছেঁচার উপাখ্যান কথিত হইল!—নচেৎ তাঁহারা কে, যে, তাহাদের ইতিহাস মধ্যস্থে স্থান পায়?

---

## জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকালে মনোমোহন বসুর বক্তৃতা।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি।

হে সম্ভ্রান্ত সভাপতি ও সভ্য মহাশয়গণ!

এমন সকল সদুপলক্ষ পাওয়া অতি সৌভাগ্যের বিষয়! আমরা যে ইতি পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে একত্র সমবেত হইয়া দেশহিতকর—সমাজ হিতকর—নানা বিষয়ের আলোচনা ও আলাপ করিব, আমাদের সে উপায় ছিল না। ভারত-প্রবাসী স্কটল্যাণ্ডবাসী সাহেব মহাশয়েরা "সেণ্টএণ্ড্রস্‌ ডিনার" নামা বৎসরে বৎসরে টাউনহালে যে মহা সভা করিয়া থাকেন, তাহাতে ইউরোপীয় তাবৎ শ্রেণী এবং এদেশীয় কোনো কোনো উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক একত্র সভাস্থ হইলে রাজনৈতিক, সামাজিক, সংবাদ পত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধীয়, বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পর্কীয়, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক বক্তৃতা বিবিধ শ্রেণীর প্রতিনিধির মুখ

পরম্পরা হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। তদ্দ্বারা রাজ্যান্তর্গত বহু বহু হিতপ্রদ বিষয়ের আলোচনা, বহু বিভাগস্থ লোকের মতিগতির সামঞ্জস্য ও প্রীতিবর্দ্ধন প্রভৃতি কতনা মহোপকার সাধিত হয়? যখন বর্ষে বর্ষে সেই সভা দেখা যায়, সেই সভার কার্য্য-বিবরণ পাঠ করা যায়, তখন কি আমাদের স্বদেশীয় সমাজে তদ্রূপ কোনো সুযোগ সংস্থাপনের সাধ মনে উদয় হয় না? এমন সুযোগ—যথায় আমরা বহু শ্রেণীর দেশীয় লোক একত্র সমবেত হইয়া পরস্পরের মনের ভাব বিনিময় ও নানা বিষয়ের আলোচনায় দেশোপকারের পন্থা ও পরস্পরের প্রীতি-শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিতে পারি! এ বিষয়ে আমাদের কি সম্পূর্ণ অভাব ছিল না? কে না জানেন, অবশ্যই ছিল; জাতীয় মেলার সৃষ্টিদ্বারা সেই অভাব কিয়দংশে নিবারিত হইয়াছে! আবার এই জাতীয় নাট্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সেই অপ্রার্থনীয় অভাবের আরো কিয়দংশ দূরীকৃত হইতেছে! অতএব আ'জ্ কি আহ্লাদ! আ'জ্ আমাদের স্বজাতীয় নাট্যসমাজের বর্ষোৎসব! জাতীয় নাট্যাভিনয়ের জন্ম দিন! গত বৎসর এই দিনেই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়।

"জাতীয়" এই বিশেষণটী আমাদের কর্ণে কি মধুর! কি আশাতিরিক্ত শ্রুতিসুখময় ও আশাজনক ভাবপ্রকাশক! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাহার মনে ছিল, শীঘ্র আমরা এমন সকল অনুষ্ঠান করিতে পারিব, যে সব অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে "জাতীয়" বিশেষণটী বসাইতে যোগ্য হইব? তখন বঙ্গদেশের অন্যত্রের কথা দূরে থাকুক, এই রাজধানীতেই যাহা কিছু করা হইত, তাহা কাহাদের উদ্যোগে? কাহাদের দ্বারা? কাহাদের প্রকৃত সাহায্যে? কাহাদের অধিকাংশ আনুকূল্যে? কাহাদের সাক্ষাৎ-কর্ত্তৃত্বে? সে সব কি ইংরা জপুরুষগণের যত্নে, পরিশ্রমে, উদ্যোগে, মূল সাহায্যে, প্রকৃত কর্ত্তৃত্বে নয়? যাহা কিছু হইত, সকল তাতেই তাঁহাদের হস্ত, তাঁহাদের অধ্যবসায়, তাঁহাদেরই সব! আমাদের বড় বড় সামাজিকগণ কেবল সাক্ষীগোপাল অথবা ধামাধরার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন মাত্র! বিদ্যাশিক্ষার অনুষ্ঠান হউক, রাজনৈতিক সভাই হউক, কোনো সাধারণ বৃহৎ আমোদের কাজই হউক, যাহাতে দশজনের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন, তাহার একটীও বাঙ্গালী দ্বারা স্বাধীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইত না, সমস্তই ইউরোপীয় যত্ন-সম্ভূত! এখন আর আমাদের তত হীনাবস্থা নাই—জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন ও স্বাধীন উদ্যম দেখা দিতেছে— এখন অনেক প্রার্থনীয় কাজ আমরা স্বয়ং করিতেছি! আমাদের নিজের চেষ্টায় রাজনৈতিক সভাসমূহ এবং জাতীয় সামাজিক সভা সমূহ সংস্থাপিত হইতেছে, জাতীয় শিক্ষালয়েরও সূত্রপাত হইয়াছে, জাতীয় সঙ্গীত অধ্যাপনারও প্রকাশ্য অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে, তৎসঙ্গে সংশোধিত বিশুদ্ধ প্রণালীর জাতীয় আমোদের পথও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে!



সেই সব আমোদের মধ্যে নাট্যাভিনয় ক্রিয়া যেমন নির্দ্দোষ, উপাদেয়, উপকারক আমোদ তেমন আর কি আছে? ইহাতে সুদ্ধ আমোদ নয়, সুদ্ধ কৌতূহল চরিতার্থতা নয়, সুদ্ধ রঙ্গদর্শন নয়, ইহার দ্বারা রুচির সংস্কার, নীতির সংস্কার, সামাজিক রীতির সংস্কার, পাপের প্রতি ঘৃণা, পুণ্যের প্রতি আস্থা, কবিতামৃতের উৎকৃষ্ট আস্বাদন এবং সঙ্গীত-সুধার সুমার্জ্জন প্রভৃতি যে কত সৎফল সমুদিত হইয়া থাকে তাহার কত ব্যাখ্যা করিব?

ইতিপূর্ব্বে অস্মদ্দেশে তাহার নাম মাত্র ছিল না। আমি জানি বহু পুরাকালে ভারতবর্ষে সকলই ছিল। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের যে যে উচ্চ অঙ্গ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও অন্যান্য প্রাণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতাসাধক এবং যদ্দ্বারা বিমলানন্দ উপভোগে মনুষ্য অধিকারী হইতে পারে, তাহার কিছুরই অভাব ছিল না! আমি জানি, জগৎ প্রসিদ্ধ ভবভূতি কালিদাসাদির অনুপম কবিত্বশক্তি চমৎকার চমৎকার নাটক-প্রসবিনী ছিল। আমি জানি, তত্তৎকালে নাট্যাভিনয়ের প্রথা মহারাজ চক্রবর্ত্তীদের মৃগয়া, যুদ্ধ ও দিগ্বিজয়াদি ব্যসনের অবসরে অদ্বিতীয় প্রিয়তম আমোদের বস্তু ছিল। আমি জানি, যখন ইংলণ্ড বন ও পশুবৎ বন্যজীবের আবাসস্থান অথবা যখন সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে মনুষ্যের অধিবাস হইয়াছে কি না সন্দেহ এবং যৎকালে ইংলণ্ড দূরে থাকুক, রোমরাজ্যেরও অভ্যুদয় হয় নাই— যৎকালে গ্রীসদেশে নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষ তখনও সাধিত হইয়াছে কি না বলা যায় না, এত প্রাচীন কালেও আর্য্যাবর্ত্ত পবিত্র নাট্যাভিনয়ের রস আস্বাদনে সমর্থ ছিল। আমি জানি, কালিদাসের বহু পূর্ব্বে— ভবভূতির জন্মগ্রহণেরও বহুপূর্ব্বে— মহারাজা বিক্রমাদিত্যের শকারম্ভেরও বহু বহু পূর্ব্বে— ভারতবর্ষ নাট্যাভিনয়ের পবিত্রসুখে বঞ্চিত ছিল না। কেননা উদ্যোগপর্ব্বে পড়া যায়, বিরাট নগর হইতে যখন শ্রীকৃষ্ণ মহারাজা যুধিষ্ঠিরের হিতচিকীর্ষু দূতস্বরূপ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের রাজধানীতে গমন করেন, তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার পরিতোষ সাধনার্থ ও নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থ পথিমধ্যে প্রতিপান্থশালায় নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আমি জানি, তাহারও বহু পূর্ব্ব কালে মহর্ষি ভরত ভারতবর্ষে নাটকের সৃষ্টি করেন। ইহার একটী উপাখ্যান মনে পড়িল, না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যৎকালে মহারাজা পুরূরবাকে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান, লইয়া গিয়া তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা ও তৌর্য্যত্রিকাদি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার ম-

নোরঞ্জন করেন, তখন লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নামে ভরতকৃত নাট্যাভিনয়ও প্রদর্শিত হইয়াছিল—উর্ব্বশী লক্ষ্মী সাজেন; উর্ব্বশী ইতিপূর্ব্বে রাজা পুরুরবার রূপগুণে অত্যন্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ভরত ঋষি শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে, "যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে, যে, কাহার প্রতি তোমার মন যায়? তখন তুমি নারায়ণের নাম করিও।" কিন্তু অভিনয় কালে এইরূপে জিজ্ঞাসিতা হইয়া উর্ব্বশী নারায়ণের নাম ভুলিয়া গিয়া স্বীয় প্রেমাধার পুরুরবার নাম করিয়া ফেলিলেন! তখন সমস্ত দেব দেবী হাস্য করিলেন; তাহাতে ভরত ঋষি মহা কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উর্ব্বশীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন! আমি জানি, আমাদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রে নাটকের এত প্রাচীনত্ব সপ্রমাণিত ও উপলব্ধ হয়। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভবভূতিরচিত উত্তররামচরিতের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট রহিয়াছে। যথা;— জনকরাজার জিজ্ঞাস্যের উত্তরে লব কহিতেছেন;—

লবঃ। * তসৈব খলু কোঽপ্যেকদেশঃ সন্দর্ভান্তরেণ রসবানভিনয়ার্থঃ কৃতঃ, তঞ্চ স্বহস্তলিখিতং মুনি র্ভগবান ব্যস্থজদ্ভরতস্য মুনেস্তৌর্য্যত্রিক সূত্রকারস্য।

জনকঃ। কিমর্থং?

লবঃ। স কিল ভগবান ভরতস্তমপ্সরোভিঃ প্রয়োজয়িষ্যতীতি।

লব। ভগবান বাল্মীকি সেই কথাবিভাগের কোনো একটী অংশ সন্দর্ভান্তরে প্রণয়ন করিয়া সরস ও অভিনায়োপযুক্ত করিয়াছেন। এবং সেই অংশ স্বহস্তে লিখিয়া তৌর্য্যত্রিক সূত্রকার ভরত মুনির নিকট পাঠাইয়াছেন।

জনক। কেন?

লব। ভগবান ভরতমুনি অপ্সরাগণ দ্বারা সেই অংশটী অভিনয় করাইবেন, এই জন্য।

কিন্তু হইলে কি হইবে? তৎপরে সে রামও ছিল না সে অযোধ্যাও ছিল না! দুর্দ্দান্ত যবনাধিকারে আমাদের পূর্ব্ব উন্নতির কোন্ বিষয়ে না অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল? তৎকালে নির্ম্মল নাট্যাভিনয় প্রথা অন্যান্য সুরীতি ও সদ্বিদ্যাসমূহের সহচর হইয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল! তৎপরিবর্ত্তে জঘন্য যাত্রার প্রাদুর্ভাবে বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল! যেমন মধুর অভাবে ফুল থোওয়া, নাটকের অভাবে যাত্রা ঠিক সেই রূপ! আমি জানি বঙ্গদেশে যাত্রাওয়ালারা সামান্য আমোদ দান করে নাই। আমি জানি তাহারা প্রত্যহ প্রায় প্রতি গ্রামে—প্রতি পল্লীতে সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত রঞ্জন করিয়াছে। আমি জানি, তাহাদের মধ্যেও এক প্রকারের গুণী লোক পাওয়া যাইত, সুরের জমাট বাঁধাইয়া তাহারা বহু চিত্তকে মোহিত করিত। কিন্তু হায়! তাহাতে অপকার যত, উপকার তত ছিল না! তাহাদের সুস্বর গুণের প্রশংসা অবশ্য করিব, তাহাদের গানগুলির মধ্যে এমন গানও আছে, যাহাতে কখনো কখনো যথার্থ কবিত্ব, সুতরাং উপাদেয়ত্ব ও নীতিতত্ত্বের সদ্ভাব দেখা যাইত—কিন্তু



সে সব সর্ব্বদা নয়; সে সব গুণ সকল যাত্রায় নয়, কাহারো কাহারো দলে সময় বিশেষে পাওয়া যাইত, এই মাত্র! তাহাদের এই দুই তিনটী গুণকে যথার্থ গুণ বলিয়া স্বীকার করিতাম, যদি স্বভাব রক্ষা করিয়া—স্বভাবকে আদর্শ করিয়া—স্বভাবের মান রাখিয়া সেই সকল অভিনয় দেখাইতে পারিত। যেখানে স্বভাবের অভাব, সেখানে সামান্য দুই একটী গুণ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে গুণের অভাবই বলিতে হইবে। তাহারা লোকের মনোহরণ করিত, কিন্তু কি মূল্যে? সমাজের উৎকৃষ্ট স্বভাব রূপ মূলধনের বিনিময়ে সেই আমোদটুকু ক্রয় করা হইত; মনুষ্যর উত্তমতা না জন্মাইয়া সেই সঙ্গীত দেশের লোকের প্রকৃতির নীচত্ব, রুচির নীচত্ব, ভাব-গ্রহণ-শক্তির নীচত্ব, রীতি সংশোধনের উপায়ের নীচত্ব এবং (জঘন্য অশ্লীল রসের উত্তেজনাদ্বারা) উচ্চ মানসিক বৃত্তি প্রভৃতির নীচত্ব দোষে সমাজকে প্লাবিত করিয়া দিত। অর্থাৎ আমরা কিঞ্চিৎ আমোদের জন্য সুরস-গ্রাহিতা ও সুরুচি হারাইতাম! সেই যাত্রা প্রণালীর তাৎপর্য্য আর কিছুই না, যাহাতে তাহাতে আমোদ হইলেই হইল—প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মঙ্গলকে বলিদান দিয়াও যাহাতে তাহাতে আমোদ হইলেই হইল! এমন আমোদ কি কোনোমতে ভদ্র? এমন আমোদ যে দেশে অবাধে চলিতে পায়, সে দেশের, সে সমাজের কি আর কস্মিনকালে ভালাই আছে?

অতএব আমাদের জন্মভূমিতে নাট্যাভিনয়ের পুনরুত্থান দেখিয়া কোন্ স্বদেশ-হিতৈষীর মন না আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে? যখন হিন্দুকলেজ ও তদ্রূপ অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় যুবকগণ সেক্সপীয়র পড়িতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা স্বদেশে নাট্যাভিনয়ের অভাব দর্শনে পরম ব্যথিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন তাঁহারা যথোচিত রূপে মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতেন না। সুতরাং জাতীয় ভাষায় জাতীয় শ্রোতৃগণ সমক্ষে জাতীয় দৃশ্যকাব্য দেখাইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যদি ইংরাজীর ন্যায় স্বীয় মাতৃভাষায় সুপণ্ডিত হইতেন তবে বোধকরি এত দিনে বঙ্গীয় নাট্যাভিনয় ব্যাপারটী বহু পুরাতন পদার্থ রূপে পরিচিত হইতে পারিত! তাঁহারা আপনাদের ভাষায় নাটক না পাইয়া এবং আপনাদের মধ্যেও সে অভাব পরিপূরণের ক্ষমতা না দেখিয়া অভিনয় দর্শনের সাধ কিরূপে পূরাইতেন? হয় গড়ের মাঠে ইউরোপীয় নাট্যালয়ে যাইয়া দেখিতেন, নয়তো সেক্সপীয়রের কোনো নাটক আপনারা অভ্যাস করিয়া ইউরোপীয়ের সাহায্যে রঙ্গস্থল নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহু আয়াসে যাহা প্রদর্শন করিতেন, তাহা কোনোমতেই আশাপ্রদ ও উচিতমত হইতে পারিত না!

কিন্তু অভাব-বোধ হইতেই, যে বিষয়ের অভাব, তাহার জন্ম হইয়া থাকে! এমতে এদেশে নাটকের অভাব দূর হইবার উপক্রম হইল, স্থলে স্থলে

বহুদিন জল্পনা, কল্পনা, অর্দ্ধোদ্যম প্রভৃতি বহু বিফল চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ কবি বাবু ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা অনেক বড় বড় লোক "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটক বাঙ্গালায় রচনা করাইয়া লইলেন। কিন্তু তাহার গানগুলি যত উত্তম হইল, কথোপকথন তেমন সৌকর্য্য-সাধক হইল না। যাহা হউক, মহা ধুমধাম পূর্ব্বক কয়েক মাস তাহার আখ্‌ড়া চলিল—রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইল—কিন্তু পরিণামে হরিনাম বই আর কিছুই ফল দর্শিল না!

শুনিতে পাই এক ব্যক্তি বিদ্যাসুন্দরের থিয়েটর করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও স্বদেশে নাট্যাভিনয়ের সদাস্বাদ ও সংপ্রথা জন্মাইয়া দিতে পারেন নাই। তাহার কারণ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তদ্ভিন্ন আর কিছুইবোধ হয় না। অর্থাৎ তখন জাতীয় ভাষার প্রতি শিক্ষিত যুবকগণের যথোচিত উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় নাই।

তাহার পর কোনো মহাশয় "ভদ্রার্জ্জুন" নামা সুভদ্রা-হরণের পালাটী নাটকচ্ছলে রচনা ও প্রচার করিলেন। তাহার অধিকাংশ পয়ারে লিখিত হওয়াতে কার্য্যকারক হইতে পারিল না। এ সময় কি কিছু পরে আরো দুই এক খানি ভাষান্তরিত নাটক দেখা দিল, কিন্তু তাহার এক খানিও মনোমত, কার্য্যসাধনের মত এবং অভাব পূরণের মত হইয়া উঠিল না।

প্রথমে বড় লোক না লাগিলে কোনো দুরূহ বিষয় সিদ্ধ হওয়া ভার। এ বিষয়েও তাহাই ঘটিল। পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজভ্রাতৃদ্বয় এবং যোড়াসাঁকোস্থ মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ই বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয়ের প্রথম প্রদর্শক হইলেন। সেই সময় প্রজাবন্ধু মৃত মহাত্মা দীনবন্ধু বাবু সুবিখ্যাত "নীলদর্পণ" নাটক প্রচার দ্বারা বঙ্গ ভাষায় প্রথম ও প্রকৃত এক খানি নাটক স্বীয় সমাজে অর্পণ করিলেন! (হায়! আ'জ তাঁহার নামের পূর্ব্বে "শ্রীযুক্ত" বিশেষণটী বসাইতে পারিলে কি অতুল আনন্দই উপভোগ করিতে পারিতাম! হায়! সেই সরল বন্ধু কোথায় গেলেন? আমরা এত অল্প কালেই যে সেই মিত্র ধনে বঞ্চিত হইব ইহা স্বপ্নের অগোচর!!) তিনিই যে আমাদের মাতৃভাষার দৃশ্যকাব্যের প্রথম জন্মদাতা ছিলেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব এবং তাঁহার এ কীর্ত্তি বঙ্গীয় নাটকেতিহাসের প্রথম পত্রে চির অঙ্কিত থাকিবে, সন্দেহ মাত্র নাই!

তাঁহার পর কবিবর রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" ও অদ্বিতীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কৃত "শর্ম্মিষ্ঠা" ও "কৃষ্ণকুমারী" প্রভৃতি নাটক ও কয়েক খানি প্রহসনাদি লিখিত হইয়া বঙ্গভাষার শ্রীসম্পাদন এবং বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিল! (হায়, তিনিও অকালে আমাদিগকে ফেলিয়া পলাইয়াছেন!)

তৎপরে "রামাভিষেক" ও "নবনাটক" প্রভৃতি কয়েক খানি দৃশ্যকাব্য রচিত হয়। তৎপরে হু হু শব্দে দুঃখশেষ (Tragedy), সুখশেষ (Comedy) ও প্রহসনাদি ভালমন্দ বহু বহু দৃশ্যকাব্যের স্রোতে বঙ্গদেশ এককালে প্লাবিত হইয়া পড়িল! দুঃখের বিষয়, ঐ সব নাটকের অধিকাংশই না টক, না মিঠে!



এস্থলে প্রধান প্রধান রঙ্গভূমির নামোল্লেখ করা আবশ্যক। রাজধানী ও প্রদেশ মধ্যে অগণিত রঙ্গভূমি স্থায়ী ও অস্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আজো হইতেছে। তন্মধ্যে অস্থায়ী রঙ্গই অধিক, স্থায়ী অতি অল্প। সেই অসংখ্য অভিনয়-স্থলের মধ্যে বেলগাছিয়ার রাজভবন, যোড়াসাঁকোস্থ সিংহ মহাশয়দিগের প্রাসাদ, ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীর নবনাটকের রঙ্গস্থল, কাঁসারিপাড়ার শকুন্তলাভিনয়ের রঙ্গ, পাথুরিয়া-ঘাটাস্থ রাজভবন এবং বহুবাজারস্থ রামাভিষেকের রঙ্গভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এই যত নাম ব্যক্ত করা গেল, তত্তাবতই অবৈতনিক রঙ্গভূমি হইয়াছিল। তাহাতে সমাজের দর্শনেচ্ছা সম্যগ্রূপে চরিতার্থ হইতে পারে নাই। তাহাতে প্রদর্শক মহাশয়েরা বিপুলার্থ ব্যয়ের দায়ে পতিত হইয়াছিলেন। অথচ যে সে যাইয়া যে দেখিয়া আসিবেন, সে যো ছিল না। তাহাতে পূর্ব্ব অভাব কিয়দংশ বই সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। তাহাতে যে বিষয় সভ্য সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত, সে বিষয় সেরূপ না হইয়া যেন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত, সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের তৃপ্তিসাধনের পক্ষে বিপুল বাধা ছিল। যে কয়েক বৎসর সেই সমস্ত অবৈতনিক রঙ্গভূমি প্রতিবৎসর নূতন নূতন রঙ্গ প্রদর্শনে তৎপর ছিল, সেই কয় বৎসর সর্ব্বদা সকলের মুখে শুনা যাইত, যে, যদিও ইহা মন্দের ভাল হইল বটে, কিন্তু যত দিন কোনো বৈতনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রঙ্গভূমি নির্ম্মিত না হইতেছে, তত দিন অভাব নিবারণ ও আশা পূরণ হইল বলিয়া কোনো মতেই স্পর্দ্ধা করা যাইতে পারে না।

এই জল্পনা চলিতেই ছিল, কোনো দিগে প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল না। বান্ধবমণ্ডলী যখনই একত্র মিলিতাম, এই কথা উঠিবামাত্র সকলেই এই বলিয়া নিরাশ্বাস হইতাম, "আমাদের সমাজ ততদূর উন্নত হয় নাই, যে, বৈতনিক রঙ্গভূমিকে প্রতিপোষণ করিতে পারে।" আমরা আরো ভাবিতাম, যে, যদিও তাহার দর্শক শ্রেণীতে সাধারণে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু এমন বুকওয়ালা সম্প্রদায় বাঙ্গালীর মধ্যে কৈ আছে, যাহারা সাহস করিয়া অগ্রে অগ্রসর হয়?

মনে ও বাক্যে আমরা এইরূপে ভাবিয়া ও প্রকাশ করিয়া এক প্রকার নি-

শ্চিন্ত হইয়াছিলাম। ও মা! এমন সময় গত বৎসর (ঠিক এম্‌নি সময়ের কিছু পূর্ব্বে) শুনিতে পাইলাম, যে, একদল সুসভ্য যুবক তদনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন! এই সংবাদকে "ভাল কথার মিছাও ভাল!" এই রূপে গ্রহণ করিতে করিতে দেখি, যে, সত্যই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ্যরূপে তদনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে! প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হইল, ঠিক্‌ পড়িতে পারি নাই কি ঠিক্‌ মর্ম্ম গ্রহণ করা হয় নাই। এজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও ঐ বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া দেখিলাম। দেখিলাম, সত্য সত্যই এমন সাহসী সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়াছেন! সে সম্প্রদায় আবার বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়! দেখিয়া পরমাহ্লাদিত ও তৎসঙ্গে একটু বিস্ময়ান্বিতও হইলাম। কিন্তু তথাপি ভাবিলাম, যে, এ উদ্যোগ কার্য্যকালে কতদূর তিষ্ঠিবে এবং পরিণামে কতদূর সফল হইবে, তাহা বলা যায় না! দেশের অবস্থা বিবেচনায় সেরূপ সন্দেহমিশ্রিত চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং সেরূপ ভাবিলাম বটে, কিন্তু ইহাও বুঝিলাম, যে, বাঙ্গালীর অসাধ্য কোনো কার্য্যই নাই। বাঙ্গালীর সম্মুখে যদ্যপি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না পড়ে (বিশেষ প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ যে প্রতিবন্ধকতা রাজকীয় পরাধীনতা পরাজয় করণে অক্ষম) তবে বাঙ্গালী সকল কর্ম্মেরই যোগ্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই! আরো ভাবিয়া দেখিলাম, যে, আমাদের নিজমনে বিশুদ্ধ দৃশ্য-কাব্য-দর্শন-লালসা যেরূপ বলবতী, এরূপ বুভুক্ষা আ'জ্‌ কা'ল্‌ সহস্র সহস্র হৃদয়ে অবশ্যই উত্তেজিতা আছে, অতএব কেনই বা এই সাহসী যুবকেরা সিদ্ধ-মনোরথ না হইবেন?

ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাই হইল! যেরূপে জাতীয় নাট্যসমাজ আপনাদিগের সুবিখ্যাত রঙ্গভূমির দ্বারোদ্ঘাটন করেন, যেরূপে তাঁহাদিগের প্রতি দেশস্থ লোক আশাতিরিক্তরূপে মহানাগ্রহ সহকারে বাক্যে, ব্যবহারে ও অর্থে আনুকূল্য করিতে অগ্রসর হয়েন, যেরূপে তাঁহারা আত্ম-দীক্ষিত অভিনেতৃ-বিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের আশাপূর্ণ ও আপনাদের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত করেন, যেরূপে গতবৎসর হেমন্ত ঋতু ব্যাপিয়া জাতীয় নাট্যসমাজের আলোচনাতেই সমাজ হর্ষ-ব্যস্ত থাকেন, যেরূপে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন বিষয়ের দৃশ্যকাব্য প্রদর্শিত হইয়া ভবিষ্যতের নিমিত্ত উৎসাহ ও লোকানুরাগ আকর্ষিত হয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গ এস্থলে বাহুল্যরূপে বিবৃতি দ্বারা আপনাদের সময় ও শ্রবণকে ভারাক্রান্ত করা বাড়ার ভাগ, কেননা সে সব তত্ত্ব এই সভাস্থ সকলেই সুন্দররূপে অবগত আছেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের যোগ্যতা ও উদ্যমশীলতাকে আমরা প্রচুর ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগের ঐ দুটী গুণই তাঁহাদিগের সফলতার কারণ। তৎসঙ্গে "জাতীয়" নাম ধারণও সামান্য সদ্বিবেচনার কার্য্য নহে।



এই নামটী গ্রহণ করাতে এই রঙ্গভূমিটী সাম্প্রদায়িক না হইয়া সাধারণের স্নেহস্থল রূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে। এই নামটী সম্প্রদায়ের বিশেষণ হওয়াতে হিন্দুমাত্রেই বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দু, (তন্মধ্যে আবার সুশিক্ষিত বঙ্গীয় হিন্দু মাত্রেই) ইহাকে আপনাদের যৌতো আনন্দ-ভূমিরূপে ভাবিয়া ইহার প্রতি মহা অনুরাগী হইয়াছেন। ফলতঃ এই জাতীয় নাট্যালয় সংস্থাপিত ও মুক্ত হওয়াতে পূর্ব্বে এদেশে এবিষয়ে যত কিছু অভাব ছিল, তাহা নিরাকৃত হওনোন্মুখ হইয়াছে। আমি যদি সময় পাইতাম, তবে ইহার দ্বারা দেশের যে যে উপকার হওন সম্ভব, তাহা বিস্তারিত রূপে দেখাইয়া আক্ষেপ নিবারণ করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত পরস্ব মাত্র আমাকে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। আমার বহুতর কার্য্যের ব্যস্ততা মধ্যে আমি কেবল কয়েক ঘণ্টা কাল মাত্র প্রস্তুত হইতে সময় পাইয়াছি। সুতরাং আমার বক্তব্য অনেক থাকিলেও, তাহা ভবিষ্যতের নিমিত্ত তুলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষতঃ অভিনয়াহ বিষয়, অভিনয়ের পদ্ধতি এবং মাতৃভাষায় টিকিট ও পত্রাদির প্রচলন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ছিল, তাহা অদ্য বলিবার সময় পাইলাম না। কেবল দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটী গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গ-ভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক্‌ স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহুকালের প্রথা—যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালি, মরিচা, তর্জ্জা, ভজন, কীর্ত্তন, ঢব, আখ্‌ড়াই, হাফ্‌ আখ্‌ড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতি-কাব্যের প্রচলন—অধিক কি, যে দেশে দিনভিকারী ও রা'ত্‌ভিকারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না, সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি বর্ণ ঋণ-দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র মন মূল-

যে এতদূর চিত্ত রঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি সুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অক্ষমতা প্রযুক্ত? কদাচ নহে। স্বভাবের বৈপরীত্যে মনুষ্যলোকে যে যাহা করিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না; তবেযে যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই না! যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান, কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা; ও পক্ষে আবার বর্ত্তমান অনেক নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসঙ্গতি বা অপকর্ষতাই একটী মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন! আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় দুই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টী অণুমান, সে কয়টী যেন উত্তম রূপে দেখিলাম! ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক! এরূপে কোনো কোনো অভিনেতৃসম্প্রদায় যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। ভরসা করি, জাতীয় নাট্যসমাজ সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া এ বিষয়ের অঙ্গরাগ বাড়াইয়া তুলেন!

আমার বক্তব্য দ্বিতীয় বিষয় এই, যে, উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক শ্রেণীও আছেন, যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, রঙ্গ-ভূমিতে সত্যকার স্ত্রী অভিনেত্রী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অভিনয়াহ অংশগুলি কোনোমতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনীত হইতে পারে না। এ কথা আমরা আংশিক রূপে স্বীকার করি। কি আকৃতি, কি প্রকৃতি, কি স্বর, কিছুতেই কর্কশ ও রুক্ষস্বভাবী পুরুষেরা কোমলাঙ্গী, কোমল-হৃদয়া ও মধুরভাষিণী কামিনীগণের ন্যায় হইতে পারে না। সত্যকার রমণীকে রমণী সাজাইলে দেখিতে শুনিতে সর্ব্ব প্রকারেই ভাল হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেমন উত্তম হইল, অন্যান্য বিচার্য্য যে বিষয় আছে, তাহাতেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। দৃশ্য-মনোহারিত্ব ও আমোদ-সুখ প্রার্থনীয় বটে,



কিন্তু সমাজের ধর্ম্মনীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় কি না তাহা কি আর বহু বাক্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে? এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রী রূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব; স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যা-পল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গ-ভুমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ইহাও যে এই রাজধানীতে—এত সুশিক্ষা, সদুপদেশ ও সভ্যতার মধ্যে কোনো সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শত বর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এ দেশে নাটকাভিনয় রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে. চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তিসাধক ধর্ম্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃ-সমাজ অবলম্বন না করেন! অধিক আর বলিতে চাহি না!

যদিও সময়াভাবে অন্যান্য অঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলাম না, তথাপি যে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল, তাহাতেই আমরা অদ্য বিশেষ আনন্দ উপভোগে সমর্থ হইতেছি।

এতক্ষণ যত কথা বলা হইল, সকলই সুখের কথা। এখন একটী দুঃখের কথা বলিবার পালা আসিল। সে দুঃখের কথা আর কিছুই না, সেই চিরকেলে বঙ্গীয় অনৈক্যের প্রসঙ্গ! যে অনৈক্যের জন্য আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এখনও কত হইতেছে, দুর্ভাগা হিন্দু সমাজের সেই চিরন্তন অনৈক্য এমন আনন্দের কাজেও দেখা দিয়াছে! যে সুশিক্ষিত যুবক কয়েকজন সম্বদ্ধ হইয়া এই সুখময় পদার্থের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে ঐক্য দেবের অনুগত ও তদ্দ্বারা চালিত হইয়াই শুভোদ্দেশ্য সাধনে তৎপর থাকিতেন, তবে কি সৌভাগ্যই না ঘটিত! কিন্তু তাহা হইল না! গৃহ বিচ্ছেদরূপ দুর্দান্ত রাক্ষস তাহার রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া এক সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভাজিত করিয়া দিল! তাহার ফল কি হইল? কেন, বিগত বর্ষে এত যে অর্থ ও সুনাম উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সে দুটীই অপব্যয়ে অপসারিত হইয়া গেল! জাতীয় নাট্যসমাজ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নানাস্থানী হইতে বাধিত হইলেন! সুদ্ধ যে অর্জ্জিত অর্থের ক্ষয় হইয়াই পর্য্যাপ্তি হইয়াছিল, বোধ করি তাহাও নহে। তদুপরি নিদারুণ ঋণদায়ে জড়িত হইয়া সমাজকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে ইঁহাদিগের সুপ্রতিষ্ঠাযোগ্য অসীম অধ্যবসায়কে ধন্য, যে তাঁহারা তদ্দ্বারা সেই ভীষণ ঋণজালে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এমন মূল-

ধনের সংস্থাপন করণে সমর্থ হইয়াছেন, যে, ভবিষ্যতের পক্ষে সদাশা প্রবলা হইতেছে! ঈশ্বরানুগ্রহে ইঁহারা যে পুনর্ব্বার পদস্থ হইয়া আপনাদের মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ সুচারুরূপে গম্য পথে গমন করিতে পারিতেছেন, ইহাও পরম সৌভাগ্যের কথা!

অপিচ ইহাও সম্ভব হইতে পারে, যে, তাঁহারা যে দুই বৃহৎ অংশে বিভাজিত হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেক শাখাই আবার অধ্যবসায়ের সহায় বলে ক্রমে মহামহীরুহ হইতে পারেন! আমাদের বড় মন্দ হইল না; পূর্ব্বে ইঁহারা এক ঘর ছিলেন এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া দুই ঘর হইয়া উঠিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে আমোদ পাইতাম, এখন দুই ঘরেই নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইব! প্রার্থনা করি, সর্ব্ব শুভ-প্রেরয়িতা তাঁহাদিগের উভয় সম্প্রদায়কেই মঙ্গলের পথে পরিচালন করুন! তাঁহাদের মন যেন নীচাশয় দ্বেষানলে প্রজ্বলিত না হইয়া সৎপ্রতিযোগিতা রূপ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তককে সহায় করিয়া উভয় পক্ষই কল্যাণের উচ্চ শেখরে আরোহণ করিতে পারেন!

এক্ষণে উপসংহার কালে এই প্রার্থনা, যে, তাঁহারা যত আমোদ করুন; যত প্রকার দৃশ্যকাব্যের অভিনয় প্রদর্শনদ্বারা সাধারণের যত অনুরাগভাজন হউন; ধনে, মানে ও নামে পূর্ব্বাপেক্ষা পুনর্ব্বার শতগুণে কৃতকার্য্য হউন; কিন্তু যেন তাঁহাদের আদ্যাবস্থার প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়েন—যেন জাতীয় নাট্য-সমাজরূপ মহোচ্চ উপাধির কার্য্য করিতে ত্রুটী না করেন—যেন স্বদেশের কুরীতি, কুনীতি, কুপ্রথা, কুব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল-যত্ন না হয়েন—আবার যেন সেই কুরীতি প্রভৃতি দূরীভূত করিতে গিয়া ওপক্ষের অন্তিম সীমায়, অর্থাৎ একবারে স্বদেশের পূর্ব্ব সর্ব্ব অতি মন্দ, ইউরোপীয় সকলই উত্তম, আমাদের যত রীতি নীতি সব অধম, সকলই সংস্কার, পরিবর্ত্তন, বা মূলোৎপাটনের যোগ্য. এরূপ অতিগমনশীল ভয়ঙ্কর বুদ্ধির লোণাপানি খাইয়া রুগ্ন হইয়া না পড়েন! —যেন কেবলই আমোদের দিগে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের রুচিকে কদর্য্য পথে চালিত না করেন—যেন কুরসিকতা ও ভণ্ড রসিকতা অধিকাংশ লঘুচেতা শ্রোতৃবর্গের আপাততঃ ভাল লাগে বলিয়া কুরসিক লেখকদিগেকে উৎসাহ না দেন—যেন যথার্থ সৎকবি, সুরসিক, সুভাবুক নাট্যকারগণকেই আপনাদের প্রিয় লেখক ও প্রিয় নিয়ন্তা করিয়া তুলেন—চুন মাদকোন্মত্ততাদিরূপ সামাজিক পাপে আপনাদের কাহাকেও লিপ্ত হইতে না দেন এবং যাহাতে দেশমধ্যে ছোট বড় তাবৎলোকে সেসব পাপের প্রতি ঘৃণা করে. এমন তেজস্বী, যশস্বী ও মনস্বী অভিনয় দ্বারা যথার্থই স্বজাতির পরমহিতৈষী নটসমাজ রূপে সভ্য অবনীতে পরিচিত হইতে পারেন!



এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা—এই আমার অদ্যকার বক্তব্য সমূহের মন্থিত চরম ফল! যাঁহাদিগের মণ্ডলী মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া এই কয়টী কথা ব্যক্ত করিতেছি, তাঁহাদিগের রীতি চরিত্র স্বভাব যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে সম্পূর্ণ ভরসা আছে, আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা কদাচ বিফল হইবে না! তাহা না হইলেই তাঁহারা ও আমরা অবশ্যই আশাসিদ্ধির মুখ দেখিতে পাইব—তাহা না হইলেই অবশ্যই মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের শুভ কামনা সফলা করিবার জন্য প্রত্যেকের অন্তঃপটে এই বাক্য অঙ্কিত করিয়া দিবেন যে;—

স্বস্তি! স্বস্তি!
স্বস্তি!!

---

## এদেশের পান-দোষের আধিক্য জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী কি না?

এ প্রশ্ন কেন উঠিল, তাহা অগ্রে বলিব। অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে এক শনিবারে "হেয়ার-এসোসিয়েসন" নামক সভা হইতে এক খানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আমরা হেদুয়া সরোবর তীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ "জেনারেল এসেম্‌বিস্‌ ইনিষ্টিটিউসন" বিদ্যালয়ের প্রশস্ত দালানে উক্ত সভার দর্শক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলাম। বেঙ্গাল ক্রীশ্চ্যান হেরাল্‌ডের সুযোগ্য ও সুজন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান আসনে উপবিষ্ট এবং কয়েকজন বিদ্বান ইউরোপীয় ও দেশীয় মহাশয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। মেং উড সাহেব "ভারতবর্ষে ব্রিটিস শাসন" ইত্যাখ্যাত প্রসঙ্গে একটী লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। সেই বক্তৃতার ভাবাভিপ্রায় সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য নাই, কিন্তু বক্তৃতার সমালোচনা উপলক্ষে সভার সম্পাদক মহাশয় পানদোষের যে প্রসঙ্গটী উত্থাপন করেন এবং তাহা লইয়া সভায় যে আন্দোলন হয়, তাহাই আমাদের আলোচ্য!

বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় (তিনি বাঙ্গালী) এই ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন, যে, মেং উড সাহেব ব্রিটিস শাসন সম্বন্ধে যাহা যাহা ব্যক্ত করিলেন এবং তাহার যে প্রকার সৎফল সমূহ দেখাইয়া দিলেন, তাহা স্বীকার্য্য বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে যে একটী বিষফল উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার নাম করিলে ফল গণনার সম্পূর্ণতা হইতে পারিত! সে ফলটী আর কিছুই না—"পান-দোষ!" ব্রিটন জাতি ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সুপ্রণালীর শাসন দ্বারা আমাদিগকে বিধিমতে উপকৃত করিলেন—আমাদিগকে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচার, অভয়, চিকিৎসা, সভ্যতা, সদ্দৃষ্টান্ত এবং বাক্যের, লেখনীর, ক-

র্ম্মের, সম্পত্তির এবং ধর্ম্মের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিস্তর মহার্ঘ ও মহামূল্য পদার্থ দিয়াছেন, অদ্যাপিও দিতেছেন, ভবিষ্যতে আরো কত কি দিবেন! কিন্তু এত অপর্য্যাপ্ত সুধার সঙ্গে যে পানদোষরূপ বিষ ঢালিয়া দিলেন তাহাতেই পয়ঃকুম্ভে গোরোচনা পাতের ন্যায় আমাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে! ইত্যাদি।"*

জনৈক সুপণ্ডিত ইউরোপীয় মহাশয় তাঁহার বাক্যোপলক্ষে এইরূপ বলিলেন "সত্য বটে ইংলণ্ড হইতে সুরা আসাতেই এদেশে পানদোষের আধিক্য ঘটিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কিরূপে দায়ী হইতে পারেন? এদেশের অভ্যন্তরে পান-স্পৃহা না থাকিলে কদাচই এদেশে এ দোষ এত প্রবল হইতে পারিত না! যে ক্ষেত্রে যে শস্যের উৎপাদিকা শক্তি নাই, তাহাতে সে শস্য সহস্রবার বপন করিলেও তাহা কদাচ জন্মিবে না! তোমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে মদিরার লালসা অবশ্যই লুক্কায়িত ভাবে নিহিত ছিল, বীজ পড়িবামাত্র মহা তেজে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল! আপনাদের ধর্ম্ম-ক্ষীণতা না দেখিয়া এবং তৎসংশোধনের উপায় আপনারা না করিয়া পরের উপর ঝাল ঝাড়া কি উচিত হয়? ইত্যাদি।"

পরিশেষে সুবিজ্ঞ সভাপতি মহাশয় এই ভাবে বলিলেন, যে, "সত্য বটে ইংরাজ সহবাস, ইংরাজ আনুগত্য, ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত এবং ইউরোপীয় আমদানি জন্যই আমাদিগের দেশে এই সর্ব্বনেশে দোষের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, সত্য বটে তাহার জন্যই জ্ঞান, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার সুখ-মাহাত্ম্যের বিশেষ হানি হইতেছে; সত্য বটে তজ্জনিত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমরা আকুল না হইয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপাইলে কি হইবে? সেই অনাচারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে কি বলিয়া দায়ী বা দোষী করা যাইতে পারে? ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন সকল বিষয়ে সকলকে স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিতেছেন, বাণিজ্য বিষয়েও তেমনি স্বাধীনতা দিতে বাধ্য আছেন। বণিক্‌গণ সুরা আনয়ন করে। বিক্রয় হয়— লভ্য হয়— কেনই বা না আনিবে? ইউরোপীয় বহু শ্রেণীর বহু লোক এদেশে আইসে; তাহাদিগের সহিত এ দেশীয়েরা মিলিত হইয়া মদ্য পান শিখিয়াছে। এইরূপে যাহারা গবর্ণমেণ্টের কোনো সম্বন্ধই রাখে না, তাহাদিগেরই যত্নে, তাহাদিগেরই দেখাদেখি, কি তাহাদিগেরই সাহচর্য্যে ইহার প্রবর্ত্তনা ও (কিয়দংশে) উত্তেজনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা কি গবর্ণমেণ্ট? যে দেশ ও যে সমাজ হইতে আমাদিগের শাসকগণ মনোনীত হন, তাহারা সেই দেশ ও সেই সমাজের লোক বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারাও কি নিয়ন্তা ও শাসনকর্ত্তা অথবা গবর্ণমেণ্ট পদে বাচ্য হইবে? যে দোষ অন্যের তাহা গবর্ণমেণ্টের উপর আরোপ করা কখনই উচিত নয়। ইত্যাদি।"

* তিনি এবং অন্যান্য বক্তাগণ ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন, আমরা বাঙ্গালায় লিখিতেছি। সুতরাং তাঁহাদের মূলাভিপ্রায় আমাদের নিজের অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া ঠিক তেমনটী না হইতে পারে, ইটী এস্থলে বলা আবশ্যক।



আমরা ঐ তিন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তির মর্ম্মাভাব বিজ্ঞপ্ত করিলাম, এক্ষণে আপনাদের মন্তব্য ব্যক্ত করিব। আমাদের মতে ঐ তিন জনের কথাই সত্য, অথচ তিন জনেই বিষয়টীর মূল কাণ্ড স্পর্শ না করিয়া শাখা পল্লবাদি কাটিয়াছেন, সুতরাং তত্তাবতের কাঁড়িতেও বিশেষ গুরুভার অহে না! সম্পাদক বলিয়াছেন, ইংরাজকৃত শাসনের শত শত উপকার এক পানদোষ প্রচলন রূপ মসীতে কলুষিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা কি সত্য নয়?

ইউরোপীয় বক্তা বলিয়াছেন, ইংরাজের দোষ কি? তোমাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া— খাও খাও— আমাদের শপথ লাগে এক গ্লাস খাও— এমন করিয়া কি তাঁহারা মদ্য পান শিখাইয়াছেন? অথবা এমন আইন কি ব্যবস্থাপিত করা হইয়াছে, যে, যে প্রজা মদ্যপান না করিবে, তাহাকে সর্ব্বশে এক গর্ত্তে গাড়িয়া ফেলিব? অথবা জিলায় জিলায় গুণ-ঘোষক মিসনরী পাঠাইয়া কি লেকচর্ দিয়াছেন, যে, মদের ন্যায় উপাদেয় ও উপকারী বস্তু আর নাই? ইংরাজেরা আপনারা মদ্য পান করিয়া থাকেন, এদেশে আসিয়া তোমাদিগের জন্য কি তাহা ত্যাগ পূর্ব্বক মিতাচারী, ঋষি তপস্বী সাজিয়া থাকিবেন? তাঁহারা আপনারা পান করেন, তাহার জন্যই— প্রথমে তাহার মতনই মদের আমদানি হইত। আমরা— বাঙ্গালীজাতি— অতি অসার, অতি অপদার্থ, অতি হেয়, অতি নীচাশয়, অতি অনুকরণ-ভক্ত, অতি যা বল তাই! তাই যখন যাহার সৌভাগ্য দেখি— যখন যাহার রাজ-লক্ষ্মী বিরাজমান দেখি, তখন তাহারি ল্যাজ ধরিয়া বেড়াই— তখন তাহারি মুখ-চাওয়া হই— তখন তাহারি দেখাদেখি চলি— আঃ! তখন তাহারি মরণে মরি, তাহারি বাঁচনে বাঁচি! সে মুখে তুলে দিলে খাই, সে হাত খানি সরিয়ে দিলে কর্ম্ম করি, সে মুখ আঁধার করিলে ভয়ে মরি, সে চক্ষু রাঙ্গাইলে নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে থাকি, সে পদাঘাত করিলে নড়ি, নইলে আপনাদের ঘরে আগুন লাগিলেও গাত্রোত্থান করিনা!! আমরা পূর্ব্ব কালের বড়াই করি— আমরা বলি ও লিখি, আমাদের আর্য্যবংশ এক কালে হ্যান্ ছিল, ত্যান্ ছিল— হ্যান্ করিত, ত্যান্ করিত! কিন্তু আর্য্য বংশের উত্তরাধিকারী কি আমরা? হিন্দুস্থানী আর মেড়ুয়াবাদী মাড়োয়ার-খণ্ডবাসী লোকেরা বরং এক দিন সে গর্ব্ব করিলেও করিতে পারে! তাহাদের আর কিছু না থাকুক, গায়ের জোরটা আর কোনো কোনো বিষয়ে একবাক্যটাও আছে। বাঙ্গালীর কি

ছিল? বাঙ্গালীর বড়াই করিবার কি আছে? আদ্যন্ত উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় (এবং স্পষ্ট বলিতেই বা লজ্জা কি?) যে আমাদের কোমর বেড়া একখানি পাঁচি ধুতি এবং স্কন্ধে একখানি দোছোট, এ বই আর কি ছিল? পায়ের চটি জুতা যোড়াটাও ছিল কি না সন্দেহ! এই অদ্ভুত ভূতবেশে আমরা মাঠে মাঠে চাষের তদারক করিয়া বেড়াইতাম! আমাদের পুরস্ত্রী সুন্দরীগণ একখান দশ হাত সুতার সাটী কোমরে ও বুকে পীঠে জড়াইতেন—তাহারি একাংশ মস্তকে দিতেন—রাম লক্ষ্মণ দু-বাউ শঙ্খ ও রাঙা কড় ও লোহার খাড়ু এবং বড় বড় মানুষের ঝি বউ হয়তো "ভাতার-মারা" রূপার বাউটী প্রভৃতি অলঙ্কারে ভূষিত থাকিতেন—পায়ে আলক্ত-চিহ্ন ও কাঁসার বাঁক মল (বড় ঘরেই রূপা!) ভিন্ন চর্ম্ম-নির্ম্মিত কোনো কিছুরই বালাই ছিলনা! আমাদের (ভদ্র বাঙ্গালীদের) যখন এই হাল—এই সাজ—তখন ইতর জাতীয়দের দশা যে কি ছিল, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে! আমরা (ভদ্র) অর্দ্ধ উলঙ্গ তাহারা যে চৌদ্দ আনা উলঙ্গ ছিল তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা খাইতাম কি? তখন আমাদের কি পোলাও কালিয়ে মিঠাই বরফি ছিল? কেবল কতকগুলা কচু ঘেঁচু ড'াল্ ডান্লা আর মাছ! পরমান্নই উচ্চতম উপাদেয়! সমস্ত বঙ্গদেশেই "ভাত! ভাত! ভাত!" বই অন্য শব্দ কি শ্রুত হইত? আমরা বসিতাম কিসে? আমরা শুইতাম কিসে? আমাদের বর যাইত কিসে? আমাদের ঝি বউ আনা হইত কিসে? আমাদের বরযাত্রীদের প্রতি সভ্যতার ব্যবহার ছিল কেমন? এসব প্রশ্নের বিচার যদি এ প্রস্তাবে করা যায়, তবে কি মূল বিষয় উড়িয়া যায় না? সে সব তুলিতে গেলে বাঙ্গালী স্বাধীন হিন্দুরাজাদের সময়ে কি ছিল, পরে যবন সময়ে কি হয়, ইত্যাদি বহু কথার আলোচনা করিতে হয়। অতএব সে সমস্ত অন্য সুযোগের জন্য তুলিয়া রাখিয়া অধুনা এইমাত্র বক্তব্য যে, আমাদের আপনার বলিয়া জাঁক করিবার নিমিত্ত আভ্যন্তরিক সভ্যতা-জ্ঞাপক সামাজিক দান ধ্যান ব্যতীত বাহ্য-সভ্যতার সুন্দর বস্তু ও সুন্দর রীতি কিছুই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! অতিথি-সেবা, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম, ভূরিভোজ, পুষ্করিণী খনন, পথ নির্ম্মাণ, কাঙ্গালীবিদায়, অধ্যাপক পূজা ইত্যাদি যথার্থ সভ্যতা-সূচক গুণাবলীর প্রাচুর্য্য থাকিলেও বেশ, ভূষা, যান, বাহন অর্থাৎ ভোজন শয়ন, উপবেশন, গমন প্রভৃতির সৌকর্য্যসাধক, নয়নরঞ্জক এবং আশু-সভ্যতা-জ্ঞাপক কৌশলময় পদার্থে আমরা এককালেই হীন ছিলাম। আপনাদের না থাকিলেই যে লোকে হ্যাংলা ক্যাংলা হইবে তাহা বিচিত্র কি? সে সব



আমাদের ছিল না, সুতরাং পরের দেখিয়া এককালে নাচিয়া উঠিতাম! কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ় ও অবিচলিত ছিলেন। তাঁহারা পৈতৃক ধর্ম্ম ও সতীত্ব নিধিকে সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণীয় ও পূজনীয় জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা অন্যের বাহ্য শোভায় মুগ্ধ হইতেন বটে—অন্যের অনুকরণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেন বটে, কিন্তু যাহাতে স্বধর্ম্মের অণুমাত্র ব্যাঘাত সম্ভাবনা, সে দিগে ঘেঁসিতেন না! ধর্ম্ম-রক্ষার পর বাহ্য-সভ্যতার উপকরণে যত দূর অনুকরণ করা সঙ্গত হইত, তাঁহারা তাহাই করিতেন! তাঁহারা টের পাইলেন, যে, পোলাও নামে এক প্রকার সুখাদ্য আছে, তাহা মোগলেরা প্রতিনিয়ত ভোজন করে। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা খাইতে শিখিলেন। কিন্তু আপনাদের পাচক ব্রাহ্মণকে শিখাইয়া তবে খাইতে শিখিলেন! যবনেরা উত্তম রুটী খায়, ব্রাহ্মণেরাও তদনুকরণে রুটী মাথায় করিয়া বেচিতে লাগিল! কিন্তু "আসল নকলে তিন খান্তা!" সেই দশাই হইল! অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই!

ফলে আমরা চিরকালই হ্যাংলা জাতি! আমরা চিরদিনই পরের দেখিয়া শিখিয়া আসিতেছি—চিরকালই পরের বাহ্য-সভ্যতা লইয়া সভ্য হইয়া আসিতেছি! মধ্যস্থের লেখনী হইতে এই স্বজাতীয় হীনতার এত পরিচয় পাঠ করিয়া অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন, কিন্তু স্বজাতীয় পরজাতীয় যিনি হউন, জ্ঞানতঃ যথার্থ কথা বলাই আমাদের নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় ব্রত! বিশেষতঃ ধর্ম্মমূলক সভ্যতা ও বাহ্য সভ্যতা, এ দুয়ের মধ্যে মনুষ্যের যথার্থ মনুষ্যত্ব-সাধক কোন্‌টী, এবং কোন্‌টীর অভাব থাকিলেও বিশেষ হানি হইতে পারে না, তাহা যেন ভাক্ত-উন্নতির ভক্তবৃন্দ ভাবিয়া দেখেন!

সে যাহা হউক, আমাদিগের সেই চিরকেলে পরানুবৃত্তির প্রবৃত্তি মুসলমানদের সময়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে উপকার বই অপকার হয় নাই। পাঁচি ধুতি, দোপাট্টা ও চটি জুতার পরিবর্ত্তে জামা যোড়া পা-জামা ও লপেটা বিনামা প্রভৃতি এবং শাক কচুর সঙ্গে মুখরুচিকর পোলাও, কাবাব ও বহুবিধ মিষ্টান্নাদির প্রচলনে সমাজের সৌষ্ঠব ও সভ্যতার উন্নতি ভিন্ন কি মন্দ হইয়াছিল? কিন্তু হায়! এখন সেই পরানুবৃত্তির প্রবৃত্তি একবারে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে! এখন স্বধর্ম্মানুরাগের বেড়া ভাঙ্গিয়াছে, এখন সমাজ-উদ্যান ব্যবধান-বিরহিত মুক্ত স্থান হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই এখন উদ্যানের পরম শত্রু নানা কদাচার রূপ চোরা গরু, চোরা হরিণ, চোরা মহিষ পালে পালে প্রবেশ করিয়া এমন সুন্দর উদ্যানকে উচ্ছিন্ন দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! যৎকালে ইংরাজের প্রথম অভ্যুদয়, তৎকালেও সেই অনুকরণ-বৃত্তি উত্তেজিত ছিল বটে, কিন্তু তাহা গাড়ী ঘোড়া বেশ

ভূষাতেই পর্য্যবসিত হইত। তৎপরে যখন ক্রমে সেই প্রবৃত্তির সঙ্গে ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রবৃত্তি জুটিল, তখন আর সীমার মধ্যে কে রাখিবে? ধর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, অনুকরণ দামোদরের স্রোত অনিবার্য্যরূপে দেশ ভাসাইয়া দিল! তখন আর অনুকরণের বাছনি রহিল না— তখন যে জাতিকে রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিয়াছেন, অনেকানেক অসার বাঙ্গালীর চক্ষে সেই জাতির সকলই উত্তম বোধ হইল, তাহারা স্বজাতির সকলই অধম দেখিতে লাগিল— তাহাদের নিকট রাজ-জাতির সকলই অনুকরণেয় হইয়া উঠিল! কে জানে বেশ ভূষা, কে জানে যান বাহন, কে জানে বাড়ী ঘর, কে জানে আহার বিহার, কে জানে রীতি নীতি, কে জানে কি? সেই বাহ্য-সভ্যতার ভক্তবৃন্দের অনুকরণ-কারিতা-বৃত্তি অতি গমন-দোষে ঘোর দূষিত হইয়া পড়িল! তাহারা ইংরাজদের ন্যায় ভাল বাড়ীতে বাস, ভাল গাড়ী ঘোড়ায় গমন, ভাল পরিচ্ছদে দেহাবরণ, ভাল পরিশুষ্ক বায়ুবাহী স্থানে ভ্রমণ ইত্যাদি কয়েকটী বিষয় পর্য্যন্ত শিখিয়াই যদি নিরস্ত হইতে পারিত, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় জাতীয় চিরন্তন অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে নির্দ্দোষ ভাবে যথোচিত রূপে চরিতার্থ করিয়া আপনারা সুখী হইতে এবং সমাজকে সুখী করিতে সমর্থ হইত! কিন্তু দুর্ভাগা দেশের দারুণ দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত ততদূর করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না; তাহারা একবারে হিতাহিত-নির্ব্বাচন-শক্তিতে বর্জ্জিত হইয়া এককালে সম্পূর্ণ সাহেব হইতে কোমর বাধিল! ইংরাজী খানা, ইংরাজী পেয়, ইংরাজী স্ত্রী-স্বাধীনতা, ইংরাজী ধরণে পিতাপুত্রেও স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি (এ দেশের পক্ষে) অস্বাভাবিক ও অনুপকারী প্রথা-সাগরে মগ্ন হইয়া পড়িল! দ্বারকানাথ নামা কোনো ব্যক্তি "দিগ্বিজয়" নামা এক খানি গালাগালির কাগজ বাহির করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে কোনো বঙ্গীয় কবি তাহাকে বলিয়াছিলেন——

"দিগ হাসালি দ্বারে ছেঁড়া ক'রে দিগ্বিজয়
হাতীরমতন চরণফেলা কোলাব্যাঙের কর্ম্মনয়!"

উক্ত অতি-গমনশীল নির্ব্বোধেরা এই কবিতার মর্ম্মাবধারণও করিল না! তাহারা একবারে সাহেব হইতে গিয়া না সাহেব হইল, না হিন্দু থাকিল! লাভে হইতে বাড়ীতে বুড়া বাপ মা আর যুবতী রমণীকে এবং বাহিরে স্বীয় পৈতৃক সমাজকে মাতলামো দ্বারা হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে রহিল! সুতরাং "হেয়ার এসোসিয়েসন" সভায় উক্ত ইউরোপীয় বক্তা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড় মিথ্যা নয়! তবে তাঁহার একটী উক্তি অবিকল ফলিতেছে না। তিনি বলিয়াছিলেন, এদেশে মদ্রিকা পানের লালসা ছিল বলিয়াই, উহার আমদানি মাত্রে লাগিয়া গেল। কিন্তু আমরা বলি, মদ্রিকা পানের লালসা তো ছিল না— অনুকরণের লালসা ছিল বটে! এই শেষোক্ত লালসা হইতেই



মদ্রিকার লালসা জন্মগ্রহণ করিল! ইংরাজেরা মদ পান করেন, যাহারা ইংরাজদের সমুদয় অনুকরণ করিতে প্রস্তুত, মদ না খাইলে তাহাদের অনুকরণ-স্পৃহা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয় কৈ? এই জন্যই সুরার প্রতি অনুরাগ না থাকিলেও সে বিষকে গলাধঃকরণ করিতে ধাবিত হইল!

তৃতীয়তঃ, সভাপতি মহাশয়ও যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে অন্যায্য বলিতে পারি না। বণিক মণ্ডলী সুরা আনে, সাধারণ ইংরাজ সমাজ সুরা পান করে, তাহাদের দেখাদেখি এ দেশের লোক মজে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অপরাধ কি? কিন্তু তাঁহার কথা এই ভাবে সত্য হইলেও তাঁহার বিচারশক্তি ও বহুদর্শন শক্তিকে আরো কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিলে দেখিতে পাইতেন, যে, যদিও গবর্ণমেণ্ট ঐ ভাবে দোষী নন, তথাচ অন্য ভাবে— অন্য প্রণালীর কার্য্যে দোষী হইতেছেন। যাঁহারা এদেশের আবকারী বিভাগের আভ্যন্তরিক কাণ্ড কিছু অবগত আছেন, তাঁহারা আমাদের হইয়া অবশ্যই সাক্ষী দিবেন। কোনো কোনো কারণে বিস্তারিত রূপে সকল কথা বুঝাইতে পারিনা—পারিলেও ইচ্ছা করিনা—কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তির নিকট ইঙ্গিতই যথেষ্ঠ! যে দারোগা বা যে আবকারী কর্ম্মচারী স্বীয় অধীন এলাকায় অধিক সংখ্যক আবকারী দোকান বসাইতে, অধিক পরিমাণে মাদক দ্রব্য কাটাইতে অর্থাৎ অধিক আবকারী রাজস্ব জুটাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহার পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি, মানবৃদ্ধি এবং মুরব্বির জোর অবশ্যম্ভাবী!

আমরা এই প্রকারান্তরে মাদকতার উৎসাহ দান জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করি! কোনো কোনো নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর স্কন্ধে এই দোষ চালাইয়া দিয়া উপরিতন প্রভুরা যে অব্যাহতি পাইবেন, তাহা আমরা শুনি না। কালেক্টর কি গবর্ণমেণ্ট নন? বোর্ড কি গবর্ণমেণ্ট নন? নিম্ন কর্ম্মচারীরা আপনাদের ইচ্ছায় সেরূপ কাজ করিবে, তাহাদের দায় কি? তাহাদের সাধ্য কি? তাহারা তাহা করিলেও গবর্ণমেণ্ট নিষ্কৃতি পাইতেছেন না; যদি কোনো সামান্য শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীরাও দেশে প্রজাপীড়ন করে, তবে কি গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন? অন্ততঃ তাহার সংবাদ পাইবামাত্র তাহাদিগকে কি গুরুতর দণ্ড দান করেন না? আবকারী কর্ম্মচারীদের ঐ প্রকারান্তরের উৎসাহ-দান কার্য্যের নিমিত্ত কস্মিন্‌কালে তাহারা কি দণ্ড পায়, না পুরস্কার লাভ করে? গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা না হইলে তাহারা কি তাহা করিতে পারে? আবার তাহারা যে পুরস্কার পায়, সে পুরস্কার কে দেয়? গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ম্মচারীগণের অনুমতি ভিন্ন রাজকোষ হইতে এক কপর্দ্দকও কি ব্যয়িত হইতে পারে? তবে আর মিছা কাপট্যে দুর্ভাগা প্রজাপুঞ্জকে ভুলাইবার চেষ্টা কেন? তদপেক্ষা স্পষ্টতঃ কার্য্য করিলে কর্ত্তৃপক্ষ সম-

ধিক নির্দ্দোষী হইতে পারেন। যে জন্য স্পষ্টতঃ তাহা পারেন না, তাহাও কি বুঝা যায় না? তাহা হইলে সমস্ত সভ্য ধরণীর নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন? অথচ এদিগে রাজস্বের লোভ বড় লোভ, তাহা ছাড়িয়া ধর্ম্মনীতিকে রক্ষা করা অসামান্য মহত্ত্ব নইলে হইতেই পারে না!

আমরা এই জন্যই গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করি। আমরা আরো এক কারণে তাঁহাদিগকে দায়ী করিতে কুণ্ঠিত হইনা। যতবার যত আবকারী আইন হইতেছে ততবার কেবল করের পরিমাণই বাড়িতেছে। বাড়াইয়া জাঁক করিয়া বলা হয়, যে, এতদ্দ্বারা মাদক দ্রব্যের মূল্য বাড়িবে, সুতরাং লোকে আর অধিক ব্যবহার করিতে পারিবে না! কিন্তু মানব-প্রকৃতির পর্য্যালোচক মাত্রেই জানেন, যে, পাপের আকর্ষণ এমনি ভয়ানক, তাহার কাছে অর্থের বাধাকে উৎকৃষ্ট বাধা বলা যায় না। সঙ্গতি না থাকিলে চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তথাপি মোহজনক কুকর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না! গবর্ণমেণ্টের মনের কথা যদি যথার্থই ঐরূপ হইত, তবে অবশ্যই এমন উপায় করিয়া দিতেন, যাহাতে দেশে মাদক-দ্রব্যের পণ্য-স্থান বেশী না হইতে পারে! আলম্বনের দুষ্প্রাপ্যতা বা অভাবই উদ্দীপনার একমাত্র প্রতিষেধক। দেশীয় সকল সংবাদ পত্রে এবং দেশের বহুস্থানীয় প্রজানিকর যখন রোদন স্বরে এই বলিয়া চীৎকার করে—এই বিনীত প্রার্থনা করে, যে, দোহাই! আমাদিগকে এমন আইন দেও, যদ্দ্বারা যে পল্লীর তৃতীয়াংশ লোক মাদকের দোকান উঠাইবার জন্য আবেদন করিবে, তখন যেন সেই পল্লীতে সে দোকান থাকিতে না পারে, তখন কৈ সেই আর্ত্তনাদ কি গবর্ণমেণ্ট শুনিয়া থাকেন? তবে কিরূপে বুঝিব, যে, মাদক-পায়ীর সংখ্যা হ্রাস করা গবর্ণমেণ্টের মনোগত ইচ্ছা— তখন কি বলিয়া বলিব যে "এ দেশের পানদোষের প্রাবল্য নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট দায়ী নন?" বরং ইহাতে কি এমন বলিতে আমাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার নাই, যে, "এ দেশের পানদোষাধিক্য জন্য গবর্ণমেণ্টই দায়ী?" ইহার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম!!

## দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

### ৫ ম অধ্যায়।

যদিও ঠিক্ মধ্যাহ্ন নয়, তথাচ মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অগ্নি-কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দুলীন রাজসভা হইতে বাসোদ্যানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রৌদ্রে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইল—বেলুন অত্যন্ত ফেনিল হইয়া উঠিল—সহচরগণ একে অশ্বপৃষ্ঠেই অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে ভীষণ আতপ-তপ্ত, যৎপরোনাস্তি ক্লান্তি ও ক্লেশ ভোগ করিল,—সুরম্যবাসোদ্যানে প্রবেশিয়া সকলে যেন মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইল!



দুলীন স্নানাহার করিয়া গতক্লম হইলেন। একখানি বিচিত্র চৌপায়ায় অর্দ্ধশয়িতভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নের ঘটনাবলীর রোমন্থন করিতে লাগিলেন—পুরুষসিংহরূপী রণজিৎ সিংহের চরিত্র, প্রতাপশালী সভাসদ্ গণের প্রকৃতি, নিজের আশাতীত সৌভাগ্যোদয়, নন্দসিংহের অহেতু শাত্রবতা, কি হয়তো সে যেমন প্রকাশ্য, এমন অপ্রকাশ্য অনেক নন্দসিংহের সম্ভাবনা, ফকীর আজিজুদ্দিনের সহায়তা, "নিতান্ত ভাগ্যদাস যে আমি—নিতান্ত উদাসীন পথিক যে আমি—আমার প্রতি মহারাজ কি সত্যই এতদূর কৃপা করিবেন? এ কৃপা যেমন আকস্মিক তেমন ক্ষণিক তো হইবে না? সে অনুগ্রহের স্থায়িত্ব জন্য কি করা উচিত? অথবা সত্য, সারল্য, বুদ্ধিমত্তা, সাহস, সতর্কতা এবং অকপট কৃতজ্ঞতা, এরাই আমার উপায়, সহায়, সাধন, গুণ, ধর্ম্ম, সকলি—অন্য কল, ছল বা কৌশলের নিমিত্ত ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি?" ইত্যাকার বিবিধ ও পূর্ব্ব-মীমাংসা-বিরোধী চিন্তায় মগ্ন হইয়া সৌভাগ্যের সুখে, ভাবী রাজপ্রসাদের আশায়, অজ্ঞাত শত্রুর শঙ্কায়, ইতিকর্ত্তব্যতার সন্দেহে, ধর্ম্ম-পথে আপদ্-শূন্যতার বিশ্বাসে, অথবা "ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং" এই বচনের দৃঢ় প্রত্যয়ে, আমাদের প্রিয় বন্ধু কখনো উঠিতে, কখনো পড়িতে, কখনো দুলিতে, কখনো স্থির হইতে এবং সর্ব্বশেষে করুণাময়ের করুণা-ক্রোড়ে আত্ম-সমর্পণ করিতেছিলেন, এমত কালে কালিফা নুরদ্দিন সাহেব দর্শন দিলেন।

দুলীন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও আসনদান করিলেন। কালিফাজী বসিয়া দুলীনের রাজপ্রসন্নতালাভের প্রসঙ্গে মহা হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক নানা হিত কথার উপদেশ দিলেন। বলিলেন "আর কি সাহেব, তোমার শুভগ্রহ তো সম্পূর্ণ তেজ করিয়া উঠিয়াছে! এমন অনুগ্রহ, এমন সমাদর, এক দিনেই এত দয়া, মহারাজ কাহাকেও—কোনো বিলাতী লোককে কখনই করেন নাই! তোমার অদৃষ্ট চক্র নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের পথে স্থির হইয়াছে!"

দুলীন তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক অতি নম্রভাবে বলিলেন "মহারাজের এই যে দয়া, এ কেবল আপনাদেরই দুই ভ্রাতার প্রসাদে! কিন্তু এই রাজানুগ্রহ কিরূপে কিসে পরিণত হয়, তাহা আমি এখনো কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

"কিসে পরিণত হয়? আপনি কি আমাদের মহারাজের বিষয় এতই অনভিজ্ঞ? রাজানুগ্রহ কিসে পরিণত হয়? কিসে না হয় তাহা বরং জিজ্ঞাসা করুন? রণজিৎ সিংহের দয়ার কটাক্ষও যা, বিপুল সৌভাগ্যও তা! যারে বলে, রণজিতের দয়া, তারেই বলে ঐশ্বর্য্য, তারেই বলে সম্পত্তি, তারেই বলে ক্ষমতা, তারেই বলে নাম যশ, তারেই বলে কীর্ত্তি! কেমন সাহেব, আর আমায়

কি বুঝাতে হবে ? যদি এ দয়া রা'খ্‌তে পার, তবে এই যে কর্ণেল হয়েছ, এই যে একদল অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ হয়েছ, এথেকে বৃহৎ বাহিনীর সেনাপতি হবে, এ থেকে রাজ্যপতি হবে, এথেকে দ্বিতীয় ধ্যানসিংহ হতে পা'র্ব্বে !"

দুলীন সবিনয়ে কহিলেন "যাহাই হই, কিন্তু আপনি আর আপনার মহাসম্ভ্রান্ত জ্যেষ্ঠ মহাশয় আমার প্রতি এই যে অনুকম্পা দেখাইতেছেন, পরে দেখিবেন আপনারা অকৃতজ্ঞের উপকার করেন নাই !"

এই কথায় কালীফাজী আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি অনুচ্চস্বরে কহিলেন "আপনার প্রতি আমার ভ্রাতা যে নিতান্ত অনুকূল হইয়াছেন, তাহা আপনি ক্রমে অনেক কাজে বুঝিতে পারিবেন ; আপনার শুভোদ্দেশেই এখন তিনি আপনার কাছে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ; আপনাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিতেই আমার আসা ; আমি নিশ্চিত জানাইতেছি, যে, ইহার মধ্যেই আপনার বিরুদ্ধে ঘোর চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে ; রাজা ধ্যান সিং এবং রাজা গোলাপ সিং এই দুই ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা পাওয়া আপনার অত্যাবশ্যক ; যদিও আমার জ্যেষ্ঠ ফকীর আজিজুদ্দিন মহারাজার মুখ স্বরূপ, কিন্তু রাজা ধ্যানসিং প্রধান মন্ত্রী ও ভাল মন্দ ঘটাইবার অদ্বিতীয় যন্ত্রী ; অতএব যদি রাজানুগ্রহ অটুট রাখিতে বাসনা থাকে, তবে কদাচ ঐ যুগল ভ্রাতাকে কিঞ্চিন্মাত্রও অবহেলা করিবেন না। আর মহারাজের সরকারে যে কয়জন আপনাদের দেশীয় লোক আছেন, তাঁহাদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা বিশেষ বৈরিতা, এ দুয়ের কোনোটী যেন না করেন ; আপনি যুবাপুরুষ এবং বোধ হয় বিলক্ষণ তেজস্বী, কিন্তু পঞ্জাবে যদি প্রতিপত্তির আশা থাকে, তবে রাগ দ্বেষাদি রিপু দমনের অভ্যাস করা আপনার বড় শ্রেয়ঃ, অধিক আর কি বলিব ? কে যে আপনার শত্রু হইয়াছে, কি হইবে, কি হইতে পারে, তাহা আমি উল্লেখ করিব না ; কিন্তু আপনি যে অনেকের চক্ষুঃশূল হইবেন, তাহা নিঃসন্দেহ ; আপনাদের দেশ, আপনাদের দেশের রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজপারিষদ যে আমাদের দেশের ঐ সব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইটী যেন সর্ব্বদা আপনার মনে জাগরূক থাকে, যাহাকে শত্রু কি বিপক্ষ বলিয়া জানে, তাহাকে প্রাণে নষ্ট করা আমাদিগের দেশে কথায় কথায় ঘটে ; বিনা অস্ত্রে কেহই বাহিরে যায়না, বিশেষতঃ যাহার যত ধন, মান, ক্ষমতা এবং যে যত রাজার প্রিয় পাত্র, তাহাকে ততই আত্ম-সারা হইয়া চলিতে হয় ; আপনি যদি চতুর হয়েন, তবে এই সব সতর্ক বাক্যের এক বর্ণও বিস্মৃত হইবেননা !— আ'জ্‌ আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করিনা— আপনি বিশ্রাম করুন, আমি এক্ষণে বিদায় হই !"

উক্ত উপদেশ ও সতর্ক বাক্যাবলী



আকর্ণনে বাস্তবই দুলীনের হৃদয় ফকীর ও কালিফাজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও সকৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল। তিনি কালিফাকে যথোপযুক্ত অভিবাদন ও তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক বাধ্যতা স্বীকার করিলেন। কালিফা আর অপেক্ষা না করিয়া এক শত টাকাপূর্ণ একটী তোড়া এবং মেওয়া ফল ও মিষ্টান্নাদি পূর্ণ দুইটী পাত্র স্বীয় ভৃত্য দ্বারা দুলীনকে এই বলিয়া অর্পণ করিলেন, যে, "মহারাজ আপনার ব্যবহারার্থ তাঁহার প্রসাদ-চিহ্ন স্বরূপ ইহা প্রেরণ করিয়াছেন।" তদন্তে তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু উদ্যান পার না হইতে হইতেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া দুলীনকে নিভৃত স্থলে লইয়া বলিলেন "দুলীন সাহেব ! আপনি নীতিজ্ঞ ; অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, যে, এক জনের সহিত অকপট বন্ধুতা ও তাঁহার হিতাচরণ করিতে হইলে যত দূর সাধ্য ও সম্ভব, তাহাই করা উচিত। আপনি এদেশে নূতন আসিয়াছেন, কাহাকেও চিনেন না, কিছুই জানেন না। আপনাকে যে সব উপদেশ দিয়া গেলাম, আপনি যাহাতে তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন, আমি যদি তাহার উপায় করিয়া না দিই, তবে আমার সে সব উপদেশ দেওয়া না দেওয়া সমান—অমন কতকগুলা মুখের উপদেশ কে কাহাকে না কহিতে পারে ? সেই যে সেদিন ধূর্ত্ত চাঁদ খাঁকে আপনার নিকট দেখিয়াছিলাম, সে বর্ব্বরও অমন উপদেশ দিয়া যাইতে পারে ! এই কথা কয়টী আমি যাইতে যাইতে ভাবিলাম ; এবং তৎপ্রতিবিধানার্থই আমি ফিরিয়া আসিলাম। আমি আপনাকে একটী লোক দিতে চাই, সে ব্যক্তি এদেশের লোক নয়, অথচ এদেশের—বিশেষতঃ রাজসভা ও রাজধানীর তাবৎ প্রধান লোককেই অতি উত্তমরূপ জানে। আট দশ বৎসর মধ্যে পঞ্জাবে যত কিছু বিশেষ ঘটনা হইয়াছে, সে ব্যক্তি তাহার সমস্তই জানে। তৎপূর্ব্বকার ঘটনাবলীর কথাও সে শুনিয়া শুনিয়া তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছে। সে জাতিতে বাঙ্গালী— "

দুলীন কহিলেন "বাঙ্গালী ?" উত্তর হইল, "হ্যাঁ সে বাঙ্গালী ; আমার দাদা যখন রাজ্যের কোনো গূঢ় প্রয়োজনে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন ইংরাজী ভাষায় গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতিকে স্বীয় মনের ভাব জানাইবার জন্য এক জন অনুবাদকের আবশ্যক হয়। এব্যক্তি সেই অবধি দাদার নিকট আছে। তাহাকে যে জন্য রাখা হইয়াছিল, সে প্রয়োজন বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, অথবা কালে ভদ্রে কখনো তাহাকে আবশ্যক হয় কি না সন্দেহ ; কিন্তু তাহার এত গুণ, যে, নিষ্প্রয়োজনেও দাদা তাহাকে প্রতিপালন না করিয়া থাকেতে পারেন না। সে যেমন বিশ্বাসী, তেমনি নিমকের চাকর, তেমনি সুচতুর, তেমনি বহুজ্ঞ ও বহুকর্ম্মে তৎপর—কেবল অস্ত্র চালনায় নিতান্ত মূর্খ—যুদ্ধের নামে আগেতো কাঁ-

কি বুঝাতে হবে ? যদি এ দয়া রা'খ্‌তে পার, তবে এই যে কর্ণেল হয়েছ, এই যে একদল অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ হয়েছ, এথেকে বৃহৎ বাহিনীর সেনাপতি হবে, এ থেকে রাজ্যপতি হবে, এথেকে দ্বিতীয় ধ্যানসিংহ হতে পা'র্ব্বে !"

দুলীন সবিনয়ে কহিলেন "যাহাই হই, কিন্তু আপনি আর আপনার মহাসম্ভ্রান্ত জ্যেষ্ঠ মহাশয় আমার প্রতি এই যে অনুকম্পা দেখাইতেছেন, পরে দেখিবেন আপনারা অকৃতজ্ঞের উপকার করেন নাই !"

এই কথায় কালীফাজী আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি অনুচ্চস্বরে কহিলেন "আপনার প্রতি আমার ভ্রাতা যে নিতান্ত অনুকূল হইয়াছেন, তাহা আপনি ক্রমে অনেক কাজে বুঝিতে পারিবেন ; আপনার শুভোদ্দেশেই এখন তিনি আপনার কাছে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ; আপনাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিতেই আমার আসা ; আমি নিশ্চিত জানাইতেছি, যে, ইহার মধ্যেই আপনার বিরুদ্ধে ঘোর চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে ; রাজা ধ্যান সিং এবং রাজা গোলাপ সিং এই দুই ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা পাওয়া আপনার অত্যাবশ্যক ; যদিও আমার জ্যেষ্ঠ ফকীর আজিজুদ্দিন মহারাজার মুখ স্বরূপ, কিন্তু রাজা ধ্যানসিং প্রধান মন্ত্রী ও ভাল মন্দ ঘটাইবার অদ্বিতীয় যন্ত্রী ; অতএব যদি রাজানুগ্রহ অটুট রাখিতে বাসনা থাকে, তবে কদাচ ঐ যুগল ভ্রাতাকে কিঞ্চিন্মাত্রও অবহেলা করিবেন না। আর মহারাজের সরকারে যে কয়জন আপনাদের দেশীয় লোক আছেন, তাঁহাদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা বিশেষ বৈরিতা, এ দুয়ের কোনোটী যেন না করেন ; আপনি যুবাপুরুষ এবং বোধ হয় বিলক্ষণ তেজস্বী, কিন্তু পঞ্জাবে যদি প্রতিপত্তির আশা থাকে, তবে রাগ দ্বেষাদি রিপু দমনের অভ্যাস করা আপনার বড় শ্রেয়ঃ, অধিক আর কি বলিব ? কে যে আপনার শত্রু হইয়াছে, কি হইবে, কি হইতে পারে, তাহা আমি উল্লেখ করিব না ; কিন্তু আপনি যে অনেকের চক্ষুঃশূল হইবেন, তাহা নিঃসন্দেহ ; আপনাদের দেশ, আপনাদের দেশের রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজপারিষদ যে আমাদের দেশের ঐ সব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইটী যেন সর্ব্বদা আপনার মনে জাগরূক থাকে, যাহাকে শত্রু কি বিপক্ষ বলিয়া জানে, তাহাকে প্রাণে নষ্ট করা আমাদিগের দেশে কথায় কথায় ঘটে ; বিনা অস্ত্রে কেহই বাহিরে যায়না, বিশেষতঃ যাহার যত ধন, মান, ক্ষমতা এবং যে যত রাজার প্রিয় পাত্র, তাহাকে ততই আত্ম-সারা হইয়া চলিতে হয় ; আপনি যদি চতুর হয়েন, তবে এই সব সতর্ক বাক্যের এক বর্ণও বিস্মৃত হইবেননা !— আ'জ্‌ আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করিনা— আপনি বিশ্রাম করুন, আমি এক্ষণে বিদায় হই !"

উক্ত উপদেশ ও সতর্ক বাক্যাবলী



আকর্ণনে বাস্তবই দুলীনের হৃদয় ফকীর ও কালিফাজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও সকৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল। তিনি কালিফাকে যথোপযুক্ত অভিবাদন ও তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক বাধ্যতা স্বীকার করিলেন। কালিফা আর অপেক্ষা না করিয়া এক শত টাকাপূর্ণ একটী তোড়া এবং মেওয়া ফল ও মিষ্টান্নাদি পূর্ণ দুইটী পাত্র স্বীয় ভৃত্য দ্বারা দুলীনকে এই বলিয়া অর্পণ করিলেন, যে, "মহারাজ আপনার ব্যবহারার্থ তাঁহার প্রসাদ-চিহ্ন স্বরূপ ইহা প্রেরণ করিয়াছেন।" তদন্তে তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু উদ্যান পার না হইতে হইতেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া দুলীনকে নিভৃত স্থলে লইয়া বলিলেন "দুলীন সাহেব ! আপনি নীতিজ্ঞ ; অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, যে, এক জনের সহিত অকপট বন্ধুতা ও তাঁহার হিতাচরণ করিতে হইলে যত দূর সাধ্য ও সম্ভব, তাহাই করা উচিত। আপনি এদেশে নূতন আসিয়াছেন, কাহাকেও চিনেন না, কিছুই জানেন না। আপনাকে যে সব উপদেশ দিয়া গেলাম, আপনি যাহাতে তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন, আমি যদি তাহার উপায় করিয়া না দিই, তবে আমার সে সব উপদেশ দেওয়া না দেওয়া সমান—অমন কতকগুলা মুখের উপদেশ কে কাহাকে না কহিতে পারে ? সেই যে সেদিন ধূর্ত্ত চাঁদ খাঁকে আপনার নিকট দেখিয়াছিলাম, সে বর্ব্বরও অমন উপদেশ দিয়া যাইতে পারে ! এই কথা কয়টী আমি যাইতে যাইতে ভাবিলাম ; এবং তৎপ্রতিবিধানার্থই আমি ফিরিয়া আসিলাম। আমি আপনাকে একটী লোক দিতে চাই, সে ব্যক্তি এদেশের লোক নয়, অথচ এদেশের—বিশেষতঃ রাজসভা ও রাজধানীর তাবৎ প্রধান লোককেই অতি উত্তমরূপ জানে। আট দশ বৎসর মধ্যে পঞ্জাবে যত কিছু বিশেষ ঘটনা হইয়াছে, সে ব্যক্তি তাহার সমস্তই জানে। তৎপূর্ব্বকার ঘটনাবলীর কথাও সে শুনিয়া শুনিয়া তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছে। সে জাতিতে বাঙ্গালী—"

দুলীন কহিলেন "বাঙ্গালী ?" উত্তর হইল, "হ্যাঁ সে বাঙ্গালী ; আমার দাদা যখন রাজ্যের কোনো গূঢ় প্রয়োজনে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন ইংরাজী ভাষায় গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতিকে স্বীয় মনের ভাব জানাইবার জন্য এক জন অনুবাদকের আবশ্যক হয়। এব্যক্তি সেই অবধি দাদার নিকট আছে। তাহাকে যে জন্য রাখা হইয়াছিল, সে প্রয়োজন বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, অথবা কালে ভদ্রে কখনো তাহাকে আবশ্যক হয় কি না সন্দেহ ; কিন্তু তাহার এত গুণ, যে, নিষ্প্রয়োজনেও দাদা তাহাকে প্রতিপালন না করিয়া থাকেতে পারেন না। সে যেমন বিশ্বাসী, তেমনি নিমকের চাকর, তেমনি সুচতুর, তেমনি বহুজ্ঞ ও বহুকর্ম্মে তৎপর—কেবল অস্ত্র চালনায় নিতান্ত মূর্খ—যুদ্ধের নামে আগেতো কাঁ-

পিত, এখন তবু সহবাস গুণে অনেক সাহসী হইয়াছে! যাহাহউক, যদিও তাহার দ্বারা আপনার বিশেষ কোনো আনুকূল্য না হইতে পারে; অর্থাৎ যে সব বড় বড় লোকের সহিত আপনার শত্রুতা বা মিত্রতার সংশ্রব হইতে চলিল, তাহাতে সে ক্ষুদ্রপ্রাণী এমন কি উপকার করিতে পারে, যাহা উপকার নামের যোগ্য; তথাপি হিঁদুরা যেমন "কাঠবিড়ালের সাগর বন্ধন" না কি একটা কথা বলিয়া থাকে, এব্যক্তিও আপনার সেইরূপ সহায় হইতে পারিবে! সে আর কিছু পারুক বা না পারুক, তাহার দুইটী গুণে সে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে অবশ্যই সমর্থ হইবে।"

দুলীন বলিলেন "সে দুটী গুণ কি?" কালিফাজী হাস্য করিয়া কহিলেন "তাহার একটীর নাম 'রসিকতা!' আর একটীর নাম "এদেশের বিষয়ে অভিজ্ঞতা!" তন্মধ্যে কিছু কালের নিমিত্ত—যত দিন আপনি পুরাতন না হইতেছেন—সে কাল পর্য্যন্ত তাহার শেষের গুণটী আপনার তো অত্যন্ত উপকারী। তাহার প্রথম গুণটী আপনার প্রিয় কি অপ্রিয় তাহা আমি জানি না!"

দুলীন শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে উত্তর করিলেন "মহাশয়! আমি সত্য কহিতেছি, সেই বাঙ্গালীর সেই দুটী গুণই আমার বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ উপকারী! আমার সঙ্গী তো দেখিতেছেন? কেবল ভৃত্য বই আর কেহই নাই। এ অবস্থায় যে জাতীয় হউক এক জন লেখাপড়াওয়ালা ভদ্র লোক অবশ্যই সমাদরণীয়। তাহাতে আবার সে ব্যক্তিকে আপনি সুরসিক বলিতেছেন, সেতো আরো উত্তম। তাহার উপর আবার সে এদেশের লোক না হইয়াও সমস্ত অবস্থা ও সমস্ত প্রধান লোকের তত্ত্বজ্ঞ। এদেশের লোক সাহসী ও বীর বটে, কিন্তু সভ্যতা ও সাহচর্য্য বিষয়ে কদাচই বাঙ্গালীর ন্যায় নহে। আমি বাঙ্গালীদিগকে বিলক্ষণ জানি—অমন বুদ্ধিমান ধীর জাতি অতি কম পাওয়া যায়! তাহাতে আবার আপনি তাহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন; ইহাতে কি আমার অমত হইতে পারে? আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কহিতেছি, সে ব্যক্তিকে দেওনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা আমার প্রতি আপনাদের অশেষ অনুগ্রহের চিহ্ন বই অন্য কোনো ভাবই আমার অন্তঃকরণে লাগিতেছে না! অতএব যে মুহূর্ত্তে দয়া করিয়া পাঠাইবেন, তদ্দণ্ডেই আমি তাহাকে ভ্রাতার ন্যায় গ্রহণ করিব!"

কালিফাজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তাহার সকল কথা এখনো বলা হয় নাই; সকল শুনিলে আপনি তাহাকে আগ্রহ পূর্ব্বক লইতে চাহিবেন, কি ভয় পাইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন বলিতে পারি না; লাহোরে সকলে তাহাকে পাগল বলিয়া জানে—"



দুলীন। জানে? তবে সে যথার্থ পাগল নয়? তাহা হইলে কি আপনি পূর্ব্বে তাহার অত গুণ ব্যাখ্যা করিতেন? তাহা হইলে কি তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিতেন? কখনই না! আমি লাহোরের সাধারণ লোকের ন্যায় অত নির্ব্বোধ নই! তাহার পাগলামির অবশ্যই কোনো নিগূঢ় কারণ আছে—"

কালিফা। আপনি ঠিক্ ঠাহর করিয়াছেন; আপনাকে সত্য বলিতে বাধা কি? কোনো গুপ্ত কারণে রাজা গোলাপসিং তাহাকে ঘুস দিয়া কোনো অবৈধ কাজে লওয়াইতে চেষ্টা করেন। সে কাজে আমার দাদার সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং অমন ধার্ম্মিক নিমকের চাকর তাহা করিবে কেন? সে ছল করিয়া এলো মেলো কথা কহিতে লাগিল, তাহাতে রাজা গোলাপ সিং ভয় পাইলেন, যে, এ ব্যক্তির মস্তিষ্করোগ জন্মিয়া থাকিবে। পাছে তাহার ছল পরে প্রকাশ পাইয়া উক্ত রাজার কোপানলে পড়িতে হয়, এই ভয়ে সেই অবধি চৈতন দাস একটু একটু পাগলামি করিয়া বেড়ায়। তাই লোকে তাহাকে "পাগলা চৈতন" বলিয়া ডাকে!

দুলীন। তাহার নাম তবে চৈতন?

কালিফা। হ্যাঁ, তাহার ঐ নাম বটে। আপনার সঙ্গলাভে চৈতনও মহা তুষ্ট হইবে। সে কথায় কথায় বলে, "আমি আমার সাধের ইংরাজীটা একবারে ভুলে গেলেম!" এখন আপনার কাছে তাহার সাধের বিদ্যাটার আবার জ'লুসি হইতে পারিবে!

এইরূপ কথোপকথন ও পরামর্শের পর কালিফাজী চলিয়া গেলেন। দুলীন পুনর্ব্বার রোমন্থন আরম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ব্বাপর সে দিনের সমস্ত ঘটনা চিন্তা করিয়া মহা সুখীই হইলেন—শত্রুর চক্রান্তের কথা তাঁহার মনে যেন স্থানই পাইল না—চৈতনের সঙ্গ লাভকে একটী সুখের ঘটনা বলিয়াই অনুভব করিতে লাগিলেন। যদিও এক তাধ্বার এমন মনে হইল, যে, হয়তো আমার উপর প্রহরিতা করিবার জন্যই ইঁহারা আপনাদের একজন লোককে ছল ক্রমে আমার নিকট রাখিয়া দিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, তাহা হইলেই বা আমার ক্ষতি কি? আমি যখন মনে জানি, যে, আজিজুদ্দিনের প্রতি আমার অন্তঃকরণ অকপট কৃতজ্ঞতা, বন্ধুতা ও বাধ্যতা-রসে সিক্ত আছে, যখন তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো কাজ কখনই করিব না, বরং সর্ব্বদাই তাঁহার প্রিয়াচরণে নিযুক্ত থাকিব, তখন তাঁহাদের প্রহরী নিকটে থাকাতে উপকার বৈ অপকার কি? দুলীন এই ভাবে সে দিন যাপন করিলেন।

এস্থলে আমরা মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও রাজ কর্ম্মচারী কয়জনের কিছু বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। দুলীনের তাৎকালিক জীবন-বৃত্তান্ত পঞ্জাবাধিপতিও

পঞ্জাব-রাজ-সভাসদ্‌গণের সহিত এরূপ জড়ীভূত, যে, তাঁহাদিগের বিষয় অধিকতর অবগতি না থাকিলে তুলীন-সম্পর্কীয় সেই সময়ের ইতিহাস কখনই সুন্দর রূপে বুঝা যাইবে না। বর্ণনা-সূত্রে যখন মহারাজের যে বিষয়টী আসিয়া পড়িবে এবং যে মন্ত্রীর প্রসঙ্গ স্বভাবতঃ উপস্থিত হইবে, তখন তন্মাত্রেই বলা, এরূপ প্রণালীর অপেক্ষা পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদিগের সাধারণ পরিচয় দিয়া রাখাই শ্রেষ্ঠতর উপায়। কেননা, সে প্রণালী অবলম্বন করিলে উপাখ্যানের মাঝে মাঝে অনেকবার ব্যতিক্রম ঘটিবে; অর্থাৎ সরল গম্যপথ ছাড়িয়া হেলিয়া যাইতে হইবে—ঋজুগমনে বিষয়ান্তরের বাধা জন্মিতে পারিবে! অতএব সহৃদয় পাঠকগণ! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আপনাদের সহিত অগ্রে আমরা মহারাজের ও রাজমন্ত্রীগণের কিঞ্চিৎ আলাপ পরিচয় করিয়া দিই!

## ব্যভিচারিণী বিধবার বিষয় ভোগ বিরুদ্ধে বিলাত আপীল।

উক্ত মহদ্বিষয়ের সাহায্যদাতা এবং সাধারণ পাঠকগণের অবগতি জন্য এ বিষয়ে কত দূর কি হইল, তাহা বিজ্ঞপ্তি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

পাঠকগণ স্মরণ করিবেন, শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে মধ্যস্থে প্রকাশ পাইয়াছিল, যে, হাইকোর্টের বিচারপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত মার্কবি মহাশয় জাতীয় সভার উদ্যুক্ত অনুষ্ঠানানলে এক প্রকার শীতল বারি ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী বিধবার পক্ষে উক্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণ হইতে যে অনুকূল নিষ্পত্তি প্রদত্ত হয়, তচ্ছ্রবণে সাধারণ হিন্দুসমাজের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেকের হৃদয়ে যেন ঘোর বিপৎপাতের আশঙ্কা; যেন প্রত্যেকের সম্পত্তি কেহ হরণ করিয়া লইল, এমনি হাহাকার এবং যেন এত দিনে পবিত্র হিন্দুকুলে কালী পড়িল কি তাহার আশ্রয়-ভিত্তির মূলে অত্যাচার রূপ ইন্দুরের অনিবার্য্য পাল লক্ষ লক্ষ গর্ত্ত কাটিল—ভিত্তিটী কখন্ পড়ে কখন্ পড়ে; এমনি অকূল চিন্তা স্বতঃ উদিত হইয়া চতুর্দ্দিগে কেবল আর্ত্ত নাদ শ্রুত হইয়াছিল! সেই আর্ত্তনাদের ফল স্বরূপ, (জাতীয় সভার আহ্বান মাত্রেই) সর্ব্বত্র হইতে বাক্যে ও অর্থে উৎসাহ ও আনুকূল্য আসিতে লাগিল! হাইকোটের সম্ভ্রান্ত হিন্দু ব্যবহারাজীব মহাশয়েরা বিনা বেতনে —বিনা প্রার্থনায়— স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ নিদারুণ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাত আপীলের নিমিত্ত কোটের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেই আবেদন জষ্টিস মেং মার্কবি সাহেবের বিচারাধীন হইল। তিনি কিরূপে সেই সর্ব্ব-হিন্দু-হৃদয়-ভেদী কাতরোক্তিময় এবং হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মানুযায়ী সদ্যুক্তিময় প্রার্থনার মীমাংসা করিলেন? তিনি বলিলেন "ও পক্ষীয় বিধবার এমন স-



ঙ্গতি নাই, যে, বিলাত আপীলের মোকদ্দমা চালাইতে পারে; অতএব এ আবেদন গ্রাহ্য হইতে পারে না!"

আমরা দুরূহ আইন-বিজ্ঞানে মূর্খ, কিন্তু সাদা বুদ্ধিতে যাহা বুঝি, তাহাতে বোধ হইল এমন বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত সকল আশ্চর্য্যের মধ্যে পরমাশ্চর্য্য! ওপক্ষের সঙ্গতি আছে কি না এই সন্দেহে কোটী কোটী মানবপূর্ণ ধরণীর এক বৃহৎ সমাজ সদ্বিচারে বঞ্চিত রহিবে, এমন মীমাংসা খপ্ করিয়া মুখ হইতে বাহির করা মহা বিচিত্র বই আর কি বলিব?

কিন্তু তৎকালে বিচারপতির লিখিত রায় পাওয়া যায় নাই। তিনি মুখে কেবল ঐ ভাবের কথা কয়টী বলিয়াছিলেন। অধুনা তাঁহার লিখিত নিষ্পত্তি প্রচার হইয়াছে। তাহাতে উক্ত ভাবের যুক্তি দৃষ্ট হইতেছে না। তাহাতে লিখিত হইয়াছে"

"I do not think I ought to grant this application—The point raised in the case is no doubt of very great importance, and I can fully understand that the Hindoo Community at large may feel desirous to obtain the opinion of the highest Court of appeal upon the question. But I do not think I should be justified in sending to the Privy Council a case where the property in dispute is only valued at 75 Rupees."

মৌখিক আজ্ঞা অপেক্ষা এই লিখিত রায়ের যুক্তি আরো বিস্ময় ও আক্ষেপের কারণ। এমন সকল গুরুতর বিষয়ের আর্থিক মূল্য ধর্ত্তব্য করা কোনো মতেই কর্ত্তব্য নয়। এমন সকল মোকদ্দমার নৈতিক মূল্যের ——— প্রতি রাখা নিতান্ত আবশ্যক; নেড়ে, আইনের মর্ম্মও তাই। নিম্ন ড়ে, আইনগত ভ্রম সংশোধন জন্যই ত্র[...]ল সিয়েল আপীলের নিয়ম হইয়াছে। বিশেষতঃ উপস্থিত বিষয়ে হিন্দু আইনের তাৎপর্য্য লইয়া বিবাদ; তাহা যদি মহামান্য হাইকোর্ট নাই বুঝিতে পারিয়া থাকেন—তাহা যদি প্রিবি কৌন্সিল বুঝিতে পারিয়া সমস্ত হিন্দু জাতির ঘোর আপত্তি ও মর্ম্মবেদনার উপশম করিতে পারেন, তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া কি নিরপেক্ষ বিচারক-মহাশয়গণের উচিত নয়? বিলাত আপীলের আদেশ না পাওয়াতে হিন্দু-সমাজ যেরূপ শঙ্কাকুল হইয়াছেন, ধর্ম্ম-চ্যুত পতিত সন্তানের উত্তরাধিকারিত্ব-মূলক আইন ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়েই কখনো তাঁহারা এত দূর ভয়ার্ত্ত হন নাই! মেং মার্কবি যদি এদেশীয় বিচারক হইতেন, তবে হিন্দুদিগের এই কঠিন মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারিতেন। সেরূপ বুঝিলে ব্যবস্থা-বিবৃতি রূপ কর্ত্তব্যের সঙ্গে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ দয়া অবশ্যই মিশ্রিত হইত! তদ্রূপ করুণাত্মক বিচার হইলে প্রতিবাদী পক্ষের অসঙ্গতি বা মোকদ্দমার আর্থিক মূল্যের আপত্তি কদাচ উঠিত না। তাহা হইলে বিলাত আপীলের অনুমতি-দান-যোগ্য কোনো অনুকূল যুক্তি অবশ্যই উদ্ভাবিত হইত! বর্ত্তমান রায় পড়িয়া অনেকের এরূপ সংস্কার জন্মি-

—হিন্দু-দুঃখে যে কেহ দুঃখী পঞ্জাব-রাজ-স খিবেন, তাঁহারই এরূপ রূপ জড়ীভূত য়া স্বাভাবিক, যে, কাহারো অধিক্ল না প্রার্থনা পূরণে এক জনের মনে আদৌ অনিচ্ছা থাকিলে সে যেমন প্রার্থী ব্যক্তিকে রূঢ় বাক্যে মনোগত ভাব না বলিয়া মিষ্টরূপে পাঁচটা বাহ্য যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া বলে, যে, "ভাই কি করিব, এই এই কারণেই তোমার প্রার্থনা পূরাইতে পারিলাম না!" এই আপীলের প্রতিবন্ধকতার হেতু প্রদর্শনও প্রায় সেই রূপেই হইয়াছে! কিন্তু কাহারো দোষ নাই, আপনাদেরই ভাগ্য-দোষ! নিম্নস্থ গানার্দ্ধ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ প্রযুজ্য;—

"তারে কি দোষিব বল, আপন করম-দোষে,
আমি মরি মনোদুখে সে সুখ-সাগরে ভাসে!"

সে যাহা হউক, এক্ষণে স্বদেশ-হিতৈষী উক্ত উকীল মহাশয়গণের পরামর্শক্রমে জাতীয় সভার অধ্যক্ষগণ মেং মার্কবি সাহেবের উক্ত অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে মহারাণীর প্রিভি কৌন্সিলে আপীলাবেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই আবেদন যদি গ্রাহ্য হয়, তবে ব্যভিচারিণী বিধবার সম্পত্তি ভোগাধিকার বিষয়ক মূল নিষ্পত্তির বিরুদ্ধেও রীতিমত আপীল হইতে পারিবে। উপস্থিত আপীল কাণ্ড নিতান্ত আশাতিরিক্ত, কেন না অত বড় সামাজিক বিষয়ের বিলাত আপীল পক্ষে বিচারকর্ত্তা যে অসম্মতি দান করিবেন, ইহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই! সুতরাং "বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা!" এই প্রবাদবাক্য ব্রিটিস আইনাত্মক বিচার কার্যে চিরকাল যে খাটিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ ব্রিটিস বিচারের এই যে রোগটী, সে কি সাধারণ চান্দাজনিত মোকদ্দমা বলিয়া আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে দয়া করিবে? যৎকালে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছিল, তখন বটে উহা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেটী আমাদের নিতান্ত ভ্রম! এক্ষণে এই "অষ্টাদশ-ক্ষত-রোগ" কত দিন পর্য্যন্ত কত বিধরূপে কি পরিমাণে পাক চক্রে ঘুরায়, তাহা বুঝিবার যো কি? আপাততঃ এই একটা সামান্য আপীলে তো কয়েক শত রজত-মুদ্রা উড়িতে চলিল—মূল আপীল তো পরে রহিলেন—

" আপনি রইলেন ডরপাণিতে
পোলাকে পাঠিয়েছেন চর!!!"

## চাষার খেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মেটে ঘর, ঢাকা উলু খড়ে,
একটু বাতাস হ'লে নড়ে,
চাঁই চাঁই খড় উড়ে, বরষায় চাল ফূঁড়ে,
টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ে!

কিন্তু সেই বত্রিশ বাঁধন,
কেমন যে বেঁধে রাখে মন,
বিদেশের রাজপাটে. গড়ালে ছাপর খাটে,
তবু করে পরাণ কেমন!



আহামরি! কি সুখের ঠাঁই,
মনে যেথা ভিন্ন ভাব নাই—
ভাই ব'লে জুটেপেটে, শাক্‌ভাত বেঁটেচেটে
মায়ের সমুখে ব'সে খাই!

কি আয়িত্তি মমতা যে মার,
এক মুখে ব'লে ওঠা ভার;
মুখ পানে যত চাই, হাতে যেন স্বর্গ পাই,
আনন্দের সীমে নেই আর!

ছেলে যেথা আধ আধ বোলে,
বাবা ব'লে ঝেঁপে আসে কোলে,
দুটী হাতে গলা ধ'রে, কত ভাব ভঙ্গী ক'য়ে
হাসিতে হাসিতে নাচে দোলে।

মাগীর দুখেও মুখে হাসি,
কথা শুনি মিঠে পান্তবাসি;
আছে তার মত কেবা, মন খুলে করে সেবা?
সাধে কি তেনারে ভালবাসি?

হ'ক মেনে যে যত গোঁয়ার,
নিদয় সিপাই কি সোয়ার,
বাড়ী ফিরে এলে তার, সেভাব থাকেনা আর
হাতে থেকে খসে হেতিয়ার!

এই সুখে ভিটে থাকি টেঁকে,
প্রাণ কাঁদে তিলেক না দেখে!
নৈলে মুই এত দিনে, ঘরদ্বোর বেচে কিনে
পালাতেম কবে দেশ থেকে!

আর খুড়ো কিছুই না চাই,
কিস্তি চুকে গেলে রক্ষে পাই,
কিন্তু পোড়া কিস্তিকবে, কিসেযেনিকেসহবে
দিন রাত্ ভাবি সুধু তাই,

উপায় দেখিনে আর এঁচে,
কি করি গরুটী ফেলি বেচে;
কে রোজতাগাদা সবে? যা আছেঅদেষ্টে হবে
এখন তো দায় যাই বেঁচে।

বাবাজী অমনি ঘাড় নেড়ে,
মুখের কথাটী নিয়ে কেড়ে,
বলিলেন"গরুপালা, আ'জকা'লবড় জ্বালা
সেই ভাল গরু দাও ছেড়ে!

ভগবান দেন যদি ধন,
গরু ফের হ'তে কতক্ষণ?
এখন বাঁচুক মাথা, 'ললাটে লিখিনং ধাতা'
হবার যা হবেই ঘটন!

অদেষ্ট জানিবে সব মূল,
মনে রেখো এই কথা স্থূল,
মিছে হান ফান করা, অনর্থক ভেবে মরা,
সে কেবল বুঝিবার ভুল।

বলিলাম 'হ'তে যাই বুড়ো,
কিছু কিছু সব বুঝি খুড়ো,
কিন্তু কি বলিব হায়, বুদ্ধি শুদ্ধি উড়ে যায়
যখন তৈনিতি দেয় হুড়ো!

আর সে কথায় কাজ নাই,
বেলা গেল মুই বাড়ী যাই,
যেঠেলাপড়েছেআঁতে কুটোকাটিনাইদাঁতে
ঘরে গিয়ে মাগীরে বুঝাই।

ভুঁয়ে প'ড়ে বাবাজীর পায়,
গড় ক'রে মাগিনু বিদায়,
বাবাজী "মঙ্গল হ'ক্, ছেলেপুলে সুখের'ক"
ব'লে ফুপা দিলেন মাথায়।

হাতে মাথা ঝাড়িতে ঝাড়িতে,
এক দমে এলাম বাড়ীতে,
এসে দেখিরান্নাঘরে, মাগীহাঁড়ীকোলেক'রে
ব'সে আছে পা মেলে মাটিতে।

"এলে" ব'লে উঠে তাড়াতাড়ি,
আনিল তেলের ভাঁড় পাড়ি,
বলিল সমুখেরেখে, খপ্ ক'রে তেল মেখে
নেয়ে এসো মুই ভাত বাড়ি।

পঞ্চ রান্না বান্না হয়েছে এখন,
খেয়ে গেছে ছেলেরা কখন্,
গেছো সেইকোন ভোরে, ব'লে যেতে হয় মোরে,
চেয়ে আছি ভ্যাকার মতন!

বলিনু "গলায় ঝোলে ফাঁসি,
সাধ ক'রে রই উপবাসী?
মাথামুণ্ড গেছে ঘুরে, বলি সব ভেঙে চুরে
আগে দুটো ডুব দিয়ে আসি!

ক্রমশঃ।

## প্রাপ্তগ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি

### ১। কতিপয় সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ।

গত সংখ্যক মধ্যস্থে আমরা কৃষ্ণধন বাবুকে প্রণাম করিয়াছিলাম। প্রণামের কারণ পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। বর্ত্তমান সংখ্যাতেও সেই কৃষ্ণধন বাবুকে পুনর্ব্বার আমরা প্রণাম করিতেছি, যে হেতু তাঁহার উত্তেজনাতেই আমরা সঙ্গীতের প্রবন্ধ লিখি এবং তাহা লিখিয়াছিলাম বলিয়াই (বোধহয়) কয়েক খণ্ড সঙ্গীত গ্রন্থ আমাদের লাভ হইয়াছে! সে কয়খানির নাম পরে লিখিত হইতেছে। সে গ্রন্থগুলি আ'জ্ কা'ল্ নয়, বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং বহু পূর্ব্বে না আসিয়া এখন যে তত্তাবৎ আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইল, ইহাতেই অনুমান হইতেছে, যে, প্রেরয়িতা মহাশয়েরা আমাদিগের সঙ্গীতানুরাগের প্রমাণ পাইয়াই দয়াপূর্ব্বক ঐ সব অমূল্য উপহার অর্পণ করিয়াছেন।

তাঁহারা যে কারণেই প্রদান করুন, পুস্তক কয় খানি পাইয়া ও পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি ও আনন্দ উপভোগ করিলাম। প্রীতির কারণ তত্তাবতের আভ্যন্তরিক গুণ। আনন্দের কারণটী বহু বিস্তৃত হইলেও সংক্ষেপতঃ কিছু বলিব;—ভারতবর্ষে পুরাকালে অর্থাৎ হিন্দু মহিপতিগণের রাজত্ব কালে সঙ্গীত বিদ্যার অত্যুচ্চ উন্নতি যে হইয়াছিল, তাহা সঙ্গীতজ্ঞ ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন। যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা যদি অদ্যকার আলোচ্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া দেখেন, তবে বিস্তর জানিতে পারিবেন। তৎপরে হিন্দুদিগের রাজলক্ষ্মী যবনানুবর্ত্তিনী হইলে বহু কাল দেশমধ্যে সঙ্গীতের অবনতি বই উন্নতি আর হইতে পারে নাই। শুভক্ষণে আকবর সাহ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এক তাঁহার গুণেই যবন-কুলের অবিনশ্বর কালী অনেকটা ধৌত হইয়া আছে—তাঁহার গুণেই দুঃসহ যবন-শাসন কতকটা সহনীয় হইয়াছিল—তাঁহার গুণেই হিন্দু-পণ্ডিতের লেখনীকে এমন কথা লিখাইয়াছিল "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!" সেই মহাত্মা প্রজার সুখান্বেষণেই কাল কাটাইতেন, কেবল সেই মহাত্মাই স্বজাতীয় অমন ঘোর ধর্ম্মান্ধতার মধ্যেও সাধারণ প্রজাকে ধর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্য রূপ স্বর্গীয় সুখ দান করিয়াছিলেন, কেবল সেই মহাত্মাই দুর্ভাগ্য হিন্দু প্রজার মর্ম্মান্তিক



ব্যথার ব্যথী হইয়া সমূহ স্বজাতীয়ের দ্বেষ ও কোপানল সহ্য করিয়াও অনেক স্থলে গোবধ কাণ্ড রহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেবল সেই মহাত্মাই হিন্দু সঙ্গীতের অসীম অতুল শক্তি ও সৌন্দর্য্য চিনিতে পারিয়া কোরাণের বাক্যকেও উপেক্ষা করিয়া রাজ-সভা, রাজপুরী, রাজধানী, সুতরাং সমস্ত সাম্রাজ্য মণ্ডলকে সঙ্গীত-সুধা-লহরীতে প্লাবিত রাখিতে সাহসী হইয়াছিলেন! তাঁহার অনতি পূর্ব্বে আমাদের ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী কোথায় ছিলেন? হয় তপোবন, নয় গিরিগুহা, নয় তীর্থমন্দির, নয় উদাসীন সন্ন্যাসীদের তরুতল, নয় (বড় জোর) ভগ্ন-মুকুট ও ক্ষুণ্ণ-স্বাধীনতার চর্ম্মাবশেষ দেহ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, এমন কোনো কোনো হিন্দু রাজার নিকট সঙ্গীত মহাশয় রাগরাগিণী মূর্চ্ছনা তালাদি পরিজন লইয়া লুকাইয়া—ভয়ে ভয়ে—কবে মরি কবে মরি এই ভাবে, কাল কাটাইতেছিলেন! মহাত্মা আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট না হইলে এত দিনে হিন্দু সঙ্গীতের কি দশা যে হইত, তাহা কল্পনায় আনিতে ইচ্ছা হয় না! সেই মহানুভব যে এদেশীয় সঙ্গীতের পুনর্জন্মদাতা ও পালয়িতা, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি পরম সঙ্গীতজ্ঞ হিন্দু নায়ক গণকে যত্নপূর্ব্বক আনীত, পূজিত ও পুরস্কৃত করিলেন। তিনি স্বজাতীয় জনগণকে তাঁহাদের শিষ্য করিয়া দিলেন। তিনি নিজে সেই অমৃত রসের রসজ্ঞ হইয়া স্বতঃ পরতঃ উহার প্রতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন! এমতে অতি অল্পকাল মধ্যেই এই মোহিনী বিদ্যার আত্যন্তিক শ্রীবৃদ্ধি ও স্বজাতীয়গণকে তাহাতে পণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। কালে তাঁহার স্বজাতীয় মুসলমানেরাই ভারতবর্ষে প্রধান ওস্তাদ্ হইয়া পড়িল!

এস্থলে একটী মহা নীতি লাভ করা যাইতেছে;—স্বাধীনতায় উৎফুল্ল জাতি শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্যাদি শাস্ত্রে কেমন সত্বরতা—কেমন উৎসাহ—কেমন সুগমতা সহকারে পারদর্শিতার শেখরে আরোহণ করিতে পারে এবং পরাধীনতায় নির্জ্জিত জাতি কেমন ভগ্নচেতা, ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নচেষ্ট হইয়া অবনতির গহ্বরে অবতরণ করিতে বাধিত হয়, তাহা উপরের শেষ পঁক্তি চমৎকার রূপে দেখাইয়া দিতেছে! সঙ্গীতামোদ কোরাণে নিষিদ্ধ, কেবল আক্‌বরের উত্তেজনাতেই মুসলমানেরা শিখিতে লাগিল—ধর্ম্মশাস্ত্রের অমতে কোনো কাজ কি সম্পূর্ণ একাগ্রতায় হয়?—তথাপি তাহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হইল! তাহাদের শিক্ষক হইল কে? অবশ্যই হিন্দু-সঙ্গীতজ্ঞ মহাশয়েরাই তাহাদের উপদেষ্টা গুরু। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, অল্পকালে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যদল বেশী যোগ্য হইল! দ্রোণ গুরুকে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন;—

"তোমারি শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমারে!"

মুসলমান ওস্তাদেরাও প্রকারান্তরে হিন্দু গুরুকুলকে কহিল;

"তোদের শেখানে বিদ্যা শেখাব তোদের!"

যে হিন্দু-সন্তান মুসলমান-সন্তানকে সঙ্গীত শিখাইয়াছিলেন, সেই হিন্দু সন্তান কালে আবার মুসলমান ওস্তাদের বদ্‌না মাজিয়া, আল্‌বোলায় তামাকু সাজিয়া, পর্য্যঙ্কের এক পার্শ্বে উপবেশনান্তে পা টিপিয়া, রন্ধনশালার প্যাঁজ রসুন ছাড়াইয়া গান শিক্ষা করিতে লাগিলেন! এতদপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি? এ আশ্চর্য্যের কারণই বা কি? ইহার কারণ কি সুদ্ধ স্বাধীনতা আর পরাধীনতার গুণ দোষ নহে? স্বাধীনতা রূপ অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উত্তেজক ও পরিচালক মুসলমানদের সহায় হইল, পরাধীনতা রূপ পথরোধক ও তেজহারক আসিয়া হিন্দুগণকে জড়ভরত করিয়া তুলিল! অতএব স্বাধীনতার সুখ আর অধীনতার দুঃখের দৃষ্টান্ত এস্থলে যেমন লক্ষিত হইতেছে—এই উপলক্ষে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য-নীতি যেমন শেখা যাইতেছে, এমন আর কোথায় পাওয়া যায়?

সে যাহাহউক আক্‌বরের সময়াবধি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী ও বনবিষ্ণুপুরাদি বহু বহু স্থলে সঙ্গীতের যে ঔৎকর্ষ হইতেছিল, মুসলমান দিগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও অস্তমিত হইতে লাগিল! যদিও মুসলমান জাতীয় নবাব, সুবদার, আমির, ওমরাও প্রভৃতি এবং তাহাদের অনুসারক বহু বহু হিন্দুরাজা ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতি ঐ আধুনিক আক্‌বরীয় সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু গুণী লোককে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিপালিত, পুরস্কৃত বা সম্মানিত করিতে পারিতেন না। কেননা, প্রকৃতপ্রস্তাবে বিস্তৃত রাজক্ষমতা না থাকিলে সে সব কাজ যথা প্রণালীতে কেহই চালাইতে পারে না। রাজক্ষমতা তখন নিতান্ত বিরুদ্ধ রুচিবান ইংরাজ জাতির হস্তগত হইয়াছিল। তাঁহারা এদেশীয় সঙ্গীতের মর্ম্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ নন, সুতরাং রাজোৎসাহের অভাবে উহা ক্রমশঃই হীন-প্রভ ও ক্ষুণ্ণদশাপন্ন হইয়া আসিতেছে!

এই হীন দশার আর দুইটী কারণ আছে—সে দুটী কারণও সামান্য নয়, উহার অপেক্ষা বরং গুরুতর। তাহার একটী ব্যবসায়িক বা সাম্প্রদায়িক, দ্বিতীয়টী সামাজিক। ব্যবসায়িক কারণ অথবা সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা আর কিছুই নয়, কেবল শিক্ষকের দুষ্প্রাপ্যতা। যাহারা সঙ্গীতাধ্যাপক তাহাদিগের নাম ওস্তাদ। এই ওস্তাদ এক ভয়ানক জাতি—প্রায়ই নীচাশয়, উদ্ধত, অহঙ্কৃত, ধূর্ত্ত ও কপট—টাকাই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব; অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না; বিস্তর উপাসনাতেও মন খুলিয়া শিখায় না! যাহার নিতান্ত সখ্—যাহার ঘৃণা লজ্জা আত্মমানানুরাগ প্রভৃতির অপেক্ষা সখ্ তেজস্বী—যাহার অন্য সব কর্ম্মের, অন্য সব বিদ্যার, অন্য সব মনুষ্যত্বের নিকট জন্মের মত বিদায় লইবার প্রবৃত্তি ও সাহস হয়—যাহার সঙ্গীতই এক মাত্র উপাস্য দেবতা, সে ব্যতীত অপরের ভাগ্যে যে সঙ্গীতের যথার্থ নৈপুণ্য ঘটিবে, দেশের ওস্তাদদের গুণে তাহা হইবার উপায় নাই! আ'জ কা'ল বঙ্গ দেশই সভ্যতার স্থল—বাঙ্গালীরাই সকল প্রকার মানসিক ও মনোরঞ্জক গুণে ভূষিত হইবার যোগ্য, কিন্তু বঙ্গদেশ ওস্তাদের আড্ডা নহে—ওস্তাদের আস্তানা বাঙ্গালা হইতে বহু শত ক্রোশান্তরে স্থিত। সুতরাং এত দূরদেশে এত দূর কষ্ট, লাঘব, ত্যাগ-স্বীকার করিয়া কয় জন তাহা শিখিতে পারে? উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল লোক তত্রত্য ঐ সব গুণাধার গুণীদের নিকট শবসাধনের কঠোর তপস্যায় সঙ্গীত শিক্ষা করে, তাহাদের অধিকাংশ সঙ্গীত-ব্যবসায়ী বা সঙ্গীতোপজীবী হইবার জন্যই শিখে—ভদ্র গুণ বলিয়া ভদ্র সমাজে অবৈতনিক ভদ্র আমোদ উদ্দেশে কোন্ ভদ্র লোক ভদ্রতাহারক এত উপাসনা এবং এত ক্লেশ অঙ্গীকার করিবে? ইহাই প্রাগুক্ত অন্তরায় দুইটীর একটী!

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা চরিত্রের দোষাশঙ্কা। সঙ্গীতব্যবসায়ী বা সঙ্গীতবিৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সাড়ে পনের আনা লোক দুশ্চরিত্র এবং সামাজিক নানা পাপে লিপ্ত। সর্ব্বাপেক্ষা মাদকতা ও লাম্পট্য নামা দোষ দুটী দুর্ভাগা ভারতের সংগীতের সঙ্গী স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে! ইহা দেখিয়া শুনিয়া কোন্ ভদ্র লোক আত্মীয় যুবকগণকে—কোন্ পুত্রবৎসল পুত্র-হিতেচ্ছু পিতা আপন সন্তানকে 'ডাইনের কোলে পো সমর্পণ' করিতে পারেন? বিশেষতঃ উচ্চ অঙ্গের কালোয়াত হইতে গেলে ওস্তাদের ক্রীত দাস না হইলে যখন কামনা সিদ্ধ হওয়া ভার, তখন কোন্ নির্ব্বোধ অন্য সকল বিদ্যা, ব্যবসায়, মনুষ্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক নানা পাপাশ্রিত সঙ্গীত অভ্যাসে আপন পুত্রাদিকে সাজাইয়া গোজাইয়া পাঠাইতে পারে? সঙ্গীত অতি রমণীয়—অতি মনোহর—অতি প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু একাকী কদাচ তাহা হইতে পারেনা—সাহিত্যের সঙ্গে, বিজ্ঞানের সঙ্গে, অন্যোপায়ে উপার্জ্জনের সঙ্গে, লোক লৌকিকতা দান ধ্যান মনুষ্যত্বের সঙ্গে এবং ধর্ম্ম-পালনের সঙ্গে তাহা পরম সুখজনক বটে; নচেৎ সকলকে তাড়াইয়া একাকী একাধিপত্য করিলে মনোরম না হইয়া বরং বিষ সম পরিত্যজ্য, সন্দেহ মাত্র নাই! সে অবস্থায় তাহাকে লোকে যে আয়ত্ত ও আদর করিতে যত্ন করিবে না, তাহা অস্বাভাবিক নয়! এই কারণেই দেশে এখন সঙ্গীতের এত দুর্দ্দশা ও দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিয়া আসিতেছে—এই কারণেই অমন স্বর্গীয় নিধির প্রতি এদেশীয় আবালবৃদ্ধ সকলেই মনে মনে অতিশয় শ্রদ্ধাশীল থাকিয়াও তাহার উচ্চ অঙ্গে বঞ্চিত হইতেছে—এই কারণে তাহার নানা নিকৃষ্ট অঙ্গ উদ্ভাবন পূর্ব্বক রুচিকে ও সুখকে খাট করিয়া লইতেছে, তবু উচ্চ লোভে মজিয়া পাপাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্নেহ ভাজনগণকে সমর্পণ করিতে পারে না!

সঙ্গীত বিষয়ে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা তো এই। এমন শোচনীয় অবস্থায় যদি কোনো স্বদেশহিতৈষী সদাশয় ব্যক্তি প্রতীকারের চেষ্টা পান—এমন চেষ্টা নয়, অর্থে সামর্থ্যে ও জীবনের সারাংশ উৎসর্গ দ্বারা চেষ্টা পান—"সাধিলেই সিদ্ধ" এই বচনের অবশ্যম্ভাবী সার্থকতা স্বরূপ সেই চেষ্টা যদি ফলনোন্মুখ দেখা যায়, তবে পাঠকগণ! তাঁহাকে কি আপনারা কোলে করিয়া নাচেন না? যদি সেই মহাশয় পূর্ব্বকালের সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন, মুসলমানদিগের যে কোনো নবপ্রকাশিত তত্ত্ব তাহারও সার সংগ্রহ এবং ইউরোপীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান হইতে যাহা কিছু এদেশের পক্ষে লাগ্নিক হইতে পারে তাহারও আহরণ পূর্ব্বক বঙ্গীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় সাধারণের নিমিত্ত সঙ্গীত শিক্ষার সুচারু পথ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তবে কি আপনারা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ ও সাধুবাদ প্রদান করেন না? আবার যদি সেই মহাশয় স্বকীয় রাশি রাশি অর্থ ব্যয়ে সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন এবং স্বীয় মাতৃভাষায় রাশি রাশি সঙ্গীত শিক্ষোপযোগী সুগম গ্রন্থ সকল প্রচার করেন—যদ্দ্বারা শিক্ষিত ভদ্রলোকমাত্রেই সঙ্গীতরত্নাচলের সোপান পরম্পরা বাহিয়া ক্রমে উচ্চ শেখরদেশে উঠিবার সহজ বর্ত্ম পাইতে পারেন—তবে কি আপনারা তাঁহাকে স্বদেশের—স্বীয় সমাজের পরম মঙ্গলার্থী ও মঙ্গলানুষ্ঠাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক চিরকৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ হয়েন না? আর যদি কোনো ব্যক্তি অযোগ্য দ্বেষ ঈর্ষার বশে তাঁহাকে ঐ ঐ সাধু চেষ্টার জন্য উপহাসাস্পদ করিতে উদ্যত হয়, তবে কি আপনারা তাহাকে নিন্দুকশ্রেষ্ঠ ও অকৃতজ্ঞশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘৃণা করেন না?

যদি বলেন এমন দুই বিপরীত পক্ষ কে? যদি বলেন এমন দুরবস্থার কালে এমন প্রশংসনীয় প্রতিবিধানকারী সদনুষ্ঠাতা রূপে সমাজে উদিত হইল কে? যদি বলেন, এমন প্রেমের পাত্রকে উপহাস করিতেই বা সাহসী হয় কে? তদুত্তরে বলিতেছি, যে, ঐরূপ দুই পক্ষই আমাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের সমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন! প্রথম পক্ষ অন্য আর কেহ নন, প্রসিদ্ধনামা শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের গুণাকর ও সুশীল কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়। তিনিই উল্লিখিত বিবিধ উপায়ে এদেশে সঙ্গীতের পুনরুত্থান ও বহু-প্রচলনের অশেষ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। অপর পক্ষ কে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহার নাম ধাম আমরা বিশেষ জানি না, কিন্তু কোনো কোনো সংবাদপত্রে দুই এক বার দ্বেষপূরিত তাঁহার বেনামীপত্র দেখা গিয়াছে! তিনি যিনিই হউন, তাঁহার প্রতি সকাতর প্রার্থনা "ভাল ক'র্ত্তে পার্ব্বো না, মন্দ ক'র্ব্বো, কি দিবি তা বল্?" এরূপ যৎকুৎসিত ব্যবহারে সমাজের অনিষ্ট যেন আর না করেন!

উপরে এত কথা কেন বলিলাম, এক্ষণে তাহার নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।



অবলী যে কয়খানি সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সকলই ঐ রাজ-ভ্রাতা মহাশয়ের যত্নতরুর ফল! যদিও সেই সকল গ্রন্থের অর্থাৎ তাহার প্রত্যেক খানির গ্রন্থ-কর্ত্তৃ-পদে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত না থাকুন, কিন্তু সেই সেই পুস্তক পাঠে দেখা গেল এবং উপযুক্ত স্থলে শুনা গেল, যে, সে সমুদায়ই তাঁহার শাস্ত্রদর্শন, তাঁহার সঙ্গীত-জ্ঞান, তাঁহারই উপদেশ বা তাঁহারই লেখনী সম্ভূত এবং তত্তাবৎ যে তাঁহারই ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত, তাহাও নিঃসন্দেহ! এ প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিল, এ জন্য ঐ সব পুস্তকের বিশেষ সমালোচনায় নিরস্ত হইয়া কেবল তাহার প্রত্যেকের নাম ও বিষয় বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধিত হইব। তৎপাঠেই পাঠকমণ্ডলী বুঝিতে পারিবেন, যে, তাঁহার দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষার কি সুন্দর সোপান নির্ম্মিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরো কত দূর হওন সম্ভব। এইরূপে এক এক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি এক এক সমর্থ ধনী ব্যক্তি মনোযোগী হয়েন, তবে আমাদের দীনা মাতৃভাষা অচিরে অমূল্য রত্নময়ী যে হইতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব সর্ব্বশুভদাতার নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি আমাদিগের উক্ত সুতরুণ সঙ্গীত-পণ্ডিত সঙ্গীতোৎসাহী মহাত্মাকে দীর্ঘজীবন এবং অপরাপর ধনকুবের মহাশয়গণকে তদ্রূপ কোনো না কোনো বিষয়ের সৎপ্রবৃত্তি দান পূর্ব্বক এই হীন দশাপন্ন বিপন্ন দেশের উন্নতি সাধন করুন! এক্ষণে পুস্তকাবলীর সংক্ষিপ্ততালিকা;—

১। "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা। সেতার শিক্ষাবিধায়ক গ্রন্থঃ। রাজশ্রীশৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরেণ প্রণীতঃ। বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়ান্যতর শিক্ষকেণ শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়েন প্রকাশিতশ্চ।" এ গ্রন্থ দীর্ঘাবয়বের প্রায় সওয়া তিন শত পত্রবিশিষ্ট। ইহাতে সেতার শিক্ষার চমৎকার সঙ্কেত ও উপদেশমালা গ্রথিত হইয়াছে।

২। "জয়দেবের জীবনচরিত সম্বলিত গীতগোবিন্দ গীতাবলীর স্বরলিপি। শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক সংযোজিত ও মুদ্রিত।"

৩। "ইংরাজী স্বরলিপি-পদ্ধতি। শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।"

৪। "জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব। হিন্দুমেলা সম্বন্ধীয় দ্বিমাসিক সভাতে পাঠ নিমিত্ত বঙ্গৈকতানিক সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত। সন১২৭৭সাল।" এখানিও দীর্ঘাবয়বের অর্থাৎ ডিমাই 8 পেজি ফরমার ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত।

৫। "শুদ্ধ ছয় রাগ বিষয়ক প্রস্তাব। হিন্দুমেলা সম্বন্ধীয় ষাণ্মাসিক সভাতে পাঠ নিমিত্ত। ১২৭৭সাল।" রচয়িতা ঐ।

৬। "ঐকতান।" এ খানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। বোধ হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে আমাদিগের নব প্রকাশিত ঐকতান পদ্ধতি বুঝাইবার উদ্দে-

শেই এখানি প্রচারিত হইয়া থাকিবে। যাহাহউক গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

৭। "সঙ্গীতসার।" বোধ হয় উপরে লিখিত সমুদয় পুস্তকের প্রচার পূর্ব্বে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় এখানি প্রচার করেন। ইহার গুণ অসীম, ইহার ভূমিকাতে ও অন্যান্য বহু স্থানে ইউরোপীয় ও দেশীয় সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীতের বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে। গোস্বামী মহাশয় ইংরাজী জানেন কি না, আমরা জানি না, কিন্তু তিনি জানুন বা নাই জানুন, তাঁহার প্রিয়তম প্রধান শিষ্যের গুণজ্ঞান যে প্রতি পত্রে নৃত্য করিতেছে, অর্থাৎ এখানি যে গুরু শিষ্য উভয়ের পরিশ্রম ও যত্নের ফল, তাহা বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় না!

৮। ' Music's appeal to India" অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের নিকট সঙ্গীতের আর্দ্দাশ। এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে ডিমাই ৮ পেজি ফরমের প্রায় চারি ফরম পরিমাণে মুদ্রিত। বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অন্যতর ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ঘোষ ইহার রচয়িতা। ইনি ইংরাজীতে সুপণ্ডিত, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী। ইঁহার স্বভাব ও চরিত্র আমরা যতদূর জানি, বিশেষ প্রতিষ্ঠার যোগ্য। এমন সকল লোক বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাতে বিদ্যালয়ের বিশেষ গৌরব ও ভাবী উন্নতির চিহ্ন, সন্দেহ নাই। সে যাহাহউক, পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা [illegible]শ্যক। এ পুস্তক রূপকচ্ছলে রচিত। সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুশিক্ষিত ভারতবাসীগণকে আত্মদশা উপাখ্যান প্রণালীতে জানাইতেছেন। প্রাচীন কালের আর্য্যজাতি তাঁহাকে যেরূপে পূজা করিত, যবনাগমনে তাঁহার যে দশা ঘটিয়াছিল, যবনরাজত্বের মধ্যাবস্থায় তাঁহার যেরূপ আদর বাড়িয়াছিল, শেষ কালে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, ইত্যাদি বিবরণ অতি উত্তম ইংরাজীতে, সুন্দর প্রণালীতে, চিন্তাশীলতা ও সদ্ভাব সহিতে, নানা রস বিশেষতঃ করুণা রসের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দেবীর বচনতরী যেন সুধা-পূর্ণ বাষ্পতরীর ন্যায় আমাদিগের প্রীতির কারণ হইয়াছে! গ্রন্থখানি দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু গুণে বৃহৎ!

গ্রন্থখানি খুলিবামাত্র একটী মনোহর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চমৎকার প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইয়া ইহার প্রথম পত্রেই মুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার বামস্কন্ধে বীণা, তিনি শোক, গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাকুলিতা ভাবে হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক ভারতাধিবাসীগণকে যেন আহ্বান করিতেছেন। ছবিখানি অত্যন্ত মনোজ্ঞ পদার্থ। ইচ্ছা হয় মধ্যস্থের পাঠকমণ্ডলীকে তাহা প্রদর্শন করি! যদ্যপি তৎফলকাধিকারী মহাশয় অনুগ্রহে একবার ব্যবহার করিতে দেন, তবে হয়তো আগামীতে সে সাধ পূর্ণ করিব!



# ঢুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

### মহারাজা ও রাজমন্ত্রী প্রভৃতি।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপসংহারে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই অধ্যায়টী মহারাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী সভাসদ্গণ প্রভৃতির বিশেষ পরিচয়ে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। উপাখ্যানের মধ্যে মধ্যে রস ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগের বিষয় বার বার বলিতে না হয়, এই উদ্দেশেই পূর্ব্বাহ্নে এস্থলে ইতিহাস-ঘটিত প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত পাঠকগণের আলাপ পরিচয় করিয়া দেওয়া বিহিত বোধ হইতেছে।

যখন ঢুলীন সাহেব লাহোরে গিয়াছিলেন, তখন মহারাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর। তাঁহার দৈহিক সৌষ্ঠবের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাঁহার আকৃতি খর্ব্ব ও কুৎসিত—তিনি এক চক্ষুহীন, তদুপরি আবার অবিশ্রান্ত রণ-শ্রম, দৈহিক নিয়ম পালনে অযত্ন এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্তির ফল স্বরূপ অকালেই তাঁহাকে জরা রাক্ষসী যেন গ্রাস করিতে উদ্যতা হইয়াছে, এমনি বোধ হইত! তাঁহার শরীরের বিষয় এই; মানসিক [illegible]র্ষণ ও গুণজ্ঞানাদির বিষয়েও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। লেখা পড়া বিদ্যা সম্বন্ধে অধিক কি বলিব, তিনি সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞানহীন ছিলেন! কিন্তু আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য এই, প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বিতা, প্রখরতা ও সূক্ষ্মতা রূপ অমূল্য রত্নদানে এককালে অত্যন্ত মুক্তহস্তা হইয়াছিলেন! ভূ-বিখ্যাত মহাকবি পোপ লিখিয়াছেন, " সিন্ধু যেমন এক কূল ভাঙ্গে আর কূল গড়ে অর্থাৎ এককালে কখনই উভয় কূলে অনুকূল বা প্রতিকূল হয় না, স্বভাব তেমনি যে মনুষ্যের মনকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা ভূষিত করেন, সে মনে স্মরণ শক্তি তদ্রূপ দেন না এবং যাহাকে তেজস্বী স্মরণ-শক্তি দেন, তাহাকে তেজস্কর বুদ্ধি দান করেন না। অর্থাৎ এক মনে বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি উভয়ই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না।" কিন্তু কবিবর পোপ মহাশয় যদি মহারাজা রণজিৎ সিংহকে জানিতেন, তবে ঐরূপ নীতি-তত্ত্ব কদাচ লিপিবদ্ধ করিতেন না! কবিবরের ঐ বাক্য সামান্যতঃ সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে নিয়মের অনেক ব্যতিরেক আছে। মহারাজা রণজিৎ সেই সমস্ত ব্যতিরেকের প্রথম শ্রেণীরও প্রথম! কারণ কোনো বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার সূক্ষ্মাংশে প্রবেশ এবং সকল বিষয়—অতি-সামান্য, অতি ক্ষুদ্র কথাও চির দিন স্মরণের অধীন করিয়া রাখা, এই দুইটী মানসিক আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে মহারাজ অদ্বিতীয় পারগ ছিলেন! তিনি এই

দুই শক্তির সহায় বলেই তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যসংক্রান্ত তাবদ্বিষয় বিদ্বান রাজগণাপেক্ষাও সমধিক যোগ্যতা ও নিপুণতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেন। রাজস্ব বিভাগের আয়, ব্যয়, করনির্দ্ধারণ, করসংগ্রহের উপায় ও অন্যান্য হিসাবাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্তই তাঁহার নিজ দৃষ্টির অন্তর্গত ছিল। কিসে মিতব্যয়িতা ব্যবস্থাপিত হইয়া অসংখ্য যুদ্ধাদির ব্যয় সংকুলান হইতে পারে, কিসে কোনো অধীন রাজপুরুষ ও ভূম্যধিকারীগণ ঠকাইতে না পারে এবং কিসে সচ্ছলতার সহিত প্রজাপালন হইতে পারে, তত্তাবৎ দুরূহ ব্যাপার তাঁহার অমার্জ্জিত মেধা কি চমৎকাররূপেই সম্পাদন করিত! তিনি যে কালে এবং যে দেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় ও সেই দেশস্থ জনগণের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে তাঁহাকে এক জন মহা-নরপতি ও সুশাসক প্রজাপতি বলিয়া অবশ্যই বিশেষ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তিনি কর্ম্মঠ, তৎপর, মহোদ্যমশালী এবং আয়াসকর কর্ম্মে স্বভাবতঃ অনুরাগী ছিলেন; তখনকার সময় ও অবস্থা বিবেচনায় তাঁহাকে অনেকাংশে ন্যায়বান ও দয়ালু ভূপাল বলা যাইতে পারে; তাঁহার নিকটে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহাদিগের প্রতি তিনি নিয়ত সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, এজন্য তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ অবিচ্ছেদে প্রায় সকলেই তাঁহাকে মনের সহিত ভক্তি ও প্রেম করিত; তিনি আশ্রিত ও শরণাগত রক্ষক রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন; যে কেহ যে বিষয়ের জন্য তাঁহার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী বা অনুগ্রহার্থী হইত, তিনি প্রায় তাহাকে বিমুখ করিতে পারিতেন না; কিন্তু সেই প্রার্থনা পূরণের প্রতিজ্ঞা সকল সময়ে সংরক্ষিত হইত কিনা সন্দেহ!

প্রিয় বন্ধু দুলীন লিখিয়াছেন "রণজিৎকে লোকে লোভী রাজা বলিত আমি এ অপবাদকে নিতান্ত অমূলক বলিতে পারিনা; কিন্তু সুশিক্ষার অভাব এবং তাৎকালিক অন্যান্য রাজার দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে তিনি যে লোভ রিপুকে অসীমরূপে চরিতার্থ করেন নাই, ইহাই বরং বিশেষ প্রশংসার বিষয়! অপিচ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়াও অনেকে দোষারোপ করে, কিয়দংশে অর্থাৎ কোনো কোনো রাজবংশের সম্বন্ধে ইহা অপ্রামাণিক না হইতে পারে, কিন্তু চতুর্ভূখণ্ডে প্রাচীন ও আধুনিক কালে সভ্যাসভ্য সমাজ মধ্যে এমন মহীপাল একটীও দেখাও, যিনি সুযোগ পাইলে অন্যান্য দেশস্থ হীনবল রাজার সর্ব্বনাশ না করিয়াছেন—অন্য ভূপতির সহিত পূর্ব্ব-নির্ব্বন্ধ বা পূর্ব্ব-সন্ধি ভঙ্গ না করিয়াছেন? এ বিষয়ে সুসভ্য ব্রিটন জাতি অন্য অনেক জাতির প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের সহিত রণজিৎসিংহ সন্ধিপালন ধর্ম্ম যে সুন্দররূপে পালন করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ তাঁহার যে সব দোষ ছিল তত্তাবৎ আসিয়াখণ্ডস্থ তাৎকালিক সমুদয় রাজা ও রাজকুলে প্রচুর রূপে পাওয়া যাইত; কিন্তু তাঁহার যে সব গুণ ছিল, তত্তাবৎ অত্রত্য আর কোনো রাজ্যপতিতে পাওয়া যাইত না! অতএব তিনি যে একজন অতি অসামান্য রাজা ও অসাধারণ ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই!"



রণজিৎ সাহসী, স্বয়ং বীর এবং সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন। অনেক যুদ্ধে স্বহস্তে অস্ত্র চালনাপূর্ব্বক অনেক শত্রুর শোণিত পাত করিয়াছেন। কিন্তু রণক্ষেত্রে ব্যতীত আর কোনো স্থলে আর কোনো কার্য্যে—বিচার-দণ্ডাদি প্রদান কালেও—কখনো যে কোনো মনুষ্যের বধ-কার্য্য সাধন বা তদনুমতি দান করিয়াছেন, এমন কথা তাঁহার বিপক্ষবাদীরাও কস্মিন্‌কালে বলিতে পারে নাই! সুতরাং তিনি যে নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন না—জিঘাংসা ও হিংসা রিপু যে তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না—ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ! তখনকার রাজার পক্ষে ইহা সামান্য সদ্‌গুণ নহে। আবার দিল্লীর সম্রাট ও কাবুলের রাজার ন্যায় তিনি বিজিত নৃপালগণকে এককালে পথের ভিকারী করিয়া দিতেন না—এখনকার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় তাঁহাদিগের বৃত্তি বিধান করিতেন।

মহারাজ প্রতি বর্ষে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া স্বীয় সাম্রাজ্যের প্রায় সকল অংশ স্বচক্ষে দর্শন করিতেন। তদুপলক্ষে যাহা কিছু দেখিতেন বা শুনিতেন, তাঁহার স্মরণ রূপে পুস্তকে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া লিখিত থাকিত—কার্য্য কালে—কাহাকে কোনো জায়গীরাদি দান কালে—সেই দর্শন বড় কাজে লাগিত। অধীন ভূম্যধিকারী ও জায়গীরদারগণ যদি এরূপে আপনাপন অধিকার শাসন ও ভোগ করিতে পারিত, যে, প্রজার দুঃখ-বার্ত্তা মহারাজাকে শুনিতে না হয়, তবেই তিনি তাহাদের প্রতি মহা সন্তুষ্ট থাকিতেন! তিনি ঐরূপ আর্দ্দাশকে মনের সহিত ঘৃণা করিতেন। সুতরাং যাহাতে তাঁহার নিকট সেরূপ অভিযোগ উপস্থিত না হইতে পারে, ভূস্বামীবর্গ তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টায় থাকিতেন; তথাপি তাঁহার বার্ষিক ভ্রমণ কালে এখানে সেখানে কোনো কোনো প্রপীড়িত দুঃখী প্রজা নৃপচরণে রোদনাশ্রু বর্ষণ করিতে ছাড়িত না! এমতে অধীন সম্ভ্রান্তগণের দুর্ব্ব্যবহারে রাজ্য মধ্যে কোথায় কি হইতেছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত থাকিত এবং প্রতিবিধানেরও উপলক্ষ সুলব্ধ হইত! তিনি আর এক উপায়ে প্রধান ব্যক্তিদিগের চরিত্রগত আভ্যন্তরিক কাণ্ড সকল জানিবার কৌশলে ফিরিতেন। অর্থাৎ কোনো সূত্রে আপন সমক্ষে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর রাগ বিতণ্ডা জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের বদনভঙ্গী ও বচন-ভাবের

প্রতি প্রহরিতা করিয়া তাহা হইতেই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া লইতেন। যদিও তাহারা অবশ্যই সতর্কতা সহকারে বাক্য প্রয়োগ করিত, কিন্তু যে ছিদ্র অন্যের পক্ষে অগম্য, তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি সেই ছিদ্র মধ্যেই প্রবেশের পথ করিয়া লইতে পারিত!

ফলতঃ যে দেশে উচ্চবংশে জন্ম এবং রাজোচিত দৈহিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত পূজ্য হওয়া ভার, সে সমাজে যে একজন সামান্য সর্দ্দারের পুত্র কুৎসিত শারীরিক গঠন লইয়া, আমীর ওমরার চা'লে না চলিয়া এবং লেখাপড়ায় সম্পূর্ণ মূর্খ হইয়া এত দূর একচ্ছত্রা, একাধিপতি, রাজচক্রবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিলেন ইহা কি সাধারণ মস্তিষ্কের কর্ম্ম? সামান্য মিশল পতির উত্তরাধিকারিত্ব অবস্থা হইতে রণজিৎ সিংহ স্বীয় ভুজবলে ও বুদ্ধি কৌশলে কি না করিয়াছিলেন? সেই ভুজবল নিকৃষ্ট শরীর হইতে উৎপন্ন—সেই বুদ্ধি কৌশল সম্পূর্ণ অমার্জ্জিত মনের সম্পত্তি! তথাপি ভূমণ্ডলে তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি পরিব্যাপ্ত হইল—ইউরোপ তাঁহার ক্ষমতা দর্শনে বিস্ময় মানিল—ইংলণ্ড তাঁহাকে তাঁহার আমরণ পূজা করিল—দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসকারী অদ্বিতীয় প্রতাপশালী মহারাজ হোল্‌কার ব্রিটিস ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহার শরণাগত, তাঁহার ভুজ-রক্ষিত ও তাঁহার অন্নপালিত হইল—কাবুলের কত রাজপুত্র তাঁহার রুটী খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল! তাঁহার দূরদর্শন গুণ তাঁহাকে নবোদিত ইংরাজজাতির যথার্থ ক্ষমতা দেখাইয়া দিল—তাঁহার সকল মন্ত্রীর মন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়াও তিনি পরম ভবিষ্যদর্শীর ন্যায় ইংরাজের ভাবী ভাগ্য বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের বিপক্ষ রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে স্থান দিলেন! তেমন বুদ্ধির কাজ না করিলে তেমন অটুট কীর্ত্তি লইয়া কি তিনি ইহলোক ত্যাগ করিতে পারিতেন? অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য, তিনি একজন ক্ষণজন্মা অসামান্য মনুষ্য রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন!

অধুনা তাঁহার প্রিয়পারিপার্শ্বিক ও প্রধান সচীব গণের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়াও উচিত। রাজা ধ্যান সিংহ, জমাদার খোসাল সিংহ এবং ফকির আজিজুদ্দিন, এই তিন ব্যক্তি রাজ্যমধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজের বিশ্বাসভাজন ও মুখ্য পাত্র ছিলেন। যে সূত্রে প্রথম দুই ব্যক্তির অভ্যুদয় হয় তাহা ভদ্রলোকের অকথ্য ও অশ্রোতব্য। যাঁহারা উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতীয় উচ্চ শ্রেণীর ভয়ঙ্করী তৃষ্ণা-রাক্ষসীর অপ্রাকৃতিক পূজা প্রকরণ অবগত আছেন, তাঁহারা কল্পনা করিতে যোগ্য হয়েন। সে যাহাহউক, ঐ তিনের মধ্যে রাজা ধ্যান সিংহই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতার নাম গোলাপ সিংহ ও সুচেৎসিংহ।



তাঁহাদিগেরও ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা সামান্য ছিলনা। অধিক কি, রাজ্যাধিকার ও ধনসম্পত্তিতে ভ্রাতাত্রয় স্বয়ং রণজিতের অপেক্ষা বড় ন্যূনকল্প ছিলেন না! প্রভেদের মধ্যে তাঁহারা মহারাজের অধীন রাজা; মহারাজ তাঁহাদিগের রাজা, সুতরাং রাজার রাজা—স্বাধীন মহারাজা! যদিও তাঁহারা সদ্বংশজাত, কিন্তু কোনো প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত নহেন এবং তাঁহাদিগের বৃত্তি ব্যবসায়ও উচ্চ পদবীর ছিল না। গোলাপ সিংহ তো সামান্য সওয়ারের কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেন! একদা গোলাপ সিংহ কোনো বিবাদে একটী নর-হত্যা করেন। মৃত ব্যক্তির সপক্ষ লোকের আক্রমণ হইতে পলাইয়া আসিয়া তিনি রণজিতের শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রণজিৎ তাঁহার আকৃতি দর্শনে অনুকূল হইয়া তাঁহাকে অভয়দানপূর্ব্বক স্বীয় সহচরশ্রেণীভুক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে গোলাপ সিংহ প্রিয়পাত্র হইতে এবং ভ্রাতা ধ্যান সিংহকে মহারাজার অনুগ্রহাধীন করিতে সমর্থ হইলেন। ধ্যান সিংহ আবার সুচেৎ সিংহকে আনয়ন করেন।

মহারাজার হিতৈষী বন্ধু মাত্রেরই এইটী বড় আশ্চর্য্য বোধ হইত, যে, তিনি এত সুচতুর ও সতর্ক বোদ্ধা হইয়াও উক্ত ভ্রাতৃত্রয়ের ক্ষমতাকে এত অসঙ্গত ও ভয়ানক রূপে বর্দ্ধিত হইতে দিয়াছিলেন। সাধারণের এই হৃদ্গত ভাবটী ধ্যানসিংহের অগোচর ছিল না। পাছে সেই সংস্কার ব্যক্ত করিয়া মহারাজকে কেহ বিরূপ করিয়া তুলে, এজন্য তিনি প্রায়ই প্রভুর সমীপবার্ত্তা পরিত্যাগ করিতেন না। যদি কখনো কোনো কার্য্য-ব্যপদেশে স্বল্প কালের নিমিত্ত স্থানান্তরিত হইতে বাধিত হইতেন, তথাপি বিশ্বাসী প্রতিনিধি না রাখিয়া যাইতেন না। অথবা তাঁহার বেতনভোগী, উপকারভোগী, ক্ষমতাভাগী এবং স্বার্থভাগী সভাসদ্ ও রাজভৃত্যগণ প্রতিনিয়তই রাজসদনে তাঁহার হইয়া প্রহরিতা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিত। অপর পক্ষায় কেহ যে মহারাজার কর্ণে প্রধানামাত্য কি তাহার ভ্রাতাদ্বয়ের বিরুদ্ধে কোনো গ্লানির কথা শুনাইবে, তাহাদের ভয়ে তাহার সুযোগ ও ঘটিয়া উঠিত না! কিন্তু তথাপি কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর বদন হইতে গোপনে মহারাজের প্রতি এমন প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছিল "কেন তিনি উহাদিগকে এত অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হইতে দিতেছেন?" তদুত্তরে মহারাজা বলিয়াছিলেন "নাচার! আমার অদৃষ্টে এইরূপ লিখিত আছে—কেবল অখণ্ডনীয় ভবিতব্যতার বশেই আমি উহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি!" ফলতঃ একথা বড় মিথ্যা বলা যায় না, নচেৎ পথের পথিকবৎ নিঃসম্পর্কীয় ধ্যান সিংহ কি রণজিৎসিংহের ন্যায় পুরুষসিংহকে মেষশাবকবৎ চালাইয়া রাজ্য মধ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন? রাজ্য মধ্যে একা ধ্যান সিংহ

সব—ধ্যান সিংহ দ্বাররক্ষক, ধ্যান সিংহ প্রধান মন্ত্রী, ধ্যান সিংহ প্রধান সেনাপতি এবং ধ্যান সিংহ প্রধান মোসাহেব! ধ্যানের অনুমতি বা অভিমতি ব্যতীত কাহার সাধ্য মহারাজের নিকটে যায়—কাহার সাধ্য মহারাজার নিকট কোনো আর্দ্দাশ করে? পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, যদিও তত্তৎ সময়ে কোনো প্রপীড়িত ও দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির "দোহাই" শব্দ মহারাজের চরণ সমীপে ধ্বনিত হইত এবং যদিও মহারাজ তাহার দুঃখাবেদন গ্রাহ্য ও তৎপ্রতিবিধানার্থ অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে ব্যক্তি টের পাইত যে, অগ্রে প্রধানামাত্যের শরণ না লইয়া যাওয়াটা ভাল হয় নাই—সুতরাং পুনর্ব্বার যে রাজসমক্ষে যাইবে তাহার আর সে সাহস হইত না! ধ্যানসিংহ রাজসভায়, আর গোলাপ ও সুচেৎসিংহ প্রদেশ মধ্যে থাকিতেন—তাঁহারা রাজধানীতে প্রায়ই আসিতেন না—অগণ্য সৈন্য-শিরে স্বীয় স্বীয় অধিকৃত দেশে পরম সুখে রাজার মতন রাজত্ব করিতেন! আবার লবণের ঠিকা গোলাপ সিংহের একচেটিয়া থাকাতে তিনি রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার দৈনিক আহারেরও হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন!

ধ্যান সিংহ ঈষৎ খঞ্জ, কিন্তু পরম শ্রীমান, উচ্চশ্রেণীর আকৃতি বিশিষ্ট, শিষ্টাচারী, মিষ্টালাপী, সদ্বক্তা এবং সভ্যতাদি গুণে ভূষিত ছিলেন। সমস্ত পঞ্জাবের মধ্যে (মহারাজা ব্যতীত) তাঁহার ন্যায় রাজনীতিকুশল সুযোগ্য পুরুষ আর কেহই যে ছিল না, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। এবিষয়েও আশ্চর্য্য এই, যে, মহারাজার ন্যায় তিনিও সম্পূর্ণ রূপে বর্ণজ্ঞান হীন!! রাজসভায় তিনি প্রায় মহারাজের পশ্চাদ্ভাগে ভূমিতে উপবেশন করিতেন—তাঁহার নিম্নপদস্থেরা উচ্চ আসনোপবিষ্ট হইলেও তিনি ঐরূপ নম্রতা ও শীলতা পরিহার করিতেন না! এই রাজভ্রাতাত্রয়ের কথা এস্থলে আর অধিক বলা অনাবশ্যক।

খোসাল সিংহ পঞ্জাবী নহেন, ব্রিটিসাধিকারস্থ সাহারণপুর নামক নগরী তাঁহার জন্মভূমি। যৌবনকালে তিনি সুশ্রীছিলেন, দুলীনের সময়ে ইতর আকৃতি ও কর্কশ প্রকৃতির তেজস্বী পুরুষ রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। ধ্যান সিংহের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে দ্বাররক্ষকতা কর্ম্মের ভার তাঁহারই ছিল, দ্বাররক্ষকের অর্থ মহারাজের শরীর রক্ষকগণের অধ্যক্ষ—তৎপর্য্যায় আবার মহারাজের কর্ণাধিকারী! কিন্তু ধ্যান সিংহের ন্যায় তাঁহার চতুরতা ও সতর্কতা ছিল না! একদা লাহোর হইতে অমৃতসরে যাইবার নিমিত্ত তিনি মহারাজকে অনুরোধ করেন। তাহাতে মহারাজের মনে কোনো চক্রান্তের সন্দেহ হওয়াতে তাঁহাকে অধ্যক্ষতা পদ হইতে অন্তরিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু অত বড় ক্ষমতাবান সর্দ্দারকে স্পষ্ট কিছু বলিতে না পারিয়া ধ্যানসিংহকে গোপনে



দুর্গ ও রাজপুরী অধিকার করিতে অনুমতি দিলেন। ধ্যান সিংহ রাত্রিকালে সদলে শমন বুরুজ নামা ঐ দুর্গ ও পুরীর প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিনা যুদ্ধে ও বিনা বাধায় সহজেই রাজাজ্ঞা পালন করিয়া খোসাল সিংহকে পদচ্যুত করিতে ও তৎপদে স্বয়ং অধিকারী হইতে সমর্থ হইলেন। খোসাল সিংহ বুঝিলেন, বিবাদ বা বিপক্ষতাচরণ করা কেবল আত্ম-নাশের সোপান, সুতরাং চুপেচুপে সে অপমান সহ্য করিয়া থাকিলেন। কিন্তু মহারাজা তাঁহাকে অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানে ও মন্ত্রীত্ব পদে রাখিতে ত্রুটী করেন নাই।

কুমার সের সিংহ (রণজিতের পুত্র) যৎকালে কাশ্মীরের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার সহকারিতা ও তদ্রাজ্যের বিনষ্টপ্রায় রাজস্ব বিভাগের পরিশোধনার্থ মহারাজা খোসাল সিংহকে সেই সঙ্গে প্রেরণ করেন। রাজকুমার খোসাল সিংহকে আঁটিতে না পারিয়া তাঁহার হস্তেই সম্পূর্ণ কার্য্যভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইলেন। খোসাল ঘোরতর প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক কতিপয় লক্ষ মুদ্রা আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে একে অজন্মা, তাহাতে এই পীড়ন, স্বর্গোপম সোণার কাশ্মীর এককালে দুর্ভিক্ষানলে এবং রাজকীয় দৌরাত্ম্যানলে দগ্ধ হইয়া উঠিল—রাজ্য ছারখার-প্রায় প্রজাশূন্য হইল—কতক মরিল, কতক ভিক্ষা দ্বারা প্রাণ ধারণ উদ্দেশে হিন্দুস্থানে চলিয়া গেল! মহারাজ এই কুসংবাদ শুনিতে পাইয়া খোসালের উপর অত্যন্ত কুপিত হইলেন—তদবধি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত রাজানুগ্রহে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু আমাদিগের ইতিহাসের সময়ে তিনি পূর্ব্বানুগ্রহে পুনঃ-স্থাপিত হইয়াছিলেন। যদিও তখন তিনি এক মহা সম্ভ্রান্ত, মহা ধনী, মহা মন্ত্রী বটেন, কিন্তু দ্বাররক্ষণ কালের জমাদার নামটী তখনও প্রচলিত ছিল!

ফকির আজিজুদ্দিন ক্ষৌর-ব্যবসায়ীর পুত্র। পূর্ব্বে তিনি নিজেও ঐ কর্ম্ম ও চিকিৎসার ব্যবসায় করিতেন। আমাদিগের প্রৌঢ় পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, কিছুকাল পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে নাপিতেরাই ডাক্তার ছিল। ইহা সুদ্ধ বঙ্গদেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং প্রায় সমস্ত আসিয়া মহাদ্বীপে অদ্যাপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল আসিয়ায় কেন—ইত্যগ্রে ইউরোপেও যে ঐরূপ ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বহু ইংরাজী গ্রন্থে দেখা যায়। আমরা বঙ্গীয় নাপিতগণকে যে প্রকার দেখিতে পাই, ঐ দুই মহাদ্বীপে প্রাচীনকালে এবং আসিয়া খণ্ডে আধুনিক কালে ক্ষৌরব্যবসায়ী মাত্রেই অভেদে প্রায় সেই রূপ চতুর, ধূর্ত্ত, কৌশলী, চিকিৎসাকুশল, মিষ্টভাষী ও উপস্থিত-বক্তা হইয়া আসিতেছে! এবম্ভূত অদ্ভুত সমতা কি কেবল ক্ষুরের গুণে কিম্বা অন্য কোনো কারণে হয়, তাহা আমরা বলিতে পারিনা—আমাদিগের দার্শ-

নিক পাঠক মহাশয়েরা তত্তত্ত্বাবিষ্কার পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবেন!

সে যাহাহউক, নাপিত বা হাকিম আজিজুদ্দিন কিরূপে ফকির আজিজুদ্দিন হইলেন, তদ্বিষয় দুলীন সাহেবের অনুসন্ধানে যতদূর জানা হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। আজিজুদ্দিন অত্যন্ত চতুর, কার্য্যতৎপর ও সাহসী যুবা ছিলেন, তিনি বলবীর্য্য ও বুদ্ধিকৌশলে এক দল পদাতিকের অধ্যক্ষ হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো সূত্রে দীননাথ প্রভৃতি মহারাজার হিসাবাধ্যক্ষগণের ফাঁদে পড়িয়া বিপন্ন ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিলেন। তাঁহাদিগের সহিত সমকক্ষ ভাবে বিবাদ করা "মাদার বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণের" ন্যায় বিফল ও নিজ অনিষ্টসাধক জানিয়া অবশেষে ফকিরের ভেক ধারণ করিলেন! উত্তম শাস্ত্রজ্ঞান ও অসামান্য বুদ্ধিসত্ত্বা প্রভাবে মহারাজের অনুগ্রহ আকর্ষণ পূর্ব্বক অতিশীঘ্রই দ্বিতায় ধ্যান সিংহ হইয়া উঠিলেন।

তিনি রণজিতের মুখ স্বরূপ—রণজিতের অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য কি স্বল্পপ্রকাশিত যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিতমাত্রও বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন। অশিক্ষিত মহারাজ সালঙ্কৃত বাক্য প্রয়োগে বড় পটু ছিলেন না, কিন্তু আজিজুদ্দিনের গুণে সে হীনতা সর্ব্বাতোভাবে পূর্ণতায় পরিণত হইত! মহারাজের বদন বা নয়ন হইতে অভিপ্রায়টী যেন কাড়িয়া লইয়া ফকির তাহাকে এমন সৌন্দর্য্যসম্পন্ন করিয়া উদ্দিষ্ট পথে ছাড়িয়া দিতেন, যে, যাঁহার অভিপ্রায় তিনি এবং যাঁহাকে বলা হইত, সে ব্যক্তি উভয় পক্ষই মহা সন্তোষ লাভ করিতেন! তাঁহার সেই সুচারুসম্পন্ন চতুরতা ও বাগ্মীতার সহায় ব্যতীত সে কার্য্য মহারাজের দ্বারা কখনই তত উত্তম রূপে সাধিত হইত না, সুতরাং মহারাজ যেন বাঁচিয়া যাইতেন! আবার যাহারা তাহা শুনিত, তাহারা ভাবিত, হয়তো মহারাজ এ সকল নিগূঢ় বিষয়ের পরামর্শ ফকিরের সহিত পূর্ব্বেই করিয়াছেন, নতুবা একটু ইঙ্গিত পাইতে না পাইতেই ফকির কি এতদূর বলিতে পারেন? তাহাতে ফকিরের গুরুত্ব, মহত্ত্ব ও বিত্তসঞ্চয় নিত্যই বাড়িত—দরবারের প্রার্থী মাত্রেই অকাতরে তাঁহার পূজা করিত! ফলতঃ রণজিতের বিশাল রাজ্যান্তর্গত কর্ম্মচারী, ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি তাবৎ অধীন জনগণ তাঁহাকে ও রাজা ধ্যান সিংহেকে সন্তুষ্ট না রাখিয়া বাঁচিতে পারিত না! তাঁহারাতো তাঁহারা, দরবারের সামান্য চাপরাসীও মফঃস্বলের অর্চ্চনীয় ছিল!

দুলীনের সময় ফকির পরিণতবয়স্ক হইয়াছিলেন। তিনি সামান্য, মলিন ও দীন বেশেই দেখা দিতেন; কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! ফকির সুদ্ধ মন্ত্রী নন, রাজচিকিৎসকও নটেন; সুতরাং মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বাস-ভাজন। সাধারণতঃ বড় তিনি কুলোক ছিলেন না, বরং



পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার সদ্বুদ্ধি ও সুমন্ত্রণা গুণে মহারাজের অশেষ উপকার হইত।

অন্যান্য অমাত্য ও প্রধান রাজপুরুষদের মধ্যে রামসিংহ, গোবিন্দরাম এবং বেণীরামই সমধিক সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী। প্রথম দুই জন সহোদর। রামসিংহ পহল গ্রহণ করিয়া শিখ্ হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও তাঁহার পিতা বাস্তিরাম পৈতৃক হিন্দু ধর্ম্মেই ছিলেন। এই জন্য লোকে কেবল তাঁহাকেই সিংহ বলিয়া ডাকিত। গোবিন্দরাম মহারাজের বিশেষ আহ্বান ব্যতীত প্রায় আসিতেন না। গোবিন্দরাম হিন্দু থাকিলেও তাহার প্রতি রণজিতের এত দূর ভক্তি, যে, কখনো কখনো স্বয়ং তাহার নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়া পরামর্শাদি করিতেন। এইরূপে মহারাজ এক দিন তাহার বাটীতে গিয়া তাহার পিতা বাস্তিরামকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন বাস্তিরাম, কুশলে বা তৃপ্তিসুখে আছতো? আমার কোষাধ্যক্ষ নিয়মিতরূপে তোমার বৃত্তি দান করেতো?" তদুত্তরে বাস্তিরাম কহিলেন "আমি মহারাজের কোনো বৃত্তিই পাইনা এবং চাই না; কেননা আমি শিখ্ হইতেও পারিব না, বৃত্তিভোগেরও স্পৃহা রাখিনা!" এই বাক্যের পোষক স্বরূপ একটী কবিতা আওড়াইলেন, তাহার অর্থ এই,—

"রাজ্য অধিকার তব পুর্ণ হৈল যবে,
একখানি আস্তরণ দিলে মোরে তবে;
দাসানুদাসের যোগ্য, নহে মম যেবা,
ধন, রত্ন, পরিচ্ছদে কৈলে তার সেবা।"

এই স্পষ্টভাষিতায় মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া পক্ষপাতী ধর্ম্মান্ধ কোষাধ্যক্ষকে পদচ্যুত করিয়া সেই পদে বৃদ্ধ বাস্তিরামকে নিয়োগ পূর্ব্বক বাস্তিরামের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে অত্যন্ত মান্য এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়কে সমধিক বিশ্বাসী ও উন্নত করিতে লাগিলেন। রামসিংহের অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গুরুমুখ বা গুর্ মুখ্। তিনিও মহারাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই তিন জন ভ্রাতার রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কার রাজা ধ্যান সিংহের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহাতে উভয় পক্ষে বিলক্ষণ মনান্তর ছিল।

যে বেণীরামের নাম করা হইয়াছে, তিনি আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান সচিব ও প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। স্বীয় কর্ম্মে সুদক্ষ ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল; মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। মহারাজের মৃত্যুর পর যখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার খড়্গ সিংহ কাষ্ঠপুত্তলবৎ নামে রাজা হইলেন, তখন তাঁহার পুত্র নৌনেহাল সিংহ পিতার ধনাগারে অযথাপ্রবেশার্থ উদ্যত হইলে বেণীরাম তাহাতে সম্মত হইল না। সেই প্রভুভক্তি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার নিমিত্ত নৌনেহাল সিংহ তাঁহাকে

লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন; শেষে তিনি মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

এস্থলে রণজিতের ইউরোপীয় কর্ম্মচারী দ্বয়ের নামোল্লেখ আবশ্যক। এক জনের নাম এলার্ড, অপরের নাম ভেঞ্চুরা। ইঁহাদিগের উপর বিবিধ শ্রেণী সৈন্য প্রস্তুত ও শিক্ষিত করিবার ভার ছিল। ইঁহারা মন্ত্রণা-কার্য্যের কেহই ছিলেন না। তখন মহারাজের তিন পুত্র। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ খড়্গসিংহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও স্ত্রৈণ—তিনি ধর্ম্মের ভেক লইয়া বেড়াইতেন। দ্বিতীয় সের সিংহ। ইনি বড় সুবুদ্ধিমান নহেন, তথাপি সাহসিকতা ও কার্য্যক্ষমতা, ইঁহাতেই যাহা কিছু দেখা যাইত। তৃতীয় পুত্রের নাম তারা সিংহ। ইনি অত্যন্ত ভোগাসক্ত, লম্পট ও সর্ব্ব বিষয়েই দুশ্চরিত্র—এমন কি, একপ্রকার কাজের বাহির ছিলেন! চতুর্থ পুত্র দলীপ—যিনি এক্ষণে খ্রীষ্টপদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন—তিনি তখনও জন্ম-গ্রহণ করেন নাই॥

## সপ্তম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেমন মহারাজা ও রাজপারিষদ্‌গণ প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হইল, এ অধ্যায়ে তদ্রূপ সংক্ষিপ্ত রীতিতে রাজশাসন-প্রণালী ও তদানুষঙ্গিক কোনো কোনো বিষয়ের কিছু কিছু বলা অত্যাবশ্যক।

প্রথম, রাজস্ব। কয়েক বৎসর মেয়াদে ক্ষুদ্র বৃহৎ খণ্ডে রাজ্যের সমস্ত ভূসম্পত্তির ইজারার বন্দোবস্ত হইত। আনুমানিক উৎপত্তির পাঁচভাগের দুই ভাগ ইজারদার ও সরকারের প্রাপ্য। রাইয়তের নিকট হইতে ইজারদার তাহার বেশী আদায় করিতে পারিত না। যদি করিত, তবে তৎক্ষণাৎ মহারাজ তাহা শুনিতে পাইতেন। তদবস্থায় ইজারদারের প্রদত্ত হিসাব অগ্রাহ্য হইয়া তাহার নিকট বেশী লওয়া হইত। সেই অতিরিক্ত গ্রহণকালে মহারাজ ইজারদারের অংশে এরূপ অস্ত্রপাত করিয়া দিতেন, যাহাতে সে অসন্তুষ্ট না হইতে পারে, অথচ বেশী লভ্য ভোগেও সমর্থ না হয়। এই কৌশলের ফল অতি শুভ; ইজারদারেরা দেখিল, দৌরাত্ম্য দ্বারা প্রজার অতুষ্টি জন্মাইয়া যাহা কিছু অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছিল, তাহা যখন ভোগে হইল না, বরং সেই অতিরিক্তেরও অতিরিক্ত দিতে হইল, তখন কেন আর পীড়ন করিয়া প্রজার বিরাগভাজন হইবে? এই উপায়ে রণজিতের প্রজাগণকে জমীদারের কোনো বিশেষ উৎপাত সহ্য করিতে হইত না—বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার প্রতি ছোট বড় সমুদয় প্রজা এত ভক্তিমান ও অনুরাগী ছিল!

কোনো ইজারদার নির্দ্দিষ্ট করদানে অসমর্থ হইলে তাহাকে অল্প বিস্তর কাঠিন্য সহকারে কারাবদ্ধ করা হইত, অথবা রাজসভায় তাহার মুরব্বির বলানুসারে সে অপদস্থ বা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইত। সুযোগ্য হইলে তাহাকে দ্বিতীয় সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক তাহার নামে বাকী টানার রীতিও ছিল।



দ্বিতীয়, বিচারসম্বন্ধীয়। ঐ ইজারদার স্বীয় অধিকৃত অংশে ইংরাজ রাজ্যের বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য একাই নির্ব্বাহ করিত। অর্থাৎ ইজারদারই জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর সব!

সুশিক্ষিত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, যে, বিচার-বিতরণ-কার্য্যের নিরপেক্ষতা বিষয়ে ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উন্নত হইয়াছে। যদিও তাহা নির্দ্দোষ নহে, যদিও সুদ্ধ সত্যকে আশ্রয় করিয়া (যথার্থ বিষয়েও) জয়ী হওয়া ইংরাজ আদালতে এক প্রকার অসম্ভব, কিন্তু তাহা আইনের ত্রুটী বা বিচারকের দোষ নহে। অধুনা আমরা যে প্রকৃতির বিচারক ও বিচার দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাতে রণজিতের রাজ্যের বিচারক ও বিচার প্রণালীর বিবরণ শুনিয়া যে নিন্দা করিব, তাহা আশ্চর্য্য নহে। তথায় বিচারালয়ই অর্থদণ্ড রূপ নূতন রাজস্ব সংগ্রহের যন্ত্র ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, প্রায় সকল বিষয়েই অর্থদণ্ড নিরূপিত থাকাতে এবং বিচারকগণ নিজের ও মহারাজার "নুনখেগো চাকর" হওয়াতে প্রতি বর্ষে রাশি রাশি টাকা ভাক্ত-বিচার নামা বস্তুটীর বিনিময়ে আদায় হইত! দেওয়ানী মোকদ্দমায় জয়ী ব্যক্তিকেও বিচারঘটিত সম্পত্তির চতুর্থাংশ ডালি দিয়া আসিতে হইত! সে দেশে বিচার ক্রয়ার্থ অর্থ-ব্যয়-ব্যাপারটী লোকের এতদূর অভ্যস্ত ও সহজ ছিল, যে বিচারক টাকা খাইয়া কাজ করিয়া দিলে সন্তুষ্ট বই কেহই অসন্তুষ্ট হইত না! অনেক বিচারক উভয় পক্ষের নিকট হইতেই উৎকোচ লইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইত না! যাহার টাকা গেল অথচ জয় হইল না, সেই কেবল বিচারককে পক্ষপাতী ও কুবিচারক বলিয়া গালি দিত! যে দেশে ধর্ম্মাধিকরণের বিচার এত দুর্ম্মূল্য, সে দেশে দীন দুঃখীর অবস্থার কথার পরিচয় দিতে হইবে কেন? আমাদিগের সুসভ্য ও সুনীতিপরায়ণ রাজপুরুষেরা যখন বিচার-বিক্রয়ের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, তখন অশিক্ষিত অর্দ্ধসভ্য রণজিতের রাজ্যে যিনি তাহার প্রত্যাশা করিতে পারেন, তাঁহার বিষ্ণুতৈল ব্যবহারই কর্ত্তব্য!

তৃতীয়, শুল্ক। বাণিজ্যের শুল্ক দ্বারাই চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ টাকা প্রতি বর্ষে রাজকোষে সংগৃহীত হইত। তন্মধ্যে অমৃতসর হইতে নব লক্ষ আসিত। কেবল রাজাকে ঐ শুল্ক দিয়াই ব্যবসায়ীগণ নিস্তার পাইত না। প্রত্যেক পার ঘাট, প্রত্যেক পণ্যস্থান, প্রত্যেক রাজ পথ, প্রত্যেক গঞ্জাদিরক্ষক শত শত প্রকারের কর্ম্মচারী ও পদাতিক পর্য্যন্ত যাহার যেমন ইচ্ছা সে আপন কোষের নিমিত্ত তেমন করই বসাইত! কিন্তু তাহারা হাঁস না মরে, মূলার ক্ষেত্ না হয়, রাজদরবারে পর্য্যন্ত কথাটা না উঠে, এরূপ বিবেচনার সহিত

কর নির্দ্ধারিত করিত! ফলতঃ ঐ সমস্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে, যে, রণজিৎ বাণিজ্যের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার সুশাসন গুণে পঞ্জাবে বাণিজ্যের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

চতুর্থ, সৈনিক। পূর্ব্বে যে ইউরোপীয় দ্বয়ের নাম করা গিয়াছে, তাঁহারা পঞ্জাব সৈন্য মধ্যে নূতন পদ্ধতি, নূতন শাসন, নূতন নিয়ম, নূতনরূপ পদোন্নতি, নূতন প্রকারের নিয়োগ-রীতি আনয়ন করেন। তাহাতে সর্দ্দারগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে সর্দ্দার সেনাপতিরা নবাবী ধরণে যাহা করিতেন তাহাই হইত। এক্ষণে ইউরোপীয়প্রণালীতে কিছুই আল্‌গা থাকিবার যো নাই—সকলি শক্তাশক্তি—সকলই বাঁধাবাঁধি! কাজেই তাঁহারা চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রণজিৎ তাঁহাদিগের কথা শুনিলেন না, একবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এবিষয়ের "তকরারওয়ালা" মাত্রকেই বিশেষ শাসন করিতে লাগিলেন। তৎফলস্বরূপ মহারাজের পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ প্রভৃতি বিভিন্ন সৈনিক শ্রেণী এমত নিপুণ ও আজ্ঞাবহ হইয়া উঠিল, যে, আসিয়াখণ্ডস্থ কোনো রাজা বা কোনো সম্রাটের তেমন সতেজ সজীব সামরিক সজ্জা আর কখনই হয় নাই! যতদিন তদ্রূপ উন্নত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হইয়াছিল, তত দিন পর্য্যন্ত মহারাজের যত্ন অবিচলিত ও অপরিমিত দেখা যাইত—তত দিন তাঁহার প্রাণ, মন, ধন, আহার, নিদ্রা, সমস্তই উহাতে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি নিজে তদ্রূপ অধ্যবসায়ী না হইলে এলার্ড ও ভেঞ্চুরার সাধ্য কি তাহা সাধন করিয়া উঠিতেন? কিন্তু যখন অভিমত রূপে সৈনিকসম্প্রদায় ও সামরিক সজ্জা সমূহ প্রস্তুত হইয়া উঠিল, তখন আর ততদূর যত্নের প্রয়োজন না থাকাতে মহারাজ অন্যান্য দশ কাজে সমব্যাপৃত হইলেন। এই শিথিলতা দেখিয়া বড় বড় লোকের অনুরোধে পুনর্ব্বার অকর্ম্মণ্য ও বৃদ্ধ লোকাদি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। তজ্জন্য কোনো বিশেষ হানি না হইলেও রাজদরবারের অন্য এক দোষের জন্য উক্ত ইউরোপীয় মহাশয়েরা মহা ভাবিত হইতেন। সে দোষ সুদ্ধ পঞ্জাব বলিয়া নয়, তৎকালে এ দেশীয় প্রায় সকল রাজসংসারেই প্রবল ছিল। সে দোষ অন্য কিছুই নয়—সৈনিকগণের বেতন প্রদানের অনিয়ম ও বিলম্ব। সৈনিকগণের দক্ষতা অটুট রাখিবার নিমিত্ত সৈনিকগণের একান্ত বশ্যতা নিতান্ত আবশ্যক। আবার সেই বশ্যতাকে অটুট রাখিবার নিমিত্ত অন্যান্য উপায়ের মধ্যে যথাসময়ে বেতনদানের ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ উপায়। রণজিৎ সাংগ্রামিক অন্যান্য বিষয় উত্তম বুঝিতেন। সর্দ্দারগণের যৎপরোনাস্তি ঈর্ষা ও অসহনীয়তাদি ঘোর প্রতিবন্ধকতা ছেদন করিয়াও এলার্ড ও ভেঞ্চুরাকে উন্নত ইউরোপীয় প্রণালী স্থাপন করিতে দেওয়াতেই মহারাজ যে স্বদেশীয় সর্ব্ব লোকাপেক্ষা সামরিক ব্যাপার বেশী বুঝিতে পারিতেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এত বুঝিয়াও বেতন দান কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ও বিলম্ব নিবারণ করিতে পারেন নাই কি করেন নাই, কেবল ইহাই একটী বিশেষ ত্রুটী ছিল। যৎকালে মুলতান প্রভৃতি বিবিধ জনপদের লুণ্ঠন-জনিত ধনে রাজকোষ যেন মহাপ্লাবনে উচ্ছ্বসিত ছিল, তখনও সৈন্যসংঘের (অন্ততঃ) দ্বাদশ মাসের বেতন প্রাপ্য! ডুলীন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, একদা ঐ কারণে গুর্খা সৈনিকগণ বিদ্রোহীপ্রায় হইয়া উঠাতে গোবিন্দগড় নামক অমৃতসরের দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে মহারাজ আশ্রয় লইতে বাধিত হইয়াছিলেন। অর্থের অভাবেই সেনাপতি বা ভূপতিগণ এইরূপ উপদ্রব ও অপমান সহ্য করিতে বাধিত হন। মহারাজের কিছু মাত্র অর্থাভাব ছিল না—গোবিন্দগড়ের ভাণ্ডার স্বর্ণ, রজত, হীরকাদি মণিতে পরিপূর্ণ, লাহোরের "শমন বুরুজ" নামা দুর্গ এবং একটী সুদৃঢ় মসীদের ভাণ্ডারও ঐরূপ চাকচিক্যময় পদার্থে পরিপূর্ণ, তথাপি সৈনিকেরা বেতন পাইত না! ইহাতেই বোধ হয়, ইটী মহারাজের একটী রোগ! যে দিবস সেনাপতিরা এইরূপ ভয়ঙ্কর বিজ্ঞাপন পাঠাইতেন, যে "সৈন্যগণ না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতেছে" অথবা "তাহারা ঘোর অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে" সেই দিবসই তৎপ্রতিবিধানের লক্ষণ দেখা যাইত, নতুবা সামান্য আবেদনে তদ্বিষয়ে মহারাজ মনোযোগী হইতেন না! মহারাজ এই রূপে অনুকূল হইলে সাম্রাজ্যের কোনো বিভাগের শাসনকর্ত্তার উপর "তন্‌খা নামা" বা পরওয়ানা বাহির হইত—কখনো কখনো দুই তিন বিভাগের প্রতিও ঐ ভার বণ্টিত হইত।

যাঁহার প্রতি এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার ভার হইত এবং যাঁহার উপর এই বরাত যাইত, এই উপলক্ষে তাঁহাদের উভয়েরই ক্ষমতা ও অবস্থানুসারে হয় সর্ব্বনাশ, নয় পৌষমাস ঘটিত! কেননা যে বিষয়টী মহারাজের সম্পূর্ণ মনোমত কার্য্য নয়, কেবল দায়ে পড়িয়া সম্প্রতিকার উত্তেজনা কাটানো মাত্র অভিপ্রায়, অথবা তিনি যে অনুমতি অপ্রসন্ন হৃদয়ে দিতে বাধিত হইতেন, তদ্রূপ সাধনে যিনি মর্ম্ম বুঝিয়া চলিতে না পারিতেন, অথবা তাড়াতাড়ি তাহা করিয়া ফেলিতেন, তাঁহার প্রতি মহারাজের হৃদ্গত অসন্তোষ জন্মিত! হয় তো এক আদেশ পত্রে অদ্য যেরূপ আজ্ঞা থাকিত, কল্য অপর পত্রে তদ্বিপরীত ভাবের অনুজ্ঞা যাইত, পরশ্ব পুনর্ব্বার প্রথম আদেশ এবং তৎপরদিন আবার সেই দ্বিতীয় ভাবের অনুমতি প্রেরিত হইত! একবিষয়ে এই প্রকারের পঞ্চ পরিবর্ত্তন ডুলীন সাহেব দেখিয়াছিলেন! তিনি একটী দৃষ্টান্তও

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এই ;—মহারাজের কোনো অধীন সর্দ্দার তাঁহার কোনো অনুচরকে একটী ক্ষুদ্র জায়গীর দিয়াছিলেন, পরে উভয়ের বিবাদ হওয়াতে সর্দ্দার সেই জায়গীর হইতে তাহাকে দূরীভূত করিতে উদ্যত হইলেন। উভয়েই মহারাজের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। দরবার হইতে তদিতর এক জনের প্রতি জায়গীর প্রদানের অনুমতি হইল। সে ব্যক্তি প্রফুল্লচিত্তে অধিকার করিতে যায়, এমন সময় তাহার বিপক্ষ অপর পক্ষের সপক্ষে আদেশ আসিল। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি অধিকার করিতে না করিতে তদঞ্চলের অন্যান্য সর্দ্দারগণের প্রতি অনুমতি গেল, যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে রহিত করিয়া প্রথম ব্যক্তিকেই স্থাপিত করেন। প্রায় এক বৎসরকাল এইরূপ গোলযোগে কাটিল। তদন্তে দরবারের গুপ্ত আদেশে এক দল রাজসৈন্য যাইয়া সেই জায়গীরমধ্যস্থ দুর্গটী অধিকার করিয়া বসিল। (Disputes Generally end in loss to both parties)

এই মহাবাক্যের সম্মান রক্ষা পাইল ; বিবাদকারী উভয় পক্ষই বঞ্চিত হইল—সে বিষয়টী সরকারী হইয়া উঠিল! ইহাতে তাহারা উভয়পক্ষ রাজবিদ্রোহী হইবার পরামর্শ করিতেছে, রাজসৈন্য সহসা তাহাদিগের শিবিরে পড়িয়া উভয়কেই নির্জ্জিত ও ধৃত করাতে সে মন্ত্রণা গর্ভমধ্যেই রহিয়া গেল!

যদিও এই চিত্র সুখজনক নয়, কিন্তু সত্য! যদিও এই সত্য-বর্ণনায় মহারাজের চরিত্রে দোষারোপিত হইতেছে,—যদিও তাঁহার যশশ্চন্দ্রের পক্ষে ইহা কৃষ্ণ পক্ষ, কিন্তু চন্দ্র হইলেই কৃষ্ণ শুক্ল দুই পক্ষ ভোগ করিতে হইবে! কয়েকটী কথার বিচার করিলেই রণজিতের এই সব দোষ তত গুরুতর বলিয়া বোধ হইবেনা—শুক্ল পক্ষের শোভাই প্রবলা হইতে পারিবে!

স্মরণ করিয়া দেখুন, রণজিৎ সুশিক্ষা দূরে থাকুক, শিক্ষা মাত্রেই বঞ্চিত ; বাল্যকালাবধি জন্মভূমিতে ও চতুষ্পার্শস্থ সমুদয় রাজ্যে—কাবুল, পারস্য ও ভারতবর্ষের অসংখ্য জনপদে—কিরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতেছিলেন? যৎকালে তিনি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তখন কি দেশ মধ্যে বহু বহু স্বাধীন সর্দ্দার—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশাধিকারী ও পরস্পরের বিরোধী অতি সামান্য সর্দ্দারগণের জ্বালায় সর্ব্ব শ্রেণীর লোক জ্বলিতাঙ্গ ও উৎপীড়িত হইতেছিল না? মহাবীর আলেকজাণ্ডার, মহাবীর সিজার, মহাবীর নেপোলিয়ান প্রভৃতি ভূমণ্ডলের বড় বড় সাম্রাজ্য-প্রণেতাগণ ন্যায়াচরণ পালন করিলে কি তদ্রূপ মহা মহা রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন? দিগ্বিজয়ী মহীপালগণের মধ্যে কে ধার্ম্মিক? কে পরস্বাপহরণে বিরত? কে ন্যায্য লইয়াই সন্তুষ্ট? আমি তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষী বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, তাঁহাদিগের অপেক্ষা রণজিৎ অধিক দোষী নন—অধিক তিরস্কারের পাত্র হইতে পারেন না! তিনি পূর্ব্বোক্ত সামান্য সর্দ্দারগণকে বঞ্চিত না করিলে কদাচই অমন সুদৃঢ় সাম্রাজ্য নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইতেন না।



তিনি যখন প্রবল রাজা হইলেন, তখন দেশে কি দেখিলেন? কি পাইলেন? তিনি দেখিলেন "জোর যার, রাজ্য তার" এই প্রণালীতেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূপতি বা সর্দ্দারগণ পরস্পরে মারামারি, কাটাকাটি, লুঠালুঠি করিতেছে ; তাহাতে প্রজাকুল ধন, প্রাণ, জাতি ও ধর্ম্ম লইয়া বিষম আকুল ; তাহাতে জনপদ জনশূন্য, শ্রীশূন্য, বাণিজ্য-শূন্য, সুখশূন্য, কেবল দস্যুপূর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে! তিনি দেখিলেন, সেই সমস্ত দেশ এক জনের সবল বাহু রক্ষিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোনোরূপে পূর্ব্ব সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইতে পারেনা—ভাগ্য ও যোগ্যতা উভয়ে মিলিয়া তাঁহার ভুজযুগলকেই সেই বলে বলী করিল ; তিনি তৎক্ষণাৎ ভাগ্যপ্রদত্ত সেই সুযোগকে বর্দ্ধিত করিয়া মহাবলবন্ত একচ্ছত্রা অধিপতি হইয়া উঠিলেন ; অধিপতি হইবামাত্র শ্রীভ্রষ্ট নগর সমূহের পুনর্নির্ম্মাণ, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের স্বাধীনতা প্রদান, দুর্দ্দান্ত দস্যুতস্করাদি হইতে প্রজাকুলকে অভয়দান, বাণিজ্যের বিস্তৃত ও সুদৃঢ় পথ পরিস্কার করণ ইত্যাদি অশেষবিধ শান্তিসাধক প্রশংসিত অনুষ্ঠান সংসাধন করিলেন! তত্তাবৎ গুণের মধ্যে যে ঐ সব দোষ লক্ষিত হইত, তাহা উপর্য্যুক্ত কয়েক কারণে এবং উপযুক্ত উপকরণের অভাবেই ঘটিত! তিনি যদি ইউরোপে গিয়া একবার ছয় মাসও থাকিতে পারিতেন—তাহা না হউক, তিনি যদি ইউরোপীয় মন্ত্রীর ন্যায় দুই জন মাত্র অমাত্য লাভ করিতেন—তাহা না হউক, তিনি যে সকল সভাসদ্ ও সচিবে পরিবৃত, তাঁহারা যদি ধর্ম্মভীরু ও সুশিক্ষিত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই ঐ সব দোষের অন্ততঃ চারি ভাগের তিনাংশ ঘটিতে পারিত না—কেননা, প্রকৃতি তাঁহাকে যথার্থ মহারাজের গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন, কেবল মনুষ্যকৃত বাধাতেই তাহা সকল স্থলে, সকল বিষয়ে ও সকল সময়ে বিশুদ্ধ রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারিত না!

তথাপি তিনি সুপালক প্রজাপতি ছিলেন। তাহার তিনটী প্রমাণ জাজ্বল্যমান। প্রথম, সর্ব্ব সাধারণের আন্তরিক অনুরাগ বা দশের মুখে যশের বাখান! দ্বিতীয়, প্রতি বর্ষেই বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি। তৃতীয়, ইংরাজাধিকৃত সুখময় রাজ্য অতি নিকটস্থ, তথাপি তাঁহার অধিকার ত্যাগ করিয়া এক প্রাণীও সে অধিকারে কখনো যায় নাই—পীড়ন পাইলে প্রজারা তাহা করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইত না—বরংপ্রতি দিন তাঁহার অধিকারে প্রজাবৃদ্ধিই দেখা গিয়াছিল!

কিন্তু আর না—এরূপ ঐতিহাসিক বর্ণনার আর প্রয়োজন করে না—আমি পাঠকগণকে ইতিহাস পড়াইতে বসি নাই—আমি কাহাকেও ইতিহাস রচনার উপকরণ যোগাইতে লেখনী সঞ্চালন করিতেছি না! যে যে বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত প্রিয়বন্ধু দুলীনের জীবন বৃত্তান্ত বুঝিতে পাঠকগণের অসুবিধা হইবে, কেবল তদ্বিবরণই উদ্দিষ্ট—তাহাই সিদ্ধ হইল। কেবল পঞ্জাবী লোকের তাৎকালিক সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে অবশিষ্ট।

রণজিতের পূর্ব্বে যে রাজপীড়ন ও অরাজকতা রাজ্য করিয়াছিল, তাহাদিগের কৃপায় পঞ্জাববাসী ও তৎপার্শ্বস্থ জনগণ এরূপ ঔদ্ধত্য ও শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল, যে, যথার্থ ভদ্র লোক অতি অল্পই পাওয়া যাইত। মিথ্যা বচন প্রয়োগে অধিকাংশ লোক এত অভ্যস্ত হইয়াছিল, যে, কারণ ও ইষ্ট ব্যতীতও অনায়াসে কেবল মিথ্যাই কহিতেছে! তাহাদিগের সহিত বিশেষ সতর্কতা সহকারে ব্যবহার না করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। দুলীন লিখেন "আমি দেখিলাম কেহ বা অকারণে মিথ্যা কহে; কেহবা অপরের গূঢ়াভিপ্রায়ের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত, কেহ বা কপট আত্মীয়তায় পটু, কেহ বা তোমাকে ভ্রান্তি-পথের পথিক করিয়া ঘুরাইয়া মারে। তাহাতে তাহার কদর্য্য কৌতুক-বৃত্তির চরিতার্থতা বই অন্য লাভ কিছুই নাই! তুমি যদি নিরাপদে সুস্থ থাকিতে চাও, তবে মনের কথা কাহাকেও বলিও না; পরের মত শুনিবে, প্রতিবাদ বা স্বীয় মত প্রকাশ করিও না; সর্ব্বদা এম্‌নি ভাব দেখাইবে, যেন সে দেশের বিষয়ে বড় অভিজ্ঞ নও; কোনো বিষয়ে অপরীক্ষিত লোকের সাহায্য চাহিও না; চাহিলেই তুমি তাহার করতলস্থ যন্ত্র হইয়া পড়িবে, তোমার দ্বারা সে স্বীয় দুরভিসন্ধি বিশেষ সাধন করিয়া লইবে ইত্যাদি!"

## চাষার খেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

টো টো ক'রে ঘুরে ব'কে ব'কে,
একবারে গিছি মুই থ'কে;
কিছু জোর নাই গায়, ছাতি ফাটে পিপাসায়,
সর্ষে ফুল দেখি যেন চ'কে!

পাদুখানি চায়না এগুতে,
চলিলাম ঢিকুতে ঢিকুতে,
তায় এ পাড়ায় ছাই, একটী পুকুর নাই
নাইতে আঁচাতেহাত ধুতে!

ডোবা ছিল যে কটী পাড়ায়,
পার পাতা ডোবেনাকো তায়,
যে র'দ্দুর ফাগুণের, ছোটে ঘোড়া আগুণের
চোঁ চোঁ ক'রে জল শুষে খায়!

জলের যে কষ্ট কব কায়,
ছুটোছুটি ক'রে জান যায়,
যত মেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, দুবেলা কলসী কাঁকে,
কেবল পুকুর পানে ধায়।



সবে তায় একটী পুকুর,
গাঁ ছাড়া সে বিশ রসি দূর,
সেই জল টুকু আছে, লোকে নেয়ে খেয়ে বাঁচে,
নৈলে কষ্ট হতো অসুমুর।

সুধু শুন্তে বড় দীঘি নাম,
ভরা তায় পানা, ঝাঁজি, দাম,
হায় পা বুড়ুলে তায়, পাঁকে হাঁটুডুবে যায়
সেই জলে চলে সব কাম।

পেটো জোঁক ছিলিবিলি করে,
নামিলে অসাড়ে এসে ধরে,
দেখে যত মেয়ে ছেলে, কলসী কাপড় ফেলে,
আঁউ মাঁউ ক'রে ওঠে ডরে।

ঘটী ক'রে জল রাখি তুলে,
যেন সিদ্ধি রেখেছে কে গুলে;
পোকা বিজ্‌বিজ্‌করে, ছাঁকিলে আঁচল ভরে,
ডুব দিলে ঢুকে যায় চুলে।

গন্ধছাড়ে প'চে পানা পাঁক,
ভাসে কত বেঙাচির ঝাঁক,
পুকুরের চারি পাড়ে, জঙ্গল কচুর ঝাড়ে,
কোনো ঠাঁই নাই তিল ফাক।

পুকুরতো এ যুগের নয়,
ভাল আর কত কাল রয়?
হয়েছিল লোকে বলে, যে সময় এ অঞ্চলে
জমীর জরিপ সুরু হয়।

হায় যারে বিধাতা বিমুখ,
কোনো ঠাঁই নাই তার সুখ,
এই জল জল করি, ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরি,
পিপাসায় ফেটে যায় বুক!

জমীদারে মোরা কতবার,
জুটে করেছিনু দরবার,
যদি তিনি দয়া ক'রে, গরিব প্রজার তরে,
করেন দীঘির পঙ্কোদ্ধার।

গলায় কুড়ুল খোন্তা বেঁধে,
তাঁর দুটী পায়ে ধ'রে কেঁদে,
চেয়েছিনু কাছারিতে, কিছু টাকা জমা দিতে,
ঘরে ঘরে চাঁদা সেধে সেধে।

সে সময় খুব আড়ম্বর,
হুকুমেতে ফেটে যায় ঘর,
এরে ডাক তারে ডাক, কথায় হাজারলাক,
কিছু নাই দুদিনের পর!

নিবে যায় সব ধুমধাম,
কোথা বা রযুদ্ধি কোথা রাম,
একে কাল কাটি দুখে, কে রোজ বাজের মুখে,
যায় বলো ছেড়ে ছুড়ে কাম?

সুধু হাতে যাবার যো নাই—
খরচ দুএক টাকা চাই,
ঢুকতেই দরজাতে, দরোয়ান হাত পাতে,
কিছু না দিলে কি যেতে পাই?

তারপর নায়েবের ঘরে,
খাড়া থাকি যোড়হাত ক'রে;
যদি কাছে যাই ঘেঁসে, পিয়াদা খিঁচিয়ে এসে,
বলে হুঁকে "যা যা দাঁড়া স'রে।"

দরখাস্ত হাতে দিতে গেলে,
টান মেরে ছুড়ে দেয় ফেলে,
যদি ঝকে যেতেচাই, তবে আর রক্ষে নাই,
ঘাড় ধ'রে দেয় বেটা ঠেলে!

এ এমন একবার নয়,
কেজানে সময় অসময়,
বেটা মোর বাড়ীগিয়ে, এসেছে পার্ব্বনী নিয়ে,
সে সব কি আর মনে রয়?

সেই ঝিঙে এখন ঝুকই,
যেন চিন্তে পারিনেকো মুই,
বেটার ফিকির বুঝে, দিই কিছু হাতে গুঁজে,
তবে বলে "সেই বটে তুই?"

খাঁড়ি পারে যদি পাড়ি জমে,
পড়ি গিয়ে নায়েরের দমে,
বাপ্! যে তুফান তাঁর, পারিনেকো হ'তে পার,
কোনো মতে টাকাটার কমে!

শেষে সরকারী নজরানা,
না দিলে দরখাস্ত নিতে মানা;
গেঁটে থেকে টাকা নাগে, প্রসাদ ভোগের আগে,
ধন্য জমীদারী কারখানা!

চাষ চ'ষে ধান ভেনে ভুনে,
সংসার চালাই টেনে টুনে,
না আছে বিদ্যের জোর, না সহায়, না যোত্তোর,
পিছাই হেঙ্গাম দেখে শুনে।

তাঁরে বই, (যাঁর হিল্লে বাস)
আর কারে করিব আর্দ্দাস?
তেনার রকম এই, দয়ামায়া মোটে নেই,
কাযেই মোদের সর্ব্বনাশ!

সেই এঁদো পুকুরে নামিয়ে,
টুপ্ ক'রে দুটো ডুব দিয়ে,
সাঁজে ফিরে এনু বাড়ী, উঠোনে কাপড় ছাড়ি,
ভাত খেনু রান্না ঘরে গিয়ে।

আঁচিয়ে বসিনু হাতিনায়,
ঠেস মেরে দেয়ালের গায়,
গুড়ুকে লাগায়ে দম্, ভাবি মনে হ'য়ে গম,
মাগীরে বোঝানো হবে দায়।

মরে মাগী গরুটীর তরে,
গরুটীই লক্ষ্মী মোর ঘরে,
সিটী বেচা হবে শুনি, মাগী হবে খুনো-খুনি,
বেচিতে কি দেবে প্রাণ ধ'রে?

একথা তুলিতে তার কাণে,
মাথায় বজ্জর যেন হানে;
না বলিলে বাঁচিকই, ওদিগে ফতুর হই,
সরকারী যমদূতে টানে!

কতখানা করি তোলাপাড়া,
কিনারা না দেখি গরু ছাড়া;
কা'ল যে রকমে হয়, মরি কিম্বা জা'ন রয়,
টাকা দিতে হবে খাড়া খাড়া।

যাই হ'ক কথাটী না পেড়ে,
একবার দেখি নেড়ে চেড়ে;



একান্ত না হয় রাজি, খরিদার ডেকে আজি
বেচিব চাষের দুটী এঁড়ে।

মাগী কাঁকে ক'রে পুঁটেছেলে,
ছুটে এলো উঠে ভাত ফেলে;
মুখ কাঁচোমাচো ক'রে, সুধাইল "বলো মোরে,
কিকথা বলিবে ব'লে গেলে?

যতক্ষণ না বলিছ খুলে,
ভাবনায় যায় বুক উলে;
একেতো হাড়ীর হাল, ভরা নায়ে বা'ন চা'ল,
ঠাকুর না চায় মুখ তুলে।

সেই মিন্সে এক দিন আড়ে,
একগাছা মস্ত নাটী ঘাড়ে,
দুয়ারে শিকল নেড়ে, ব'কে ঝ'কে গা'ল পেড়ে,
ফিরে যায়; নাগে ছাড়ে ছাড়ে।

পুঁটে পাঁটা নিয়ে করি ঘর,
পায় পায়, আগাবিগে ডর;
শাঁপ মন্নি কেউ পাছে, দেয় মোর বাচ কাচে,
কারো বোলে করিনে উত্তর।"

আদরিণী কথা গুনি বলে,
আর ভাসে দুচক্ষের জলে;
কান্না দেখে পুঁটে ছেলে, ভ্যাক্ ক'রে কেঁদে ফেলে,
মাগী মুখ মোচায় আঁচলে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

# সমাজ চিত্র।

(পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান।)

## অথবা কেঁড়েলের জীবন চরিত।

পঞ্চম পট—তখনকার শান্তিসুখ।

ধন্দমণি ও নলছেঁচা প্রভৃতি সঙ্গীগণ পড়িয়া থাকুন, আমি এখন মামার বাড়ী যাইতেছি! সে কোথায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণনগর জিলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামা ক্ষুদ্র, কিন্তু ভদ্র গ্রামে আমার মাতামহ বাস করিতেন।

আমাদিগের নিজ গ্রাম হইতে নিশ্চিন্তপুর ষোল ক্রোশ উত্তরদিগে স্থিত। সুতরাং অতি প্রত্যূষে শিবিকারোহণ করিয়াও—মেজদাদা ও আমি এক শিবিকাতে এবং মাতাঠাকুরাণী অপর এক খানিতে—বাহকগণের স্কন্ধে এত লঘু ভার—পথে তাহাদিগের বা আমাদের রন্ধনাদি হয় নাই, মা ব্যতীত আর সকলেই ফলার করিয়া লইলাম—পথে দস্যু তস্করের আশঙ্কায় বাহকদের দ্রুত গতি—তথাপি সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতে আমরা পঁহুছিতে পারিলাম না।

মৃত কবি রায় দীনবন্ধু মিত্রের জন্মভূমি ঘোঁজা চৌবেড়িয়া গ্রাম পশ্চাৎ করিয়া কিয়দ্দূর গিয়াছি, নিশ্চিন্তপুর তখনো দুই ক্রোশ দূরে, সেই স্থলে, সন্ধ্যা হইল। কৃষ্ণ পক্ষ, মেঠো পথ, শীত কাল, ধান্য ক্ষেত্রে কিছুই নাই—গোড়া কাটা মাত্র অবশেষ—ছোলা, কৃষ্ণমুগ, ভিসি ও তামাকু প্রভৃতি কতক আছে কতক লইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে খামার, উচ্চ উচ্চ আঝাড়া ধানের গাদা,

এইসব ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট একটী বিস্তীর্ণ মাঠ বাহিয়া যাইতেছি। চতুর্দ্দিগ নিস্তব্ধ—জনরব মাত্র নাই,ধেনু পাল ও পক্ষীগণ অনেকক্ষণ বাসায় চলিয়া গিয়াছে—কেবল বাহকগণের ঘুম্-পা'ডানে ঘুন্-ঘুননি শব্দ বা "ডাইনে খানা, হুঁ হুঁ; হুঁসিয়ার ভাই,হুঁহুঁ; বাঁয়ে আ'ল,হুঁ হুঁ; পাশে খোঁচা হুঁ হুঁ; হুসিয়ার ভাই হুঁ হুঁ; সাম্নে ঢিবি হুঁ হুঁ; চোট্ লেগেছে, হুঁহুঁ; হোঁচট সামাল্, হুঁ হুঁ" ইত্যাদি একঘেয়ে বুলি মাত্র শ্রুত হইতেছিল—তাহাতে আর গা দোলাতে দিনেও অনেক বার ঘুমায়েছি এখন তো ঘুমাবই! মেজদাদা মাঠ আর অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন, আমাকে ঘুমাইতে দিতেছেন না। কি আশ্চর্য্য! সঙ্গে এত লোক, তাহাদের শব্দ শুনা যাইতেছে, তথাপি তাঁহার পার্শ্বস্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সেও বালক) কথা না কহিলে ভয় ভাঙ্গে না—আমি কথা কহিলেই কি বিপদ আসিবে না? তথাপি মানবহৃদয়ের কি চমৎকার ভাব—ভয়ের কি অদ্ভুত প্রকৃতি, যে, অতি নিকটে স্বজাতিস্বর শুনিতে পাইলেও তত ভয় থাকে না—সাহস যেন দ্বিগুণিত হয়!

সে যাহা হউক,তিনি আমায় ঘুমাইতে নিষেধ করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে "সর্দ্দার দাদা, সর্দ্দার দাদা" বলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিতেছেন। তিলক সর্দ্দার নামে আমাদিগের বাড়ীর এক জন পুরাতন সর্দ্দার আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছে; সে একটু আগে আগে যাইতেছে; মেজ দাদার ডাক শুনিতে পায় নাই। কিন্তু অগ্রবর্ত্তী শিবিকা হইতে মা তাহা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছেন যে আমরা ভয় পাইয়াছি। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া বাহকগণকে বলিলেন, "আর তো বেশী পথ নেই, ছেলে দুটীকে আমার পাল্কীতে তুলে নে!" তাহারা আপনাদের সমস্ত দিবসের ক্লান্তি জানাইয়া তাহা স্বীকার করিল না। তখন মা কহিলেন "তবে সর্দ্দারকে আমার কাছে আসিতে বল।" বাহকেরা সর্দ্দারকে ডাকিয়া দিলে মার আজ্ঞাতে সে আমাদের পাল্কীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও অভয় দান করিল এবং আমাদের শিবিকা আগে লইয়া আমাদের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিল।

এই ভাবে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তিন চারিটী শৃগালের গাদা বিশিষ্ট এক খামার হইতে শৃগালের ডাকের ন্যায় একটী ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল—তাহা যে প্রকৃত শিয়াল ডাক নয়, তাহা ষষ্ঠ কি সপ্তম বর্ষীয় বালক যে আমি, আমি পর্য্যন্তও বুঝিতে পারিলাম! মেজদাদা তো এককালে "নাই" বলিলেই হয়—পাঠকগণ! বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের চির-সাহসী কেঁড়েল তত ভয় পায় নাই; তাহার কারণ, আমি স্বভাবতঃ কখনই ভীরু নই এবং তিলক দাদা কাছে আছে!

তৎক্ষণাৎ আর একটী ডাক, আবার আর একটী! তিলক দাদা আমাদিগের গায় হাত বুলাইয়া "ভয় কি? আমি আছি!" বলিয়া গাত্রবস্ত্রখানি আমাদিগের পাল্কীর মধ্যে ফেলিয়া ভাল করিয়া কোমর বাঁধিয়া বেহারাদিগকে সাহস দিয়া বলিল "চল্, ভয় কি? যেমন যাচ্ছিস তেমনিই যা!' তাহারা অকৃতনিশ্চয় ভাবে একবার ডাইনে, একবার বাঁয় হেলিতেছে এবং মাতা ঠাকুরাণী "ওরে ছেলেদের আমার কাছে নিয়ে আয়" ব'লে কাতরোক্তিতে কথা কহিতেছেন, এমন সময় চারি পাঁচ জন যমদূত সদৃশ লাঠিয়াল দ্রুতবেগে উভয় পার্শ্ব হইতে আসিতে লাগিল। যখন তাহারা অর্দ্ধ রসি দূরে, তখন তিলক দাদা গম্ভীর স্বরে বলিল "কে তোরা?" তাহারা তদপেক্ষা ভীষণ স্বরে যুগপৎ কহিল "তোর বাপ আমরা!" তিলক দাদা অগ্রসর হইয়া বলিল "হুঁ! বাপ! তবে তফাৎ থাক! খবরদার কাছে আসিস্ নে—" এইরূপ বাক্য বলিতে না বলিতে তাহাদিগের দুইজন দৌড়িয়া আসিয়া তিলকদাদাকে লক্ষ্য করিয়া একবারে দুইজনেই লাঠি হাঁকিল—আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। বেহারাগণ পাল্কী ফেলিয়া দূরে পলাইতেছে—আর তিন জন দস্যু আর একদিক্ হইতে পাল্কীর অতি নিকট হইতেছে; নিমেষ মধ্যে তিলক দাদা আত্মরক্ষাপূর্ব্বক অত্যাশ্চর্য্য প্রণালীতে স্বীয় লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হঠাৎ এক জনের পায়, তৎপরেই অপরের মাথায় এত সতেজে প্রহার করিল যে, প্রথম ব্যক্তি "বাপ্‌রে" বলিয়া কিয়দ্দূরে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে সরিয়া গেল এবং দ্বিতীয় দস্যু নিঃশব্দে ধরাশায়ী হইল!

তিলকদাদা এক লম্ফে প্রথমের নিকট গিয়া তাহার পৃষ্ঠে ভীমের গদাঘাতের ন্যায় আর এক ঘা মারিয়া বিদ্যুৎবেগে পাল্কীর অপরদিগস্থ দুর্জ্জনগণের সম্মুখীন হইল! আমরা উঁকি মারিয়া দেখিতেছি,—বুক তোলপাড় হইতেছে; এক একবার চক্ষু বুজিতেছি, তবু দেখিবার ইচ্ছা ছাড়িতেছি না,—অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, তবু দেখিতেছি—এবারে তিলক দাদার মূর্ত্তি, পদচালন স্ফূর্ত্তি ও লাঠি খেলাইবার ভঙ্গী ভয়ানক—আরো ভয়ানক—তেমন আর কখনো দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ! এবারে এক এক লম্ফে যেন দশ হাত পার হইতেছে—দুই তিন লম্ফে দুর্জ্জনদিগের লক্ষ্যস্থল হইতে অন্তরিত হইয়া পলক মধ্যে ঘুরিয়া তাহাদের পৃষ্ঠভাগে আসিয়া তাহারা না ফিরিতে ফিরিতেই গো-বেড়েন!—সুধু এক জনকে গো-বেড়েন নয়—এরে এক ঘা, ওরে এক ঘা, তারে এক ঘা; কিন্তু তৃতীয়কে মারিতে না মারিতে সে সরিয়া পড়িল—ছুটিল! —প্রাণপণে ছুটিল—পাঁচ সাত লম্ফে তিলক তাহাকে ধরিল—সে লাঠি ফেলিয়া হাত যোড় করিয়া পায় পড়ার ভঙ্গী করিল। তাহাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিলক ফিরিয়া আসিল

—পূর্ব্বপতিত দুই ব্যক্তির একজন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আসিয়াই তাহাকে আবার এক লাঠি! সে মুমূর্ষস্বরে কহিল "বস হয়েছে, আর না!" তাহার সঙ্গীও তদ্রূপ ভয়ার্ত্ত বাক্য নিঃসারণ করিল—পঞ্চের মধ্যে এক জন মরিল, এক জন পূর্ব্ব কথিত রূপে প্রাণ ভিক্ষা লইয়া পলাইল, এক জন গোঙ্‌রাইতে লাগিল; দুই জন তিলক দাদার চরণে শরণ লইল! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম সমাপ্ত হইল!

তিলক দাদা আহত ব্যক্তিদের লাঠি কাড়িয়া লইয়া বলিল "যা বেটারা এমন কাজ আর কক্ষণো করিস্ নে! এই লাস এখনি পুতে ফেল্‌গে যা, নইলে তোরাই ম'র্ব্বি!" এই বলিয়া লাঠিগুলি পাল্‌কীর উপর রাখিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বেহারাদিগকে ডাকিতে লাগিল। তাহারা কি সহজে আসিবার লোক? তিলক ডাকিয়া ডাকিয়া রণভূমির সবিস্তার সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তবে সেই দ্বাদশ বীর ফিরিয়া আসিয়া এই বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল "কি ক'র্ব্বো সর্দ্দার, আমাদের হাতে যদি তোমার মতন অমন গুলবাঁধা লাঠি থাক্‌তো, তো দেখ্‌তে তখনি বেটাদের ক'াত্ ক'রে রা'খ্‌তেম!" তিলক কহিল "তা বটে, তোরা কি কম জোয়ান? নে, এখন কাঁধে কর্, এই দেখ্ তোদের জন্যে তিন চা'র গাছ লাঠি পেয়েছি, এবার আর ভয় নেই।" তাহারা লাঠি লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল—এ বলে আমি লইব, ও বলে আমার হাতে থাকুক—কেবল তিলকদাদার ধমকে সে গোল মিটিয়া গেল! দুই দণ্ড পরে আমরাও নির্ব্বিঘ্নে মাতুলালয়ে উত্তীর্ণ হইলাম।

সেবারে ঘটনা-সূত্রে চারি বৎসরের অধিক কালও মামার বাড়ী থাকি। সেই চারি পাঁচ বৎসরের যত কিছু ঘটনা, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিব না। অর্থাৎ কিসের পর কি হইল, এ প্রণালীতে সময় ও ঘটনার পর্য্যায় রক্ষা করিব না। ইহা এমন কিছু রাজত্বের ব্যাপার নয়, যে, দিন, মাস, বৎসরের তালিকা আবশ্যক হইবে! প্রধান প্রধান ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল এবং প্রকৃত পাড়াগার তাৎকালিক প্রধান প্রধান অবস্থা গুলি চিত্র করাই যখন বর্ত্তমান পট গুলির মূল অভিপ্রায়, তখন সময়ের পরিবর্ত্তে বিষয়ের উপর অধিক নির্ভর করাই উচিত। এক এক বিষয় লইয়া এক এক নেতাড়ি লিখিত হইবে—সে সকল বিষয় ঐ চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছিল, অথবা ঐ কালের দর্শন-ফল, ইহাই বুঝিতে হইবে! সম্প্রতি চোর দস্যু দুর্জ্জনগণের কথা উঠিয়াছে, অতএব ঐ অঞ্চলে ঐ কালে ঐ চৌর্য্যাদি বিষয়ের যেরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা ভুক্তভোগী হইয়াছি, বা আত্মীয় জনের ঘটিয়াছে, তত্তাবৎ এই স্থলেই সংখ্যানুক্রমে চিত্রিত হউক—অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অবধান করুন!*

*যাহা যাহা বলিতেছি একটীও কল্পিত নহে।



১। আমার মাতামহের বাড়ীটী তিন চারি অংশে বা মহলে বিভক্ত। সদর বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ, তাহার সম্মুখের উঠানে খামার, তৎপরে বাগান। ঐ বাগান ও খামার এক সারি তিন চারিটী পাকা কুঠারীর পশ্চাতে স্থিত। অন্দর বাটীর উত্তর দিগে প্রকাণ্ড এক খানি খড়ুয়া ঘর; পশ্চিমে ঐরূপ এক ঘর, কিন্তু তাহার পশ্চাতে অনেকটা শাদা জমি, তাহার পশ্চিমে পাকা প্রাচীর। দক্ষিণ দিগের অর্দ্ধেক ভূমিতে গোয়ালবাড়ী ও গোলাবাড়ী; অপরার্দ্ধে ঢেঁকিশালা ও রন্ধনশালা। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত পাকা ঘরগুলি ছিল। উত্তরের প্রকাণ্ড খড়ুয়া ঘরের ছাঁ'চ অত্যন্ত দীর্ঘ। সেই ছাঁ'চের নীচে দিয়া পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত লম্বা পাকা প্রাচীর।

রাত্রিকালে যখন আহারাদির ব্যাপার সমাধা হইয়া বাটী সুদ্ধ (বাটীতে লোকও বিস্তর ছিল) শয়ন করিত, তখন আমার মাতামহী একাকিনী একটী প্রদীপ হস্তে সেই সুবিশাল বাটীর সর্ব্ব স্থল—গলি ঘুঁচি কোণ প্রভৃতি দেখিয়া ও দুটী দরজার চাবি বন্ধ করিয়া স্বীয় গৃহে আসিয়া বাটী রক্ষার মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনটী করতালি দিয়া শয়ন করিতেন। তখন সে মন্ত্র শিখিয়াছিলাম, এখন আর মনে নাই। তাঁহাদের এমন সংস্কার ছিল, যে, বাটীর মধ্যে চোর থাকিতে যদি সেই বাড়ীবন্ধের মন্ত্র পঠিত হয়, তবে আর নিস্তার নাই—চৌরগণ সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবে! কিন্তু বাটীর সীমার বাহিরে চোর সিঁধ কাটিতেছে, এমন সময়ও যদি ঐ মন্ত্রপাঠ দ্বারা বাড়ীবন্ধ করা যায়, তবে সহস্র চেষ্টাতেও চোর বাড়ীর মধ্যে আসিতে পারিবেনা—তাহার কর্ণে যেন পুরীজনের কলরব সমস্ত রাত্রি প্রবেশ করিবে— সে অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনা হইতেই পলায়ন করিবে! এই সংস্কারের বশেই আমার আইমা সমস্ত বাটী পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্র ও হাততালি দ্বারা বাড়ীবন্ধ করিতেন না!

একদা ঐরূপ দীপ হস্তে চতুর্দ্দিগ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন উত্তরের সেই বড়ঘরের ছাঁ'চের নিকট গিয়াছেন, তখন তাঁহার কর্ণে নাক-ডাকার শব্দ আইল—যেন ঘরের বাহিরে কাহারো নাক ডাকিতেছে এমনি শব্দ শুনিলেন—তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু বুনোরা যেমন বাঘকে বড় ভয় করে না, নিশ্চিন্তপুরাঞ্চলের মেয়েরাও তেমনি চোরকে বড় গ্রাহ্য করিত না! কারণ তথায় চোরের পদার্পণ প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা, সুতরাং অভ্যাসের তলে পড়িয়া যায়! আইমা শব্দানুসারে ধীরে ধীরে সেই ছা'চতলার প্রাচীরের নিকট গেলেন। গিয়া দেখেন, তস্কররাজ চালের বাতা ধরিয়া ঐ বড় ঘরের উচ্চ দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়া পাকা প্রাচীরের উপর অশ্বারোহীর ন্যায় এক পা বাহিরে এক পা ভিতরে এই ভাবে বসিয়া অনায়াসে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন—তাঁহারই নাসিকা-ধ্বনিতে বাড়ীসুদ্ধ

আমোদ করিতেছে! তিনি যদি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে কিম্বা বাড়ীর অপরাংশে গোঁসাই দাস নামক যে এক পুরাতন কৃষক ভৃত্য শয়ন করিয়াছিল তাহাকে ডাকেন, তবে ভালই হয়। কিন্তু তাঁহার সাহস নাকি দুর্জ্জয়, তিনি কাহাকেও না ডাকিয়া আস্তে আস্তে প্রদীপটী রাখিয়া দুই হস্ত দ্বারা চোরের লম্বমান দক্ষিণ পদখানি ধরিয়া সজোরে এক টান মারিলেন! ভাবিলেন, চোরকে বাড়ীরমধ্যে টানিয়া ফেলিয়া পরে চীৎকার করিবেন, সকলে আসিয়া পড়িবে, চোর আর পলাইতে পারিবে না! কিন্তু দুঃখের বিষয়, চোর ভালরূপে বাতা ধরিয়াছিল; যেই আকর্ষণ হইল, —যদিও তাহা সজোরে, তথাপি স্ত্রীলোকের হস্তপ্রসূত, সুতরাং সে অনেকটা হেলিয়া পড়িল বটে. কিন্তু একবারে পড়িয়া গেল না— চৈতন্যোদয়ে আপনাপনি সামলাইয়া এক হেঁচকায় আইমার হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া লইল ও দিব্য রাজার মতন প্রাচীরের উপর বসিল! বসিয়া বলিল, "কেও গিন্নী? ধন্যি মেয়ে যা হ'ক্! তোমার প্রাণে কি ভয় নেই?" তখন আইমা বলিলেন "কেও চাঁদা, তোর এই কাজ? তোরে এত খাবার দিই, বছরে দুখান কাপড় দিই, তুই এই নেমখারামি ক'র্ত্তে এয়েছিস?" চাঁদা বলিল "না মা, চৌকী দিতে দিতে বড় ঘুম পেলে, তাই এখানে ব'সে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেম!" আইমা কহিলেন "আমার পাঁচীর তোমার খাট নাকি?" সে উত্তর দিল "ঘুমের ঘোরে পথ ভুলে এখানে উঠে পড়েছি —আর এমন কাজ হবে না—" এমন সময় গোঁসাই দাস তাঁহাদের কথার আওয়াজ পাইয়া সেখানে যাইতেছে দেখিয়া চাঁদা চৌকীদার প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া বাহিরে পড়িল! গোঁসাই দাস আইমার মুখে সমস্ত শুনিয়া "আমায় কেন ডা'কলেন না" বলিয়া ভারি আপ্‌শোষ করিতে লাগিল। আমরা তখন কেহই ঘুমাই নাই, তৎক্ষণাৎ সমস্ত শুনিয়া অবাক হইলাম!

২। আর এক দিন দুই জন চোর অনেক বাসন লইয়া যাইতেছিল, গোসাই দাসের সতর্কতায় তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বিফল হওয়াতে এই বলিয়া শাসাইয়া গেল "থাক্ বেটা থাক্; আগে তোর মাথাটা কাটি, তবে এবাড়ীতে চুরি ক'র্ব্বো!" যখন কানাচ হইতে এই শাসানি বাক্য বলিয়া যায়, তখন আমরা স্বকর্ণে তাহা শ্রবণ করিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বলিয়াছিলাম "আর এদেশে থাকিব না— এ দেশের চোর আমাদের দেশের ডাকাতের চেয়েও জবরদস্ত!"

৩। আমার মাতামহ গৃহিণী-রোগাক্রান্ত হইয়া কলিকাতা হইতে বাটী গেলেন। তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। প্রায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই। এক রজনীতে আমরা দুই ভাই, আমার মাতা ঠাকুরাণী এবং মাসীমাতা ঠাকুরাণী বড় পাকা ঘরে বড় একখান তক্তাপোষের উপর শয়ন করিয়া আছি, মাতামহ মেঝ্যায় আছেন, মাতামহী



তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। প্রায় সকলেই জাগ্রত, তথাপি কানাচে সিঁধ কাটিতেছে। সিঁধকাটার শব্দ বড় টের পাওয়া যায় নাই; কিন্তু শুষ্ক পাতার উপর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়া আইমা চুপি চুপি বলিলেন "বাইরে মানুষ এয়েছে।" মাতামহ বলিলেন, "না, এমন হবেনা; আমরা কথা ক'চ্ছি মানুষ কি আ'স্‌তে পারে? ও শব্দ গরুর পার শব্দ—" আমার আইমা এ বিষয়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন— তাঁহার হাঁপে দাপে একবার ব্যতীত তাঁহার বাটীতে আর কখনো কিছু যায় নাই—সকলে বলিত, চোরেরাও ভাবিত "ও মাগী কি জানে!" সে যাহাহউক, মাতামহের ঐ কথার উত্তরে আইমা বলিলেন "গরুর চা'র্ পা, তার পা ফেলার শব্দ আর মানুষের পা ফেলার শব্দ কি বুঝ্‌তে পার না?" এই বলিয়া দুইটা চেপ্‌টা ঢিলের উপর একটা হাঁড়ী উপুড় করিয়া তন্মধ্যে ঘরের প্রদীপটী লুকাইয়া রাখিলেন এবং সকলকে নিস্তব্ধ হইতে বলিলেন। তখন স্পষ্ট ফুস্ ফুসানি ও সিঁধ কাটার শব্দ শ্রুত হইল; সকলেই অত্যন্ত ভীত হইলেন—আমরা দুই ভাই বিশেষতঃ মেজ দাদা তাহাতে আরো কাতর! সে দিন গোঁসাই দাস স্থানান্তরে গিয়াছিল; মাতামহ মহাশয় ঘোর পীড়িত, পশ্চিমের ঘরে মেসো মহাশয় আছেন কিন্তু তিনি চলৎশক্তিহীন; আমরা দুই ভাই বালক; সুতরাং বাটীতে পুরুষ মাত্র নাই বলিলেই হয়! আবার চতুর্দ্দিগে যেরূপ বংশকুঞ্জ প্রভৃতির বাগান, তাহাতে প্রতিবাসীদিগকে ডাকিলে কেহ যে শুনিতে পাইবে, তাহার সম্ভাবনা স্বল্প। শুনিতে পাইলেও সে দেশে পরস্পরের সাহায্যে কেহ বড় আইসে না।

আমার আইমা এ সকলই জানিতেন এবং চোরেরাও তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল না। সুতরাং তাহারা নির্ভয় হৃদয়ে সন্ধি খনন সমাধা করিতে লাগিল। আইমা নিঃশব্দে উঠিয়া জানালারনিকট গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, জানালার গোব্‌রাটের নীচে সিঁধ কাটিয়াছে—ভিতর হইতে ঢালু ভাব—পরিমাণে বৃহৎ—আর দুই চারি খানি ইট খসাইলেই পথ পরিষ্কার হয়। আইমা অতি সত্বরে আগুনের মালসা লইয়া দরদালানে গেলেন; যে উনানে কর্ত্তার জল গরম হইত তাহা জ্বালিলেন; বড় এক কলসী জল শীঘ্র গরম করিয়া আনিলেন; আর এক কলসী বসাইয়া রাখিলেন—জল এত গরম হইয়াছে, যেন আগুন! এদিগে ততক্ষণে সিঁধ এপার ওপার হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সকলেই নিস্তব্ধ, সুতরাং চোর আমাদিগকে নিদ্রিত ভাবিয়া নিরাপদ জ্ঞানে সন্ধিমধ্যে মস্তক দিল। চোর প্রায় পার দিগ দিয়াই আইসে, কিন্তু অত উচ্চ জানালায় তাহা সম্ভবে না। যেইমাত্র সে মাথা গলাইয়াছে, আইমা অমনি সেই গরম জল হুড়্ হুড়্ করিয়া ঢালিয়া

দিলেন। বাবারে! বলিয়া শব্দ উঠিল—আমরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলাম! "আচ্ছা থা'ক্" বলিয়া ঘোরতর গর্জ্জনে শাসাইয়া তস্করদল চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে জানালা দিয়া ভালরূপে দেখিয়া যখন নিরাপদ বোধ হইল, তখন সিঁধ বুজাইবার মন্ত্রণা।

পাঠকগণ শুনিলে অবাক হইবেন, যে, তৎকালে পল্লীগ্রাম মাত্রেই চোর অপেক্ষা চোরের দমনকর্ত্তা পুলিসকে লোকে বেশী ভয় করিত। সতর্ক থাকিলে, কি টাকা গহনা পুতিয়া রাখিলে চোর অল্প পূজা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে বাধিত হইত; কিন্তু চুরির তদারক জন্য দারোগা জমাদার নামা যে সব রাজনিয়োজিত দস্যু আসিত, তাহাদিগের লোভ-পিশাচের পরিতোষার্থ গৃহস্থকে চোর-ত্যক্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইত—স্থল ও ব্যক্তি বিশেষে ইহার ন্যূনাতিরেক যাহাহউক!

অতএব পরামর্শ হইল, রাত্রি থাকিতে থাকিতে যেরূপে হউক সিঁধ বুজাইতেই হইবে। আমি তৎকালে রামায়ণ পুথি সর্ব্বদা পড়িতাম, পুলিসের দৌরাত্ম্য-তত্ত্ব না জানাতে মনে মনে ভাবিলাম "লক্ষ্মণ শক্তি-শেলে পড়িলে যে কারণে রাত্রি সত্ত্বেই বিশল্যকরণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহাও বুঝি তাই!"

সে যাহাহউক, আমার মাতামহের এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্ঠীর এদিগ কি ওদিগ্! তাঁহাকে আমরা রাঙা দিদী বলিয়া ডাকিতাম। তিনি অন্য ঘরে ছিলেন, তাঁহাকে উঠানো হইল। তিনি আসিয়া প্রথমে সিঁধ পরিদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন "এখনই চুন শুর্কি রাজ মজুর চাই—এমন করিয়া সারিতে হইবে যেন কেহ মালুম করিতে না পারে!" তখন প্রশ্ন উঠিল মিস্ত্রী ডাকে কে? মিস্ত্রীর বাড়ীও গ্রামে নয়, শ্রীনগরে—প্রায় সার্দ্ধ ক্রোশ দূরে! রাঙা দিদী কহিলেন "যখন গোঁসাই দাস বাড়ী নাই এবং যখন অন্য কোনো রেয়েত জনের কাছে প্রকাশ করা হইবে না, তখন আমাকে নিজেই যাইতে হইবে।" কিন্তু সঙ্গে যায় কে? পরামর্শ হইল, আমার মেজ দাদা যাইবেন। তিনি সম্মত হন না দেখিয়া আমি যাইতে চাহিলাম। কিন্তু মেজ দাদা আমাকে প্রাণের সমান ভাল বাসিতেন, আমাকে বিপদ স্থলে যাইতে দেখিয়া অগত্যা তিনি সাহস বাঁধিলেন। সেই ভরা রাত্রে এক বুড়ীকে সঙ্গে করিয়া তিনি শ্রীনগর গেলেন, মিস্ত্রী ডাকিলেন, তাহাকে চতুর্গুণ মজুরি দিতে স্বীকার করিয়া আনিলেন। বাড়ীতে চুণ ছিল, শুর্কি নাই; এজন্য শ্রীনগরের মিদ্দাদের বাড়ী হইতে শুর্কি চাহিয়া আনাও হইল। (ঐ মিদ্দারা মুসলমান, বিস্তর ভূসম্পত্তির অধিকারী, আমাদিগের সহিত একটা ধর্ম্মসুবাদ থাকাতে অত্যন্ত মান্য ও আত্মীয়তা করিত।) এইরূপে সিঁধ বুজানো হইল—একা খান শিল ভস্মধ্যে দেওয়া গেল—শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত সেই কার্য্য চলিতে লাগিল।

৪। এক রাত্রি আমাদের গোয়াল বাটী হইতে চারিটা ছেলে গরু (মাতামহের চাষ ছিল—সেদেশে সকল ভদ্র ঘরেই চাষ) এবং একটা গাভী চুরি গেল। প্রাতে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রামের মাতব্বর কিঙ্কর বখ্সী ও গোবিন্দ মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণকে ডাকিয়া আনিয়া যুক্তি স্থির হইল, যে, এখনি ১০।২০ টাকা লইয়া অমুক গ্রামে অমুক ব্যক্তির নিকট লোক যাউক। তাহাকে সম্মত করিতে পারিলেই সেই দিন, কি তৎপরদিন রাত্রিকালে যেখানকার গরু সেখানে আসিয়া পৌঁছিবে। তাঁহারা প্রবোধ দিলেন, "কিছু ভয় নাই, এমন শত শত হইতেছে, তোমাদের বা কি, অমুকের পাল সুদ্ধ গিয়াছিল, অমুকের গরু পাঁচ দিনের পথে চালান হইয়াছিল, অমুকের বারটা গিয়া চোরেদ্দের ভুলে তেরটা ফিরিয়া আসিয়াছিল ইত্যাদি!" আমরা দুই ভাই এই সব কথা শুনিয়া অবাক্—ভাবিলাম পৃথিবীতে এমন কুৎসিত দেশ বুঝি আর নাই! তখন ইংরাজী শিখি নাই, সুতরাং স্কটের "রব্ রয়" প্রভৃতি হাইল্যাণ্ডের রীতিবোধক নব্যাসে "ব্ল্যাক মেল্" এবং "ক্যাটল্ মেল্" ইত্যাদির যে সব বৃত্তান্ত আছে, তাহা জানিতাম না—এখন দেখিতেছি স্কটের হাইল্যাণ্ড এবং আমার মামার বাড়ীতে বড় প্রভেদ ছিল না—আ'জ্কা'ল্ কিরূপ অবস্থা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু শুনিয়াছি, অদ্যাপি পূর্ব্বের ভাবগতিক এককালে সব অন্তর্হিত হয় নাই!

ঐ পরামর্শানুসারে গোঁসাইদাস এবং অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বাসী এক রাইয়ত নব ধোপা টাকা লইয়া উপদিষ্ট ব্যক্তির নিকট গমন করিল। বিস্তর সাধ্য সাধনাতে সেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে তোমাদের জন্যে চেষ্টা ক'রে দেখি কি হয়? আমি তাদের কোনো সন্ধানই জানিনে, আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশে এক জন বন্ধু আছেন, তাঁর দ্বারা যদি কিছু হয়!" ইত্যাদি আত্ম-দোষোদ্ধারক ভদ্র বক্তৃতার পর প্রতি গরুতে ৩ তিন টাকার হিসাবে এবং তাহাদের দুই তিন দিনের খোরাকী ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে যাহারা পরিচালক হইবে, তাহাদের পারিশ্রমিক, এই সকল ধরিয়া মোটে ১৮ আঠার টাকা লইয়া গোঁসাই ও নবকে বলিলেন তোমরা বাড়ী যাও। তাহারা ফিরিয়া আইল, কিন্তু একে পাঁচটা গরু গিয়াছে, তাহার সঙ্গে ১৮।১৯ টাকা দক্ষিণা গেল, আমাদের উদ্বেগের সীমা রহিল না! কিন্তু তৃতীয় দিবসের প্রাতে উঠিয়া বাটীর সম্মুখস্থ আম্রবাগানে ভ্রষ্ট গো পক্ষ বাঁধা আছে দেখিতে পাইয়া বাটীসুদ্ধ ও পাড়াসুদ্ধ সকলেই হর্ষ-বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন!

৫। ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক এক ব্রাহ্মণকুমার শ্বশুর বাটীতে প্রথম গিয়াছেন।

তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে অগ্নিদাহে ঐ শ্বশুরবাটী অর্থাৎ চক্রবর্ত্তীবাটী পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপাততঃ এক খানি লম্বা দোচালা বাঁধিয়া তন্মধ্যে সামান্য দেয়ালের ব্যবধান দিয়া এক ঘরকে দুই কুঠারি করিয়াছেন। যে দিন জামাতা গেলেন, সে দিন চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পুত্র বাটী নাই। চক্রবর্ত্তীর ব্রাহ্মণী এক কুঠারিতে শয়ন করিয়া দ্বিতীয় গৃহে দশমবর্ষীয়া কন্যা ও জামাতাকে শয়ন করিতে দিলেন। তাড়াতাড়ি ঘর বাঁধা হইয়াছে, এ নিমিত্ত তক্তার দ্বার হয় নাই—তালপত্রের ঝাঁপা ও বাঁশের হুড়কা দেওয়া হইয়াছিল। যে কামরায় ঝি জামাই, তাহার দুই দ্বার।

রাত্রি দেড় প্রহর; জামাতা জাগ্রত, কন্যা নিদ্রিতা; কে যেন তক্তাপোষের নিকটস্থ বাহিরের দিগের ঝাঁপ খানি ঈষৎ ঠেলিল। জামাতা একে বিদেশী, তায় অল্পবয়স্ক, তায় স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভীরু। ঝাঁপ ঠেলার শব্দে ভয় পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল "এবাটীর ঠাকুরঝিরা বুঝি আড়ি পাতিতে আসিয়াছেন!" ভাবিতে ভাবিতে পুনর্ব্বার ঐরূপ শব্দ এবং ঝুরঝুর করিয়া মাটী পতন হইতে লাগিল। সন্দেহে ও ভয়ে আস্তে আস্তে উঠিয়া ঝাঁপের ফাক দিয়া দেখে—তিন জন যমদূত সদৃশ কৃষ্ণকায়, ঝাঁকড়া চুল, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুরুষ! দিব্য জ্যোৎস্নাময়ী রজনী—দেখিয়া আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল! জড়সড় হইয়া শয়ন করিল—গলদ্ঘর্ম্ম হইতে লাগিল! পরক্ষণেই মুড়ালি দিয়া একটা ঢিল আসিয়া ঠিক তাহার বুকের উপর পড়িল—গোঁ গোঁ শব্দে অর্দ্ধ চীৎকার, অর্দ্ধ স্তম্ভিত ভাবে "মা মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল! পার্শ্বস্থা প্রেয়সী একে বালিকা, তাহাতে নিদ্রিতা; ও ঘরে শাশুড়ী,কথা কহিবেন না, মস্ত বিপদ!

জামাতা দেখিল, শাশুড়ী যদি কথা না কহেন এবং এ ঘরে না আইসেন, তবে তাহার প্রাণ সংশয়! সত্য সত্যই ভীরু জামাতার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া উঠিয়াছে—তাহার বুকে ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে, অনবরত ঘর্ম্ম ছুটিতেছে, মুখ বুক শুকাইয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে—সে সময় কেহ যদি নাড়ী টিপিয়া দেখিত, তখনি বলিত—"হয় আর কি!" এ অবস্থায় লজ্জা কোন্ কাজের? প্রাণ আগে না লজ্জা আগে? এইভাবিয়া জামাতা শুইয়া শুইয়া অস্পষ্ট কম্প-কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল "ও মা, তোমার জামাই যায়—তুমি যদি এখনি এ ঘরে না এস, তোমার মেয়ে রাঁড় হয়—আর বাঁচিনে, শীগ্‌গির এস—" চোরেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে শুনিয়া আরো প্রাণ উড়িয়া গেল! শাশুড়ী ভাবিলেন জামাই স্বপ্ন দেখিয়া ডরিয়া উঠিয়াছে। অতএব যেন আপনা-আপনি বলিতেছেন, এমন শ্রুত স্বরে বলিলেন "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং, দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং!"



শাশুড়ীর স্বর শুনিতে পাইয়া জামাতার একটু সাহস হইল, কিন্তু শাশুড়ীর ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিতে লাগিল "ও গো মা, তা নয়; ও গো মা, স্বপ্ন ফপ্ন নয়, ও গো মা, আগড় ঠেল্‌ছে, ও গো মা, চোর এয়েছে; ও গো মা, মেরে ফেল্লে—শিগ্‌গির এস মেরে ফেল্লে—তোমার মেয়ে রাঁড় হয়, শীগ্‌গির ক'রে এঘরে এস—" শাশুড়ী কি করেন, জামায়ের সঙ্গে স্পষ্ট কথা কহিতে বাধিত হইয়া বলিলেন "ছি বাবা,অমন ক'চ্ছো কেন? ভয় কি? তোমার ও বাড়ীর ঠাকুরঝিরে বুঝি এয়েছেন,ভয় কি? ইত্যাদি।" জামাতা মরিয়া হইয়া শয্যা হইতে উঠিল এবং ঘরের মধ্য-দেয়ালের নিকট দাঁড়াইয়া শাশুড়ীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া দৃঢ়রূপে কহিল "তুমি যদি এখনি এ ঘরে না এস, কি কাকুকে ডেকে না দেও, তবে আর বেশী ব'ল্‌বো কি—তোমার মেয়ে রাঁড় হয়!" শাশুড়ী বলিলেন "তবে দোর খুলে দেও।" জামাতা বলিল "তুমি দোরের গোড়ায় না এলে দোর খুল্‌তে পা'র্ব্বোনা।" শাশুড়ী আপন গৃহদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া জামাতার গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন, জামাতা উঁকি মারিয়া দেখিল শাশুড়ী বটেন, তবে দ্বার খুলিল। শাশুড়ী প্রবিষ্টা হইয়া পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক ঘরে যে একখানি দা ছিল, তাহাই হস্তে লইয়া চৌরাক্রান্ত আগড়ের পার্শ্বে গিয়া দেখেন, যে, জামাতা যাহা বলিয়াছে সত্য—বরং তিন জনের পরিবর্ত্তে তিনি চারিজন দেখিতে পাইলেন।

তখন সেই দার অগ্রভাগ দেখাইয়া এবং ভিতরে বাঁশের উপর তাহার শব্দ করিয়া নির্ভয় স্বরে ডাকিয়া কহিলেন "শোনো বাছারা, আমার ঝি জামাই ছেলে মানুষ, তারা ভয় পেয়েছে ব'লে এখন মনেও ক'রোনা যে,আমরাও ভয় পেয়েছি। এই দেখ দা আর বঁটী হাতে আমরা দু তিন জন মেয়ে মানুষ এখানে দাঁড়ালেম, কার সাদ্ধি মাথা গলাক্ দেখি? যেমন আস্‌বে অম্‌নি দাকোপা আর বঁটী কোপা ক'র্ব্বো—আমরা উগ্রচণ্ডা কালীর জা'ত—তোমরা এক শ নোক এলেও ভয় পাবো না—এক জনকেও প্রাণে রাখ্‌বো না!"

অসুরদলনীর গর্জ্জনবৎ এই ভীষণ বক্তৃতা শুনিয়া তস্করেরা কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ক্ষণকাল চুপিচুপি মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শাশুড়ী জামাতার কিছু সাহস হইল। শাশুড়ীর দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখিয়া এবং বাক্য-প্রয়োগের প্রকরণ শুনিয়া জামাতা তো অগ্রেই সাহসী হইয়াছে। এক্ষণে দুর্জ্জনগণের শৈথিল্য দর্শনে আরো বুক বাড়িল—আগুণতোলা চিম্‌টা লইয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল! দুর্ব্বৃত্তেরা পরামর্শ করিতে করিতে হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া এককালে দুই তিন জন আগড়ের উপরিভাগ নোয়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্র-

বেশের নিমিত্ত মহা আক্রমণ করিল—তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীর দা তাহাদিগকে উচিত শাস্তি দিয়া ফিরিয়া পাঠাইল! জামাতা আক্রমণের বেগ দেখিয়া "ওগো মা গেলুম!" বলিয়া বালিকা পত্নীর ঘাড়ে পড়িয়া গেল—সে কাঁদিয়া উঠিয়া গোলযোগ আরো বৃদ্ধি করিল! চোরেরা দেখিল, মাগী সুধু কথার লোক নয়, কাজের লোক বটে, কাজে কাজেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধিত হইল!

৬। এক জনদের ঘরে সিঁধ কাটিতেছে; তাহারা তাহা টের পাইল। বাটীতে সদ্য আগত দশ বৎসর বয়সের এক দৌহিত্র ব্যতীত পুরুষ আর কেহই নাই। স্ত্রীলোকেরা ভাবিল, গোলমাল করিলেই চোরেরা পলাইয়া যাইবে। তদ্ধেতু তাহারা চেঁচাচেঁচি সোরসার আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে চোরেরা দৃক্‌পাতও করিল না—আপন মনে সিঁধ ফুটাইতে লাগিল! মেয়েরা ডাকিয়া বলিল "তোরা কেয়্যা? ওরে কানাচে কে র‍্যা? র'স্‌তো পুরুষদের ডেকে দিই!" একথা কে যেন কাহাকে বলিতেছে, স্ত্রীলোকেরা ভয় পাইয়া যত চেঁচায়, চোরেরা আরো উৎসাহিত হইয়া স্বকার্য্যে তৎপর হইল—শীঘ্র শীঘ্র ইট খসাইতে লাগিল। তখন নিরুপায় দেখিয়া এক প্রাচীনা ঐ বালকটীকে সঙ্গে লইয়া বাটীর এক গোপনীয় পথ দিয়া নিকটস্থ মিশ্রদিগের বাটীতে গিয়া বিপদ সংবাদ দিলেন। তাঁহারা তিনভাই লাঠি লইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বাটীর কর্ত্তা ও স্ত্রীলোকেরা এই বলিয়া নিষেধ করিলেন, যে, "আ'জ্‌ তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিতে যাবে, কা'ল্‌ তোমাদের নিজের সর্ব্বনাশ করিবে, তখন কি হইবে?" ভ্রাতা ত্রয় অমনি ভয় পাইয়া একে একে শয়নগৃহে খিল আঁটিয়া দিলেন—বুড়ী বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া শেষে এই মাত্র ভিক্ষা চাহিল, যে, এক জন আমার সঙ্গে আমাদের রাইয়তদিগের বাটী পর্য্যন্ত আইস, তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাই। এ কথায় একভাই সঙ্গে গেলেন আক্রান্ত বাটীর কৈবর্ত্ত রাইয়তেরা শ্রবণ মাত্র ৭।৮ জন লগুড়াদি লইয়া মনিব বাড়ীর গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। ঘরে গিয়া দেখে, সিঁধ ফুটাইয়াছে, আসিবার বড় অপেক্ষা নাই! ঐ ৭।৮ জন সেই ঘরের মধ্য হইতে গোলমাল আরম্ভ করিল, কিন্তু কানাচে গিয়া চোর ধরা দূরে থাকুক, তাড়াইয়া দিতেও তাহাদিগের সাহস হইল না! কেননা উহার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে ঐরূপ অসমসাহসিকতার ফলস্বরূপ পল্লীর জনকত লোক বিলক্ষণ আহত হইয়াছে! সিঁধ মহানা হইতে চোরদিগের তরবারাদি অস্ত্র শস্ত্র ও আকৃতি প্রকৃতি অকুতোভয়তা দর্শনে বোধ হইল ইহারা সেই খেলোয়াড় দল বটে! তাহারা দলে পুষ্ট নয় বলিয়া সদর খিড়কীতে ঘাঁটি দিয়া ডাকাইতি করিতে পারে না, কিন্তু সিঁধ কাটিয়া একবার প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার পর প্রায় ডাকাইতি করিয়া চলিয়া যায়! কৈবর্ত্তেরা এই কথা জানিত, সুতরাং গণনায় অধিক হইলেও সাহস করিয়া সম্মুখ সংগ্রাম করিতে বাহিরে যাইতে পারিল না। তাহাদিগের দুই জন দা কুড়াল হস্তে সিঁধ মহানার দুই দিগে দাঁড়াইল, অবশিষ্ট সকলে ছাতে উঠিয়া ঢিল মারিতে লাগিল! চৌকীদার চৌকীদার বলিয়া বিস্তর ডাকিল; চৌকীদার যে কোথায় উবে গেল, তাহার ঠিকানা হইল না! ইট পা'ট্‌কেল খাইয়া তস্কর গণ বাঁশবাগানে প্রবেশ পূর্ব্বক ছাতের উপর মানুষ লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। লাভে হইতে ছাতের লোক যে ঢিল মারে, তাহা বাঁশ ঝাড়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া লাগিয়া ব্যর্থ হয়; চোরেরা যাহা মারে, তাহাতে দুর্গরক্ষাকারীদের "উহু গেলেম গেলেম" শব্দ নিঃসারণ করাইতে সমর্থ হইল! এইরূপ প্রায় সমস্ত রাত্রি আক্রমণ ও রক্ষার ব্যাপারে কাটিয়া গেল! পর দিন থানায় রিপোর্ট পাঠানো হইল। দারোগা ছিলেন না; জমাদার বলিলেন "আমি এতালা করিলাম, তোমরা সিঁদ বুজায়ো না, যেমন আছে অমনি রাখ, কল্য হয় তিনি নয় আমি তদারকে যাইব।" প্রজারা বলিল "সিঁধ খোলা থাকিলে আ'জ্‌ যদি আবার তাহারা আক্রমণ করে, তার রক্ষার উপায় কি?" জমাদার সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তা আমি কি ক'র্ব্বো? রা'তে পার ভালই, না পার মালামাল কা'ল্‌ লিখিয়ে দেবে!"



সে গ্রাম হইতে থানা দূরে। গ্রামস্থ লোকে আশা ও ভরসা করিয়াছিল আ'জ্‌ দারোগা আইলে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইয়া বাঁচিব। সন্ধ্যার সময় যখন লোক আসিয়া কহিল "দারোগা থানায় নাই, জমাদার এইরূপ বলিলেন" তখন গ্রামে যেন কম্পজ্বরের আবির্ভাব হইল! রাত্রে সেই কৈবর্ত্তেরা আরো দুই চারি জন লোক লইয়া সিঁধ চৌকী দিতেছে, এমন সময় পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় আবার ঢিলাঢিলি হুড়ামুড়ি আরম্ভ হইল! প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এই ভয়ানক কাণ্ড চলিয়া সহসা চোরেরা পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া অনেকে অনেক রূপ সন্দেহ করিতেছে, এমন সময় কৈবর্ত্ত পাড়ায় স্ত্রীলোকেদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল! মিশ্র মহাশয়েরা যাহা বলিয়াছিলেন তাই—কৈবর্ত্তেরা তাহাদিগের বাধা দিতেছে দেখিয়া কৈবর্ত্তদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল—তাহাদের মেয়েরা টের পাইয়া ঐ আর্ত্তনাদ ছাড়িল! কৈবর্ত্তেরা ছুটিয়া বাড়ী গেল—অগ্নি থামাইতে ব্যস্ত হইল। এ দিগে চোরেরা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগের মনিব বাড়ীতে সন্ধি সংযোগে প্রবেশের চেষ্টা দেখিতে লাগিল; কেবল স্ত্রীলোকদিগের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না—স্ত্রীলোকেরা দা বঁটী প্রভৃতি হস্তে আত্মরক্ষা করিল এবং গ্রামস্থ লোক অত্যন্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে বাহির হইয়া চোরদি-

গকে তাড়াইয়া দিল! পর দিন জমাদার আসিয়া গ্রামস্থ নিরীহ লোকের উপর যৎপরোনাস্তি পীড়া দিয়া যথোচিত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক হাস্যমুখে বিদায় হইলেন!

এমন উপাখ্যান কত বলিব? সকল বলিতে গেলে এক খানি গ্রন্থ হয়! যাহা বলা হইল, ইহাতে পল্লীগ্রামের—অজ্ পাড়াগাঁর অবস্থা ও পূর্ব্ব পুলিসের মহিমা প্রচুররূপেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে! আধুনিক পুলিসের শাসনে দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা কোনো কোনো অংশে ভাল কোনো কোনো অংশে মন্দ দশায় পতিত হইয়াছে—আমার জীবন লিখিতে লিখিতে হয় তো তাহা বাহির হইয়া পড়িবে! অদ্য এবিষয় এই পর্য্যন্ত!!!

## প্রতিভার দারিদ্র্য।

(এই বিষয়ে পূর্ব্বে ১৩ সংখ্যক মধ্যস্থে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছিল। অদ্যকার এই প্রবন্ধ তাহারই পরবর্ত্তী। এরূপ বিষয়ের শেষ হওয়া ভার, যত চেষ্টা করা যায়, ততই সংগৃহীত হইতে পারে।)

ইটালি দেশের এবং সাহিত্যসমাজের ভূষণস্বরূপ কার্ডিন্যাল বেণ্টিভলিও বৃদ্ধকালে ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভার্থ স্বীয় বাসভবন পর্য্যন্ত বিক্রয় এবং হৃদয়ভেদী দারিদ্র্য ভোগ করিয়া মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনলেখক লিখিয়াছেন "নাম ভিন্ন তিনি আর কিছুই রাখিয়া যান নাই!"

প্রসিদ্ধ বিদ্বান পম্পোনিয়ম লিটস্ মহাশয়ের কষ্ট জানাইবার জন্য তাঁহার বন্ধু লিখিয়াছিলেন "লিটস্ অদ্য যে দুইটী ডিম্ব সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা যদি কেহ চুরি করে, তাহার এমন সঙ্গতি নাই, যে, তদ্দ্বারা আর দুইটী ক্রয় করিতে সমর্থ হয়!"

এল্ড্রোভ্যাণ্ডস প্রাকৃত ইতিবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহার্থ ইউরোপের প্রধান প্রধান শিল্পী ও চিত্রকরকে তদর্থে নিয়োগ দ্বারা আপনার প্রচুর বিভ্রম ক্ষয় করিয়া মানব সমাজের মহোপকারী জ্ঞানের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। নগরের যে চিকিৎসালয় নির্ম্মাণার্থ তিনি বিস্তর টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার শেষাবস্থায় সেই দীন দরিদ্রের হাঁসপাতালে পড়িয়া থাকিয়া পরলোক গমন করিতে বাধিত হইয়াছিলেন! হায়! মনুষ্যসমাজ এমনি কৃতজ্ঞ!

ফরাসী জাতি মধ্যে রায়ার নামে এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতামালা প্রতি দিন সহস্র সহস্র লোককে সুখ ও পুস্তক বিক্রেতাকে প্রচুর লভ্য দান করিত, কিন্তু তিনি এক খানি অতি সামান্য গ্রামে সামান্য লোকের ন্যায় পেটের দায়ে অজস্র খাটিয়া খাইতে বাধিত হইতেন! তাঁহার এক বন্ধু লিখিয়াছেন "এক দিন আমরা তাঁহার সহিত



সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। নগরের কিয়দ্দূরে তাঁহার বাসভূমি ছিল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন এবং যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন ও লিখিবার কল্পনায় আছেন, তত্তাবতের অনেক দেখাইলেন ও শুনাইলেন। আমাদিগের প্রতি আতিথ্য ব্যবহার অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্যপানীয় প্রদানার্থ ব্যস্ত হইলেন। নিজের ঘোর দরিদ্রতা প্রকাশ না পায় অথচ মান থাকে, এরূপ উপায় অন্বেষণে তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলাম। একটী বৃহৎ তরুতলে ঘাসের উপর "টেবিল ক্লথ" অর্থাৎ খানার আস্তরণ বিছানো হইল। তাঁহার স্ত্রী কিঞ্চিৎ দুগ্ধ, জল ও রুটী উপস্থিত করিলেন, তিনি নিজে একটী ঝুড়ি লইয়া বৃক্ষ হইতে কোনো উপাদেয় ফল পাড়িয়া আনিলেন! আমরা তাঁহার অমায়িকতা ও শ্রদ্ধার গুণে সেই সব আহার্য্য মহা তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম, কিন্তু বিদায় কালে তাঁহার ন্যায় সুজন ও সুকবি বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ভাগ্যের ও মনুষ্য সমাজের প্রতিকূলতা স্মরণ করিয়া চক্ষুর জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিলাম না! ফলতঃ সুনাম ভিন্ন এজগতে তাঁহার আর কিছুই ছিল না!"

ফরাসীদেশীয় সুমার্জ্জিত লেখক ভাগেলাস্ চির জীবন উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ দ্বারা স্বীয় মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াও এত দূর দৈন্যাবস্থায় ছিলেন, যে, মৃত্যুকালে উত্তমর্ণগণের ঋণ পরিশোধার্থ শারীর-তত্ত্বানুসন্ধায়ী মৃত-দেহ-পরীক্ষক ডাক্তার গণকে স্বীয় ভাবী মৃত-দেহ বিক্রয় করিয়া যাইতে বাধিত হইয়াছিলেন! আমাদিগের অর্দ্ধ-সভ্য হিন্দু-কর্ণে এ যে কি ভয়ানক কথা তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না!—ইহা পাঠ করিয়া সেই সভ্যতম দেশের পায় নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে!!

ফ্রান্সাধিপতি বিখ্যাত চতুর্দ্দশ লুই রাজার সহিত জগৎপ্রসিদ্ধ রেসিন ও বয়লিও প্রতিমাসে একবার করিয়া গোপনীয় ভাবে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এক দিন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "সাহিত্য-সংসারে নূতন সংবাদ কিছু আছে?" রেসিন উত্তর করিলেন "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, একটী আশ্চর্য্য নূতন সংবাদ আছে—আমি দেখিয়া আইলাম, আমাদিগের প্রসিদ্ধ কবি কর্নিলি অনাহারে মরিতে বসিয়াছেন—এমন কি, তাঁহার মৃত্যুকালে একটু সামান্য মাংসের ঝোলও যুটিতেছেনা!" লুইরাজা এতচ্ছ্রবণে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মুমূর্ষ কবিকে কতকগুলি টাকা পাঠাইয়া দিলেন!

আমাদিগের মধ্যে যিনি কিছুমাত্র ইংরাজী পড়িয়াছেন, তিনিও ইংলণ্ডের মহা কবি ড্রাইডেনের নাম শুনিয়া থাকিবেন। টন্সন নামা পুস্তক বিক্রেতার সহিত তিনি যে একরার-নামায় বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ আছে, যে, তিন সহস্র টাকার ন্যূন মূল্যেও ড্রাইডেন

দশ সহস্র পদ্য-পদ লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হন! বোধ হয়, এককালে এরূপ উপার্জ্জনের ব্যবস্থা হয় নাই; তিনি উদরান্নের নিমিত্ত ক্রমশঃ যেমন লিখিয়াছেন, পুস্তক বিক্রেতা কিছু কিছু করিয়া তেম্‌নি দিয়াছে! অথবা যদিও দশসহস্র চরণ-বিশিষ্ট কোনো কাব্য লিখিয়া এক দিনে তাহার মূল্য লইয়া থাকেন, তথাপি সে পুস্তক অবশ্যই পরিমাণে অতি বৃহৎ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ড্রাইডেনের লিখিত একখানি বৃহৎ কাব্যের সত্ত্ব যে ঐ সামান্য মূল্যে বিক্রীত হয়, ইহা নিতান্ত টানাটানির সংসার বা ঋণ দায় ব্যতীত সম্ভবেনা!

পটাস্‌ নামা একজন ইংলণ্ডীয় চিরজীবন অধ্যয়ন ও ভ্রমণ দ্বারা দর্শন ও বহু দর্শনে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি(Relation of the world)পার্থিব সম্বন্ধ নামা এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম চার্লস রাজার নামে ঐ গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হয়। চার্লসের পিতা জেম্‌স রাজা এই পুস্তকের হস্তাক্ষর-লিপি লইয়া প্রতি রজনীতে পাঠ পূর্ব্বক বিস্তর জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিতেন। এমন প্রতাপান্বিত রাজদ্বয় তাঁহার ভক্ত হইলেও উক্ত গ্রন্থমুদ্রাকারের ঋণের দায় অবশেষে তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল!

মার্কুইস অব ওয়ারসেষ্টার ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প-বিদ্যার নব নব অদ্ভুত তত্ত্ব সকল আবিষ্ক্রিয়া করিয়া তদ্ব্যয় সমাধান জন্য ঋণজালে জড়িত হন। তাহা হইতে মুক্ত হওয়া স্বীয় সাধ্যাতীত দেখিয়া দ্বিতীয় চার্লস রাজার রাজত্ব কালে পার্ল্যামেণ্ট মহাসভায় সাহায্য প্রার্থনা জন্য এক আবেদন করেন। মহাসভা তাহাতে মনোযোগী হইলেন না, অথচ সেই সকল আবিষ্কার হইতে ইংলণ্ডের এবং সমগ্র ভূমণ্ডলের কি মহোপকার হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায়না—বাষ্পীয় যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ যন্ত্র প্রভৃতি তাঁহার সেই সব আবিষ্ক্রিয়ার অন্তর্গত! ঐ সাহায্য অভাবে আরো কত তত্ত্ব অপ্রকাশিত রহিয়া গেল! ফলতঃ প্রতিভা রূপী কামধেনুকে দোহন করিয়া লইতে মনুষ্য সমাজ যত ব্যগ্র, তাহার খ'ল্‌ বিচালি যোগাইতে তত ইচ্ছুক নয়! মনুষ্য কি কৃতঘ্ন!

"ঐতিহাসিক সংগ্রহ" নামা মহোপকারী গ্রন্থরচয়িতা বস্‌ওয়ার্থ সাহেব শেষ দশায় কারাগারে জীবন ক্ষেপণে বাধিত হইয়াছিলেন! ক্রমওয়েলের পিউরিট্যানিক শাসনের পর দ্বিতীয় চার্লস যখন পুনর্ব্বার পৈতৃকসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, তখন উক্ত বস্‌ওয়ার্থ মহাশয় পূর্ব্ব প্রিবি কৌন্সিলের বিস্তর বহি (যাহা তিনি গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন) রাজহস্তে অর্পণ করিলেন। সকলেই এমন আশা করিল, যে, এই মহা উপকারের কার্য্যের নিমিত্ত বস্‌ওয়ার্থ বিস্তর অর্থ পুরস্কার পাইবেন, কিন্তু হায়! প্রতিভার ভাগ্যে "হাবাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়, হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া!" এই কবি-বচনই খাটিয়া থাকে! রাজা চার্লস বস্‌ওয়ার্থকে কেবল মুখের ধন্যবাদ ও রিক্ত নমস্কার জানাইলেন!!!

আমরা এস্থলে রাইমার নামক ইতিহাস-লেখকের কিছু ইতিহাস লিখিব। আরল্‌ অব অক্‌সফোর্ড কে রাইমারের কোনো বন্ধু এইরূপ লিখিয়াছিলেন;—"মেং রাইমারের প্রার্থনায় আমি মহাশয়কে তাঁহার অবস্থা জানাইতে এই পত্র লিখিতেছি; কয়েক বৎসর গত হইল, উক্ত উৎকৃষ্ট ইতিহাসবেত্তা তাঁহার মুদ্রিত মনোমত সমুদয় পুস্তক পেটের দায়ে ছাড়িয়া দিতে বাধিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আবার সেই উদরান্নের উদ্দেশে তাঁহার অমুদ্রিত হস্তলিখিত বহু মূল্যবান্‌ সংগ্রহ সমূহ নীলামের ডাকে উচ্চমূল্যদাতাকে বিক্রয় করিতে বাধিত হইবেন। আপনি যদি মহারাণীর পুস্তকালয়ের নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক সে সমস্ত ক্রয় করেন, তবে তাঁহার ও ইতিহাসের পক্ষে বড় ভাল হয়, নতুবা রাজকীয় বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে উক্ত পঞ্চাশ খানি সংগ্রহ গ্রন্থ যাহার তাহার হস্তে যে সে মূল্যে ছাড়িয়া দিতে হয়—তাহাতে এত পরিশ্রমের অমূল্য উপকরণ সমূহ অসার হস্তে অসার হইতেও পারে! তিনি পাঁচ হাজার টাকার বেশী মূল্য চাহেন না!"

আসিয়া মহাদ্বীপের তত্ত্বজ্ঞ সাইমন্‌ অক্‌লি নামক কোনো বিদ্বান ব্যক্তি



ঐ আরলের নিকট ঐ বিষয়ের অনুরোধ করিয়া অপর পত্র লিখেন। তাহাতে রাইমারের দুঃখের অবস্থা আরো তেজস্বী ও তন্মতন্নরূপে চিত্রিত আছে।

রাইমারকে কেহই সাহায্যদান করিল না—তিনি ঋণের দায়ে কারাগারে গেলেন! সমস্ত জীবন অন্যের দুর্জ্ঞেয় আসিয়ার বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব নানা বিষয়ের ইতিহাস বর্ণনে কাল কাটাইয়া শেষে তাঁহার স্বদেশস্থ সভ্যতম সমাজ তাঁহাকে কারাগারে যাইতে ও বাস করিতে দেখিয়াও সাহায্য-হস্ত প্রসারণ করিল না!

তিনি সেই কারাবাস হইতেও অকৃতজ্ঞ সমাজের জ্ঞানোন্নতির উপায় স্বরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন! সংস্কৃত কবিরা বলেন "ছেদনকারী মনুষ্যকেও বৃক্ষ ছায়া দান করে!" সুজন ব্যক্তি, বিশেষতঃ প্রতিভান্বিত সুজন ব্যক্তিরা সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, প্রপীড়িত ও অপমানিত হইয়াও স্বভাবের উত্তেজনায় সেই অকৃতজ্ঞ সমাজেরও মঙ্গল সাধনে বিরত হয় না!

যুবাপুরুষগণের উদ্যম উপলক্ষে উক্ত মহাত্মা রাইমার সেই কারাগারে বসিয়া এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন;—"আমি সহস্র কেন বলিনা, যে, কারাগারে আসিবার পূর্ব্বে আঠার মাসে আমি যেরূপ স্বাধীনতা, সুযোগ ও অবসর পাইতাম, এখন এই ছয় মাস মধ্যে তদপেক্ষা বহু গুণে বেশী স্বাধীনতা ও অবসরাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, ত-

থাপি কৃতবিদ্য যুবক সম্প্রদায় কদাচই আপনাদিগের শান্তি ও বিশ্রাম-ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক এমন সংগ্রহ-কার্য্যে লিপ্ত হইবেনা—কেননা সমাজের উপকার ও সেবার নিমিত্ত এত পরিশ্রম করিয়া চরম ফল কারাবাস কাহার প্রার্থনীয় হইবে? যে ইতিহাস-বেত্তা পরের জীবন লিখিবার পূর্ব্বে আপন জীবিকার ভাবনা না ভাবে, তাহার অদৃষ্টে এইরূপ দুর্দ্দশা যে হইবে, ইহা নিশ্চিত! আমার নিজের এই দুরবস্থার নিমিত্ত আমি কাহারো প্রতি দোষারোপ করি না, যেহেতু আমি চিরজীবন ধন অপেক্ষা জ্ঞানকে আরাধ্য ভাবিয়া আসিয়াছি—ইহা তাহারই প্রতিফল!"

কল্পনা দেবীর বরপুত্র স্পেন্সার দরিদ্রতা দুঃখে জীবনপাত করিয়াছিলেন! গ্রাঙ্গার সাহেব বলেন "রাজ্ঞী এক সময়ে স্পেন্সারকে হাজার টাকা দিতে চান, লর্ড বর্লে এই বলিয়া তাহা দিতে দিলেন না, যে, "আমার আফিসের এক জন সামান্য মসীজীবীকেও স্পেন্সার অপেক্ষা দানের পাত্র বিবেচনা করি!" উক্ত কবিবরের নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা তাঁহার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝা যায়;—

Bull little Knowest thou, that hast not try'd
What hell is, in suing long to bide!
To fawn, to crouch, to wait, to ride, to run,
To speed. to give, to want, to be uudone!"

জগৎপ্রসিদ্ধ প্লেটোর গ্রীক দর্শনশাস্ত্র সমূহ ইংরাজীতে অনুবাদ করা কত বড় কঠিন ও শ্রমসহিষ্ণু কার্য্য, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সিডেনহ্যাম সেই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কোথায় স্বদেশীয় সমাজের পূজ্য—ধনে মানে উভয় প্রকারে পূজ্য হইবেন, না তিনি অসীম দৈন্যদুঃখ ভোগ করিয়া অতি কদর্য্য স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার এড্‌মণ্ড ক্যাষ্টেল "লেক্সিকন হেপ্‌টাপ্লটন" নামা এক খানি মহাকোষ রচনা করেন। আমাদিগের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শব্দকল্পদ্রুম নামা মহা কোষগ্রন্থ অনেক ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতেও বহু বহু বৎসর ও রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। ক্যাষ্টেল সাহেব একাকী অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম দ্বারা স্বীয় জীবনের অধিকাংশ কাল এবং স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি (এক লক্ষ বার হাজার টাকা) ঐ গ্রন্থ উদ্দেশে উদ্‌যাপিত করিয়া শরীরের স্বাস্থ্য এবং জীবিকার সংস্থানচ্যুত হইয়াছিলেন! পরিশেষে তাহা মুদ্রিত হইল, কিন্তু তিনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা বিক্রীত হয় নাই! গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন "আমি বহু বৎসর ইহাতে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছি। যে দিন আমি ষোড়শ বা অষ্টাদশ ঘণ্টা শ্রম না করিয়াছি. সেই দিনকেই আমার পর্ব্বাহ বোধ হইয়াছে!" আহা! এ সব পাঠ করিয়া তথাপি এ পথে কেহ যে পথিক হয়, ইহাই আশ্চর্য্য!



যৎকালে লিনেজের নবন্যাস পড়িয়া সমস্ত সভ্য-সমাজ মহা মহা আমোদ ও উপদেশ লাভ করিতেছিল, তৎকালে তিনি এক খানি যৎসামান্য কুঁড়ে ঘরে বাস ও যথাকথঞ্চিৎরূপে দিন পাত করিতেছিলেন! ভাগ্যক্রমে তাঁহার পুত্র রঙ্গভূমির উত্তম অভিনেতা হওয়াতে বেশী বেতন পাইতে লাগিল, তাহাতেই পিতা অনাহারে মরিলেন না!!

সুবিখ্যাত গোল্‌ডস্মিথের জীবনবৃত্তান্ত না পড়িয়াছেন, ইংরাজীতে অভিজ্ঞ এমন ব্যক্তি অতিঅল্পই আছেন। এজন্য তাঁহার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিলাম না। এবং আমাদিগের মাইকেল ও দীনবন্ধুর অবস্থা পাঠকগণ প্রত্যক্ষই করিতেছেন! ফল কথা, লক্ষ্মী আর সরস্বতা সপত্নী। সপত্নীর পুত্রকে পরস্পরে দয়া করিবেন কেন? লক্ষ্মীর পুত্রকে যেমন সরস্বতী নিজ সম্পত্তি বড় একটা দেন না, সরস্বতীর পুত্রকেও লক্ষ্মী তেমনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না! তথাপি প্রতি দিন এত লোক যে তাড়াতাড়ি কবি হইতে পা বাড়ান, ইহাই আশ্চর্য্য!!!

## প্রাপ্ত।

### বাসরে বৈধব্য।

১

বিবাহ যামিনী গেল পোহাইয়া,
বাসর হইতে চলিল উঠিয়া,
কামিনীর দল ঘর আঁধারিয়া,
শূন্য করি নভ তারকা প্রায়!

জ্বলেনা বাসরে আলোক উজ্জ্বল,
করেনা মুক্তার মালা ঝল মল,
পাঁজর, গুজরি, ঝমেনাকো মল,
বামা স্বর তান দেয় না তায়!

২

হীরকের দুল বিলম্বি কপোল,
চারু সিঁথি শোভি ললাট নিটোল,
নথ-ক্লিষ্ট নাসা, দর্শন বিলোল,
সুখের বাসরে দেখি না আর!

রমণীর গ্রীবা বিশ্ব মনোহর,—
জড়াও চিকেতে দ্বিগুণ সুন্দর,
নাহি শোভে আর সুখের বাসর;
বাসর হয়েছে বিছানা সার!

৩

জরিতে জড়িত কবরী বন্ধন,
কনক কুসুম কবরীভূষণ,
তাড়, বাজু, তাগা বাহু আভরণ,
নাহি দেখি আর বাসর ঘরে!

অলক্তে রঞ্জিয়া রক্তিম চরণ,
বারাণসী সাটী, জরীর বসন,
কাঁচলি, ওড়না অঙ্গের ভূষণ,
কে আর আছেরে বাসরে পরে?

৪

ধবল, শ্যামল, বিবিধ বরণে,
মেঘমালা প্রায় আষাঢ় গগণে,
বিদলিত শয্যা বাসর ভবনে,
আহা মরি মরি রয়েছে প'ড়ে!

নিস্তব্ধ—গভীর নিস্তব্ধ—বাসর!
যথাকার যাহা প'ড়ে থরে থর;

নাহি যায় শুনা মাছি মশাস্বর ;
বায়ুও যেন বা হেথা না নড়ে !

৫

কৃষ্ণ প্রতিপদে, ঊষার আকাশে,
পশ্চিম প্রান্তেতে পূর্ণশশী ভাসে,
ভানুগ্রাসি ঘনে দেখিয়া, তরাসে
বিগত সৌন্দর্য্য হইয়া যথা,

পুরুষ আকৃতি রয়েছে পড়িয়া,
হীনভাতি আঁখি পল্লবে মুদিয়া,
দেহ নীল বর্ণ ধারণ করিয়া,
বাসরের প্রান্তভাগেতে তথা !

৬

কটি তট হ'তে আপাদ-লম্বিত
রক্ত পট্টবস্ত্র, অঙ্গুলি শোভিত
দশ অঙ্গুরীয়ে, গ্রীবা বিভূষিত
প্রভাময় চারু হীরক হারে ;

ললাট, বদন, শরীর ব্যাপিয়া
দেছে যেন কেহ নীলিমা ঢালিয়া ;
পড়িয়াছে ফেন সূক্ষ্মণী বহিয়া,
শুভ্র ফেন প্রায় নীলৌঘ ধারে !

৭

দুটী ক্ষত আছে ললাট উপরে,
পাশাপাশি দুটি সূচীবেধ ক'রে
দেছে যেন কেহ অতি ক্রোধভরে,
তেয়াগিয়া আহা মমতা মায়া !

শরীর গিয়াছে কঠিন হইয়া,
পড়েনা নিশ্বাস নাসারন্ধ্র দিয়া,
বর যে বারেক দেখেনা চাহিয়া—
বামেতে পড়িয়া নবোঢ়া জায়া !

৮

আছে কে শরীরে ? দেখিবে কে আর ?
শমন ধরিয়া ভুজঙ্গ আকার,
রজনীতে করি বাসর আঁধার,
দংশিয়াছে সুপ্ত বরের অঙ্গে !

বিষের জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে,
নবোঢ়া জায়ারে দেখিতে দেখিতে,
ভাবী দুখ তার ভাবিতে ভাবিতে,
চলি গেল বর শমন সঙ্গে !

৯

আহা মরি বালা বিধবা বাসরে !—
নাহি প্রবেশিতে ফুলশয্যা ঘরে !
নাহি বিমোচিতে সূতা বাঁধা করে !
নাহি পরশিতে পতির অঙ্গ !

যেনরে বিপিনে জ্বলিল প্রবল
শরপত্ররাশি, পরশি অনল,
শেষে ভস্মরাশি হইল সকল,
দেখাতে ধরাতে কালের রঙ্গ !

১০

সলিল বিহীন সাগরে যেমন
হইলরে মহানদীর পতন !
কুমুদিনী সহ চাঁদের মিলন
হোলো যেন এক রজনী তরে !

কুক্ষণে সিঁথায় সিন্দূর উঠিল !
গোধূলি গগণে যেনরে শোভিল
সিন্দূরিয়া ঘন, কোথা মিলাইল
দেখিতে দেখিতে ক্ষণেক পরে !

১১

উঠ উঠ বালা ; কেন অচেতন ?
ভারত ভিতরে তোমারি মতন
দেখিতে পাইবে আরো এক জন
রয়েছে বাসরে বিধবা হয়ে !

চল চল বালা সে রমণী পাশে ;
সেও যে কাঁদিছে পতির বিনাশে,



উভয়ে সান্ত্বনা পাবে অনায়াসে,
পরস্পর দুখ বারতা ক'য়ে !

১২

ভারত ভিতরে যেখানে যাইবে,
সেইখানে তারে দেখিতে পাইবে ;—
তাহার ক্রন্দন শ্রবণে পশিবে,
যেখানে বসিয়া শুনিতে চাবে।

সাগরের কূলে, নদ নদী তটে,
অটবী অচলে, পর্ব্বত সঙ্কটে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে, নগর নিকটে,
যেখানে যাইবে শুনিতে পাবে।

১৩

কাঁদিছে রমণী প্রাণের জ্বালায়,—
কাঁদিছে রমণী করি হায় হায়,—
কাঁদিছে রমণী পাগলিনী প্রায়,—
হৃদে করাঘাত করিয়া জোরে—

ভারতের ভাগ্য হইল যখন
উন্নত, মধ্যাহ্ন তপন মতন
বিধাতা তখন করিলা সৃজন
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া মোরে ;

১৪

ভারত সৌভাগ্য করিনু বরণ ;—
ফুল মালা, আর সুরভি চন্দন
পরাইনু তাঁরে, করিয়ে যতন ;—
হ'লেম তাঁহার সঙ্গিনী আমি !

দিলেন অমনি আদর করিয়া
ফুল মালা মোর গলে পরাইয়া,—
ললাট উপরে সিন্দূর লেপিয়া,
ভারত-সৌভাগ্য আমার স্বামী !

১৫

শোভিল আমার দেহ মনোহর—
দুর্গ, রাজপথ, উদ্যান সুন্দর,
অট্টালিকা, ঘাট, মন্দির, বন্দর,
শিবির, শকট, জলধিযান।

বসিলেন স্বামী বাসর শোভিয়া,
অভাগিনী মোরে বামেতে করিয়া,
দেহে যেন মোর দেহ মিশাইয়া,
উঠিল ভারতে সুখের গান !

১৬

" সুরবালা গণ, বাসরে আসিয়া,
সুমধুর তানে বীণা বাজাইয়া,
সঙ্গীতে বাসর মোহিত করিয়া,
নাচিতে লাগিল বিবিধ রঙ্গে !

নিদ্রানিশাচরী, আসিয়া বাসরে,
ভারত ভাগ্যের আঁখি টিপে ধরে ;
ম্লেচ্ছ কাল সর্প এই অবসরে
দংশিল ভারত সৌভাগ্য অঙ্গে !

১৭

"আমারে বাসরে বিধবা করিয়া,
বিবাহ যামিনী গেল পোহাইয়া !
তদবধি আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া
হইয়া গিয়াছি জিয়ন্তে মরা !

আর যেন কেহ আমার মতন
বুকে বসি তব করে না ক্রন্দন,
স্বামীর বিয়োগে ঝরায়ে নয়ন,
অনন্ত সধবা বিপুল ধরা !"

১৮

কাঁদিছে রমণী প্রাণের জ্বালায়—
"ভারত বাসীরা দেহ গো বিদায় !
কলঙ্কিনী আমি, দেখোনা আমায়,
খেয়েছি বাসরে আপন স্বামী !

ভারত সৌভাগ্যে, তরুণ বয়সে,
মরিতে হয়েছে আমারি পরশে !

দিয়াছি ছুরিকা স্বামীর উরসে
ভারত ভাগ্য-শ্রী, বিধবা আমি !"

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।
ভবানিপুর।

## বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়।

(পারিতোষিক বিতরণ ও ছয় রাগের মূর্ত্তিপ্রদর্শনাদি মনোহর অভিনয়।)

বিগত ১৫ই মাঘ মঙ্গলবার রজনীতে আমরা একটী অতীব আশ্চর্য্য ও চিত্তহর অভিনয় দর্শন করিয়াছি। কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের দ্বিতলস্থ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর গৃহ মধ্যে উক্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সাধনার্থ এক মহতী সভা হয়। সেই সভায় এদেশীয় সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান, ধনী ও মধ্যবিধ প্রায় তিন শত এবং ইউরোপীয় ভদ্র পুরুষ ও রমণীতে প্রায় ত্রিশ জন কৌতুকদর্শী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ও পালয়িতা বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার বান্ধবগণের যথোচিত অভ্যর্থনা ও শিষ্টাচারে সমাগত ভদ্রলোকমাত্রেই পরম প্রীতিলাভ করিলেন। কিন্তু সে সংবাদ দিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা হয় নাই—"আশ্চর্য্য অভিনয় প্রদর্শন" বলিয়া প্রথমেই যে ভূমিকা করিয়াছি, সেটী কি তাহা বলাই অভিপ্রেত! অতএব সভার কার্য্যবিবরণ, যতদূর স্মরণ করিতে পারি, তদানুপূর্ব্বিক বর্ণনা দ্বারা পাঠকসমাজের সন্তোষোৎপাদনের চেষ্টা পাইব। যাঁহারা দেখেন নাই, যদিও তাঁহারা শুনিয়া সে ভাব সম্যগ্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না—তথাচ কিয়দংশে সুখানুভবের ভাজন হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

রাত্রি সার্দ্ধ সাত ঘটিকা কালে সভার কার্য্যারম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ ফাদার লাফোঁ মহাশয়কে প্রধান আসন প্রদত্ত হইল। তাঁহার অনুমতিক্রমে সম্পাদক বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেন। দুইটী রৌপ্যপদক, কয়েকটী সেতার, এসরাজ, তম্বুরা প্রভৃতি যন্ত্র এবং কয়েকখণ্ড সঙ্গীত-গ্রন্থ উপযুক্ত ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদত্ত হইল। সভাপতি মহাশয় সঙ্গীত বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের গুণ এবং এদেশীয়গণের সঙ্গীত সম্বন্ধে রুচি বিষয়ে একটী ইংরাজী, তৎপরে বাবু মনোমোহন বসু এদেশে সঙ্গীতের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা ও সাধারণ উৎসাহ সূচক একটী অনতিদীর্ঘ বাঙ্গালা বক্তৃতা করিলেন।

পরে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ঐকতান বাদ্য বাদিত হইল। সম্মুখস্থ রঙ্গভূমির যবনিকা উঠিল। এক খানি বিচিত্র পট দেখা গেল। তাহার সম্মুখে সূত্রধরের ন্যায় শ্রীযুক্ত উদয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় হিন্দুস্থানী বেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ভাবের কথা বলিলেন "পারিতোষিক বণ্টনের কার্য্য



তো হইয়া গেল; আ'জ্ আমাদের আহ্লাদের দিন; এখন একটু আমোদ কেন করা যাউক না। ইহা সঙ্গীত বিদ্যালয়, সঙ্গীতের আমোদই এস্থলে প্রযুজ্য। নাটক আমার উদ্দেশ্য নহে—রহস্যরস-পূর্ণ হাস্যোদ্দীপক প্রহসনও ভাল নয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের প্রাণ স্বরূপ রাগরাগিণী, তন্মধ্যে ছয় রাগের দৃশ্য ও শ্রাব্য মূর্ত্তি প্রদর্শনই উত্তম। অতএব তাহাই করি। প্রথমেই সভ্যগণ শ্রীরাগের মূর্ত্তি দর্শন করুন।"

বলিবামাত্র পটোত্তোলিত হইল, শ্রীরাগ মূর্ত্তিমান্! অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্রে শ্রীরাগের আকৃতি, প্রকৃতি, বেশভূষার যেমন বর্ণনা আছে, দর্শকগণ অবিকল সেইরূপ দর্শন করিলেন! উক্ত গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও তদ্ব্যাখ্যা করণানন্তর বর্ণনার সহিত আবিষ্কৃত মূর্ত্তির হাব ভাবাদি মিলাইয়া দেখিতে দর্শকগণকে অনুরোধ করিয়া শ্রাব্যমূর্ত্তি প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীরাগে একটী বাঙ্গালা গান গাহিলেন। সে গানেও ঐ বর্ণনা। গোস্বামী মহাশয় এক জন প্রসিদ্ধ গায়ক, সুতরাং তাঁহার গান যে সুমিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। তৎপরে সে মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান অর্থাৎ পটক্ষেপ হইল। তাহার পর ক্রমে ছয় রাগের দৃশ্য ও শ্রাব্যমূর্ত্তি ঐরূপে প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যেকের কথা স্বতন্ত্র বলিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়! প্রতি পটক্ষেপের পর ঐক্যতান বাদ্য। প্রতি রাগের আবিষ্কার কালে সেই সেই রাগে সেই রূপ গান। গানগুলির রচনা ও গাহনা উভয়ই অতি উপাদেয়। শুনিলাম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় সেই সব গানের রচয়িতা। ছয় রাগের মধ্যে শ্রীরাগ, পঞ্চমরাগ ও মেঘরাগ সস্ত্রীক; শেষোক্ত রাগ হস্তীপৃষ্ঠে এবং নটনারায়ণরাগ অশ্বপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক রাগের দৃশ্যশোভা, বেশভূষার পারিপাট্য, হাব ভাব অঙ্গভঙ্গী, রাগত্রয়ের সঙ্গিনী রমণীত্রয়ের সৌন্দর্য্য-মাধুরী এবং মূল্যবান পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি চমৎকার—অতি চমৎকার! যে অভিনেতার পক্ষে যেরূপ অবস্থান, যেরূপ গতি, যেরূপ ভঙ্গীবিকাশ উপযুক্ত, তৎপ্রদর্শনে কিছু মাত্র ত্রুটী হয় নাই।

এইরূপে রাগাবিষ্কারের পালা হইয়া গেলে ভরতঋষি আগমন করিলেন। তাঁহার সহিত সূত্রধরের যে কথোপকথন হয় তাহার সংক্ষেপ এই;—

ভরত। ওগো এখানে না সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতেছিল? আমি তদনুষ্ঠান শ্রবণে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছি। কে গা এমন চিত্তাকর্ষক সদালোচনা করিতেছিলে?

সূত্র। আজ্ঞা, আমি—

ভরত। তুমি? তবেতো তুমি ধন্যবাদের পাত্র? আমি শুনিয়াছি এই বঙ্গদেশে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—

সূত্র। আপনি স্বর্গে থাকিয়া একথা

শুনিয়াছেন, তবে তো আমাদিগের সঙ্গীতের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছে!

ভরত। না, না, অতদূর ভাবিওনা—তোমাদের বিদ্যালয়ের উন্নতি হইয়া থাকিবে, কিন্তু সঙ্গীতের উন্নতি কৈ? সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থা যদি ঠিক জানিতে চাও, তবে বল তো আমি তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিই?

সূত্র। আজ্ঞা তাহা হইলে কি উপকার না করেন—সঙ্গীতের দর্শন পাইলে কৃতার্থ হই!

মহর্ষি ভরত এই কথায় সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন। এদিগে পুনর্ব্বার ঐকতান বাজিতে লাগিল। তৎসমাপ্তির পর জনৈক সুপ্রসিদ্ধ বাদকদ্বারা শরৎ-যন্ত্র বাদিত হইল। সভায় এমন লোক কেহ ছিলেন না, যিনি তচ্ছ্রবণে বিমোহিত না হইয়াছিলেন। একে তো শরৎ যন্ত্র, তাহাতে বাদ্যকরের অতুল্য নৈপুণ্য, সে যে কি মানস-মোহকর ব্যাপার হইল, তাহা বলিয়া উঠা যায় না! বিশেষতঃ ইউরোপীয় মহাশয়দিগের বদনে, নয়নে ও বাক্যে অধিকতর আনন্দের লক্ষণ লক্ষিত হইল! শরতের পর এক জন ওস্তাদ্ সারঙ্গযন্ত্রে উত্তম একটী আলাপ করিলেন। কিন্তু সেরূপ মিশ্র-সভা এরূপ উচ্চ আলাপের স্থল নহে। সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ সুনির্ব্বাচিত সমাজ ভিন্ন তদ্রূপ সদালাপের মান রক্ষা হওয়া ভার! ইউরোপীয় মহাশয়েরা সুস্বরানুক্রমতার আস্বাদনে এক প্রকার বঞ্চিত বলিলেই হয়, তাঁহারা স্বরৈকতাই ভাল বুঝেন, সুতরাং তাহারই পক্ষপাতী। সুতরাং ইউরোপীয় শ্রোতা-প্রমুখ সভা স্থলে স্বরানুক্রমতা-প্রধান সঙ্গীত যে বিশেষ সমাদরণীয় নহে, তাহা তাঁহাদিগের (গোমড়া) গম্ভীর বদন পরম্পরা প্রত্যক্ষ করাইয়া দিল! তাঁহাদিগের সে ভাব দর্শনে বাদককে গত্ বাজাইতে বলা হইল—দুর্ভাগ্যক্রমে বাদক রঙ্গিলা গত্ না বাজাইয়া উচ্চধরণের বিদ্যা প্রকাশ করিতে গেলেন—তাঁহার উচ্চ বিদ্যায় ইউরোপীয় মণ্ডলীর শুভ্রাননশ্রেণী আরো নীচু হইয়া পড়িল—কাজে কাজেই বাদককে অন্তর্ধান করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল!

তাহার পর ন্যাসতরঙ্গ। এ যন্ত্রটীর আকার প্রায় সানাইয়ের সদৃশ। ইহা পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক বাদিত হইল। এস্থলে ইহার উল্লেখের বিশেষ কারণ আছে;—ইটী মুখে নয়, গ্রীবার পার্শ্বস্থ শিরা বিশেষের উপর সংলগ্ন করিয়া শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা গত্ বাজানো হইল—দেখিয়া সভাসুদ্ধ পরমাশ্চর্য্য হইলেন! ইউরোপীয় মহাশয়েরা বিস্ময়োৎফুল্ল ও কৌতূহলী হইয়া বাজনার পর যন্ত্রটী চাহিয়া লইলেন। পরম বিজ্ঞানবিৎ লাকোঁ মহোদয় নাড়িয়া চাড়িয়া অভ্যন্তর পরীক্ষা করিয়া মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইলেন! তাঁহারা আর একটী সামান্য যন্ত্রবাদন শ্রবণ ও যন্ত্র চালন প্রণালী দর্শন করিয়া অত্যন্ত কৌতুক পাইলেন; সেটী খরতাল!



দুই দুই খণ্ড লৌহমাত্র এক এক হস্তে রাখিয়া হস্তচালনকৌশলে কিরূপে এমন আশ্চর্য্য শব্দ উৎপাদন করিতেছে, ইহা লইয়া মহা আমোদ পড়িয়া গেল—প্রায় সকলেই ঐ চারিখণ্ড লৌহ হস্তে করিয়া বাজাইবার চেষ্টা পাইলেন, পারিলেন না! অনেকে বাদককে দেখাইয়া দেখাইয়া বাজাইতে অনুরোধ করিলেন—দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন! এমন কি, সমুদয় অভিনয় সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় জনান্তিকে তাহার বাদ্য-কৌশল অবলোকন করিলেন!

সে যাহা হউক, ভরত ঋষি সঙ্গীতকে প্রেরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করতঃ অনেকক্ষণ হইল প্রস্থান করিয়াছেন, সে কথা আমাদিগের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ঐ ন্যাসতরঙ্গ লইয়া কৌতুক চলিতেছে, এমন সময় পটোত্তোলিত হইল—এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল;—রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটী ক্ষুদ্র টেবিল, তাহার উপরে দিব্য একটী নরমুণ্ড! মুণ্ডের দিব্য কাঁচা পাকা-মিশ্রিত গোঁফ—দিব্য নয়ন-জ্যোতিঃ—দিব্য প্রশস্ত ললাট—দিব্য দশন—কপাল হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বসনে আবৃত। মুণ্ড ঈষৎ মুখ-ব্যাদান করিল—দেখিয়া বিস্ময়ের করতালি পড়িয়া গেল! সুদ্ধ তাহাই নহে, মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিল—পাঠকগণ বুঝিয়া লউন সভায় কি হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল! বোধ হইল, এককালে বিস্ময়রসের একটা মহা ঢেউ সমুদ্রের প্রবল বাত্যাকালীন মহোচ্চ ঊর্ম্মির ন্যায় তালগাছ প্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিল! তাহার মহা শব্দ থামানো হইল—মুণ্ড কি বলে, এই কৌতূহলে সে গোল আপনাআপনিই থামিয়া গেল—একটী সূচি পড়িলে শোনা যায়, সভা এমনি নিস্তব্ধ হইল! মুণ্ড এই ভাবে বক্তৃতা করিল;—

"হায়! আমার কি দশা হইয়াছে, একবার সকলে প্রত্যক্ষ কর। আমি হিন্দু-সঙ্গীত; আমার দেহ গিয়াছে, মুণ্ড মাত্র অবশিষ্ট, তাহার বাগ্‌যন্ত্রও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে—ভালরূপে আর ভাব প্রকাশ করিতে পারি না—উপযুক্ত রূপে আপনাদিগকে যাহা শুনাইতে হয়, তাহারও সাধ্য নাই! হে বঙ্গবাসিগণ! আপনারা যদি যত্ন স্নান, সাধনা করেন, তবে আবার আমার ধড়টা হইতে পারে। এ অবস্থায় আর কত কাল কাটাইব? আপনারা দয়া করিয়া আমাকে বপুবিশিষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলুন ইত্যাদি!"

মুণ্ডের বক্তৃতা দীর্ঘ হইয়াছিল, আমরা স্মরণের সহায় বলে কত পাই। ইব—হয়তো যে সারাংশ মস্তিষ্ক অধিক তাহাতেও রূপান্তর ঘটিয়া মাত্র কারণ, যাহা হউক, প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিতেছি। ওয়াই উদ্দেশ্য। বক্তৃতা ও তাহার প্রযে ভাবের কথায় যেমতঃ অধ্যক্ষগণ নাড়িতে হয়—যেমন, আপনারাই তুইতে হয়, মুণ্ড তারিলেই আমাদিগে-সাধন করিয়াছি বুঝিতে পারিবেন।

মুণ্ড মৃত্তিকা, পাষাণ বা কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত নঃ—যথার্থই মনুষ্যের মুণ্ড ! সেই কারিকরী না যাতুগিরি কি কৌশলে—কি ভেল্‌কীতে হইয়াছিল, তাহা অদ্য আমরা লিখিব না ; প্রদর্শয়িতা মহাশয়গণের ইচ্ছা হইলে পরে প্রকাশ্য।

পুনর্ব্বার পট-ক্ষেপ ও পুনর্ব্বার বাদ্য হইয়া কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার পটোত্তোলিত হইল। এবারে আবার এক রমণীয় দৃশ্য—যন্ত্রাসনে সরস্বতী ! রৌপ্যনির্ম্মিত বিবিধ প্রকার সঙ্গীত-যন্ত্র এরূপ সুকৌশলে সাজানো হইয়াছে, বাক্‌বাণী যেন যথার্থই যন্ত্র-সিংহাসনে দাঁড়াইয়া আছেন ! যন্ত্র সমূহের চাক্‌চিক্য, মধ্যে মধ্যে সমৃণাল পদ্ম, সিংহাসনের সম্মুখভাগস্থ যুগল পরীকন্যা-বিশিষ্ট নানা সুরাগরঞ্জিত সীমা, দেবীর অপূর্ব্ব বসন, অপূর্ব্ব মেখলা, অপূর্ব্ব হিরণ্ময় আভরণ, বহুগুনিত গজমতি হার, মণিদাম-খচিত শির-মুকুট, হস্তে দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত বীণা. আশ্চর্য্য রূপমাধুরী, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা, উভয়পার্শ্বে এসরোজ, সেতারাদি যন্ত্রহস্তে সুবেশ নন্দেগত্রগণ ! সকল মিলিয়া সে যে কি পর এব দৃশ্য, তাহা যাঁহারা না দেখিএকটী আচাদিগকে কি বলিয়াযে বুরূপ মিশ্র-সভায়ে সে মধুরভাব যে তাঁস্থল নহে। সঙ্করিয়া দিব, তাহা আমি র্ব্বাচিত সমাজট অতি চমৎকার—প্রমান রক্ষা হওয়সৌন্দর্য্যের আধার—মহাশয়েরা সুস্বরানু কি বলিব ! এই এক প্রকার বঞ্চিত বারুণ ছাত্রগণ সমবেত সমস্বরে দেবীর স্তুতি-গান গাহিতে লাগিল—উপর হইতে অজ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল—দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী হইতে তালে বা বেতালে ঘন ঘন করতালি কর্ণ বধির করিল—অনেকে সুদ্ধ করতালিতে সন্তুষ্ট নন, মুক্তকণ্ঠে "চমৎকার, চমৎকার" ব্যক্ত করিলেন—চতুর্দ্দিকেই ধন্যধ্বনি ঘোষিত হইল !

আমরা কোথায় সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের উপকারিত্ব প্রতিপাদন করিব ; কোথায় তৎস্থাপয়িতা, নিয়ন্তা ও পালয়িতা মহাশয়গণের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভবিষ্যতের আরো উন্নতি-উদ্দেশে উৎসাহ দিব, এই মূল বিদ্যালয় ও ইহার শাখা বিদ্যালয় কয়টীর বিবরণ পাঠকগণকে বিদিত করিব, না এই মনোহর অভিনব অভিনয় বর্ণনায় ব্যস্ত হইয়া সে সব ভুলিয়া গেলাম ! কিন্তু সাধে কি ভুলিলাম ? দৃষ্টপদার্থ ভুলাইবার প্রকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট বলিয়াই ভুলিয়াছি ! সে ভুল পরে শোধিত হইবার সম্ভাবনা—সঙ্গীতবিদ্যালয় পলাইতেছে না, অন্য সূত্রে তাহার বিষয় লিপিসূত্রে গাঁথিতে পারিব—কিন্তু এই আশ্চর্য্য প্রদর্শন দর্শন করিয়া কোন্ সম্পাদক স্বীয় লেখনীকে "ভাল আ'জ্ না হয় কা'ল্ লিখিব !" এই প্রবোধ দিয়া ক্ষান্ত রাখিতে পারেন ?

পরিশেষে একান্ত প্রার্থনা, এই বিচিত্র রাগরঙ্গাদির প্রদর্শক মহাশয়েরা আরো দুই চারিবার সাধারণ নগরবাসী



পুঁটুলির তেকাটাদির প্রয়োজন হইল না ; "সরকারী" আলোতেই পাতপাতানি হইয়া গ্রামস্থ কায়স্থ মহাশয়েরা ভোজনে বসিয়া গেলেন। সর্ব্বসুদ্ধ ৭০। ৮০ জন ভোক্তা, তখন গ্রাম কুড়াইয়া ইহার বেশী পুরুষ হইত না, এখন বোধ হয় জ্বরে আরো হ্রাস করিয়াছে। আমরাও দুই ভাই পংক্তিতে বসিলাম। সকলেই কারণ করিয়াছেন, আমরা দুজনে কেবল সোঁধা ছিলাম ! নিরামিষ ঘণ্ট ও ডান্‌লাদি দুই তিন রকম দেওয়া হইয়াছে, এমন সময় দেখি, একজন তরুণ-বয়স্ক ভোক্তা—যিনি পাকশালার হাতিনার পৈঠার নিকট ছিলেন—আস্তে আস্তে গুড়ি মারিয়া পৈঠা বহিয়া বহিয়া উঠিলেন ; এবং সেই গুড়িমারা ভাবে পাকশালার দ্বারে গিয়া বলিতেছেন "ও খুড়ি! তোর পায় পড়ি, একটু পাঁটা দেনা ? এত পাঁটা, তবে ছাই ভস্ম কেন খাই ?" বলিতে না বলিতে তাঁহার দেখা দেখি তাঁহার পার্শ্বস্থ অপর যুবা সেইরূপ গুড়িমারাভাবে সেইরূপে পৈঠা বহিয়া সেই দ্বারে গিয়া পূর্ব্ব যুবার ন্যায় হাত পাতিয়া সেই সব উক্তি করিলেন। নিমেষ মধ্যে তৎপার্শ্বস্থ আর একজন—তৎপরেই আর একজন—তার পর আর একজন অবিকল সেইরূপে গুড়িমারিয়া, সেই স্থলে গিয়া সেইরূপে পাঁঠা চাহিলেন ! স্ত্রীলোকেরা আপনাদের ভাসুর পো, দেওর পো, ভাসুর, দেবর, ভ্রাতা প্রভৃতিকে চিনিতেন ; তাঁহারা হাতা বেড়ী ওঁছাইয়া ভয় দেখাইয়া বলিলেন "দুর ড্যাক্‌রারা, যা, পাতে ব'স্‌গে যা ; যা, পোড়ার মুখোরা পাঁঠা পাঠাচ্ছি, সেখানে ব'সে খেগে যা—যা, যা, স'রে যা—হাঁড়িকুঁড়ি সব মারা যায়, স'রে যা, ইত্যাদি !"

সে কথা কে শুনে ? একজন গিয়া পাঁঠার পাত্রেরউপর পড়িল—তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী সকলেই ! আবার উঠানের কাণ্ড শুনুন—প্রথম ব্যক্তি যেরূপ গুড়িমারা ভাবে চুপি চুপি গিয়াছিল, সে শ্রেণীর সকলেই একে একে তাহাই করিল ! তাহার পর দ্বিতীয় ; তাহার পর তৃতীয় ; পরে চতুর্থ ; ক্রমে তাবৎ পংক্তির তাবৎ ভোক্তাই সেই পাকশালায় প্রবেশ করিল। কিন্তু কেহই দাঁড়াইয়া নয়—কেহই দৌড়িয়া নয়—কেহই আগের লোককে পিছু ফেলিয়া নয়—প্রত্যেকেই সেই প্রকারে গুড়ি মারিয়া—সেইরূপ চুপি চুপি—অর্থাৎ প্রত্যেকের মনের ভাব "কেহ যেন না দেখে চুপি চুপি গুড়ি গুড়ি যাইতে হইবে !" এইরূপে উঠান শূন্য হইল ; কেবল আমরাই দুই ভাই ভ্যাবা গঙ্গারামের মত অবাক্ হইয়া বসিয়া আছি ! প্রতি ভোক্তাই দ্বারে গিয়া একবার সেই প্রথম বক্তার মত "খুড়ী পাঁঠা দেনা গা ?" বলিল ! তাহার পর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ( কিন্তু গুড়ি মারিয়া ) পাঁঠার পাত্র বোধে যে যাহা সম্মুখে পাইতেছে—কে জানে শূক্তা, কে জানে ডা'ল্, কে জানে শেষড়া, কে জানে

মাছের ঝোল, কে জানে পরমান্ন!—যে যাহা পাইতেছে, তাহাতেই পাঁঠা খাইতেছে! ভাগ্যক্রমে গৃহের আর একটা দ্বার ছিল, সেই দ্বার দিয়া স্ত্রীলোকেরা বকিতে বকিতে—গালাগালি দিতে দিতে নির্গতা হইলেন!

এই দক্ষযজ্ঞের প্রারম্ভেই আমার মাসী-মাতা ভাব গতিক বুঝিতে পারিয়া একখান কাঁসিতে তাড়াতাড়ি এক দিগে কতকগুলি অন্ন, এক দিগে কতকটা পাঁঠা লইয়া উক্ত দ্বিতীয় দ্বারযোগে নিষ্ক্রান্তা হইয়া আমাদিগের দুই ভাইকে ডাকিলেন, "আয়, আয়, তোরা চ'লে আয়, ওখানে আর থাকিস্‌নে!" আমরা ভয় পাইয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার উপরের ঘরে গেলাম! কিন্তু তৎক্ষণাৎ আহার করিতে পারিলাম না—একে বুক ধড়ফড় করিতেছে, তাহাতে কৌতুক দেখিবারও কৌতূহল—বারাণ্ডায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলাম! দেখিলাম, শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইল—কাড়াকাড়ি হাতাহাতি হইতে হইতে বিলক্ষণ মারামারি হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল! তৎপরে পরস্পরের মস্তকে হাঁড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া খিড়কি সদর দুই পুষ্করিণীপর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ গড়াইয়া গেল। সকলেই জলে পড়িয়া হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল— কিন্তু কেহই ডুবিয়া মরে নাই!

সেই যে পাড়াগেঁয়ে তান্ত্রিক মাতাল দেখিয়াছিলাম, এখন স'হুরে মাতাল দেখিয়া মনে হয়, ইহারা তাহাদিগের কাছে পারে কিনা সন্দেহ! তবে এরূপ তান্ত্রিক মাতাল সর্ব্বত্র ছিল না—ক্বচিৎ কোনো স্থানে কোনো কোনো বংশে দেখা যাইত—গ্রাম সুদ্ধ এমন "কারণ" করা সহস্রে দুই এক গ্রামে ছিল! এখন বিলাতী মাতাল ঘরে ঘরে হইয়া উঠিয়াছে—হইতেই সর্ব্বনাশ!!

---

## জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান।

অদ্য আমরা "জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান" প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। বঙ্গদেশে কয়েক বৎসরাবধি পাশ্চাত্য-বিদ্যালোক-সম্পন্ন-হিন্দুসমাজে জাতীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়া বিবিধ জাতীয় অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সে দুইটীর কত দূর কি হইল, তাহা বিশেষ রূপে না হউক—তন্ন তন্ন ভাবে না হউক—অন্ততঃ সাধারণরূপে একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা উচিত। ধাবমান ব্যক্তির গন্তব্য স্থান দূরবর্ত্তী হইলে মধ্যে মধ্যে সে যেমন হাঁফ ছাড়িবার উপলক্ষে কত পথ অতিবাহিত ও কত পথ অবশিষ্ট, অথবা ঠিক পথে আসিয়াছে কি ভ্রান্ত হইয়াছে, ইত্যাদি স্থির করিয়া লয় এবং সেই জ্ঞানের উপর তাহার ভবিষ্যতের গতি রীতি নির্ভর করে, সেইরূপ আমাদিগেরও অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া গমন করিলে ভাল হয়। এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হইল কিনা; যদি হইয়া থাকে, তবে সেই পথে সেই মতেই চলিতে হইবে; যদি না হইয়া থাকে, তবে পথান্তর ও কার্য্যের রূপান্তর অবলম্বন করা কি আবশ্যক হইতেছে না? এই জন্যই এ সময়ে একবার অগ্র-পশ্চাৎ দেখা চাই।



কিন্তু তাহা দেখিবার পূর্ব্বে "জাতীয় ভাব" বস্তুটী কি, তাহার অর্থস্ফূর্ত্তি আবশ্যক। আবার "জাতীয় ভাবের" তাৎপর্য্য গ্রহণের অগ্রে "জাতি" শব্দের কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয়। যথার্থ বলিতে গেলে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত মানবই আদৌ এক জাতি। বিভিন্ন বাসস্থানের বিভিন্ন প্রকৃতিজন্য মনুষ্যের আকৃতি প্রকৃতিরও বিভিন্নতা ঘটিয়া এক মূল জাতি বহু খণ্ড জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। এই রূপে পৃথিবীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ডবাসী লোক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিপদে অবস্থিত আছে। কখনো কখনো এই সাধারণ নিয়ম বিশেষ ঘটনা দ্বারা ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ একদেশের জনগণ অন্য দেশের জেতৃরূপে তত্রত্য লোকসমাজ মধ্যে বাস করে। তদবস্থায় প্রায়ই পূর্ব্বাধিবাসীগণের জাতীয় ধর্ম্ম ও ভাষাদির সহিত তাহাদিগের এতাবতের সংযোগ বা মিশ্রতা ঘটিয়া কালে জেতৃ জিত উভয়েই এক জাতি হইয়া পড়ে। কখনো বা বহুকালেও সেরূপ মিলন না হওয়াতে উভয়ে পৃথক্ জাতি ও পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী—কিন্তু অন্যান্য সম্বন্ধে সমসত্ত্বাধিকারী রূপে কালহরণ করে। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেমন এদেশে, এমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রায় ঊন-সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া মহম্মদীয়েরা ভারতবর্ষে প্রভুত্ব ও অধিবাস করিল, তথাপি বিজিত হিন্দুরা তাহাদিগের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিল না, তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইল না, তাহাদিগের সহিত সামাজিক কোনো আচার ব্যবহারে বিশেষ ঘনিষ্টতা দেখাইল না! সুতরাং এক স্থানের সমুদায় লোকই যে এক জাতি, তাহা কিরূপে বলা যায়? তবে কি এক-ধর্ম্মাক্রান্ত জন সমূহকেই এক জাতি বলিব? তাহাও বা কিরূপে হয়? ইউরোপময় খ্রীষ্টান; তাহারা তো এক জাতি নয়—বিভিন্ন দেশে বাস হেতু এক ধর্ম্মাবলম্বীরাও বিভিন্ন জাতি হইতেছে। তবে কি এক ভাষাবিৎ লোকেই এক জাতি? তাহাই বা কৈ? এক হিন্দু জাতি মধ্যেই বিবিধ ভাষার প্রচলন। তবে কাহারা এক জাতি? যদি এক দেশবাসী হইলেই হয় না, এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেই হয় না অথবা এক ভাষাবিৎ হইলেই হয় না, তবে কাহারা এক জাতি? আমার মতে যাহারা যুগপৎ ঐ তিন বিশেষণ বিশিষ্ট, তাহারাই এক জাতি পদে বাচ্য। অর্থাৎ এক দেশে বাস, এক মূল ধর্ম্মে বিশ্বাস এবং এক মূল ভাষার ব্যবহার যাহাদিগের মধ্যে ঘটে, তাহারাই এক

জাতি।) তাহার সাক্ষী, ইংলণ্ড হইতে ইংরাজ জাতীয় লোকেরা গিয়াই আমেরিকার ঔপনিবেশিক হইয়াছে, ভাষা ও ধর্ম্মে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, তথাপি দেশভেদ বশতঃ একজনেরা ইংরাজ, একজনেরা মার্কিন জাতি হইয়াছে! ফলে ঐ তিনটীর একটীতে স্বাতন্ত্র্য ঘটিলেই জাতি-পার্থক্য ঘটিয়া উঠে। যদিও হিন্দুদিগের মধ্যে ভাষা-ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে ভেদ আধুনিক—সে ভেদ আংশিক—তাহাদিগের সকলেরই মূল ভাষা এক! আমাদের মূল দেশ, মূল ধর্ম্ম ও মূল ভাষা, তিনের ঐক্য আছে, সুতরাং ভারতবাসী সংস্কৃত বা সংস্কৃতজাতভাষাভাষীএবং মূল বেদধর্ম্ম বিশ্বাসী মাত্রেই হিন্দুজাতির অন্তর্গত।

এক্ষণে আমরা কি ভাবে "জাতীয় ভাব" শব্দটী গ্রহণ করিতেছি, তাহা বলিব। "জাতীয় ভাব" বলাতে ব্যক্তি বিশেষের, গৃহস্থ বিশেষের, শ্রেণী বিশেষের বা পল্লী বিশেষের স্বার্থভাবের অতীত একটী বিশাল ও উদার ভাব বুঝাইবে; অথচ তত বিশাল ও তত উদার নয়, যাহাতে এমন ভাব আইসে, যে, ভূমণ্ডলস্থ সকল মানবই এক জাতি, সকলেই ভ্রাতা, সকলের সহিতই সমসম্বন্ধ, আত্ম মঙ্গলাপেক্ষা সমধিক রূপে সেই সকলেরই মঙ্গল সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয় ও প্রার্থনীয়। এই উভয়ের মধ্যস্থলবর্ত্তী যে ভাব—যাহা স্বার্থ-চিন্তা হইতে উচ্চ এবং জগৎ-প্রেমিকের মহান্ উদারতা হইতে নিম্ন—যাহা স্বজাতীয় সাধারণ কল্যাণ-কামনারূপ সুধাসিক্ত—তাহাকেই জাতীয় ভাব বলা যায়। কিসে আমার সংসার চলিবে; কিসে আমার ছেলে পুলে মানুষ হইবে; কিসে আমার ধন, মান, যশঃ উপার্জ্জিত হইবে; কিসে প্রতিবাসীদের মধ্যে আমার প্রভুত্ব বাড়িবে; কিসে আমার জ্ঞাতি-শত্রু পরাস্ত হইবে, এসব চিন্তাকে—এসব ভাবকে 'জাতীয় ভাব' বলে না। কিসে জাতীয় সমাজ অবনত অবস্থা হইতে পুনর্ব্বার সেইপূর্ব্বকার—অভাবতঃ তাহার কাছাকাছি অবস্থায় উন্নত হইবে; কিসে আর্য্যবংশোদ্ভব বর্ত্তমান হিন্দুজাতি অনার্য্য স্বার্থ-চিন্তার সঙ্গে স্বদেশের অধোগতি-ভাব হৃদয়ে ধারণ করিবে, তজ্জন্য লজ্জা পাইবে, তৎপ্রতিবিধানে ব্যাপৃত হইবে, জ্ঞান ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ফল দেখিয়া তৎপ্রতিযোগিতার চেষ্টা করিবে, কিসে তাহারা সমবেত আয়াসের সংকেত শিক্ষা করিবে; কিসে তাহারা যথার্থ জাতি নামের যোগ্যতা লাভ করিবে, ইত্যাদি মহোন্নত ভাব ধারণ পূর্ব্বক তদনুরূপ অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকেই "জাতীয় ভাব" নাম দেওয়া যায়। আমরা হিন্দু; আমাদের মুখে, কি আমাদের লেখনীতে "জাতীয় ভাব" উচ্চারিত বা লিখিত হইবামাত্র হিন্দুজাতীয় উন্নতি-সম্বন্ধীয় ভাব বই অন্য ভাব আসিতে পারে না!



"জাতীয় সভা" ইতি সংজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কোনো মহাশয় প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন, যে "যখন এই ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহু জাতীয় লোক বাস করে, তখন "জাতীয় সভা" বলাতে সুদ্ধ হিন্দুজাতিই বা কেন বুঝাইবে? যে সভার বিশেষণ "জাতীয়" সে সভায় উক্ত বিবিধ ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের সমান অধিকার থাকা উচিত, ইত্যাদি!" এইরূপ সংস্কারবান্ লোকদিগের ভ্রান্তি দূরীকরণার্থই পূর্ব্বে অত কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেই তাঁহাদিগের সন্তুপ্ত হওয়া সঙ্গত। এক দেশে বাস হইলেই যে এক জাতি হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নয়। এবং বিভিন্ন জাতির বাস বলিয়া যে হিন্দুরা আপনাদিগের অনুষ্ঠানের নামে "জাতীয়" বিশেষণ বসাইতে পারিবেন না, তাহারও অর্থ নাই। হিন্দুরা এদেশের সহস্র সহস্র বর্ষের আদিম নিবাসী; হিন্দুরা সংখ্যায় বহু গুণে বেশী; হিন্দুরা বিজিত হইলেও এ দেশ তাহাদিগের দেশ; যিনি কেন উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসুন না, হিন্দুরাই ভারত মাতার গর্ব্বজ প্রকৃত সন্তান। তাহাদিগের ধন, মান, স্বাধীনতা, রাজকীয় উচ্চপদ, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি যিনি কেন কাড়িয়া লউন না, তথাপি "জাতীয়" বিশেষণটী তাহাদিগেরই অধিকারে থাকিবে!—তাহাদিগের সকল লইয়া কি আশ মিটে নাই? অতঃপর এই রিক্ত উপাধিটী গুপ্ত ছিল, আ'জ্ কাল্ বাহির করা হইতেছে, ইহা দেখিয়াও কি লোভ লাগিল? ইহা কাড়াকাড়ি করিয়া কেন আর জ্বালাতন কর—ছঁড়া ফোঁড়া যোড়া তাড়া দিয়া যদি একখানি জাতীয় কাঁথা সেলাই হয়, তাহাতে আর কেন ব্যাঘাত দেও—তাহাতে আর কেন চ'ক্ টাটায়?

নিদান ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও ক্ষান্ত পাও। তথায় য়িহুদী জাতীয় বহুলোক বহু কাল বাস করিয়া আসিতেছে, সেখানে "National" (জাতীয়) বিশেষণ দিয়া যত কিছু অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে কি সেই য়িহুদীদের ভাগ বসাইবার অধিকার থাকে? না, য়িহুদীরা দেশে আছে বলিয়া কোনো অনুষ্ঠানের নামে 'জাতীয়' শব্দটী ব্যবহার করিতে ইংরাজেরা কুণ্ঠিত হন? যদি বল, সেখানে ইংরাজেরাই প্রধান; তজ্জন্যই তাহা শোভা পায়। আমি বলি, এখানে আমাদের যেন রাজকীয় প্রাধান্যই নাই, সামাজিক প্রাধান্য তো আছে তবে সামাজিক বিষয়ে আমরাই কি কারণে 'জাতীয়' উপাধিটী গ্রহণ করিতে বঞ্চিত হইব?

সে যাহাহউক, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এই জাতীয়ভাব গুপ্ত ছিল, কয়েক বৎসর মাত্র বাহির হইয়াছে। এ কথারি বা তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই না, পরাধীনতা রূপ নিদারুণ নিগড়ে বদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের উচ্চ গুণ সমূহ কদাচ স্ফূর্ত্তি পায় না। স্বাধীন জনপদের জনগণ স্বীয় দেশকে

স্বীয় পৈতৃক বাস্তুভূমির অপেক্ষাও সমধিক স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে—নিজ আবাস গৃহটী যেমন, স্বদেশকেও তেমনি আপনার বস্তু বলিয়া বোধ করে। পরাধীন জাতি তাহা পারে না। পরাধীন জাতি কাহারা? অনিয়মতন্ত্র একাধিপতি স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীন হইলেই যে পরাধীন হয় তাহা নহে। যে রাজা প্রজার স্বদেশীয়, প্রজার স্বজাতীয়, প্রজার স্বধর্ম্মীয়, সে সহস্র দুর্জ্জন হইলেও প্রজার সহিত সমভাবাপন্ন ও সুখ দুঃখের সমবেদনাশীল; সুতরাং গুণবন্ত ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার অপেক্ষাও অধিক প্রজার দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। শেষোক্ত প্রকারের রাজা প্রজার মনোগত ভাব বুঝিতেই পারিবেন না, তাহার দুঃখ নিবারণ করিবেন কি? তাহার সাক্ষী—পরম স্ত্রৈণ, পরম ইন্দ্রিয়পরায়ণ, প্রজাপালনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের কুশাসনে বা অশাসনে রাজ্যে ঘোর অরাজকতা প্রবল হইয়াছিল, তথাপি ইংরাজ বাহাদুর তাহাদিগের সেই দোষাকর রাজাকে পদচ্যুত করাতে প্রায় সমস্ত রাজ্যবাসী লোক মনে মনে যে ঘোর সন্তাপিত হইয়াছিল, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিল! অতএব হিন্দু ভূপালগণের রাজত্বাবসান কাল পর্য্যন্তই হিন্দুজাতি স্বাধীন ছিল, এবং যবনাধিকার হইতেই তাহারা পরাধীন হইয়াছে, ইহা অকুতোভয়ে বলা যায়। সেই অধীনতার প্রভাবে হিন্দু জাতি ক্রমে ক্রমে স্বদেশানুরাগ ধর্ম্মপালনে জড়ভরতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশঃ বিজিত ও নির্জ্জিত হইতে হইতে স্বদেশের সত্ত্বে এক প্রকার বঞ্চিত হইয়া স্বদেশকে পরের বস্তু বলিয়া বোধ জন্মিল; স্বজাতিকে পরের পালিত ও পরের চালিত গৃহ পশুপালের ন্যায় দেখিতে লাগিল; কোনোরূপে দু টাকা উপার্জ্জন করিয়া অন্ন বস্ত্রের সংকুলান, বাসগৃহের সংস্কার, পুত্র কন্যার বিবাহ, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ এবং বড় জোর ক্রিয়াকাণ্ড দান ধ্যান ব্রত নিয়ম পালন পর্য্যন্তই তাহাদের এক মাত্র পরম কর্ত্তব্য রূপে অবধারিত হইল—কাজেই জাতীয় ভাবের বিলোপ অথবা অপ্রকাশ ঘটিয়া উঠিল! কখনো কখনো কোনো কোনো উচ্চধরণের রাজকর্ম্মচারী বা বহুদর্শী হিন্দুর মনে সে ভাব জলের রেখার ন্যায় উদিত ও তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইত, নচেৎ সর্ব্বসাধারণ জনগণের হৃদয়ে সে আপদ বালাই কিছুমাত্র ছিল না!

তৎপরে লর্ড বেণ্টিঙ্ক, ডেবিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রসাদাৎ এদেশে পাশ্চাত্য-জ্ঞানালোক প্রবেশের রন্ধ্র পরিষ্কৃত হইয়া নবভাব ও নব উদ্যমের কাল সমাগত হইল। কিন্তু নবভাব ও নব উদ্যম হইল বলিয়া জাতীয় ভাব যে তৎক্ষণাৎ উদিত হইয়াছিল, তাহা নহে। ইংরাজী কালেজের আদ্যাবস্থায় যে সকল হিন্দু যুবক সুশিক্ষিত পদবীতে আরোহণ করিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বভাব ত্যাগ করিলেন—নব ভাবের ভাবুক হইলেন, এই পর্য্যন্ত! কিন্তু প্রার্থনীয় ভাব-পথের পথিক হন নাই। জাতীয় ভাবই প্রার্থনীয় ভাব; তাঁহারা তাহার দিগে না গিয়া বরং তদ্বিপরীত বিজাতীয় ভাবে ঢল ঢল হইয়া পড়িলেন! কেহ যদি বহুকাল অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকিবার পর হঠাৎ প্রখর মাধ্যাহ্নিক মার্ত্তণ্ডের কিরণ-পথে নয়ন নিক্ষেপ করে, তবে কি সে সূর্য্যকাণা হয় না? সেইরূপে ঘোর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবস্থায় কাল কাটাইয়া আমাদের কালেজ-আউট প্রথম তরুণগণ সহসা ইউরোপীয় জ্ঞানগ্রহপতির খরতর করে পতিত হওয়াতে তাঁহাদের বোধ-চক্ষু ঝলসিয়া গেল—তাঁহারা সেই আলোকাধার ইউরোপরূপ সূর্য্যমণ্ডল ভিন্ন আর কিছুতেই সৌন্দর্য্য দেখিলেন না! তাঁহাদের সংস্কার-নেত্রে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় সকল পদার্থই রূপহীন বোধ হইল। সুতরাং জাতীয় ভাব পরিহার পূর্ব্বক বিজাতীয় ভাবে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। ভাবিলেন, আমাদের জাতি মানব জাতিই নয়—আমাদের জাতি ইউরোপীয় জাতির রীতি পদ্ধতিতে উন্নত হউক—আমরা তাহার প্রথম পথ-প্রদর্শক হই। কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক, তাহা হইবে কেন? আমাদের জাতি মধ্যে ধর্ম্মমূলক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে—অদ্যাপি তাহার বীজ সুফল উৎপাদনের শক্তি হারা হয় নাই—জ্ঞানের বর্ষণ পাইয়া কালে তাহা উদ্ভিন্ন ও বর্দ্ধিত হওন সম্ভব; সেস্থলে অস্বাভাবিক ভ্রান্ত উন্নতির চারা লাগিবে কেন? এই নিমিত্তই তাহা লাগিল না—এই নিমিত্তই তাঁহাদের পর পরবর্ত্তী কৃতবিদ্যগণ জাতীয়ভাবে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইলেন—এই নিমিত্তই আমাদের নবগোপালবৃন্দের হৃদয়-ক্ষেত্রে জগদীশ্বর জাতীয় ভাবের বিনষ্টপ্রায় বীজকে যত্নে রোপণ করিয়া দিলেন—এই নিমিত্তই সেই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে!।

কিন্তু পড়্‌তা মন্দ হইলে শীঘ্র তাহা ফেরে না—ঠিক আড়ি পড়ে না! আ'জ বহু বৎসর হইল, জাতীয় ভাবের পুনরুদয় হইয়াছে, বহু বৎসর হইল তাহাকে প্রসারিত ও বর্দ্ধিত করিবার বহু চেষ্টা হইতেছে, বহু বৎসর হইতে তাহার যথোচিত উন্নতির আশা করা যাইতেছে, তথাপি বিধির বিড়ম্বনা বশতঃ আশাসিদ্ধি হইয়াও হইতেছে না—ধরা দিয়াও দিতেছে না—হাতে আসিয়াও আসিতেছে না! আপাতঃ দৃষ্টিতে—বাহ্য দর্শনে—উপর উপর দেখাতে বিলক্ষণ বোধ হইতে পারে, সেই জাতীয় ভাব যেন পরিমাণে ও আয়তনে অনেক দূর বাড়িয়াছে—অনেক স্থান ব্যাপিয়াছে। কিন্তু হায়! সূক্ষ্ম দর্শনে, অন্তর্দৃষ্টিতে এবং অভ্যন্তর পরীক্ষায় দেখা যায়, নামে যত কাজে তত নয়—পরিমাণে যত, গুণে তত নয়—বাহ্য ভড়ঙে যত, অন্তঃ-

সারে তার কিছুই নয়! কে না দেখিতেছেন, কে না শুনিতেছেন, কে না সংবাদ পত্রে পাঠ করিতেছেন, যে, আমাদের জাতীয় সভা, জাতীয় মেলা, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় ব্যায়ামশালা, জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় সঙ্গীতশালা, জাতীয় কত কি শালা হইয়াছে? দিন দিন আরো বা কত হয়! কিন্তু এ সব দূর হইতে শুনিতে ভাল—এসকলের বৃত্তান্ত দূর হইতে পড়িতে ভাল—নিকট হইলে ঘোর নিরাশা—মরীচিকা দূর হইতে স্নিগ্ধ করে, নিকট হইলেই পিপাসা বাড়ে! আবার আরো নিকট হও—ছট্ ফট করিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে! অতএব যাঁহারা দূরে আছেন—যাঁহারা দূর হইতে দেখিতে, শুনিতে, পড়িতে পাইতেছেন, তাঁহারা ভাল আছেন, তাঁহাদের ভাগ্যে সন্নিহিত পরীক্ষার পূর্ব্বে যদি মায়িক দেহত্যাগ ঘটিয়া উঠে, তবে আরো ভাল! তাঁহারা স্বদেশের মঙ্গলের সোপান দেখিয়া সন্তৃপ্ত হৃদয়ে সদুন্নতির হস্তে স্বদেশকে রাখিয়া যাইতে পারিলেন! কিন্তু হায়! যাহাদের ভাগ্যে নিকট দৃষ্টি ঘটিতেছে, তাহাদের কি পোড়াকপাল! বরং এ সব না হওয়া ভাল ছিল, জন্মিয়া এমন অন্তর্দ্দাহকর হইল, ইহা দেখিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ যে আশঙ্কায় পীড়িত হয়, যে দুর্ভাবনায় কাতর হয়, যে নিরাশা-পাবকে দগ্ধ হয়, যে নিরানন্দ-নীরে মগ্ন রয়, তাহা তাঁহারাই জানেন; তাহা স্থির দর্শক--অনালোড়িত দর্শক ও বাহ্যরূপ-অগ্রাহ্যকারী দর্শকেরাই জানেন—অন্যের জানিবার সম্ভাবনা নাই!

আমরা সুদ্ধ ছল ধরিবার ছলেই এ সমস্ত গুরুতর দোষারোপ করিতেছি না। আমরা যাহা বলিলাম, তাহার বিশিষ্ট হেতু ভিন্ন বলি নাই—বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইরা বলিতেছি না। এস্থলে তাহার সকল হেতু ও সকল প্রমাণ প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকিলেও প্রধান কয়টী অবশ্যই বলিব।

জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলার বিষয় পরে আলোচ্য। অধুনা নাট্যশালা ও ব্যায়াম প্রভৃতির অবস্থা দেখা যাউক।

## নাট্যশালা।

নাটকের উদ্দেশ্য কি? নাটকের কার্য্য কি? নাটকের গুণ কি? ইহা অবধারিত হইলেই আমাদিগের সংকল্প সাধনের সহজ উপায় পাওয়া যাইবে। কেননা, বর্ত্তমান রঙ্গভূমি সমূহের মধ্যে সেই সমস্ত অবধারিত গুণমালার কতদূর সদ্ভাব ও কি পরিমাণে অভাব আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে বিস্তর আয়াস করিতে হইবে না। অতএব নাটকের উদ্দেশ্য কি? নির্ম্মল আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে সমাজের রীতি চরিত্র সংশোধিত ও উন্নত করাই কি নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য নয়? নাটকের কার্য্য কি? প্রকৃতির প্রকৃত অনুকরণই তাহার কাজ। নাটকের গুণ কি? তাহার বিশেষ গুণ এই, যে, যে সমস্ত সদুপদেশ ও সাধুনীতি ধর্ম্মনীতি-মূলক দর্শন শাস্ত্রে নীরসবৎ বোধ হয় এবং লোকে তাহা ধর্ম্মোপদেশকের মুখে শুনিতে কদাচিৎ প্রবৃত্ত হয়, সেই সকল



কষায়, তিক্ত, কষায় ও বিস্বাদু মহানীতিচয় নাটক রূপ অদ্বিতীয় সূপকারের হস্তে মোহ নামা মসলার যোগে এমন সুরসাল ও সুস্বাদু হইয়া উঠে, যে, সহস্র মঙ্গল সমাচার ঘোষক, সহস্র ধর্ম্ম প্রচারক এবং সহস্র আচার্য্য মহাশয়েরা সহস্র বর্ষ চেষ্টা পাইয়াও তেমনটী করিয়া তুলিতে পারেন না! দার্শনিকের তর্কজন কত মনুষ্য বুঝেন; ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশই বা কয় জন শুনিয়া থাকেন? সর্ব্বসাধারণে বড় সেরূপ উচ্চ অঙ্গের মঙ্গলপথের পথিক হয় না—যদিও কর্ণে শুনে, কিন্তু "এ কান দে যায়, ও কান দে বেরোয়!" প্রায়ই এই দশা! কিন্তু যথার্থ নাটকের উপদেশ সেরূপে ব্যর্থ হইবার নয়—এ বিষয়ে নাটক মহাশয় পূর্ব্বকালের মহর্ষিদিগের ন্যায় অমোঘ-বীর্য্য! ক্রুরতা, হিংসা, দ্বেষ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, অতিশয় লোভ, কৃপণতা, অমিত যশেপ্সা, নিতান্ত স্ত্রী-বশ্যতা, নানারূপ নির্ব্বুদ্ধিতা, অসার গর্ব্ব, পানদোষ, কুলাভিমান, বাল্য বিবাহের দোষ, বহু বিবাহের বিষময় ফল ইত্যাদি ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধীয় পাপ এবং সারল্য, দয়া, মিতাচার, মিতব্যয়িতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা, অপত্য পালন, সন্তান শিক্ষা, বন্ধুতা, সৌভ্রাত্র্য, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, যথার্থ উন্নতির সেবা, পরোপকার, ক্ষমা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মপালনের ফলাফল নাটকাভিনয় দ্বারা যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য সুচারু প্রকারে প্রদর্শিত হয়, মানবহৃদয়ের মানচিত্র যেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে প্রদর্শিত হয়, মনুষ্যের ব্যবহারগত দোষ গুণের প্রভেদের প্রতিকৃতি যেরূপ শিরায় শিরায় প্রদর্শিত হয়, বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বিবিধ মানব শ্রেণীর চরিত্র-বৈচিত্র্য যেরূপ বিচিত্র চিত্রপট দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তৎসঙ্গে মুগ্ধকারিণী কল্পনা দেবীর মনোহর নৃত্য বিলাস যেরূপে পদে পদে প্রদর্শিত হয়, তাহাতে ছোট বড়, জ্ঞানী অজ্ঞানী, যুবা প্রৌঢ় সকলেরই চিত্ত আকর্ষিত, নীতিজ্ঞান অজ্ঞাতসারে অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং পাষণ্ডেরও করুণা, হাস্য, রাগ, ঘৃণা, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি মানসিকভাব সমূহ পর্য্যায়ক্রমে সদুত্তেজিত ও সমুন্নত হইবে আশ্চর্য্য কি? রামা চোর অভিনয় দেখিতেছে, অভিনয় তাহার নাম করিবে না, অথচ তাহার নিজ চিত্তবৃত্তি চিত্রিত দেখিয়া, তাহার চৌর্য্যকার্য্যের চরম ফল দেখিয়া, তাহার কর্ম্ম-ফল জানিতে পারিয়া, সে হয়তো সেই রঙ্গভূমি ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা করিবে—অন্যের অদৃশ্যভাবে আপনার নাক কান মলিয়া এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে, যে, আর না—এমন কাজ আর কখনো করিব না! লম্পট চূড়ামণি বিলাস বাবু, ভাক্ত উন্নতির ভক্ত সাহেব বাবু, সমাজদ্বেষী অতি-গোঁড়া ব্রাহ্ম বাবু, সকলেই আপনাদিগের ছবি নক্সা দেখিয়া কুৎসিতের দর্পণে মুখ দেখার ন্যায় আক্কেল প্রাপ্ত হইতে পারেন! ইহাই প্রকৃত নাটকাভিনয়ের প্রকৃত গুণ!

যদি বলেন, এত অভিনয় হইতেছে, কৈ কয়জন দুষ্কর্ম্মা সংশোধিত হইয়াছে? স্বীকার করি, অদ্যাপি তাহা বড় হয় নাই;

হয় নাই বলিয়াই আক্ষেপ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি—হয় নাই বলিয়াই অভ্রান্তরূপে এইটী সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে, বর্ত্তমান অভিনয় গুলি যথার্থ নাট্যাভিনয় নয়! হয় নাই বলিয়াই আমরা ভাবিতেছি, যে, পূর্ব্বকার কেলুয়া ভুলুয়া মেত্‌রাণী ভিস্তি বাস্‌দেব কা'শ্‌দেব দূতী মালিনী মিলিত তবলার যাত্রা ও খোলের যাত্রা হইতে আধুনিক পটোত্তোলন, যবনিকা পতন, শীষদেওন, একতান বাদন, আর্য্যপুত্র ও প্রিয়াদি সম্বোধন, পর্ব্বত সাগরাদির দৃশ্য প্রদর্শন, অশ্বারোহী রঙ্গস্থলে আনয়নাদি মহা মহা ঘটা ঘোরের প্রক্রিয়া-বিশিষ্ট এবং সাধুভাষা সমন্বিত নাট্যাভিনয় অধিক দূর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই! (দৃশ্য ও শ্রুতি মোহ দ্বারা চিত্তবিভ্রম জন্মানোই অভিনয়ের প্রধান কাজ। অ'াজ্ কা'ল্ যে সব অভিনয় হইতেছে, তন্মধ্যে সেগুলটী কি যথোপযুক্তরূপে লক্ষিত হয়? যাঁহারা অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া এই সব রঙ্গভূমির রঙ্গ ভঙ্গ দেখিতে যান—যাঁহারা আশুতোষ বালকবৃন্দের ন্যায় কেবল হাসিতেই যান না—যাঁহারা মানব চিত্তবৃত্তির অনুবৃত্তি এবং ভাবরসের অমৃতাস্বাদ গ্রহণার্থই গমন করেন, এমন দর্শক মাত্রেই আমার সহিত একবাক্য হইয়া স্বীকার করিবেন, যে, আমাদের বঙ্গীয় নটগণকর্ত্তৃক যত অভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতগুণে বর্জ্জিত—কি স্বভাবের মান রক্ষা, কি দৃশ্যমোহ, কি শ্রুতি-সুখ, কি চিত্তবিভ্রম, কি অজ্ঞাতসারে মহানীতির পথে হৃদয়কে বশীকরণ, ইহার কোনোটীতেই অদ্যাপি তাঁহারা যথার্থ নিপুণতা দেখাইতে পারেন নাই। যদি অকপট ভাবে মনের কথা খুলিয়া বলিতে হয়, তবে কোনো কোনো গুণে পূর্ব্বকার যাত্রা অপেক্ষাকৃত বহুগুণে বেশী মুগ্ধকর ও উপাদেয় ছিল, তাহা একবার কেন শতবার বলিতে পারি! আমি জানি, যাত্রাওয়ালাদের অজ্ঞানতা নিবন্ধন যাত্রা মধ্যে কতকগুলি কম্‌তি বাড়্‌তি দোষ আছে—সে সকল দোষের নিমিত্ত কেহ কেহ ভদ্রতার হানি, সভ্যতার হানি, সুরুচির হানি এবং আংশিক রূপে ধর্ম্মনীতির হানি পর্য্যন্ত আশঙ্কা করিতে পারেন—সে সকল দোষের মধ্যে অস্বাভাবিক অঙ্গ ভঙ্গী, অযথা বক্তৃতা, অশ্লীল না হউক তদ্বৎ নৃত্যগান, অনুপযুক্ত বেশ ভূষা ইত্যাদি কয়টীই প্রধান! আবার যাহার উক্তি সে বলিল না, যাঁহার গান সে গাইল না, হয়তো এক জনেই এক বেশ ভূষা ধারণ পূর্ব্বক এক স্থলে দাঁড়াইয়াই একবার দূতী, একবার যশোদা, একবার ননদিনী একবার শাশুড়ী হইতেছে—এক বেহালাওয়ালা একবার রাজা, একবার পাত্র, একবার দেবতা, একবার রাক্ষসের কাজ করিতেছে,—হয়তো পালার সহিত কোনো সম্বন্ধই নাই এমন অস্বাভাবিক ও অভব্য সং আনিয়া ইতর আমোদ উৎপাদন করিতেছে, ইত্যাদি রূপ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসহনীয় ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তন্মধ্যে সুশ্রাব্য গানও বিস্তর শ্রুত হয়—তথাপি তাহা সহস্র সহস্র লোককে মোহিত করিয়া থাকে—তথাপি তন্মধ্য হইতে জাতীয়



ভাব উঁকি মারে! যে সকল অপরাধের কথা বলা গেল, সে সব সামান্য অপরাধ। এই জন্য সামান্য বলি, সে গুলি তাহার প্রধান অঙ্গ নয়—সে গুলির অধিকাংশ অনায়াসে সংশোধিত হইতে পারে—সে গুলির অধিকাংশ কোনো কোনো সুবোধ অধিকারী এক কালে পরিত্যাগ পূর্ব্বকও যাত্রা করিয়া থাকে!

যাত্রার মধ্যে সদ্ভাবের সদ্ভাব, এ কথা শুনিয়া অনেক অধীর উন্নতিশীল হাস্য করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক কখনো ভাল যাত্রা শুনিয়া থাকেন কি শুনেন, তবে আর হাস্য না করিয়া বরং আমার বাক্যের পোষক হইয়া উঠেন। ভাল যাত্রায় যে সব গান গাওয়া হয়, তচ্ছ্রবণে আসরসুদ্ধ ছোট বড় তাবৎ লোকেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এমন কত বার দেখিয়াছি। মানব চক্ষে অশ্রু আনিতে পারে, সে বস্তুটী কেমন বস্তু, তাহাও তো একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়! কঠিন লৌহকে দ্রবীভূত করা কি সামান্য উত্তাপের কাজ? নানা পাপ তাপে যে সামাজিকগণের হৃদয় নিতান্ত কঠোর, সেই শত শত কঠিন হৃদয়কে যুগপৎ গলাইয়া ফেলা যাহার সাধ্যায়ত্ত, তাহাতে যে জাতীয়ভাবের প্রখর তেজ বিদ্যমান আছে, তাহাও কি আবার অন্য উদাহরণে সপ্রমাণ করিতে হইবে? যাত্রা নামক সঙ্গীতে কেবলই যে ঐ করুণারস উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাও নহে—হাস্য, বীভৎস, ভয়, শান্তি, বীর, রৌদ্র প্রভৃতি সকল রসেরই ন্যূনাতিরিক্ত প্রাচুর্য্য দেখা যায়; পঞ্চমবর্ষীয় রাজপুত্র ধ্রুব ও তাঁহার মাতা সুনীতির দুর্দ্দশা দেখিয়া যেমন কান্না পায়; সুরুচির হিংসাচার, উত্তানপাদের পক্ষপাত, বহুবিবাহের বিষময় ফল, অধর্ম্মের প্রথম উন্নতি শেষ অধোগতি, ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী সুখ ও জয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে যখন যে রসের আবির্ভাব আবশ্যক—যখন যে নীতিসারের সঞ্চার সম্ভব, তত্তাবৎ যাত্রা নামক গীতাভিনয় দর্শন শ্রবণে এখনকার বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয়ের অপেক্ষা শতগুণে লাভ হইত—অস্থিতে অস্থিতে মজ্জাতে মজ্জাতে প্রবেশ করিত—অদ্যাপিও করে—ভাল লোকের চেষ্টা দ্বারা পরিশোধিত প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইলে আরো কত গুণে করিতে পারে! তাহা বলিয়া আমি কি যাত্রার গঙ্গাযাত্রার সময় তাহার পক্ষপাতী এবং সদাশার ধন নাটকের বিপক্ষ হইতেছি? এমন ভাব কদাচ মনের কোণে স্থান দিবেন না! আমার এ তুলনা তুলিবার তাৎপর্য্য সুদ্ধ সতর্ক করিয়া দেওয়া—সুদ্ধ উচ্চ উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া দেওয়া—সুদ্ধ ফক্কিকারী ও অনিষ্টকারী না হইয়া যাহাতে অভিনয়-ক্রিয়া সমাজ শোধনকারী, সুতরাং হিতকারী হয়, তন্নিমিত্তই উত্তেজনা করা; অথবা যাহাতে পূর্ব্বপ্রচলিত যাত্রার দোষমালা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সংশোধিত রীতিতে, স্বভাবের অনুকরণে, সন্নীতির অনুসরণে গীতাভিনয় গুলি পূর্ব্বকার যাত্রার ন্যায় মোহকারী হয়, তদুদ্দেশে উৎসাহ দেওয়া! এতদ্ভিন্ন অন্য অভিপ্রায় কিছুই নাই। (এখন নাট্যাভিনয় ও গীতাভিনয়ের দিন পড়িয়াছে, কলিকাতার পা-

ড়ায় পাড়ায়—প্রদেশের গ্রামে গ্রামে অভিনয়ের ছড়াছড়ি হইতেছে—যাত্রার প্রতি শিক্ষিত সমাজের ঘোর বীতরাগ জন্মিয়াছে—এখন অনেক পল্লীতে অনেক বাটীতে সোনার বাছারা—দুধের ছেলেরা পর্য্যন্ত কাগজ কলম বহি ছাড়িয়া অভিনয় অভিনয় করিয়া খেপিয়া উঠিয়াছে—কা'ল দেখিয়াছি পুস্তক কক্ষে পাঠশালায় যাইতেছিল, আ'জ্ আসিয়া বলিতেছে "মহাশয়! যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক খানি নাটক লিখিয়া দেন, কি অমুক নাটকে যে গান কয়েকটী আছে তাহার সংশোধন আর গুটীকত গান যদি বাঁধিয়া দেন, তবে আমরা মনের সাধে অভিনয় করি।" একি সর্ব্বনাশ! ইংরাজী শিখিয়া অভিনয় কার্য্যটী ভাল বলিয়া সংস্কার জন্মিল তো এমনি জন্মিল, যে, সময়াসময় নাই, পাত্রাপাত্র নাই, স্থানাস্থান নাই, সকল স্থলে সকল সময়ে সকলেই কি করিবে? হায়! বাঙ্গালী জাতির পোড়া বুদ্ধি কি অনুকরণপ্রিয়! একটা কোনো বিষয়ের ঢেউ উঠিল তো জলাশয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া পড়িল—আমাদিগের জাতীয় বুদ্ধি কি এতই তরল? ঠিক পুকরিণীর জলের মত এত পাতলা বস্তু—একটী ঢিল মারিলেই ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি—ঢেউর পর ঢেউ—চাঞ্চল্যের পর চাঞ্চল্য—নিতান্ত অরুচি না জন্মাইয়া, নিতান্ত অনিষ্ট না বাঁধাইয়া, ছি ছি শব্দ না উঠাইয়া কিছুতেই কি প্রশমিত হইবে না?

সে যাহা হউক, আমরা কি বলিতেছিলাম, মনের বেগে তাহা ভুলিয়া গেলাম। আমরা বলিতেছিলাম, এখন চতুর্দ্দিগে অভিনয়, অভিনয়, অভিনয়! দিগ্বিজয়ী অভিনয় মহাশয় সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন—বড় অসম্ভব দৌড়—এসময় একবার থামিয়া দেখা উচিত—এ সময় একবার অধিকারকে পাকা পোক্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুবা জয়পাগ্‌লা রাজার মত জয়পতাকা লইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর; সম্মুখে যেমন বহু রাজ্য করকবলিত হইতেছে, পশ্চাতে তেমনি পূর্ব্বাধিকৃত দেশ সমুদয় অধীনতা ছুড়িয়া ফেলিতেছে! সাবধান, আমরা যেন তদ্রূপ অসতর্ক দিগ্বিজয়ী না হই! এখন আমাদের নটদলের সংখ্যা আর বেশী কাজ নাই, বরং যত হইয়াছে, তত না হইলেও ভাল হয়; ইহার অর্দ্ধেক, কি তাহারও কম হইলে আরো ভাল হয়—"বিস্তর সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" ইহা প্রসিদ্ধই আছে! আমাদের নটরাজ মহাশয়েরা এখন একটু শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপ করুন—ঠাহর করিয়া দেখুন কি নিমিত্ত নট সাজিয়াছেন, তাহার কত দূর কি করিয়াছেন, আর কি বা তাঁহাদিগের করা উচিত!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভর ভাবের নিমিত্ত লালায়িত ছিলাম—জাতীয় ভাবের দর্শন লালসায় পাগল হইয়াছিলাম। জাতীয় সভার সভ্যগণ ও জাতীয় নাট্যশালার নট মহাশয়েরা আমাদিগকে যেন ডাকিয়া বলিলেন—"ভয় নাই, এই দেখ, জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠানের অভাব ঘুচাইতে আমরা সমাজবদ্ধ হইলাম, আমরা মুখের বক্তা নই, এককালে কার্য্যানুষ্ঠাতা।" সত্যই তাঁহাদিগকে কৃতানুষ্ঠান দেখিয়া আমরা হর্ষগদ্গদ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলাম; তাঁহাদিগের শুভ প্রার্থনাতে কত দিন কাটাইলাম; তাঁহাদিগের প্রথম কার্য্য দর্শনে "এক্ষণে ইহাই যথেষ্ট" ইহাই ভাবিলাম; উন্নতির স্বাভাবিক ক্রমানুসারে ক্রমশঃ ইঁহাদিগের দ্বারা কতই উপকার হইবে, এই আশাতে নৃত্য করিতে লাগিলাম; তাঁহাদিগের প্রতি বাক্যে, প্রতি ব্যবহারে, প্রতি প্রতিজ্ঞায় ধন্যবাদ রূপ পুষ্প বৃষ্টি করিলাম; তাহার পর দিন দিন দিন গণনায় প্রবৃত্ত রহিলাম—তাঁহারা যাহা কিছু করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিতে লাগিলাম; জাতীয় ভাবের আনুকূল্যে কখন্ কি করেন, এই আশায় তৃষিত চাতকের ন্যায় হা করিয়া বসিয়া থাকিলাম! পাছে তাঁহারা খপ্ করিয়া জাতীয়ভাব রূপ অমৃত বর্ষণ করেন, আমরা চাকিতে সময় না পাই, এ নিমিত্ত একটীবারও মুখ বুজি নাই—হা করিয়াই আছি! কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে রঙ্গরূপ রক্তবৃষ্টি, আমোদরূপ ছেলে ভুলুনে শিলাবৃষ্টি এবং বিকট হাস্যরূপ ধূলিবৃষ্টি প্রভৃতি অনেক হইয়া গেল, তথাপি 'জাতীয় ভাব' রূপ সংশস্যোৎপাদক সুবৃষ্টিটী অদ্যাপি বর্ষণ করিলেন না! এবৎসরের আকাশ মেঘের ধরণ-করা ধরণ দেখিয়া তাঁহারাও কি তদনুসরণে জাতীয়ভাবের অনাবৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে শুকাইয়া মারিবেন? আমাদিগকে শুকাইয়া মারুন, তাহাতে তত



ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের জাতীয় নামে যে কলঙ্ক হইল, এইটীই বড় দুঃখের কথা! গোপিনীদের উক্তিতে কোনো কবি গান বাঁধিয়াছেন—

"আমরা মরি ক্ষতি নাই।
কৃষ্ণ হে!
নিদয় কানাই, ব'ল্‌বে সবাই,
তোমার দয়াল নামে এ কলঙ্ক শুনে মনে
ব্যথা পাই!" ইত্যাদি।

(আমাদিগের নট সম্প্রদায়গণের বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ ও অনুযোগ করিতেছি, ইহার যাথার্থ্য পক্ষে কেহ যদি সন্দেহ করেন, তবে তিনি যেন প্রদর্শিত অভিনয় সমূহের সমালোচন এবং আনুষঙ্গিক তাবদ্বিষয় স্মরণ কি সন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, যে, অতি অল্প সংখ্যক—এমন কি, কদাচিৎ দুই এক খানি ব্যতীত আর যত নাটক প্রহসনাদির অভিনয় হইয়া যাইতেছে, তত্তাবৎ কেবল রঙ্গসাধক বা রঙ্গবঞ্চক, বালক ও লঘুচেতার হাস্যোদ্দীপক অথবা উপ-আমোদ-উৎপাদক! যে সব নাটক যথার্থ সমাজহিতৈষী বা সদ্ভাব উত্তেজক, একে তো তেমন নাটকের সংখ্যা আজো অধিক হয় নাই, তাহাতে তত্তাবতের যে যে স্থলে গাম্ভীর্য্য বা রিপু প্রদর্শন-চাতুর্য্য প্রার্থনীয়রূপে উত্তম, সেই সেই অঙ্গ রঙ্গভূমিতে প্রকৃত প্রস্তাবে আন্তরিক অনুরাগের সহিত সমুচিত সাবধানতায় এবং যথাযোগ্য অঙ্গভঙ্গীতে সাধিত হইতে দেখা যায় না অর্থাৎ যথায় মানবহৃদয়ের উচ্চ, উৎকৃষ্ট বা মধুর ভাব প্রদর্শয়িতব্য, তত্রত্য বক্তৃ-

তা ও ভঙ্গী প্রভৃতিতে বিশেষ নিপুণতা আবশ্যক। কিন্তু সে পক্ষে বঙ্গীয় নট-গণের অতি অল্প মনোযোগই দৃষ্ট হয়। সেরূপ নাটক তাঁহাদিগের অনেকের নিকট বড় প্রিয়ও নয়। কিন্তু যাহাতে মোহন্ত এলোকেশীর ন্যায় রঙ্গ রসের তরঙ্গ ও জামাইবারিকের ন্যায় হাস্য-রসের স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে এবং যাহাতে লম্ফ ঝম্ফ বিকট দন্ত, কালী ঝুল মাখা, হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি ভূতোড়ে কাণ্ড, বা নানারূপ ভণ্ডামির ব্যাপার আছে, সে সব স্থলে কি ভক্তি! কি অনুরাগ! কি যত্ন! কি চমৎকার অভিনয়! গানের বিষয়েও সেইরূপ—গানের মোহিনী শক্তিতে হিন্দু মন যে নিতান্তই আকৃষ্ট, একথা আমাদিগের সকল নট মহাশয়েরা স্মরণ করেন না! ফলতঃ রাজধানীস্থ এত রঙ্গভূমিতে এত আশা করিয়া এত বার গেলাম, কিন্তু দুই এক স্থল ব্যতীত আর সমুদায় নাট্যমন্দিরে রাত্রি জাগিয়া এত কষ্ট সহিয়া কি শুনিয়া যে বাটী ফিরিয়া আসি তাহা শয্যায় পড়িয়া ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না! বহু বৎসর হইল, একদা সমস্ত রাত্রি ও পরদিন বেলা প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে আসরে বসিয়া ৺ রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সখের যাত্রা শুনিয়াছিলাম। আমার ন্যায়প্রায় দশ সহস্র শ্রোতা চিত্রের পুত্তলিকা হইয়া কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ কাটগড়ার বাঁশের উপর উঠিয়া, কেহ রাজপথস্থ শকটের উপর দাঁড়াইয়া, কেহ নিকটস্থ উচ্চস্থান মাত্রেই আরোহণ করিয়া সেই যাত্রা শুনিয়াছিল! সেই দশ সহস্রের মধ্যে ভদ্র ইতর, ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ, বৃদ্ধ যুবা, প্রৌঢ় বালক, হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ, না ছিলেন এমন শ্রেণীর লোকই বা কৈ? সাতু বাবু অবধি হীরা বুলবুলের হীরা ও বড় বড় নামজাদা খাঁ সাহেব ওস্তাদ পর্য্যন্ত সকল প্রকার লোকই ছিলেন। এই দশ সহস্রের কেহই অনার্দ্র হৃদয় ও শুষ্কচক্ষু থাকিতে পারেন নাই—অতি বড় পাষাণ চিত্ত পাষণ্ডকেও রোদন করিতে হইয়াছিল! সেই দশ সহস্র বদনের বিংশতি সহস্র গণ্ডদেশ বহিয়া এককালে বিংশতি সহস্র অশ্রুধারা পতিত হইতেছে, সে যে কি অদৃষ্টপূর্ব্ব—অশ্রুতপূর্ব্ব—চমৎকার দৃশ্য, তাহা সহৃদয় মহাশয়েরা কল্পনা করুন! আবার সেই দশ সহস্র (কি, না হয় আট নয় সহস্রই হউক)—সেই অযুত সংখ্যক মানব সমাকুল বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি বা আসর মধ্যে চুঁ শব্দটী নাই—নির্জ্জন অরণ্যবৎ নিস্তব্ধ—কেবল কোকিল-কণ্ঠ-বিনির্গত এবং সঙ্গত যন্ত্রনিঃসৃত সঙ্গীত-স্বর-লহরী মাত্র—এবং মধ্যে মধ্যে সহস্র সহস্র লোকের বদন পরম্পরা হইতে তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে "আহা হা" মোহধ্বনি ভিন্ন আর কোনো শব্দ—আর কোনো গোল—আর কোনো জনরব শ্রুত হয় নাই, সে যে কি অদ্ভুত ভাব, তাহা যে চিন্তাশীল দেখিয়াছেন, তিনিই অনুধাবন করিতে পারেন!



(অধুনা রাত্রি ৮ টা হইতে ২।২৷৷০ টা পর্য্যন্ত নাটকাভিনয় দেখিয়া শুনিয়া বাটী আসিয়া সেই কথাটীই স্মরণ হয়—স্বভাবতঃ সেই তুলনাই অন্তঃকরণে উদয় হয়! তাহাতে ইহাতে আকাশ ভূমির প্রভেদ দেখিয়া মন সহজেই কারণানুসন্ধিৎসু না হইয়া থাকিতে পারে না! সেই অনুসন্ধানের ফল স্বরূপ এইটী বিলক্ষণ বুঝা যায়, যে, অভিনয় ব্যাপারে মনোমুগ্ধকর সুসঙ্গীতের অভাবই মনোরঞ্জনের প্রধান অন্তরায়। ভাল, তাহাও যাহা হউক, স্বভাবানুযায়ী উচ্চ ভাবোত্তেজক এবং যথার্থ কাব্য-রসোদ্দীপক অনুকরণ প্রদর্শিত হইলেও সঙ্গীতের অভাবে অত আইসে যায় না। এ দুয়ের একটীর বিশেষ পারিপাট্য তো চাই। কিন্তু হো হো করিয়া হাস্য উৎপাদনই যখন অধিকাংশ অভিনয়ের উদ্দেশ্য হইয়াছে তখন প্রাগুক্ত নিগূঢ় রস আর কিরূপে জন্মিবে? যখন সস্তা এসেন্স বই দোকানের পুঁজি নয়, তখন আশী টাকা ভরি মুরজাহানী আতরের ক্রেতা সেখানে গিয়া নিরাশ হইবে আশ্চর্য্য কি?

এরূপ উপহাস্য-জনক হাস্য রসোদ্দীপক অভিনয় প্রদর্শনের পক্ষ সমর্থনার্থ অভিনেতা মহাশয়েরা কি যুক্তি দেন, জানিতে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল আছে। বোধ হয়, তাঁহারা এই কারণ দেখাইতে পারেন, যে, "আমরা কি করিব? অধিকাংশ টিকিট-ক্রেতারা বিকট হাস্য-বিকাশক আস্য-ছটায় শোভা পাইতে ভাল বাসেন! আমাদের অনেক দর্শক কাঁদিতে চান না, হাসিতে চান—রঙ্গ চান—রস চান!"

কিন্তু আমি বলি, আপনারা যাহা দেখাইতেছেন, তাহাতো যথার্থ রঙ্গ নয়—সেতো কাব্যের রঙ্গ নয়, সে সঙের রং—সেতো যথার্থ রসিকতার রস নয়, মত্ততার রস)—সেঁজো তালের রস নয়, মাতা তাড়ির রস!—তারে বলে মজা! (যদিও অধিকাংশ দর্শক তাহা চান, তথাপি আপনাদের তাহা দেওয়া উচিত নয়! আপনারা জাতীয় ভাবের দোহাই দিয়া—সুনীতি ও সুরুচি বিক্রয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়া দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন; আপনাদের সেই মহৎ প্রতিজ্ঞা শুনিয়াই আমরা এত প্রফুল্ল—এত আশান্বিত হইয়া আপনাদিগের অনুষ্ঠানকে সদনুষ্ঠান—শুভানুষ্ঠান বলিয়াছি—আনন্দে গলিয়া গিয়া আপনাদিগকে কতই উৎসাহ দিয়াছি—সাধারণকে কতই অনুরোধ করিয়াছি! আপনারা এখন কি তাহা ভুলিয়া গেলেন? কোথায় আপনারা কুরুচির সংশোধক হইবেন, কোথায় আপনারা যাত্রাওয়ালার কুৎসিত ভাব দূর করিবেন, কোথায় আপনারা অপরিণত-বুদ্ধি সুকুমারমতি বালকদিগকে প্রকৃত কাব্যরস কাহাকে বলে, সন্নীতি, সৎপদ্ধতি, সৎরসিকতা কাহাকে বলে, তাহার অদ্বিতীয় প্রদর্শক ও প্রবর্ত্তক হইবেন, তাহা না হইয়া মন্দ আস্বাদনের তোষামোদ করিতে প্রবৃত্ত হই-

লেন!) আপনারা ডিস্পেন্সারি খুলিব বলিয়া মদের দোকান খুলিয়া বসিলেন! ইহাতে কি আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? ইহাতে যদিও আপাততঃ কিছু লাভ হইতেছে, ভবিষ্যতে কি আর তাহা হইবে? ইহাতে কি দেশের বিজ্ঞ মণ্ডলীর নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন? যে সব বালক এখন গিয়া আপনাদের ভণ্ডামি দেখিয়া হাসিতেছে, তাহাদের পিতা ভ্রাতা রক্ষয়িতাগণ এমন করিয়া কতদিন হাসিতে দিবেন? সেই বালকেরাই অল্প কাল মধ্যে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-পাঠে উচ্চ রসিকতার মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ হইয়া আপনাদের রসিকতা কখনই আর সহ্য করিবে না—অল্পকালে তাহারাই পিতৃস্থানীয় হইয়া আপনাপন পুত্রগণকে আপনাদিগের রঙ্গবঞ্চক রঙ্গভূমিতে যাইতে দিবে না! যে সব পত্র সম্পাদক এখন আপনাদের নবরুত্তি বলিয়া উৎসাহ দিতেছেন, অল্পকালে তাঁহারাই বিপক্ষ হইয়া উঠিবেন—তাঁহারা কদাচই চিরদিন এরূপ অস্বাভাবিক আচরণ সহ্য করিবেন না! (অতএব এখনও প্রতিনিবৃত্ত হওয়া আপনাদের আশু কর্ত্তব্য—অবশ্য কর্ত্তব্য! আমি এমন বলিতেছি না, যে, আপনাদের সকলেরই সকল অভিনয় ঐরূপ; মধ্যে মধ্যে দুই একটী ভাল বিষয়ও অভিনীত হইতেছে সত্য, কিন্তু সে দুই একটী—অধিকাংশই অপ্রার্থনীয়—সেই অধিকাংশের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিলেই নয়!)

## চাষার খেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেখে মোর চ'কে জল ঝরে,
মুখে আর কথাটী না সরে,
যদি কোনো কথা যোটে আট্‌কায় যেন ঠোঁটে.
ফুট্‌তে পারিনে ফট্ ক'রে!

কতক্ষণ নিঝ্‌ঝুমের পর,
ভেবে চিন্তে করিনু উত্তর;
পড়েছে কিস্তির লেটা, আগে না চোকালে সেটা,
দয় ম'জে যাই এ বছর!

তাই আ'জ্ এক বেলা ঠায়,
ঘটক খুড়োর দোচালায়,
আগা গোড়া কথা তুলে খুড়োরে বলিনু খুলে,
ঘাড়ে মোর ঝুলিছে যে দায়।

খুড়ো মোর বড় হুনুহর,
তাঁর কথা সব মাতব্বর;
বোঝালেন ধীরে ধীরে, যেন চুল চিরে চিরে,
আঙুল দে চ'কের ভিতর।

শাস্তরটী ঠোঁটের আগায়,
অনেস্কার কথায় কথায়;
কেমন আঙুল পেঁজে, দেন সব ক'ষে মেজে,
সে বুদ্ধি কি মোদের যোগায়?

বলিলেন ক'রে ইৎ ফাক,
"আর আর লেটা থাকে থাক;
কিন্তু খাজনার টাকা, ভাল নয় ফেলে রাখা,
তায় বড় বাঁধে খট্‌রাক।

কাছারির আপদ বালাই,
যত শীঘ্র মেটে কর তাই,
বেলাবেলি এই বেলা, গরুটাকে বেচে ফেলা,
হয় যদি তবেই ভালাই।

এখন বাজার আছে চাড়া,
অনায়াসে টাকা হবে খাড়া,
এবাজার গেলে প'ড়ে, দরে হবে আদ-ক'ড়ে,
তখন সে হবে মিছে ছাড়া।"

কথা গুনি যেই গেছে কানে,
অম্নি মাগী চেয়ে মুখ পানে,
ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে, বলিতে লাগিল খেদে,
"ওমা মুই যাবো কোন্ খানে!"

হেনকালে মোর পির্ত্তিবাসী,
মান্নাদের মেয়ে ক্ষেমা মাসী—
ঘড়া কাঁকে, মাথা এলো, আঁচলে চাবির থ'লো,
ডাকে "আয় জল নিয়ে আসি।"

দেখে বউ আরো কেঁদে খুন,
বলে, "এসে শোনো ঠাকরুণ!
একে ধারে কজ্জে বুড়ে, মরি মুই জ্ব'লে পুড়ে,
তায় ফের নেগেছে আগুণ!

ভাল নয় মোর মুখ ফোটা,
ব'ল্লে বলে মাগী দেয় খোঁটা,
দেখেছো তো ছেলে কটী, বেড়াইত ছটফটি,
পেতোনাকো দুধ এক ফোঁটা!

সেই দুখে গিয়ে মার সাতে,
ও বছর চ'ৎ সাঁকরা'তে,
গরুটী এনেছি চেয়ে, ব'র মুখ নাড়া খেয়ে,
ধরি কত বড়্‌দার হাতে।

দেখিনি এমন নক্ষমী গাই,
ছুটোছুটি, হুটোপুটি নাই,
ছেড়ে দিলে যায় গোটে, কারো ক্ষেতে নাহি ওটে,
নাই কোনো হেঙ্গাম বালাই।

মোর পুঁটে ছেলেরে কে আঁটে?
ছুটে গিয়ে হাত দেয় বাঁটে,
চুপ ক'রে থাকে খাড়া, নাই তায় শিং নাড়া,
কেমন পুঁটের পিট চাটে!

পায় কি সে খেতে ভাল ক'রে?
যা হয় কেবল মাঠ চ'রে;
তবু দেখ ঠাক্‌রুণ! গাইটীর কত গুণ,
দুধ টুকু দেয় কেঁড়ে ভ'রে।

তা থেকে দুসের দু বেলায়,
যোগান দে আসি ওপাড়ায়,
সেরটাক ঘরে রয়, একটু ওনার হয়,
বাকী মোর ছেলে কটী খায়।

যাদের নিয়েছি টাকা আগে,
যোগান না দিলে তারা রাগে;
তাদের জামাই ঘোর, আপিন না গুলিখোর,
দুদ বিনে আমরক্ত ভাগে!

জামায়ের নক্ষমীছাড়া দশা,
একটুতে অমনি মনসা,
মাগীর যা কিছু ছিল, নেশা খেয়ে ফুকে দিল,
আ'জ্ কা'ল্ টাকা দিতে কষা।

দুধের রোজান আছে তাই,
খুচ্‌রো খরচে বেঁচে যাই,
চাষে হয় ছাই পাঁশ, নাভে হতে সব্বনাশ,
তার চেয়ে ভাল খেটে খাই।

যদি মুই দুখে ম'রে যাই,
এক মুটো খেতেও না পাই,
তবু মোর এই পণ, জা'ন্ রবে যতক্ষণ,
বেচ্‌তে দেবো না মুই গাই।

নিত্যই তো খাজনার দায়;
করুন যা মনে ইচ্ছে যায়;
নয়, না দেবেন খেতে, খাবো মুই মেগে পেতে,
গাছতলা কে মোর ছাড়ায়?

ছাতে মোর নাই কড়াকড়ি,
ভেবে ভেবে হনু চাম দড়ি,
দুএকটী টাকা হলে, ধার ধোর দিয়ে চলে,
রোজ রোজ কার পায় পড়ি?

এই ব'লে মাগী চুপি সাড়ে,
স'রে গে বসিল এক বাড়ে,
ছেলেটী শোয়ান কোলে, দুখে ঘাড় নাহি তোলে,
ভাবে, আর ভুঁয়ে আঁক পাড়ে।

ক্ষেমা মাসী আসি মোর ঘরে,
কাণ্ড দেখে পড়িল ফাঁপরে;
ঘড়াটী কাঁকাল থেকে, উঠোনে উলিয়ে রেখে,
আইল মাগীর কাছে স'রে।

মাসী মোর হাবা মেয়ে নয়,
পাকা পাকা কথা বেস কয়;
(বাপের সংসার ঘাড়ে), টাকা কড়ি নাড়ে চাড়ে,
বোঝে পড়ে কিসেতে কি হয়।

বলিল, "কি কব আর ছাই,
পোড়া স্বস্তি নাই কোনো ঠাঁই,
যে রাক্ষুসে জমীদার, খাই খাই বই তাঁর,
মুখে আর অন্য কথা নাই।

আপনি যেমন অজাগর,
তেম্নি দস্যি তাঁর সব চর!
ছুতো তুলে করে গোল, সকলেরি এক বোল,
মার্ মার্, কাট্ কাট্, ধর্।

চাষাদের অপ্‌প আয় একে,
পায় পায় কত দায় ঠেকে,
তায় যদি জমীদার, করে সব ছার খার,
কেমনে গরিব নোক টেঁকে?

আর বাছা কাঁদিলে কি হবে?
ঘরকান্না জ্বালা ছাড়া কবে?
যখন বিপদ ঘটে, কষ্ট খুব হয় বটে,
চিরদিন তেমন কি রবে?"

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

---



# দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

## ২য় ভাগ—সপ্তম অধ্যায়।

চৈতন মাষ্টার।

অতি প্রত্যূষে—এমন কি, রজনীর অবগুণ্ঠন মোচন হইতে না হইতেই দুলীন প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। প্রথম দিন একাকী গিয়াছিলেন; বন্নু ধন্নু প্রভৃতি কেহ তখনও উঠে নাই। বন্নু উঠিয়া শুনিল, সাহেব অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বায়ু সেবনে গিয়াছেন। এমন অপরিচিত দেশে এমন সময় প্রভুর একাকী নিষ্ক্রমণ যুক্তিযুক্ত নয়; বিশেষতঃ নন্দসিংহের শাত্রবতা-ভাব স্মরণ করিয়া বন্নু উৎকণ্ঠাকুল ও অপ্রস্তুত হইল। প্রভুর পূর্ব্বে সে শয্যাত্যাগ করে নাই, এ নিমিত্তই অপ্রতিভ। পর দিন বা পরবর্ত্তী ঊষার প্রাক্কালে দুলীন যখন বহির্গত হন, দেখেন বন্নু ধন্নু উভয়েই স্বীয় স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে প্রস্তুত। দেখিয়া মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন—কিছুই বলিলেন না; তাহাদিগের অগ্রগামী হইয়া চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধক্রোশও যান নাই, বর্ত্ম পার্শ্বস্থ আম্রবাগান হইতে সহসা একটা তীর আসিয়া তাঁহার কর্ণের উপর তির্য্যগ্‌ভাবে—ঊর্দ্ধমুখে বাজিয়া মস্তকের টুপি লইয়া বহুদূরে নিক্ষেপ করিল!

বন্নু তীরের উৎপত্তিস্থানাভিমুখে তীর-বেগে অশ্ব চালাইয়া দিল—কিয়দ্দূরে একটা সামান্য-অশ্বপৃষ্ঠে একজন শিখকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া কিয়ন্মুহূর্ত্তে তাহার সন্নিহিত হইল—অতিক্রম অসাধ্য জানিয়া দুরাত্মা অসিমোচন পূর্ব্বক বন্নুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। তৎক্ষণে ধন্নু আসিয়াও যোগ দিল। কিন্তু বন্নু যুদ্ধ করিতে করিতেই ডাকিয়া বলিল "শুন ধন্নু, যদি আমাকে অপমানিত করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তবেই অসি খুলিবে, নচেৎ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখ!" বলিতে বলিতে দুলীনও তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত শিখকে বলিলেন "দেখ্‌ছিস তো আমরা দলে বলে পুষ্ট, কেন মিছা পাগলামি ক'রে নষ্ট হবি, অস্ত্র ফেল্, ভয় নাই, প্রাণে মা'র্ব্বো না!" সে তখন একটা দারুণ প্রহার পাইয়াছে; তাহার বাম বাহু হইতে বস্ত্র ফুঁড়িয়া রক্ত দেখা দিতেছে, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাতবোধ হইতেছে না। দুলীনের বাক্যোত্তরে সে কাতরস্বরে কহিল "তবে সাহেব, তোমার লোককে নিবারণ কর।" দুলীন বলিলেন "আচ্ছা বন্নু, যেইমাত্র এ ব্যক্তি অসি ফেলিবে, অমনি তুমিও নিরস্ত হইও।" বলিবামাত্র শিখের অসি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, বন্নুর অসিও যেমন উদ্যত, তেমনিই রহিল! তৎক্ষণাৎ ধন্নু গিয়া শিখের তীর ধনু কাড়িয়া লইল। বন্নু বলিল "এখনও বিশ্বাস নাই, ছোরা লুকানো থাকিতে পারে।" বাস্তবই তাহা ছিল, বন্নু ধন্নু তাহার কোমরবন্ধ হইতে এক খানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিল!

তখন দুলীন তাহাকে প্রিয় বাক্যে অভয় দান এবং সে যাহা বলিবে, সে

কথা গোপনে রাখার অঙ্গীকারাদি কৌশলে তাহার নিয়োগকর্ত্তার নাম জানিয়া লইলেন। বন্ধু যে সন্দেহ করিয়াছিল, অবিকল তাহাই সত্য হইল। পূর্ব্বদিন দুলীন একাকী ভ্রমণ করিয়াছেন, দুরাত্মা নন্দ সিং তাহা শুনিতে পাইয়া তিনি প্রত্যহই ঐরূপ একাকী বাহির হইবেন ভাবিয়া এই দুর্ব্বৃত্ত তীরেন্দাজকে নিযুক্ত করিয়াছিল। সে যদি দৈবাৎ ধরা পড়ে, তবে নিয়োগকর্ত্তার নাম না করে, এ কারণ পহলের গুরুতর শপথ পর্য্যন্ত করাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু দুলীনের অসম্ভব মহত্ত্বগুণ দেখিয়া তীরেন্দাজের অন্তঃকরণ এককালে ভক্তিরসে গলিয়া যাওয়াতে তাঁহার আজ্ঞা হেলন করিতে পারিল না। ইটী সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, সে তো এইরূপ বলিল। দুলীন তাহাকে বলিলেন "যত পাপ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা নরহত্যা যে মহাপাপ, তা কি তুই জানিস না? এখন আমি যদি এর শাস্তি দিই, কি মহারাজার দরবারে তোরে উপস্থিত করি, তবে কি হয়? তুই এমন কর্ম্ম কেন ক'ল্লি? ইত্যাদি।" সে তদুত্তরে কহিল "কি করি সাহেব, পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়!" দুলীন তাহার অবস্থাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলেন "সত্যই কি পেটের দায়ে এই কুকর্ম্ম স্বীকার করিছিস?" সে বিবিধ শপথসহকারে দৃঢ়রূপে সেই পূর্ব্ববাক্যের সমর্থন করাতে দয়ালু দুলীন দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিলেন এবং কহিলেন "দেখ্ তুই আমার প্রাণ হরণ ক'র্ত্তে এয়েছিলি, তোর প্রাণ নিলেও আমার অধর্ম্ম নাই, তবু তোরে ক্ষমা ক'ল্লেম। এবং সম্প্রতিকার অভাব নিবারণের নিমিত্ত এই যৎকিঞ্চিৎ যা সঙ্গে ছিল দিলাম, আবার আমার উদ্যানে গেলে তোর ব্যবসায়ের মত পুঁজি ক'রে দিব, কিন্তু এমন কাজ কি কোনো কুকাজ আর কখনো করিস্‌নে!"

সে ব্যক্তি সজল নয়নে কিয়ৎক্ষণ দুলীনের মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া বাষ্প-গদ্গদস্বরে কহিল "না সাহেব, আমি কোনো কুকর্ম্ম তো আর কখনই ক'র্ব্বোনা, ব্যবসায়ও ক'র্ব্বোনা। আমাকে যে দুরাত্মা পাঠিয়েছে, সে স্বীকার ক'রেছে, আমি পারি না পারি, আমাকে কর্ম্ম দেবে! আমি তার কাছে কর্ম্ম নেব, নিয়ে দেখ্‌বেন তখন কি ক'র্ব্বো!" দুলীন চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "কি? তারে খুন ক'র্ব্বি নাকি?" সে কহিল "না, তা কেন, কোনো কুকাজ আর ক'র্ব্বোনা তাতো বলিছি; আমি এই জন্যে তার চাকরী স্বীকার ক'র্ব্বো, সে যখন আপনার মন্দ কর্‌বার কোনো মতলব ক'র্ব্বে, অবশ্যই আমি টের পাব, তৎক্ষণাৎ কোনো সুযোগে আপনাকে জানাব—আ'জ্ অবধি আপনার কাজেই আমার জীবন সমর্পণ হ'লো!" এই বলিয়াই সেলাম করিয়া তীর ধনুক তরবার লইয়া প্রস্থান করিল।

এদিগে দুলীনের বাসোদ্যানে ভৃত্যগণ স্ব স্ব প্রাভাতিক কার্য্যে ব্যাপৃত; সৈনিক রীত্যনুসারে ফটকে এক এক জন পর্য্যায়ক্রমে দিবা নিশি প্রহরিতায় নিযুক্ত; সে দিবসের প্রভাতে অন্যান্য সহচরগণও ফটকের নিকট মল্ল ক্রীড়াদি করিতেছে; এমত সময় একজন আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত। তাহার নূতন ধরণের বেশ ভূষা—মাথায় একটী পাগড়ী, কিন্তু শিখ বা হিন্দুস্থানীদের ন্যায় নহে, একখানা শাদা ধুতির এক মুড়াতে টুপির কাজ করিয়াছে, অবশিষ্ট সমুদয় অংশ জড়াইয়া পাগড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে—ঠিক্ যেন কলিকাতার কানখুস্কিওয়ালা পরামাণিক! পাগড়ীর আশে পাশে খাট খাট কৃষ্ণ চুল এবং পশ্চাদ্ভাগে শিখার লেজ টুকুও দেখা যাইতেছে। কর্ণের উপর একটী অস্তির কলম গোঁজা আছে। যুগল কর্ণের নিম্ন প্রদেশে দুটী ছিদ্র, তাহাতে ছোট ছোট দুটী খড়িকা দেওয়া। গলায় তুলসীকাষ্ঠের নাতিসূক্ষ্ম নাতিস্থূল মাঝারি মালা—সকল দেখা যাইতেছে না, চাপকানের কণ্ঠির উপরে একটু, আর বুকের দক্ষিণদিগে চাপকানের জোড়ের মুখে যে তিন চারি অঙ্গুলি ফাক আছে, সেখানেও একটু দেখা যাইতেছে! কারণ চাপকানটী বোতামদার নয়—বন্ধওয়ালা, তায় আবার গলার ঘুণ্টিটী ছিঁড়িয়া যাওয়াতে কণ্ঠ ও কণ্ঠভূষারূপী ঐ তুলসীমালা এবং বক্ষদেশেরও অনেকাংশ সুদৃষ্ট হইতেছে। তেলে তেলে মালা ও গলা দুয়েতেই মলা বাঁধিয়াছে—কিন্তু দুইই পাকিয়াছে! আবার চাপ্‌কানের একটী হাতা যত লম্বা অপরটী তত নয়—বোধ হয় একটার শেষভাগ ছিঁড়িয়াছিল; পুরুষের রাগ, ছেঁড়া অংশ দূর করিয়া দিয়া থাকিবেন! ফলতঃ চাপ্‌কানটী যে আধুনিক নয়—বনিদি—তাহা আট দশ স্থানের রিপু ও তিন চারি স্থানের ফাটা ফুটোতেই স্পষ্ট প্রকাশ! চাপ্‌কানের যে হাতা লম্বা, তাহার মুড়া, কণ্ঠলগ্ন কণ্ঠি এবং যে অংশ নিতম্বদেশের আচ্ছাদন, এই তিন স্থান ধূলিমিশ্রিত—তৈলাক্ত হইয়া যেন কলুর রুমাল-বস্ত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে! কটি হইতে আঁটুর কিঞ্চিৎ নিম্নভাগ পর্য্যন্ত একখানি ধুতি পরিধান—কাঁচাটী বহুদিনের কোঁচানো—ভাঁজে ভাঁজে ধূসর বর্ণের লম্ব রেখা দেখা দিতেছে—তাহার প্রথম ভাঁজের মুড়াটী নিম্নস্থ ভাঁজ গুলির সীমা হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে! কোঁচার ভাঁজাবলীর মধ্যে অবশ্যই ছেঁড়া ফোঁড়া কোনো রূপ দোষ কিছু থাকিবে, নহিলে ঘন ঘন হাত দিয়া চাপিয়া রাখা হইতেছে কেন? সে যাহা হউক, আঁটুর নীচে গুল্‌ফ ও পারপাতা পর্য্যন্ত মুক্ত—পাজামা মোজা প্রভৃতি কিছু নাই। পদতল এক জোড়া কাবুলি নাগরায় সংরক্ষিত—তাহাও বনিদি ও বহুবার চর্ম্মকারের হস্তস্পৃষ্ট ও নব নব চর্ম্ম খণ্ডে সুসংস্কৃত হইয়াছে; তথাপি রাজপথের ধূলিরাশি উদরসাৎ করিতে আলস্য নাই!

ওহো, উত্তরীয়ের কথা বলিতে ভুল হইয়াছে; এক খানি উড়ানি—সর্ব্বাপেক্ষা সফেদ, কিন্তু বোধ হয় অনেককাল তোলা থাকাতে হরিদ্রাআভাক্ত হইয়া-

ছে—দিব্য পাট পিট চৌড়া ভাবে ডুটী কক্ষের ভিতর দিয়া বক্ষে ঢেরাকার হইয়া স্কন্ধ যুগল হইতে পশ্চাদ্ভাগে ঝুলিয়া পড়িয়াছে !

এইরূপ অপরূপ পরিচ্ছদধারী আগন্তুক ফটকে আসিয়া অজিজ্ঞাসায় একবারে অভ্যন্তরে প্রবেশোদ্যত ; প্রহরী নিবারণ-পূর্ব্বক বলিল “ কে তুমি ? ” উত্তর হইল “যে হই না, সাহেবের কাছে যাইব !” প্রহরীরা একে তাঁহার ঐ বেশভূষা, তাহাতে চোটালো কথায়, যত দূর সন্তুষ্ট হইল, তাহা বলা বাহুল্য । কোনো মতেই পরিচয় দিবেন না, অথচ যাইতেও ছাড়িবেন না দেখিয়া প্রহরীরা বল প্রকাশের উপক্রম করিল । তখন মহা বিরক্ত ও অভিমানী হইয়া বকিতে লাগিলেন “আমাকে কি অপমান ক’র্ত্তে কালিফাজী পাঠালেন ! আমি দরবারে পর্য্যন্ত না বলা না কওয়া চ’লে যাই, তাঁদের আপনাদের উদ্যানে এই অপমান !” প্রহরীরা পাগল ভাবিয়া তাঁহাকে লইয়া নানা বিদ্রূপ করিতেছে, এমন সময়ে সঙ্গীদ্বয় সমভিব্যাহারে ডুলীন আসিয়া উপস্থিত ।

ডুলীন সাহেবকে দেখিবামাত্র সেই আগন্তুক এককালে ধনুকের মত কি তদপেক্ষাও অধিক নত হইয়া “গুডমর্ণিং” (Good morning) বলিয়া সেলাম, কুর্নিস, বা স্যালিউট করিলেন । ডুলীন তাঁহার ভঙ্গী দর্শন ও ইংরাজী শ্রবণ মাত্রই বুঝিয়াছেন কে ; তথাপি বিশেষজ্ঞ হওনার্থ অশ্ব থামাইয়া ইংরাজীতেই নাম, ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন । পাঠকমণ্ডলী চৈতনের ইংরাজী বিদ্যার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে পাছে সন্দিহান থাকেন, এ নিমিত্ত ডুলীন সাহেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে চৈতন যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা প্রিয়বন্ধু ডুলীনের স্বহস্ত লিখিত পুস্তক হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে । বিশেষ পরিচয়ের উদ্দেশেই ইহার প্রয়োজন, নতুবা তৎপরবর্ত্তী মুহূর্ত্ত হইতে চৈতন আর যত ইংরাজী কহিয়াছেন, তাহা উক্ত পুস্তকে বড় একটা লেখা নাই— আমরাও তৎসংগ্রহে আর বড় যত্নশীল হইব না । এই ক্ষুদ্র কথোপকথনটী নাটকচ্ছলে লিখিতেছি । তাঁহাদের বাক্যগুলি ইংরাজীতে এবং অভিপ্রায় বাঙ্গালাতে লিখিত হইতেছে ।

ডুলী । Who are you ? কে তুমি ?

চৈত । মাষ্টার আস্কেড মি হু আর ইউ ? মি নট্ সি ম্যান্ ? ( Master ask-ed me who are you ? Me not see man ? ) মাষ্টার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কে তুমি ? আমাকে কি মানুষ দেখাইতেছে না ?

ডুলী । ( সহাস্যে ) Yes, you seem to be man, but what are you? হাঁ তোমাকে মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তুমি কি ?

চৈত । আই মাষ্টার্স মোষ্টো ওবিডেন্টো সর্ভান্টো ! ( I master's most obedient servant !) আমি মাষ্টারের অতি আজ্ঞাবহ ভৃত্য ।

ডুলী । But what is your name and whence came you ? কিন্তু তোমার নাম কি ? তুমি কোথা হইতে আসিলে ?

চৈত । মাই নেম্ চৈতন মাষ্টার— আই কমিং কালিফাজীস্ টু কম্যাণ্ড ( My name master Chaitan —I coming Kaliphajee's to command ) আমার নাম মাষ্টার চৈতন— আমি কালিফাজীর আজ্ঞাতে আসিয়াছি ।

( এস্থলে সেকেলে বাক্যাবলী-পুরুকাঙ্ক্ষিত চৈতনের ইংরাজীটী পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন । টু মানে—তে ; কম্যাণ্ড মানে—আজ্ঞা ; তবেই হইল “আজ্ঞাতে !” )

ডুলী । What caste are you ? what is your profession ? তুমি কি জাতি ? তোমার ব্যবসায় কি ?

চৈত । আই রাইটার কাষ্টো— (কর্ণ হইতে কলম লইয়া প্রদর্শন) আই রাইট ( I writer caste—I write ) আমি লেখক অর্থাৎ কায়স্থ জাতি— আমি লিখি অর্থাৎ মসীজীবী ।

ডুলী । Why are you sent here? তোমাকে কেন প্রেরণ করিয়াছেন ?

চৈত । ও ব্যাড্ ফার্চুন ! ম্যাষ্টার আস্কেড হোয়াই হি সেণ্ডো ? (Oh bad fortune ! master asked why he send ?) কি দুরদৃষ্ট ! মাষ্টার জিজ্ঞাসেন কেন তিনি পাঠাইয়াছেন ?

ডুলী । Why bad fortune ? দুরদৃষ্ট কেন ?

চৈত । মাষ্টার টেল্ কালিফাজী মাষ্টার ওয়াণ্টো কেলেবর ম্যান—মাষ্টার ওয়াণ্টো ইণ্টারপেটার—মাষ্টার ওয়াণ্টো ইংলিস রাইটর—মাষ্টার হিসেল্ফ বেগিং ফার এ একৌটাণ্টো— হোয়ের আই বি মাষ্টার্স হেড্ বাবু— মাষ্টার্স ওন্ আর্ডার—না, মাষ্টার সে হোয়াই সেণ্ডো ! ( Master tell Kaliphajee master want clever man— master want interpreter—master want English writer—master heself begging for a accountant—where I be master's head Baboo—master's own order—না, master say why send !) মাষ্টার কালিফাজীকে বলিয়াছেন মাষ্টার যোগ্য লোক চান—মাষ্টার দোভাষী অনুবাদক চান—মাষ্টার ইংরাজী কেরাণী চান—মাষ্টার আপনি একজন হিসাবীর নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন—কোথায় আমি মাষ্টারের হেড বাবু হব, না মাষ্টার বলেন কেন পাঠাইয়াছেন !

ডুলী । ( হাস্য সম্বরণে অশক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া) Excuse me master Chaitan, I forgot my own request I beg ten thousand pardons for it ! Now I remember all. You are welcome to my home ! চৈতন মাষ্টার আমাকে ক্ষমা কর, আমি আপনার প্রার্থনা আপনিই ভুলিয়াছিলাম, তজ্জন্য সহস্র সহস্র ক্ষমা প্রার্থনা করি ; এখন আমার সমস্ত স্মরণ হইয়াছে । এখন আমার গৃহে তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি ।

চৈত । মাষ্টার আস্কো পারডন্— নট্ গুড্ নট্ গুড্, নট্ গুড ! আই সার্ব্যাণ্টো, আই বেগ্ পারডন্ ! মাষ্টার সে ওয়েলকম্ হোম, বট্ হোয়ের মাষ্টার্স হোম, মাষ্টার্স লজিং ! ( Master ask pardon—not good, not good, not good ! I servant I beg pardon ! master say welcome home,

but where master's home ; master's lodging !) প্রভু মাপ চান—ভাল না, ভাল না ভাল না ! আমিচাকর, আমি মাপ চাইতে পারি ! মাষ্টার বলিলেন বাড়ীতে অভ্যর্থনা করিলাম, কিন্তু মাষ্টারের বাড়ী কোথায় ? মাষ্টারের বাসা !

ডুলী। Oh here again I am in fault ! I stand corrected, my master Chaitan; and I thank you for the philosophical thought you have insp ired in me ! ও ! আবার আমার দোষ ! মাষ্টার চৈতন আমি এ ভুল স্বীকার করি, এবং তুমি যে দার্শনিক ভাব আমার মনে উত্তেজিত করিয়া দিলে, তজ্জন্য তোমাকে অভিবাদন করি !

চৈত। ফাল্‌টো ? হোয়াট ফাল্‌টো ? নো ফাল্‌টো ; ফিলোজপি—ইয়েস মাষ্টার, লিটিল লিটিল আই নো !—মাষ্টার সে মি "মাই মাষ্টার চৈতন" নট্ দ্যাট, নট দ্যাট, নট দ্যাট্—হিয়ার গুড্ ! মাষ্টার ক্যান কাল মি "চৈতন মাষ্টার" নট্ "মাষ্টার চৈতন" ! ইউ ম্যাষ্টার, আই সারব্যাণ্টো—বট্ মাই কন্ট্রিম্যান্ কাল্ মি মাষ্টার; ফার আই নো ইংলিস —বট্ আফ্‌টার চৈতন, মাষ্টার ক্যান্ টেল্ মাষ্টার— (Fault ! what fault ? no fault !philosophy ! yes master, little little I know !—master say me "my master Chaitan" not that, not that, not that—hear good ! Master can call me "Chaitan master" not "master Chaitan !" you master, I servant ; but my countryman call me master, for I know English ; but after, Chaitan master can tell master— ) দোষ ? কি দোষ ? দোষ কিছুই নয় ! দর্শনশাস্ত্র, হাঁ কিছু কিছু জানি ! মাষ্টার বলিলেন "আমার মাষ্টার চৈতন" তা না, তা না ; তা শুনিতে ভাল না ! মাষ্টার আমাকে চৈতন মাষ্টার বলিয়া ডাকিতে পারেন ; মাষ্টারের পর চৈতন নয় ! তুমি মাষ্টার, আমি চাকর, কিন্তু আমার দেশের লোকে আমাকে মাষ্টার বলে ; যেহেতু আমি ইংরাজী জানি—কিন্তু মাষ্টার চৈতনের পর মাষ্টার বলিতে পারেন !"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কটক হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পথ, তাহা অতিক্রম করা হইল। ডুলীন চৈতন মাষ্টারকে লইয়া অনেকক্ষণ বিস্তর কথা বার্ত্তা কহিলেন। তাঁহার প্রাতর্ভোজন সমাধা হইলে চৈতন মাষ্টারের ইংরাজীতেও অরুচি জন্মিল ! ডুলীন বলিলেন "দেখ চৈতন মাষ্টার, আমি তোমাদের বাঙ্গালা দেশে বহুকাল ছিলাম, বাঙ্গালা কথা কহিতে পারি এবং বাঙ্গালা পুস্তকও পড়িয়াছিলাম। যদিও আমার বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থগত বিদ্যা অল্প এবং যাহা শিখিয়াছিলাম, এত দিনে তাহারও অনেক ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালা বুঝিতে ও বাঙ্গালাতে বুঝাইতে আমার কোনো কষ্ট হয় না ! অতএব তুমি আমার সহিত ইংরাজী না কহিয়া এখন অবধি নিজ ভাষাতেই কথা কহিবে। চৈতন এই আদেশে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল, যেহেতু ইহাতে তাহার ইংরাজী চর্চ্চার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল ; কিন্তু সাহেব যখন কিছুতেই শুনিলেন না, তখন আর কি করেন, অগত্যা সম্মত হইতে হইল ! সেই উদ্যানে ভৃত্য বর্গের নিমিত্ত বিস্তর ঘর ছিল, তাহারই দুইটী চৈতনের হইল—একটীতে পাক শাক, একটীতে অবস্থান। এইরূপে ডুলীন সাহেব চৈতনলাভ করিলেন !

( ক্রমশঃ প্রকাশ্য )

---

## কুলীনচাঁদ।

( ২য় ভাগের ৩২৭ পৃষ্ঠার পর )

[ কোথায় ৩২৭, কোথায় ৭২৩ পৃষ্ঠা ! পাঁচ-মাস কাল নানা কারণে আমরা প্রিয়রত্ন-কুলীনচাঁদের কথা প্রিয় পাঠকগণকে জানাই নাই। এক্ষণে কতিপয় গ্রাহক মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ বিশেষ অনুরোধে পুনর্ব্বার নক্ষত্রসংকৃত কুলীনচাঁদের ইতিবৃত্ত লিখিত হইতেছে। ]

### মঘার পালা শেষ।

ভবিতব্যতার আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া বিশেষে হাঁসড়ার আখড়াধারিণী অসতী বৈষ্ণবী পুনর্ব্বার সতীত্ব-পদ প্রাপ্ত হইলেন ! বহুকাল অজ্ঞাতসারে উপপতি ভাবে যাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তিনিই এখন পতি—সত্যকার স্বামী—পাণি-গৃহীতা বেদমন্ত্র-সিদ্ধ ভর্ত্তা হইয়া পড়িলেন ! ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি ? লোকের কাছে, জামাতা ও কন্যার কাছে এবং পতির কাছেও বহুলাংশে নির্দ্দোষা ও নিষ্পাপাবৎ প্রকাশ এবং আত্ম-মনেও কতকটা প্রবোধ পাইতে পারিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের দ্বারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন কিনা সন্দেহ ! সন্দেহ কেন ? যখন অবৈধ ইন্দ্রিয়-প্রীতি-রাক্ষসের নিকট সতী-ধর্ম্মকে বলিদান করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল তখন অজানতঃরূপে—দৈবগতিকে ধর্ম্ম রক্ষা হইলেও জানতঃ যে পাপ করিয়াছেন, তাহাতে আর দ্বিরুক্তি কি ? যৎকালে তিনি ঢাকা নগরে ব্রাহ্মণের সহিত মিলিতা হন, তৎকালে যদি ব্রাহ্মণকে স্বীয় পতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাকে হাত করিবার উদ্দেশে ছলে উপপত্নী সাজিতেন, তবেই ধর্ম্মের পাশে নির্দ্দোষা থাকিতে পারিতেন—নতুবা কিছুতেই দোষ কাটে না ! তবে তিনি অধর্ম্মগামিনী হইলেও ধর্ম্ম যে তাঁহাকে পরভোগ্যা হওয়া রূপ পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন ইহাই পরম ভাগ্য —ইহাই মন্দের ভাল—ইহাই নিষ্পাপা ভবর পুণ্য-বল বলিয়া স্বীকার্য্য !

ফলতঃ হাঁসড়ার অত কাণ্ড—দুরপনেয় মাতৃ কলঙ্কের বিশেষ বৃত্তান্ত ভব বড় জানিতেন না ; কন্দলের সময় মাসী ও মাসীকন্যা শ্লেষে ও প্রকাশ্যে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা কন্দলের কথা, শত্রুতা বা হিংসার কুৎসা ভাবিয়া ভব সে সব উৎকট কথার ভাব মধ্যে প্রবেশ করেন নাই ! ইটী শুভাদৃষ্টের বিষয় ; নচেৎ ভবসুন্দরী যে প্রকৃতির মেয়ে, জননীর তদ্রূপ কলঙ্ক ও দুষ্কৃতির গূঢ় তথ্য পাইলে হয় তো আত্মঘাতিনী বা বিবাগিনী হওনেরও অসম্ভাবনা ছিল

না! অধুনা তৎপরিবর্ত্তে কি নিস্ম ল সুখোদয় হইল! যে পিতার নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা শুনিয়া শুনিয়া নিতান্ত অন্তর্তাপিতা ছিলেন, যে পিতার কুশপুত্তল দাহ-ক্রিয়ার কথা অবগত হইয়া গত যামিনী কেবল কাঁদিয়াই কাটাইয়াছেন, যে কুশপুত্তল ব্যাপার একবার সমাধা হইয়া গেলেই মাতা বিধবা ও আপনি পিতৃহীনা হইতেন—তৎপরে পিতা আইলেও আর তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে পাইতেন ন.—জীবিত সত্ত্বেও যে পিতাকে জন্মের মত হারাইতে বসিয়াছিলেন, সেই পিতা সেই অন্তর্দ্দাহকর দাহ-ক্রিয়ার আচমন কালেই আপনি আসিয়া উপস্থিত—বিধাতা যেন অভাগিনী অনাথিনীদের দুঃখে দুঃখী হইয়াই কোথা হইতে ভবর পিতাকে উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন—আ'জ্ ভব চির সাধের বাক্য "বাবা" বলিয়া প্রাণ যুড়াইতেছেন—কা'ল জগতে আশ্রয় স্থান কেহই ছিল না, আ'জ্ যার বাড়া নাই স্বাভাবিক আশ্রয়দাতা পিতা আসিয়া আত্ম-ভার আত্ম-স্কন্ধে লইলেন—কা'ল্ সমাজ-বহির্ভূতা—কলঙ্ক সাগরে ভাসমানা, আ'জ্ হিন্দু-সমাজের মাথার মণি কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা রূপে পূজিতা—কা'ল্ ভবকে পাত্রস্থা করিতে কেহ ছিল না, আ'জ পিতৃ-দত্তা রূপে মান পূর্ব্বক হৃদয়ের এক মাত্র আরাধ্য প্রণয় পাত্রের দয়িতা হওনের অদ্বিতীয় সদুপায় হইল, এত সব শুভ পরিবর্ত্তনে ভবর নির্ম্মল হৃদয় নির্ম্মল আনন্দই আস্বাদন করিতেছে—পিতা মাতার পূর্ব্ব জীবনের বিন্দু বিসর্গও জ্ঞানের কি মনের কোণে স্থান না পাওয়াতে সেই নির্ম্মল সুখে কিছু মাত্র মলা-স্পর্শ হইতে পারিতেছে না! ভবর অকপট তৃপ্তি-সুখ সংক্রামক হইয়া সকলকেই মহা মহা সুখী করিতেছে—ভবর উৎসাহোৎফুল্ল আনন্দ-বিকশিত বদন দখিয়া তাহার পিতা মাতা পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখের ভাবেই মগ্ন—আমাদের কুলীনচাঁদও আহ্লাদে আটখানা হইতেছেন! অতএব সে দিন কি সুখের দিন গিয়াছে—সে দিনের কথা স্মরণ ও বর্ণন জন্য অদ্যই যেন সেই দিন, এমনি বোধ হইতেছে!

গ্রামস্থ সকলেই সুখী; কেননা, ভব, ভবর মা ও কুলীনচাঁদের যতই কলঙ্ক হউক, তাঁহাদিগের নানা সদ্গুণে কে না বশীভূত? কে না তাঁহাদিগকে ভাল বাসে? সুতরাং তাঁহাদের সুখে প্রায় সকলেই সুখী, কেবল বাবাজী নন, মঘা নন, মঘার মা নন! বাবাজীর ভাব ভবর মার অগোচর ছিল না; শ্যামমোহিনী ও অন্যান্যের মুখে বাবাজীর নৈরাশ্য-জনিত রাগ দ্বেষের কথা সমস্ত দিবসই কিছু কিছু করিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন। অতএব রাত্রিকালে স্বামী ও জামাতার সহিত প্রতিবিধানের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে ভবর পিতা সেই পরামর্শানুসারে তাঁহার (সম্পর্কে মেশো) সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া আত্ম-অবস্থা নিবেদন পূর্ব্বক বলিলেন "কুলীনচাঁদের সহিত ভবর যে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি। বাবাজীউর ইচ্ছ—কলিকাতায় যাইয়া বিবাহ করেন, কিন্তু আমার পরিবার এখানেই বিবাহ দিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ভগ্নীর সহিত তাঁহার মুখ দেখাদেখি নাই, কাজেই বিবাহ তো দূরের কথা, কোথায় মাথা গুঁজিয়া থাকি তাহার স্থানাভাব; এবং এখনি যে কলিকাতায় যাওয়া যায়, তাহারও এক পয়সা সম্বল দেখি না। জামাতা কহিতেছেন, পাথেয়স্বরূপ কিছু হাওলাত পাইলে কলিকাতায় গিয়া টাকা পাঠাইতে পারেন। এখানে আপনি ভিন্ন আমার আপনার জন অন্য কেহই নাই, ইহার পরামর্শ ও উপায় কি, তাহা আপনি বই আর কে করিয়া দিবে?"

বৃদ্ধ তাবৎ শুনিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "আমার নিজের বাটী ঘর অবস্থা স্বচক্ষেই দেখিতেছ, কিন্তু রতন সাহা নামে একজন ভাগ্যবান শুঁড়ি আমাকে অত্যন্ত মান্য করে; তাহার অনেক নৌকা ও কলিকাতায় গদিও আছে; দেখি তাহার দ্বারা যদি কিছু উপায় হয়।" তাহাই হইল। সেই রতন সা দয়া পূর্ব্বক আপনার অর্দ্ধ বোঝাই এক খানি নৌকাযোগে বিনা ভাড়ায় কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিতে এবং পাথেয় নির্ব্বাহার্থ কিছু অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হওয়াতে তাহাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সেই দিনেরই অপরাহ্নে যাত্রার লগ্ন স্থির করিলেন। শুভ বিবাহ সেখানে আর হইল না, কিন্তু শুভ সম্বন্ধ নির্ণয়ের সংবাদটী পশ্চাতে রাখিয়া আসিতে ভবর মা সমর্থ হইলেন!

তাঁহারা যখন নৌকায় উঠিতে যান, তখন ভব কাঁদিতে লাগিলেন। ভবর মা কহিলেন "আর কেন কাঁদ মা? মা দুর্গা এমন দিন দিবেন, এতো মনে ছিল না; আমি অভাগিনী, চিরজীবনে কখনো যে সুখের মুখ দেখিনি, আ'জ্ আমার সেই সুখের দিন উদয় হয়েছে, আ'জ্ স্বামী, কন্যা, মনোমত জামাই নিয়ে (টাকা কড়ির কষ্ট যেমন হ'ক্) মনের সুখে ঘর কান্না ক'র্ত্তে চল্লেম; পশ্চাতে এমন কিছুই ফেলে গেলেম না, যার জন্যে তিলেকের তরেও দুঃখ হবে, তবে মা কিসের জন্যে আর কাঁদ্ছো? এই বিক্রমপুরে আমাদের "আহা" ব'ল্তে কেউ নেই—বরং শত্রুতা করা আর কলঙ্ক রটাবারই লোক আছে, এ গ্রাম ছাড়্তে পা'ল্লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়, আ'জ্ বিধাতা তার উপায় ক'রে দিলেন, আ'জ্ কোথায় হা'স্বে, তা না হয়ে কান্না? এমন অবোধ মেয়েতো দেখিনি!"

ভব বলিলেন "যা যা ব'ল্লে মা সব জানি, তবু জন্মস্থানের উপর কেমন একটা মায়া, ছেড়ে যেতে প্রাণ যেন ডুক্রে উঠ্ছে! আর মা যাঁরা আমায় হাতে ক'রে মানুষ ক'ল্লেন, যাঁরা চিরকাল এত দয়া মায়া ক'রে এসেছেন, এখন তাঁরা

না! অধুনা তৎপরিবর্ত্তে কি নির্ম্মল সুখোদয় হইল! যে পিতার নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা শুনিয়া শুনিয়া নিতান্ত অন্তর্তাপিতা ছিলেন, যে পিতার কুশপুত্তল দাহ-ক্রিয়ার কথা অবগত হইয়া গত যামিনী কেবল কাঁদিয়াই কাটাইয়াছেন, যে কুশপুত্তল ব্যাপার একবার সমাধা হইয়া গেলেই মাতা বিধবা ও আপনি পিতৃহীনা হইতেন—তৎপরে পিতা আইলেও আর তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে পাইতেন না—জীবিত সত্ত্বেও যে পিতাকে জন্মের মত হারাইতে বসিয়াছিলেন, সেই পিতা সেই অন্তর্দ্দাহকর দাহ-ক্রিয়ার আচমন কালেই আপনি আসিয়া উপস্থিত—বিধাতা যেন অভাগিনী অনাথিনীদের দুঃখে দুঃখী হইয়াই কোথা হইতে ভবর পিতাকে উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন—আ'জ্ ভবচির সাধের বাক্য "বাবা" বলিয়া প্রাণ যুড়াইতেছেন—কা'ল জগতে আশ্রয় স্থান কেহই ছিল না, আ'জ্ যার বাড়া নাই স্বাভাবিক আশ্রয়দাতা পিতা আসিয়া আত্ম-ভার আত্ম স্কন্ধে লইলেন—কা'ল্ সমাজ-বহিভূ'তা—কলঙ্ক সাগরে ভাসমানা, আ'জ্ হিন্দু-সমাজের মাথার মণি কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা রূপে পূজিতা—কা'ল্ ভবকে পাত্রস্থা করিতে কেহ ছিল না, আ'জ পিতৃ-দত্তা রূপে মান পূর্ব্বক হৃদয়ের এক মাত্র আরাধ্য প্রণয় পাত্রের দয়িতা হওনের আদ্বতীয় সদুপায় হইল, এত সব শুভ পরিবর্ত্তনে ভবর নির্ম্মল হৃদয় নির্ম্মল আনন্দই আস্বাদন করিতেছে—পিতা মাতার পূর্ব্ব জীবনের বিন্দু বিসর্গও জ্ঞানের কি মনের কোণে স্থান না পাওয়াতে সেই নির্ম্মল সুখে কিছু মাত্র মলা-স্পর্শ হইতে পারিতেছে না! ভবর অকপট তৃপ্তি-সুখ সংক্রামক হইয়া সকলকেই মহা মহা সুখী করিতেছে—ভবর উৎসাহোৎফুল্ল আনন্দ-বিকশিত বদন দখিয়া তাহার পিতা মাতা পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখের ভাবেই মগ্ন—আমাদের কুলীনচাঁদও আহ্লাদে আটখানা হইতেছেন! অতএব সে দিন কি সুখের দিন গিয়াছে—সে দিনের কথা স্মরণ ও বর্ণন জন্য অদ্যই যেন সেই দিন, এমনি বোধ হইতেছে!

গ্রামস্থ সকলেই সুখী; কেননা, ভব, ভবর মা ও কুলীনচাঁদের যতই কলঙ্ক হউক, তাঁহাদিগের নানা সদ্গুণে কে না বশীভূত? কে না তাঁহাদিগকে ভাল বাসে? সুতরাং তাঁহাদের সুখে প্রায় সকলেই সুখী, কেবল বাবাজী নন, মঘা নন, মঘার মা নন! বাবাজীর ভাব ভবর মার অগোচর ছিল না; শ্যামমোহিনী ও অন্যান্যের মুখে বাবাজীর নৈরাশ্য-জনিত রাগ দ্বেষের কথা সমস্ত দিবসই কিছু কিছু করিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন। অতএব রাত্রিকালে স্বামী ও জামাতার সহিত প্রতিবিধানের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে ভবর পিতা সেই পরামর্শানুসারে তাঁহার (সম্পর্কে মেশো) সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া আত্ম-অবস্থা নিবেদন পূর্ব্বক বলিলেন "কুলীনচাঁদের সহিত ভবর যে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি। বাবাজীউর ইচ্ছা—কলিকাতায় যাইয়া বিবাহ করেন, কিন্তু আমার পরিবার এখানেই বিবাহ দিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ভগ্নীর সহিত তাঁহার মুখ দেখাদেখি নাই, কাজেই বিবাহ তো দূরের কথা, কোথায় মাথা গুঁজিয়া থাকি তাহার স্থানাভাব; এবং এখনি যে কলিকাতায় যাওয়া যায়, তাহারও এক পয়সা সম্বল দেখি না। জামাতা কহিতেছেন, পাথেয়স্বরূপ কিছু হাওলাত পাইলে কলিকাতায় গিয়া টাকা পাঠাইতে পারেন। এখানে আপনি ভিন্ন আমার আপনার জন অন্য কেহই নাই, ইহার পরামর্শ ও উপায় কি, তাহা আপনি বই আর কে করিয়া দিবে?"

বৃদ্ধ তাবৎ শুনিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "আমার নিজের বাটী ঘর অবস্থা স্বচক্ষেই দেখিতেছ, কিন্তু রতন সাহা নামে একজন ভাগ্যবান শুঁড়ি আমাকে অত্যন্ত মান্য করে; তাহার অনেক নৌকা ও কলিকাতায় গদিও আছে; দেখি তাহার দ্বারা যদি কিছু উপায় হয়।" তাহাই হইল। সেই রতন সা দয়া পূর্ব্বক আপনার অর্দ্ধ বোঝাই এক খানি নৌকাযোগে বিনা ভাড়ায় কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিতে এবং পাথেয় নির্ব্বাহার্থ কিছু অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হওয়াতে তাহাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সেই দিনেরই অপরাহ্নে যাত্রার লগ্ন স্থির করিলেন। শুভ বিবাহ সেখানে আর হইল না, কিন্তু শুভ সম্বন্ধ নির্ণয়ের সংবাদটী পশ্চাতে রাখিয়া আসিতে ভবর মা সমর্থ হইলেন!

তাঁহারা যখন নৌকায় উঠিতে যান, তখন ভব কাঁদিতে লাগিলেন। ভবর মা কহিলেন "আর কেন কাঁদ মা? মা দুর্গা এমন দিন দিবেন, এতো মনে ছিল না; আমি অভাগিনী, চিরজীবনে কখনো যে সুখের মুখ দেখিনি, আ'জ্ আমার সেই সুখের দিন উদয় হয়েছে, আ'জ্ স্বামী, কন্যা, মনোমত জামাই নিয়ে (টাকা কড়ির কষ্ট যেমন হ'ক্) মনের সুখে ঘর কান্না ক'র্ত্তে চল্লেম; পশ্চাতে এমন কিছুই ফেলে গেলেম না, যার জন্যে তিলেকের তরেও দুঃখ হবে, তবে মা কিসের জন্যে আর কাঁদ্ছো? এই বিক্রমপুরে আমাদের "আহা" ব'ল্তে কেউ নেই—বরং শত্রুতা করা আর কলঙ্ক রটাবারই লোক আছে, এ গ্রাম ছাড়্তে পা'ল্লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়, আ'জ্ বিধাতা তার উপায় ক'রে দিলেন, আ'জ্ কোথায় হা'স্বে, তা না হয়ে কান্না? এমন অবোধ মেয়েতো দেখিনি!"

ভব বলিলেন "যা যা ব'ল্লে মা সব জানি, তবু জন্মস্থানের উপর কেমন একটা মায়া, ছেড়ে যেতে প্রাণ যেন ডুক্রে উঠ্ছে! আর মা যাঁরা আমায় হাতে ক'রে মানুষ ক'ল্লেন, যাঁরা চিরকাল এত দয়া মায়া ক'রে এসেছেন, এখন তাঁরা

মিছে সন্দ ক'রে যদিও শত্রু হয়েছেন, তবু তাঁদের ছেড়ে যাবার সময় তাঁদের কথা মনে হয়ে প্রাণ বড় কাতর হ'চ্ছে—ইচ্ছে হ'চ্ছে এখন একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে, পায় ধ'রে মনের রাগ খা'ড়তে ব'ল্লে যাই! বিশেষ আই মা বুড়ীকে না ব'ল্লে—তাঁর কাছে বিদায় না নিয়ে যাওয়াতে মন কিছুতেই স্বস্তি পা'চ্ছে না—যেন কি একটা কুকর্ম্ম ক-রেই যাচ্ছি, এমনি বোধ হ'চ্ছে!"

যৎকালে মায়ে ঝিয়ে এই কথোপ-কথন হয়, তৎকালে কুলীনচাঁদ তাঁহাদি-গকে অদূরে বেড়ার অন্তরালে সামগ্রী পত্র বন্ধন করিতেছিলেন। যখনই ভব কথা কন, তখনই কান পাতিয়া শ্রবণ করা তাঁহার অভ্যাস; সুতরাং ঐ কথা গু-লির আদ্যন্ত সমুদায় শুনিতে পাইলেন। শুনিতে শুনিতে হস্তের কার্য্য বন্ধ হইল—যেন কোনো অনির্ব্বচনীয় মোহজনক দ্রব্যগুণে তাঁহার সর্ব্ব শরীর অবশ ও রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ দূরে ভ-বর পিতা দাঁড়াইয়া ছিলেন—ত্বরা করি-তেছিলেন—জামাতার ভাব দেখিয়া বি-স্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি বাবা? অমন হ'লে কেন? কোনো অ-সুখ তো হয় নি?" এই কথা শুনিবা-মাত্র ঘর হইতে ভব, ভবর মা ও শ্যাম-মোহিনী ত্রস্তভাবে বাহিরে আইলেন—তখন কুলীনচাঁদ আত্ম-বিস্মৃতি ভাবকে পরাজয় করিয়াছেন, কিন্তু কিছুই বলি-লেন না, কেবল ভবর প্রতি আন্তরিক প্রেমানুরাগ-জ্ঞাপক একটী কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন!—তাঁহার ভাব দেখিয়া সক-লেরই বোধ হইল তাঁহার অসুখ নয় বরং মহাসুখ হইয়াছে! ভব ও ভবর মা দুজ-নেই তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং আর কিছু প্রশ্নোত্তরাদির প্র-য়োজন হইল না!

তাঁহারা নৌকায় গেলেন—শ্যামমো-হিনী প্রভৃতি কেহ কেহ কাঁদিয়া বিদায় লইতেছে—গ্রামের অনেক স্ত্রী পুরুষও দেখিতে আসিতেছে—অনেকের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ ও বিদায় গ্রহণাদি চলি-তেছে—এমন সময় কৈবর্ত্ত জাতীয়া এ-কটী প্রবীণা আসিয়া কুলীনচাঁদকে ক-হিল "জামাই বাবু, আপনার সঙ্গে এক-টা কথা আছে, একবার এইদিগে আ-সুন।" কুলীনচাঁদ তাহার সঙ্গে পুলিনে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?" প্র-বীণা অঙ্গুলি সঙ্কেতে অদূরবর্ত্তী বৃক্ষতল দেখাইয়া দিয়া বলিল "ঐ দেখ, তোমার শাশুড়ী আসিয়া গাছতলায় বসিয়া কাঁ-দিতেছেন।" কুলীনচাঁদ কহিলেন "উনি গুরুনোক, ওঁরে এখান হইতেই প্রণাম করিতেছি, আর আমি দেখা করিব না, ওঁরে বাড়ী যাইতে বল—উনি আর আ-মার কাছে কেন? আমার পিত্তেশ ছে-ড়ে দিতে বল গে!" এই বলিয়া রাগ-ভরে নদীগর্ভে ফিরিয়া আইলেন।

মাঝিদের প্রস্তুত হইতে আরো কয়দণ্ড সময় অতিবাহিত হইল। একে একে গ্রা-মের লোক ফিরিয়া যাইতেছে; গোধূলির প্রাক্কাল; এমত কালে দৃষ্ট হইল, দুই জন বাহক হাত ধরাধরি ভাবে একখান চৌকীর মত কি আনিতেছে! নিকট হ-ইলে স্পষ্ট দেখা গেল, ভবর আই মা



বুড়ী লক্ষ্মীর আলিপানা দেওয়া চৌকী-তে বসিয়া ঐ প্রকারে আসিয়া উপস্থি-ত! সকলেই অবাক্। নৌকার উপর চৌকী স্থাপিত হইবামাত্র ভব ছই ঘরের ভিতর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বুড়ীর পায় পড়িয়া ও গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগি-ল; বুড়ীও গাত্রস্পর্শে চিনিতে পারিয়া যথাশক্তি ভবকে কোলে টানিয়া গায় হাত বুলাইয়া চুম্ব খাইয়া নয়ন জলে অ-ভিষেক করিল—দৃশ্যটী নিতান্ত করুণ-রসোদ্দীপক হইয়া উঠিল! "হ্যাঁ মা ভব, তুই আমাকে ভুলে ফেলে চ'ল্লি! হ্যাঁ রা তোদের প্রাণ কি এতই পাষাণ!" এমনি এমনি বহুতর হৃদয়-বিদারক বি-লাপ ও কাতরোক্তি দ্বারা বুড়ী খণ্ড প্র-লয়ের কাণ্ড বাঁধাইয়া তুলিল! সে সমস্ত বিস্তারিত বলিতে গেলে বাহুল্য হয়। ফলতঃ মানব মানবীর ললিত পলিত শুষ্ক চর্ম্মাকৃত কয় খণ্ড অস্থির মধ্যেও—খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় *—অপরিমিত মধুর রস যে সুপ্রাপ্য—দেহের যেমন অবস্থা-ই হউক, অনন্ত-কাল-জীবী জীবাত্মার সুপবিত্র ভাব রস যে কখনই শুষ্ক হয় না, বুড়ী তখন তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিল! বুড়ীর আগমন ও আচরণের চরম ফল যাহা হইল, আমরা তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত পাইব। বুড়ীর কাতরতায় সকলের হৃ-দয়ই দ্রবীভূত হইল! সরল কুলীনচাঁদ অভিমান ও ক্রোধোন্মত্ততা পরিত্যাগ ক-রিতে বাধ্য হইলেন—বুড়ীর ইচ্ছানুসা-রে ভব লজ্জা সরম দূরে রাখিয়া কুলী-নচাঁদকে মিনতি পূর্ব্বক দিদীর কাছে যাইতে অনুরোধ করিলেন! সর্ব্বসম্মতি-তে এই ধার্য্য হইল, যে, ভব, ভবর মা ও ভবর পিতা নৌকাতেই রাত্রিযাপন করুন; কুলীনচাঁদ মঘার মন্দিরে গিয়া ভোজন শয়ন পূর্ব্বক সেই অভাগিনী ও তাঁহার দুঃখিনী জননীকে কথঞ্চিৎ সং-ন্তোষ দান করিয়া আসুন, প্রভাতে নৌ-কা ছাড়া হইবে!

একে কুলীনচাঁদ ঋজুস্বভাব, তা-হাতে অশীতিপরা বৃদ্ধা স্বয়ং এত দূর কষ্ট করিয়া নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া এত কাতরতা জানাইতেছেন, তাহাতে স্বয়ং ভবর সজলনেত্রে অনুরোধ, তিনি কি আর থাকিতে পারেন—তাঁহার পূর্ব্ব শপথ তখন কোথায় উড়িয়া গেল!

ভবর মা বিস্তর বুঝাইয়া শুঝাইয়া বুড়ীর কোল হইতে ভবকে ছাড়াইয়া লইলেন। কিন্তু বুড়ী ও ভব উভয়েরই শোক দুঃখ দেখিয়া দর্শক মাত্রেই আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারিল না—বুড়ী-র চৌকীর সঙ্গে বিস্তর দর্শকও যুটিয়া-ছিল!

পুনর্ব্বার বাহকদ্বারা চৌকী-যানে বুড়ী-কে উঠানো হইল—সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে কুলীনচাঁদ চলিলেন—খাড়া ও-য়ারিণ্—তাঁহাকে যেন কান ধরিয়া গে-ল! দর্শক মণ্ডলীতে বার বার "হরি হরি" ধ্বনি উঠিল!

মঘার মার আনন্দের সীমা নাই, রজনীতে মঘামণিরও অভিমানের সীমা

* উষ্ক খুষ্ক দেখে তায় শুষ্ক জ্ঞান হয়;
বাহ্য রূপ গ্রাহ্য করা কিন্তু ভাল নয়।
যদি তার ঘাড় কেটে ভাড় রাখ পেতে,
টস্ টস্ সুধা রস পাবে দিনে রেতে।"
পদ্যমালা।

নাই—প্রায় সমস্ত রাত্রি কান্না ধান্না-তেই গেল!

প্রভাতে মঘার মা জামাতার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা, আমরা জনম দুখিনী, তুমি বই আমাদের কেউ নাই, তুমি যেন ভুলো না!" উদার কুলীনচাঁদ আবার আসিবার কি তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার অঙ্গীকার করিয়া বুড়ীর চরণে প্রণাম করিতে গেলেন। দেখেন, বুড়ীর গতিক বড় ভাল নয়—বুড়ী ঘোর বাতশ্লেষ্মা জ্বরে প্রলাপ বকিতেছে, গেঙাইতেছে, এ পাশ ও পাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু বুকে একটা বেদনা হওয়াতে পারিতেছে না!

সে অবস্থায় কিরূপে ফেলিয়া যান? তাড়াতাড়ি নৌকায় গিয়া সংবাদ দিলেন; ভাবী শ্বশুরকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন; ভব শুনিয়া দৌড়িয়া আইলেন; ভবর মাও থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং এক বুড়ী হইতেই পুনর্ব্বার সকলেই একত্র মিলিত হইলেন!

বিক্রমপুরে ভাল ভাল বৈদ্য আছেন, তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকা হইল। বৈদ্যরাজ বুড়ীর নিদান-রোগ নিরূপণ করিলেন। পূর্ব্ব দিবসের অতিচেষ্টা সমূহ হইতেই বুড়ীর সময় যে আগাইয়া আসিয়াছে, এ অনুমানে দ্বিমত আর রহিল না! বুড়ীর পীড়া ক্রমশই বাড়িতে লাগিল—রতন সাহাকে বিস্তর বিনয় করিয়া তাঁহার নৌকা রাখা হইল। বুড়ী যায় যায় করিয়াও তিনদিন টেঁকিল—তৃতীয় দিবসের আড়াই প্রহর রাত্রি কালে বুড়ীর ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটিল!

মঘার মা কাঁদিতে লাগিলেন "ওরে আমি পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম—আর আমায় কে দেখিবে? ইত্যাদি।"

সেই রোদন শুনিয়া কুলীনচাঁদের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল; তিনি ভবর মাকে অনুরোধ করিলেন, যে, ইঁহাদিগের দুই জনকেও লইয়া যাই—যা থাকে ভাগ্যে! ভবর মা মনে মনে যা ভাবুন, মুখে কোনো আপত্তি করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাহাই ধার্য্য হইল!

মঘা ও মঘার মা এই প্রস্তাবে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন—কেবল ভবর নিমিত্ত মঘার ও ভবর মার নিমিত্ত মঘার মার মন বড় সুস্থতার সহিত সম্মত হইল না! যাহা হউক, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া সকল পক্ষেই অবধারিত হওয়াতে অবিলম্বে বাস্তু ভূমি, কুটীর ও বৃক্ষাদি বিক্রয় করিয়া যাওয়া আবশ্যক হইল। ক্রেতার অভাব কি? সেই দিনেই বিক্রয়-কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া পথের সম্বলের ভাবনা ঘুচিল। সকলেই নৌকারোহণ করিলেন—প্রত্যূষে "বদর বদর" বলিয়া নৌকা ছাড়া এবং এতদূরে আমাদের "মঘার পালা" সমাপ্ত হইল!!

---

## হিন্দু মেলা।

এত দিনে আমাদিগের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের অবিচলিত অধ্যবসায়-তরুকে ফলোন্মুখ দেখা যাইতেছে! শুভক্ষণে বঙ্গদেশ ঐ মহাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন! আমাদিগের এই উক্তিকে



কোনো কোনো পক্ষীয় কোনো কোনো লোক অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠাবাদ রূপে গণ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সর্ব্বদিগ বিবেচনা, এরূপ বিষয়ের সকল কথা স্মরণ এবং অন্যান্য দেশহিতৈষীগণের সহিত ইঁহার কার্য্যের তুলনা না করিয়া একথা বলি নাই। আমরা বহু বৎসরাবধি তাঁহার প্রকৃতি ও কার্য্যগতি পর্য্যালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি—মধ্যস্থ প্রচারের বহু পূর্ব্ব হইতেও আমরা তদ্দর্শক আছি। তাঁহার কৃত অনুষ্ঠান সমূহ সম্বন্ধে অনেকবার অনেক প্রকাশ্য স্থলে স্বাভিপ্রায় মুখে ও লেখনীতে ব্যক্ত করা গিয়াছে, কিন্তু এতকালের এত সুযোগের মধ্যে তাঁহার নাম করিয়া অদ্যকার মত কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠা অভিব্যক্ত করি নাই। না করিবার প্রধান কারণ তাঁহার স্বকীয় প্রার্থনা। অর্থাৎ তিনি যখনই কোনো উপলক্ষে আমাদের দ্বারা তাহার কোনো উদ্যোগ দেখিতে পাইতেন, তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সুমিষ্ট কৌশলে নিবারণ করিয়া রাখিতেন। সে নিবারণের তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, মনোগত ইচ্ছানুযায়ী কাজ যতদিন না হইতেছে—কাজের মত কোনো কাজ যতক্ষণ সমাজ মধ্যে পূর্ণাবয়বে দৃষ্ট না হইতেছে, ততক্ষণ সুদ্ধ পরস্পরের ধন্যবাদ কোন্ কাজের? তাহাতে বরং অনিষ্ট বই ইষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

এই সম্ভাবটী মনে প্রাণে লাগিয়া আমরা কেবল চিন্তাকুল ও আশান্বিত হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক দর্শন ও অপেক্ষা করিতেছিলাম। ১২৭৯ সালে জাতীয় সভার উন্নতি দেখিয়া আশা ও হর্ষের বৃদ্ধি হইল। কিন্তু মেলার অনুষ্ঠানে কোনো নব উন্নতি লক্ষিত না হওয়াতে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। এবারকার মেলায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অঙ্গের পরিবর্দ্ধন ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে অন্তঃকরণ বহুলাংশে সন্তৃপ্ত ও সুস্থ হইয়াছে। প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য সম্ভারাদি সম্বন্ধে যে কিছু উন্নতি দৃষ্ট হইল, আমরা তন্নিমিত্ত অবশ্যই সন্তোষ লাভ করিয়াছি; কিন্তু মেলার কয়দিবস অধ্যক্ষগণ সুনিয়ম স্থাপন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তদর্থে শত গুণে বেশী আশা ভরসা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ মেলার প্রধান অথচ শেষ দিন রবিবারে আট আনা হারে প্রবেশ-টিকিট বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়। আবার অর্থে সামর্থ্যে সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ সাহায্যদাতাগণের সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখিয়া এবারে এমন ভরসা জন্মিয়াছে, যে, এই প্রার্থনীয় জাতীয় অনুষ্ঠান ক্রমে ক্রমে যথার্থই সমাজ-শুভকরী-রূপে তিষ্ঠিতে ও উন্নত হইতে পারিবে। এবার এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াই সমাজ-বন্ধু মিত্রজ মহাশয়ের নামে তাঁহার প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা উৎসর্গ না করিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না—এবার অন্তঃকরণ আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে, আর চুপ করিয়া থাকা যায় না!

সেই প্রশংসাবাদ কি, কিসের এবং কতদূর দেয়, তাহাও সংক্ষেপে নিরূপণ করিয়া বলিব। অদ্য আমরা স্থানান্তরে "জাতীয় ভাবের" ব্যাখ্যা করিয়াছি; (উক্ত প্রবন্ধটী মেলাস্থলে বিবৃত হইয়াছিল) অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয় ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান প্রচলন কর্ত্তা। তিনি বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই—তদবধি একাল পর্য্যন্ত—ঐ পবিত্রভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমাজের অবস্থা, বান্ধব মণ্ডলীর সাহায্য ও স্বীয় বহুদর্শন-জনিত জ্ঞানানুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ও উন্নতি যখন যেমন হউক, কিন্তু অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যভাবুক রূপে অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায় সহযোগে সেই পথের পথিক এবং সেই পবিত্র ব্রতের ব্রতী হইয়া আসিতেছেন। কিসে স্বীয় পৈতৃকসমাজ প্রকৃত সামাজিকতা, প্রকৃত জাতীয় ভাব, প্রকৃত স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হইবে—কিসে তাহারা সমবেত চেষ্টা দ্বারা আপনাদের অবস্থা উন্নত করিবে—কিসে তাহাদিগের ভীরুতা ও স্বার্থপরায়ণতা অপগত হইবে—কিসে তাহারা অপর জাতীয়ের নিকট পূর্ব্ববৎ হেয় পদার্থ না থাকিয়া সভ্য সমাজের পাঁচটার মধ্যে একটা হইতে পারিবে, তিনি এই চিন্তাতেই নিমগ্ন—এই মহোদ্যোগেই ব্যাপৃত—এই অনুষ্ঠানেই কাল কাটাইতেছেন! তাঁহার মুখে "জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়!"—তাঁহার সকল কার্য্যে "জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়!"—তাঁহার প্রচারিত সংবাদ পত্রের নাম "জাতীয়!" তাঁহার যত্নে স্থাপিত সভার নাম "জাতীয়"!—বিদ্যালয়ের নাম "জাতীয়!"—ব্যায়ামশালার নাম "জাতীয়!"—মেলার নাম "জাতীয়!" তিনি জাগ্রত অবস্থায় "জাতীয়" লইয়াই বিব্রত! তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন "জাতীয়!"—তিনি "জাগ্রত জাতীয়!"

কিন্তু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয় একা তাঁহার গুণানুবাদ করিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। সদ্বিদ্যাবিশারদ নিয়ত-স্বদেশ-হিতৈষী প্রসিদ্ধনামা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামও সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। রোমনগরের এক সেনাপতিকে তরবার, অন্যকে ঢাল বলিয়া যেমন উপমা দেওয়া হইত, আমাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় অনুষ্ঠান পক্ষে ঐ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সম-হিতকারী হইতেছেন। আবার আন্তরিক অনুরাগ কম্পে ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মহাশয়েরা ইনি বলেন আমায় দেখ, উনি বলেন আমায় দেখ, অধুনা এই প্রকারই চলিতেছে! আ'জ্ কা'ল্ বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের প্রকৃষ্ট সহকারিতা পাইয়া নবগোপাল বাবুর বাহুবল দ্বিগুণিত প্রায় হইয়াছে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী মহাশয় শিল্প বিভাগে অল্প সাহায্য করিতেছেন না।



আবার জাতীয় সভার অধ্যক্ষ সমাজের শীর্ষ-দেশে স্বদেশানুরাগী মহামান্য রাজা শ্রীকমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে প্রধান রত্ন স্বরূপ লাভ করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য-সৌকর্য্য যে কত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এবারে নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সহকারী সভাপতিত্ব স্বীকার করাতে জাতীয় সভা ও জাতীয় অনুষ্ঠান সমূহের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হওনের সম্ভাবনা হইয়াছে। আমরা এই দুই সম্ভ্রান্ত চূড়ামণির নাম সর্ব্ব পশ্চাতে উল্লেখ করাতে আপাত-দৃষ্টিতে রীতি বহির্ভূত প্রথার ন্যায় বোধ হইতে পারে, কিন্তু "যত শেষ, তত বেশ!" এই মেয়েলি প্রবাদ বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ স্বদেশ-হিতাচরণ ব্যাপারে সামাজিক পদ পর্য্যায়ের প্রতি তত দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন কি?

উক্ত কতিপয় মহাশয় ব্যতীত আর অনেক মহাশয়েরা এই স্বদেশ-কল্যাণব্রতে স্বতঃ পরতঃ প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহাদিগের সকলের নাম আমাদিগের জানা নাই, কি এক্ষণে স্মৃতিপথে আসিতেছে না, তজ্জন্য তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

এবৎসর মাঘ-সংক্রান্তি বুধবার দিবসে মেলার কার্য্য আরব্ধ হইয়া ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত ছিল। অন্যান্য বারে নগরের বাহিরে কোনো দূরস্থ উদ্যানে মেলা হইত, এবারে সহরের মধ্যে মৃজাপুরস্থ বিখ্যাত পার্সী-বাগানে তাহা হওয়াতে সাধারণের পক্ষে বড় সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু আট আনা হারে প্রবেশ-টিকিট-ক্রয়ের নিয়ম হওয়াতে অন্যান্য বারের ন্যায় তত লোক হয় নাই। এই বিষয়টী লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে! এই রাজধানীস্থ জনগণের মধ্যে এমন লোক কয় জন আছেন, যাঁহারা আট আনা ব্যয় করিতে অক্ষম? অন্যান্য বৎসর বিস্তর গাড়িভাড়া লাগিত, এবৎসর তাহা বাঁচিয়া গেল, তথাপি স্বজাতীয় অনুষ্ঠানের আনুকূল্যে আট আনা পয়সা দিতে স্বজাতীয় মহাশয়েরা কাতর, ইহার অপেক্ষা লজ্জাকর ও অযশস্কর কথা আর কি? যে জাতির মধ্যে আপনাদিগের সাধারণ হিতকার্য্যে এতদূর অনাস্থা, সে জাতির শুভপ্রত্যাশা কি শাস্ত্র করা যাইতে পারে? যাহা হউক, তথাপি সহস্র সহস্র মহাশয়েরা যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ইহাই পরম ভাগ্য—ইহাতেও আশু না হউক, বিলম্বেও যে ভাল হইবে তাহার আশায় এককালে নিরাশ হইতে হইল না!

প্রথম দিনের অপরাহ্নে জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন সেই স্থলেই হইয়াছিল। তাহাতে আগামী বর্ষের নিমিত্ত নিম্নলিখিত রূপে অবৈতনিক সম্ভ্রান্ত-কর্ম্মচারী সমূহ মনোনীত করা হইল। রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অধ্যক্ষ সভার সভাপতি, এবং রাজা চন্দ্রনাথ রায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু রাজনারায়ণ বসু সহকারী

সভাপতি ; বাবু নবগোপাল মিত্র ও বাবু প্রাননাথ পণ্ডিত এম, এ, সম্পাদক ; বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় তথা বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন।

শুক্রবার জাতীয় বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মেলার উদ্যানেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে রাজনারায়ণ বাবু ও প্রাননাথ বাবু উৎসাহসূচক কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর উক্ত পারিতোষিক দান বিষয়ে বিস্তর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন।

শনিবার দিবসীয় মেলায় নবগোপাল বাবু গত বৎসরের প্রধান প্রধান সামাজিক ঘটনা বিবৃত করেন। এবং অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক "বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায়" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। তৎপরে রাজনারায়ণ বাবু মেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঘটিত একটী বক্তৃতা করেন।

রবিবার যে বৃহতী সভা হয়, তাহাতে রাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুরের প্রধান আসনগ্রহণের কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার হঠাৎ অসুখ হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংক্ষেপে প্রাপ্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির বিবরণ-লিপির পাঠ হইল।

মন্তব্যলিপি পাঠ সমাপ্ত করা হইলে বাবু মনোমোহন বসু "জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান" প্রসঙ্গে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা বিবৃত করিলেন। (তাহার অর্দ্ধাংশ অদ্যকার মধ্যস্থে প্রকাশিত হইল—অপরার্দ্ধ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য) তৎপরে সভাপতি মহাশয় মেলার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা দ্বারা ভবিষ্যতের আশা ও উৎসাহের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন! ফলতঃ এরূপ পরিচ্ছিন্ন ও সুব্যবস্থিত প্রণালীতে মেলার সভা বা অন্যান্য কার্য্য গত সাতবৎসরের মধ্যে কোনো বার হইয়াছে কি না সন্দেহ। এবারকার সকলই সুশ্রী, সুচারু ও আশা জনক রূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

রবিবারে যাহা যাহা প্রদর্শিত হয়, তাহার তালিকা এই ;—

১। ক্ষেত্রজ বহুবিধ ধান্য তণ্ডুলাদি শস্য এবং উদ্যানজাত নানারূপ ফল মূল শাক শব্‌জি লতা গুল্ম ইত্যাদি।

২। শিল্প। এখানে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কতকগুলি নূতন দ্রব্য আসিয়াছিল। কুমারটুলির কারুগণের হস্ত নির্ম্মিত মৃত্তিকা পুত্তল ও সং প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটী সং এই ;—ক্যাম্পবেলি মিসনরী বাইবেল হস্তে প্রিচ্ করিতেছেন, দেঁড়ে কোদাল স্কন্ধে ক'প্নি-পরা মিতুয়া এক বালক মিতুয়ার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া হা করিয়া শুনিতেছে এবং অন্য এক সাহেব মদের বোতল হস্তে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! দ্বিতীয় সং ;—এক চোর এক ভট্টাচার্য্যের পুঁটলি লইয়া পলাইতেছে, ভট্টাচার্য্য পাহারাওয়ালাকে



ডাকিতেছেন দক মহাশয় ওয়ালা স্বহস্তস্থিত লাণ্ঠনে গ্রন্থক আলো ভট্টাচার্য্যের মুখের উ ত আরিয়া তাঁহাকেই কষিতেছে, ওদিগে চোর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখাইতে দেখাইতে সরিয়া যাইতেছে—অপর পাহারাওয়ালাও ঐ ব্রাহ্মণের উপর তম্বি করিতেছে ইত্যাদি! অপরাপর সংস্তবকের কথা বাহুল্য ভয়ে লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রত্যেকটীই অতি চমৎকার! কি গঠন, কি বর্ণ, কি ভঙ্গী, সকলই অবিকল—দূর হইতে বাস্তব বলিয়াই বোধ হয় ; কেবল বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের বর্ণটী ঠিক হয় নাই!

৩। জন্তু-প্রদর্শন। এক অর্ণা মহিষ ও করভই তন্মধ্যে প্রধান।

৪। নাটক। জাতীয় নাট্যশালার নটগণ অভিনেতা ; ইহার নিমিত্ত এক টাকা হারে স্বতন্ত্র টিকিট।

৫। ব্যায়াম। ইহারও আট আনা হারে স্বতন্ত্র টিকিট হইয়াছিল।

৬। কুস্তি।

৭। বেদের ভেল্‌কি, সাপ-খেলানো, ভালুক লড়াই প্রভৃতি তামাসাতে অপ্প আমোদ হয় নাই। বিশেষতঃ মুখে আগুন স্বালা প্রভৃতি নানা ভেল্‌কি দেখা গিয়াছিল।

৮। কুমারের চাক, তাঁতির তাঁত প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রের পরিচালন।

৯। আতশবাজী। প্রদর্শকগণকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল।

ভরসা করি, এই জাতীয় অনুষ্ঠানে স্বজাতীয় জনগণ মাত্রেই আমোদী ও সাহায্য দাতা হইবেন। যখন দেখিব, দুর্গোৎসবের ন্যায় সমস্ত বঙ্গদেশ (ছোট বড় সকলেই) এই আমোদে মাতিয়াছেন ; যখন দেখিব, নানা দিগ্ হইতে কারুগণ, শিল্পীগণ, চিত্রকরগণ, উদ্যান ও ক্ষেত্রপালগণ, গুণীগণ, কবিগণ, বাগ্মীগণ, ভূস্বামীগণ, রাইয়তগণ, ছাত্রগণ সকল শ্রেণীর লোক আপনা হইতে আসিয়া মিলিত হইবে—যাহার যে বিদ্যা সাধ্য গুণ প্রদর্শন করিতেছে ; যখন দেখিব, এই মেলার পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠাকে গ্রীক্ ওলিম্পিক গেমের প্রদত্ত লরেল মুকুট অপেক্ষাও লোকে আদর করিতেছে, তখনই আমাদের উচ্চ আশা সিদ্ধ হইল জানিব! হে ঈশ্বর! এমন দিন কি দিবেন না?

---

## রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবের দোষগুণ বিচার।

(প্রথম সমালোচনা।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত মধ্যস্থ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

বহু দিবস হইল, নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটী আমি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। কেন যে তিনি এ পর্য্যন্ত উহা মুদ্রিত করেন নাই, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আপনি যদি আপনার পত্রিকায় আমার প্রবন্ধটীকে স্থান দান দেন, বোধ

হয় বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনার অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদককে লিখিবার সময় যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, নিম্নে সেইরূপ রাখিলাম।

"To the Editor of the Education Gazette.

সম্পাদক মহাশয়, আপনার এডুকেশন গেজেট পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" শেষ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার ঐ পুস্তক ক্রয় করিয়া আমি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হইলাম। সন্তুষ্ট হইবার কারণ এই, যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় উপরোক্ত পুস্তক খানি লিখিতে অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অসন্তুষ্ট হইবার কারণ, যে, ইহার লেখা তিনি শাঘ্র শেষ করিবার অভিপ্রায়ে স্থির চিত্তে বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের দোষ গুণ বিবেচনা করিতে সক্ষম হন নাই। সম্পাদক মহাশয়, আপনি জানেন, যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রায় সকল বাঙ্গালা বিখ্যাত গ্রন্থকার গণের গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন; করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে, কবিকঙ্কণ বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব প্রধান কবি। ইহাতে আপনার কি বোধ হয়? আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় কোনো স্বার্থ-সাধনের জন্য এ কথা বলেন নাই। কি জন্য তবে তিনি এরূপ মত প্রক অনুষ্ঠান" ছেন? আমাদের বিবেচনা[য়] বিবৃতোক্ত কবি সম্বন্ধে তিনি যাহা অদ্যক[ব]লিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলেন নাই। যদ্যপি তিনি তাহা করিতেন, বোধ হয় এমন ভ্রম কদাচ হইত না। আমরা স্বীকার করি, মুকুন্দরাম এক জন সুকবি বটেন, কিন্তু তাঁহাকে কোনোপ্রকারে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিতে পারা যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি নির্ভয়ান্তঃকরণে আপনার আন্তরিক ভাব সকল প্রকাশ করিতে পারেন —যাঁহার মানস চক্ষু সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ কখনো সামান্য সামাজিক নিয়মে মুগ্ধ হয় না, যাঁহার লেখা পড়িলে বোধ হয় যে, লেখকের আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইয়া চিন্তা করিয়াছে। এই সকল গুণ ইংরাজী কবিদ্বয় বাইরণ এবং শেলিতে থাকাতে তাঁহারা এক্ষণে সেকস্‌পিয়ার এবং মিল্‌টনের সদৃশ প্রথম শ্রেণীস্থ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐ প্রকার কবি বাঙ্গালার মধ্যে আমরা কোন্‌ ব্যক্তিকে বলিতে পারি? প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় ও মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত গ্রন্থে উপরোক্ত অসাধারণ গুণ আমরা দেখিতে পাইলাম না; তাঁহাদের রচনা পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম এবং মনে মনে প্রশংসাও করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনো ক্রমে তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বোধ হইল না।



সম্পাদক মহাশয়, উপরোক্ত দুই জন সর্ব্বপ্রিয় গ্রন্থকারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি না বলাতে আপনার অনেক পাঠকগণ আমাদিগকে হেয়জ্ঞান করিতে পারেন। ইচ্ছা হয় করুন, তাহাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নাই। আমরা জানি যে, আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি অনেক চিন্তা করিয়া বলিয়াছি। কেহ কেহ আবার আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে যদ্যপি বাঙ্গালার দুই জন প্রসিদ্ধ কবি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইল, তবে আমাদের কোন্‌ কবিকে আমরা সেই পদে অধিরূঢ় করিতে পারি? সম্পাদক মহাশয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা আপনার পাঠকগণকে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন কৃত কালী-কীর্ত্তন এবং তাঁহার বহু সংখ্যক পদাবলী স্থির চিত্তে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। আমরা উহা অনেক সময় পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইউরোপীয় সমালোচকেরা প্রধান কবির লক্ষণ যাহা যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তৎসমুদয় কেবল রামপ্রসাদের লেখাতে আমরা দেখিতে পাইলাম। অসাধারণ সাহস এবং স্বাধীনতা যাহা বাইরণ এবং শেলির লেখাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রামপ্রসাদের গানে বিলক্ষণ দৃষ্ট হইল। শেলির অন্তরাত্মা হইতে যেমন নূতন নূতন প্রগাঢ় ভাব সকল বাহির হইত, সেই প্রকার রামপ্রসাদের ভাবুকতায় সমস্ত বঙ্গদেশ মোহিত করিয়াছে। এক শত বৎসরের অধিক হইল এই মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই তাঁহার যশের কোনো অংশ হ্রাস হয় নাই। এক দিবস আমরা কলিকাতায় কোনো স্থান দিয়া গমন করিতেছিলাম, এমন সময়ে সেই স্থানে লোকারণ্য দেখিতে পাইলাম এবং রামপ্রসাদী সুর আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। বোধ হইল, যেন কোনো ভক্ত সুগায়ক গান করিতেছেন। গানের ভাব এবং গায়কের মধুরস্বরে আমরা মুগ্ধ হইয়া ঐ লোকারণ্য মধ্যে মিশিয়া গেলাম। মিশিয়া যতই ঐ সুমধুর গীত সকল শ্রবণ করিতে লাগিলাম, ততই আমাদের মন ঊর্দ্ধদিগে ধাবমান হইতে লাগিল, চিত্ত স্থির হইল, এবং নয়ন যুগল অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। আহা! এ বড় দুঃখের বিষয়, ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন কৃতবিদ্য লোক হইয়াও এই বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রধান কবিকে চিনিতে না পারিয়া একজন দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লেখককে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কবি জ্ঞান করিয়াছেন! যাহা হউক, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কবিকঙ্কণ যে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কবি, ইহা কি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস? আমরা উত্তম রূপ জানি তাহা নয়। যদ্যপি উহা তাঁহার অটল মত হইত, তাহা হইলে তিনি কখনো তাঁহার পুস্তকের ১৮৯ পৃষ্ঠায় নিম্ন-উদ্ধৃত ভাবে ভারতচন্দ্রকে সম্বোধন করিতেন না।

"ভারত। তুমি স্থির থাক। তুমি

ও সকল লোকের কথায় ক্ষুব্ধ হইও না! তোমার সিংহাসনের নিকট ঘেঁসিতে পারে, এরূপ লোক এপর্য্যন্ত জন্মে নাই—পরেও জন্মিবে কি না, সন্দেহ স্থল।”

সম্পাদক মহাশয়, কবিকঙ্কণকে একবার বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া আবার “ভারতের সিংহাসনের নিকট ঘেঁসিতে পারে এরূপ লোক এপর্য্যন্ত জন্মে নাই” বলাতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যথার্থ মনের ভাব যে কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা একবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, রামপ্রসাদ সেন বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। আমাদের এই মত সুদ্ধই আমাদের মত নহে—দুই জন বিখ্যাত গুণী ব্যক্তি ইহার সম্পূর্ণ পোষকতা না করুন, অনেক করিয়াছেন। মৃত প্রভাকর সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সন ১২৬১ সালের ১লা আশ্বিনের মাসিক প্রভাকরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কবি; আর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যখন একটী বক্তৃতা করেন, তখনও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা যে ভারতকে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি মধ্যে গণ্য করি না, তাহার কারণ এই, যে, তাঁহার লেখা মধুমাখা হইলেও উহা তেজস্বী নহে। ইংরাজী ভাষায় পোপ যেমন সুললিত ছন্দে সুরসপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্র আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় তদ্রূপ করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাকে পোপের সদৃশ একজন দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ কবি বলা যাইতে পারে, কিন্তু কোনো প্রকারে প্রধান শ্রেণীস্থ কবিদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, প্রধান কবির একটী লক্ষণ অসাধারণ স্বাধীনতা, কিন্তু ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ভারত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হইয়া উহাতে অনেকাংশে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণার্থ আমরা সকলকে তাঁহারকৃত গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অন্নদামঙ্গলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক মিথ্যা প্রশংসা করিয়া ভারত আপনার যে কত লঘুচিত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় রামপ্রসাদ ঐ প্রকার দোষে দূষিত নহেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে একজন সভাসদ করিতে অত্যন্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনো প্রকারে উহাতে রামপ্রসাদের সম্মতি লইতে পারেন নাই। এই সকল কার্য্য দ্বারা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, উপরোক্ত দুই জন কবির মধ্যে কাহার উচ্চতর মন ছিল। যাহা হউক, এবিষয়ে আর তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই। যাহাতে রামপ্রসাদের গ্রন্থ সকল কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পায় তাহা আমাদের এক্ষণে চেষ্টা করা উচিত। এজন্য আমরা সকল সাহিত্য-প্রিয় ব্যক্তিদিগকে



অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া রামপ্রসাদের কাব্যকলাপ—যাহা মুদ্রিত হইয়াছে এবং যাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই—সাধ্যানুসারে সংগ্রহ করিয়া নির্ভুল করণান্তর উত্তম কাগজে এবং উত্তম অক্ষরে যেন মুদ্রিত করেন, করিলে দেশের যে কিপর্য্যন্ত হিতসাধন করা হইবে, তাহা আমরা একাননে ব্যক্ত করিতে পারি না। যদি আর কিছুকাল এই মহাকবির গ্রন্থসকল ভুল করিয়া বটতলার ছাপা খানায় মুদ্রিত হয়, আমরা নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্য একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নহারা হইবে। আমরা দেখিতেছি, উপরোক্ত কার্য্য কিছু ব্যয়সাধ্য হওয়াতে আমাদের দ্বারা সমাধা হওয়া সুকঠিন, কারণ আমাদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিতে পারি, যে, যদ্যপি কখনো শুনিতে পাই কোনো ভদ্র লোক ঐ কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিব।

এই প্রবন্ধটী ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িল, তজ্জন্য আমরা আর দুই একটী কথা বলিয়া ইহা শেষ করি। রামপ্রসাদ সেন কোন্ বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বৎসরে পরলোক গমন করেন, অনেকে তাহা জানেন না; ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ইহা মীমাংসা করিতে কিছু মাত্র চেষ্টা পান নাই। অতএব এ বিষয় সংক্রান্ত যে মত আমাদের সুসঙ্গত বোধ হইল, প্রকাশ করা উচিত বোধ হইতেছে। গত অক্টোবরের বেঙ্গল ম্যাগেজিন্ এবং মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস দৃষ্টে আমরা অবগত হইলাম যে, ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। আর আমরা একখানি বিংশতি বৎসরের ছাপা কালীকীর্ত্তন দেখিয়াছি, যদ্দৃষ্টে জানা হইয়াছে যে, তিনি ষাইট বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এসকল কথায় যদি একটুও ভ্রম না থাকে, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রামপ্রসাদ ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উপরোক্ত বেঙ্গল ম্যাগেজিন লেখক আরো বলেন যে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিয়াছিলেন ইতি।

শ্রীঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়।

সাং নিমতা।

ঠাকুরদাস বাবু মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, আমরাও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তাঁহার পদাবলী যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই এই মতের পোষক হইবেন সন্দেহ নাই। পদাবলীর ভাব দ্বিতল ও ত্রিতলবিশিষ্ট অত্যুচ্চ মণি-প্রাসাদবৎ যেরূপ ভাষায় বিভাসিত, সেরূপ ভাষায় সেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে অন্য কাহারো সাধ্য নাই—অনেকে চেষ্টা করিয়া বিফলও হইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের সেই শ্রেষ্ঠতা কেবল ভক্তি রসে ও গীতিকাব্যে। তাঁহার রচনার তেজস্বিতা দেখিয়া এবং শুম্ভ নিশুম্ভঘাতিনীর রণ-রূপ-বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, তিনি যদি বীররসের কোনো কাব্য লিখিতেন, তবে তাহাও অত্যুৎকৃষ্ট হইত। যাহাহউক তাঁহার সহিত ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণের ঠিক তুলনা হওয়া দুর্ঘট। ইনি এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা অন্য রসে শ্রেষ্ঠ। এক-

জন চিত্রকর মানব-সাদৃশ্য এবং অপর চিত্রকর দেশ-সাদৃশ্য লিখিতে পটু, তাহারা উভয়েই আপনাপন অভ্যস্থ গুণে অদ্বিতীয়, তাহাদিগের কে ছোট, কে বড় ইহা নির্ণয় করা কাহার সাধ্য? তবে বিষয়ের উচ্চতা নীচতা প্রভেদে তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচ সিংহাসন প্রদত্ত হইতে পারে। সাবকাশমতে রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে স্বাভিপ্রায় প্রকাশের ইচ্ছা থাকিল—অদ্য ইঙ্গিত মাত্রই সুসঙ্গত!

শ্রীমধ্যস্থ।

— —

## অশ্লীল।

(বিদ্যাসুন্দরের উপর আক্রমণ।)

রাজধানীতে অশ্লীলতা-নিবারিণীসভা হইয়াছে, বোধ হয় পাঠকবৃন্দ তাহা জ্ঞাত আছেন। সমাজকে, ভাষাকে, চিত্র ও শিল্প বিদ্যাকে পবিত্র করিয়া তোলাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহারা যে উপায়ে এই মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে কোমর বাঁধিয়াছেন, সে উপায় সদুপায় কি না তাহা লইয়া বিজ্ঞমণ্ডলীতে মত-ভেদ জন্মিয়াছে। সৎজ্ঞানের বহুল চর্চ্চাগুণে—তাহার অন্তঃশীলাবাহী স্বচ্ছকারী স্বাভাবিক ক্ষমতাতে সেই উদ্দেশ্য অল্পে অল্পে সিদ্ধ হওয়া উচিত, কি বলপূর্ব্বক একদিনেই অপবিত্রতাকে দেশ হইতে দূর করা বিধেয় অথবা সঙ্গত, তাহা লইয়াই এই মতভেদ। অনেক বড় বড় লোক বল প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছেন, অথচ তাঁহারা উৎকট উন্নতিশীল নহেন, তাঁহারা প্রথমোক্ত উপায়কেই স্বাভাবিক, সুতরাং উপযুক্ত উপায় বলিয়া অবধারণ করেন।

আমরা মধ্যস্থ মানুষ; প্রায় সকল বিষয়েরই অন্তিম সীমাকে ভয় করি—অতিগমনকে "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" বাক্যানুসারে দোষাবহ বলি—রাস্তার নিতান্ত কিনারা ঘেঁসিয়া দৌড়িয়া যাইতে মানা করি—মধ্য পথই অবলম্বনীয়, এই তত্ত্ব চিরকাল ঘোষণা করিয়া থাকি! শত কি পঞ্চাশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সমাজে অশ্লীলতা যেরূপ আদরের বস্তু ছিল, এখন কি তাহা আছে? এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম অভ্যুদয় কালে যে ধাতুর পুস্তকাদি প্রচারিত হইত, এখন কি তাহা হয়? মহা নবমীর রাত্রে প্রতিমার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে কর্ত্তারা যেরূপে "নবমী রাত্রি পালন" করিতেন, এখন কি কোনো চাষাগ্রামেও তাহা আর দৃষ্ট হয়? বিষয়ী ভদ্র লোকেরা চাকর, রাইয়ত, খাতক প্রভৃতিকে পূর্ব্বে যে সব মধুমাখা সভ্যতার উক্তিতে গালি দিতেন, এখনকার বিদ্যালয়োত্তীর্ণ নব্য সম্প্রদায় কি সেই সমস্ত পৈতৃক ভাষা মুখে করিয়া থাকেন? রথ প্রভৃতিতে পূর্ব্বে যেরূপ মূর্ত্তি সকল খোদিত বা চিত্রিত হইত, এখন কি কুত্রাপি সে ধরণের কিছু দেখা যায়? যাঁহারা বঙ্গদেশের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন—যাঁহারা দেখার মত দেখিয়া মনে মনে উভয়াবস্থার তৌল করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদিগের সহিত এক বাক্যে অবশ্যই এই সাক্ষ্য



দিবেন, যে, অশ্লীলতাবিষয়ে অল্পকাল মধ্যে অস্মদ্দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে—অতি মন্দ দশা রূপ নরক হইতে ক্রমে ক্রমে প্রার্থনীয় উত্তম অবস্থার শেখরে লোকের মতি গতি অভিরুচি উত্থিত হইতেছে!

ইহা কিসে হইল? আগ্রহপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি, ইহা কিসে হইল? ইহা কি সদ্বিদ্যার সদধিকার জন্যই নয়? এতদ্বিষয়ক উন্নতির ক্রম দেখিয়া দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে, এই রূপে অবাধে জ্ঞানালোচনার পথ মুক্ত থাকিলে—গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়, সংবাদ পত্র এবং সদালোচক সভাদির আরো বিস্তৃতি হইলে—বাষ্পীয় শকটাদি সংযোগে নানাখণ্ডস্থ লোকের আলাপ সম্ভাষণ ও মানসিক ভাব বিনিময়ের উপায় আরো সহজ ঘটিলে অনতিদীর্ঘ কালে এই অশ্লীলতা-দোষ যে সমাজ মধ্যে আর স্থান প্রাপ্ত হইবে না, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে রোগ আপনা আপনি সারিতেছে, তাহার নিমিত্ত এত অতি-কাণ্ড কেন? তাহার উপশমার্থ বিষপ্রয়োগ কেন? স্বভাবকে সাহায্য করা যেমন সুচিকিৎসা, এমন আর কি আছে? অনেক রোগী রোগাপেক্ষা ঔষধের তীব্রতা ও মহোষ্ণতা কারণে যে কষ্ট পায়—হয় তো জীবন-শক্তিতে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? বিনা যুদ্ধে—বিনা মোকদ্দমায় যে বিবাদ মিটিতে পারে, তাহার পন্থা না দেখিয়া যে ব্যক্তি নম্বর-কজু করিতেই উৎসাহী, তাহাকে মামলাবাজ বলিয়া লোকে নিন্দা করে—সে কেবল প্রতিবাসীর সুখহন্তা রূপেই প্রকাশ পায়—তাহাকে "সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়!"

ভাল এক কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই তো অল্প বিস্তর অশ্লীলতা দোষ আছে; তবে কি সে সমুদয়ই দূরীভূত হইবে? ধর্ম্ম শাস্ত্রের তো কথাই নাই—সে দোষ বর্জ্জিত এমন ধর্ম্মগ্রন্থ কৈ? যদি বলেন, ধর্ম্মগ্রন্থ স্পর্শ করিব না; তবে আর ছাই কি হইল? "দেবতার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা!" ডিসাইপেল প্রণীত, প্রফেট্ প্রণীত, ঋষি প্রণীত বলিয়া তাহাদের কিছু করিতে পারিব না, যত অপরাধ গরিব কবিদের কাব্য-গ্রন্থের হইল! "তোর বড় ছেলে বড় দুরন্ত, তার কিছু ক'র্ত্তে পার্ব্বোনা, তোর ছোট ছেলের ঘাড় ভাংবো!" আহা! দুর্ভাগা সেকেলে কবিরা যেমন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালের মত লিখিয়া গিয়াছেন; সেই কালের মত লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া এত কালের পর তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ড! যদি তাঁহাদের গ্রন্থ মধ্যে কেবল অশ্লীল বর্ণনাই থাকিত, তবে আমরা এখনি বলিতাম ফেল ফেল ফেল! কিন্তু তদ্ভাবৎ মধ্যে পর্ব্বত প্রমাণ অন্য গুণ এবং টিবি প্রমাণ এই দোষ লক্ষিত হয় মাত্র—সেই গুণ রাশির প্রভাবে জগৎ মুগ্ধ—পুণ্য উৎসাহিত—সদ্ভাব উত্তেজিত—

মানব-হৃদয়ের যাহা কিছু উচ্চতা সকলই প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে; সেই দোষ কণার দ্বারা ছিদ্রান্বেষীগণের কল্পনা ক্রুদ্ধ হওয়া ব্যতীত এ পর্য্যন্ত সমাজের কোনো বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় নাই! ফলতঃ সেই সেই মহা প্রতিভা-প্রসূত গ্রন্থাবলীর উক্ত দোষ জন্য সমাজে কোনো রূপ পাপ প্রবল হইয়াছে, এমন কথা উন্মত্ত ব্যতীত আর কেহই বলিবে না—কেননা, তাহা সমূলক নহে! তবে সেই দোষ যে একবিধ দোষ তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু অতি যৎসামান্য দোষের অনুরোধে মহোপকারী মহা মহা গুণময় গ্রন্থকে পরিত্যাগ করিতে বলা, আর চন্দ্রে কলঙ্ক আছে অতএব চন্দ্রকে দেখিব না—চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় বাহির হইব না—চন্দ্রের নাম মুখে করিব না বলা উভয়ই তুল্য!

সেই দোষ হইতে সমাজের প্রকৃত কোনো বিশেষ অনিষ্ট যে ঘটিতে পারেনা, ইহা আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। অদ্য স্থানাভাব বশতঃ সুদ্ধ যে সংবাদ জ্ঞানার্থ এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

আমাদিগের সহৃদয় ও সমহৃদয় পাঠক মণ্ডলী শুনিয়া অবশ্যই দুঃখিত হইবেন, যে, অশ্লীলতানিবারক যোদ্ধৃ মহাশয়দিগের কোপ প্রথমেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উপর প্রপতিত হইয়াছে। সে দিবস বটতলার কতিপয় পুস্তক বিক্রেতাকে ঐ পুস্তক বিক্রয়াপরাধে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহারা জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিয়াছে, অতি শীঘ্র মোকদ্দমা হইবে। শুনিতেছি, পুস্তক বিক্রেতাগণ চান্দা তুলিতেছে—তাহাদিগের স্বশ্রেণী ব্যতীত দেশস্থ অনেক লোকে না কি তাহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। বিস্তর উচ্চ প্রকৃতির বাঙ্গালী—সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র—যাঁহারা অশ্লীলতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অনেকেও ঐ দায়গ্রস্ত দোকানদারদিগের প্রতি দয়া ও আনুকূল্য বিতরণে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাঁহারা বলেন যদি বিদ্যাসুন্দর ত্যজ্য হয়, তবে সেক্সপীয়ার, বাইরণ, ফিলডিং, সুইফ্‌ট্, রেনাল্‌ড্, কালীদাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ, প্রভৃতি কাহারো গ্রন্থ পাঠ্য হইতে পারেনা! "ঠক বাছিতে গাঁ ওজড়!" তবে ভূমণ্ডল এককালে প্রায় প্রকৃত কাব্য গ্রন্থে বঞ্চিত হয়—তবে আর প্রায় কোনো সৎপ্রতিভার চিহ্ন মাত্রও থাকে না!

কেহ কেহ বলেন, সেই সকল গ্রন্থের যে যে ভাগ দূষ্য, তাহা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ভাল ভাল অংশ প্রচারিত হউক। কিন্তু এরণ্ড তৈল বা শর্করা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় সে সমস্ত কাব্যকে "রিফাইন" করিবার প্রক্রিয়া ও যন্ত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই! এক স্তর তিল এক স্তর ফুল; আবার এক স্তর তিল, আবার এক স্তর ফুল; ইতি প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত সুরভি তিল-তৈল মধ্যে যদি কোনো অসদাত্রাত ফুলের রস প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে কোন্ রাসায়ণিক তাহা হইতে সেই রস বিশ্লিষ্ট করিতে সমর্থ হয়?



আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানাভাবে অদ্য এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করিতে পারিব না, সুতরাং এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কিসে কি দাঁড়ায় তদ্দর্শনের অপেক্ষায় রহিলাম।

---

## দুর্ভিক্ষ।

দৈব প্রতিকূলতাবশতঃ অস্মদ্দেশে ঘন ঘন অন্নাভাবরূপ প্রজানাশক ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল। লক্ষণে বোধ হইতেছে এ বৎসরের দুর্ভিক্ষ যেরূপ ভয়ানক রূপে ব্যাপক, এমন আর শীঘ্র দেখা যায় নাই। আমাদিগের ছোট কর্ত্তার অন্য যত কিছু দোষ থাকুক, এ বিষয়ে তাঁহার সতর্কতা ও কার্য্য তৎপরতা দেখিয়া আমরা তাঁহার প্রতিকৃতজ্ঞ হইয়াছি। উড়িষ্যার নরহত্যা স্মরণ সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের অনবধানতা ও তাচ্ছিল্য-জনিত মর্ম্ম বেদনা আমাদিগকে চিরকাল দগ্ধ করিবে। এবারে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগে আশা হইতেছে, সেরূপ শোচনীয় বিষাক্ত ফল না ফলিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে বিপদ কাটিয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধন্যবাদ, অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতাদি প্রকাশের সময় নয়।

ছোট কর্ত্তাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া লর্ড নর্থব্রুক স্যার রিচার্ড টেম্পল বাহাদুরকে দুর্ভিক্ষ-রণে অগ্রবর্ত্তী করাতে অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। কেহ বলেন, স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল যে সব রিপোর্ট ছাপিতে ছিলেন, তৎপ্রতি বড় কর্ত্তার সম্যগ্ বিশ্বাস না হওয়াতেই তিনি টেম্পল সাহেবকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়া ঘটনাস্থলে পাঠাইলেন। কেহ কহেন, টেম্পল সাহেব ছোট কর্ত্তার বিজ্ঞাপনকে অমূলক ভয় প্রদর্শক বোধে বড় কর্ত্তাকে বলেন যে "আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া ইহার অমূলকতা প্রতিপাদন করিয়া দিব।" কিন্তু এক্ষণে তিনি অন্নহীন অঞ্চলে স্বয়ং গিয়া যাহা দেখিতেছেন, তাহা পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্ত বিবরণাপেক্ষাও গুরুতর! এখন তাঁহার হাসির পরিবর্ত্তে কান্না বাহির হইতেছে! আবার কেহ বলেন, ছোট-কর্ত্তা কেবলই বিজ্ঞাপন করেন, কাজে কিছু উত্তমতা দেখাইতে পারিতেছিলেন না, এই নিমিত্তই বড়কর্ত্তা তাঁহাকে রহিত করিয়া টেম্পল সাহেবকে প্রেরণ করিলেন।

এ সব কথার আন্দোলন এখন আমদের ভাল লাগিতেছে না। মগ্ন প্রায় ব্যক্তিতো অগ্রে তীরে উত্তোলিত হউক, তৎপরে কাহার কি পরিমাণে বাহাদুরী বিচার করা যাইবে। আমরা ইহাই বুঝি, বড় কর্ত্তা যে কারণে টেম্পল সাহেবকে প্রেরণ করুন, তাঁহার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্ণতা হইলেই হইল। টেম্পল সাহেব বেহারাঞ্চলে যাওয়াতে

যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা গণিয়া সংখ্যা করা যায় না। বম্বে গেজেটের প্রেরিত বিশেষ-সংবাদ-সংগ্রাহক যেরূপ লিখিতেছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, স্যার টেম্পেলের গমনের পূর্ব্বে কেবল গোলমাল ও দীর্ঘসূত্রিতা ছিল, এখন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার সহিত উৎসাহ, তৎপরতা ও দক্ষতা লক্ষিত হইতেছে।

ত্রিহুত, চাম্পারণ ও সারণ এই তিন বিভাগের অধিকাংশ স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদ। পাটনা ও গয়া প্রভৃতির কোনো কোনো অংশেও বড় সামান্য নয়। আবার নেপাল রাজ্যের প্রজাগণও অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় পতিত। তাহারা স্বরাজ্যে অন্ন না পাইলে যে দলে দলে ইংরাজাধিকারে আসিয়া পড়িবে, তাহাও সামান্য আশঙ্কার বিষয় নহে। তাহারা আগত হইলে তাহাদিগকে শুকাইয়া মারিয়া কোন্ প্রাণে দয়ালু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কেবল আপন প্রজার ওদন যোগাইবেন? তাহাদিগকে না দিলেই বা তাহারা ছাড়িবে কেন? তাহারা বলবন্ত দুরন্ত লোক; অবশেষে লুঠ করিয়াও প্রাণ রক্ষা করিবে। বোধ হয়, তৎপ্রতিবিধানার্থই গবর্ণমেণ্ট নেপাল রাজকে আটাইশ হাজার মণ তণ্ডুল সরবরাহ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ২৮ হাজার মণ, হাতীর মুখে দুর্ব্বা ঘাস!

টেম্পল সাহেবের গণনানুসারে তাঁহার সাক্ষাৎ-কর্ত্তৃত্বাধীন উক্ত অঞ্চলের অত্যন্ত বিপন্ন স্থান সমূহে ৯০ নবতি লক্ষ মণ তণ্ডুলের প্রয়োজন—যেরূপে যেখান হইতে হউক এই কোটী মণ পাঠাইতেই হইবে। সুদ্ধ তদ্ধেতুই প্রায় চারি কোটি টাকা চাই। টাকার কথাও ধর্ত্তব্য করি না, কিন্তু এত তণ্ডুল সংগ্রহ করাই কঠিন ব্যাপার। তাহাও যদি হয়, প্রেরণের কত অসুবিধা। মফঃস্বলে এমন সকল স্থান আছে, যথায় তণ্ডুল চালানের কার্য্যটী একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিলেই হয়, অথচ বিলম্বে প্রাণী হত্যা অবশ্যম্ভাবী। এত শকট ও গো প্রভৃতি সংগৃহীত হওয়াই ভার। আবার সেই গবাদির আহার যোগানো সামান্য ব্যাপার নহে! টেম্পল সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গবর্ণর বাহাদুরকে কয়েক সহস্র বলদ ও তাহাদের আহার জন্য পঞ্চাশ হাজার মণ তুলার বীচি পাঠাইতে লিখিয়া বিলক্ষণ বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন!

গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা যে বিজ্ঞাপন পাঠাইতেছেন, তাহাতে লিখিত হইতেছে, যে, অদ্যাপি আহারাভাবে কেহ যে মরিয়াছে এমন অবস্থা হয় নাই। যে সব লোকের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারা পীড়া বশতঃই মরিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্রের ভাল ভাল সংবাদ দাতারা বিভিন্নরূপ লিখিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক বিবরণমালা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাইবা কি বলিয়া অসত্য বোধ করা যায়? বরং রাজকর্ম্মচারীদিগের পক্ষে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিতে পারা এবং আপনাদিগের কলঙ্ক এই উভয় কারণ একত্রীভূত হইয়া বিজ্ঞাপনকে নিতান্ত দুঃখাবহ করিতে না দিতে পারে।

যাহাই হউক ঈশ্বর করুন, যে তাঁহাদিগের কথাই সত্য হয়! স্যার রিচার্ড টেম্পল সাহেব যেরূপ প্রগাঢ় পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন—যেরূপে কায়মনোবাক্যে দিবা রাত্রি দুর্দ্দন্ত রিপু দমনে লাগিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উত্তেজনায় রাজকর্ম্মচারী, জমীদার ও অন্যান্য জনগণও যে প্রকার উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অনেক আশা আছে। কেবল এক বিষয়ে তাঁহার ও গবর্ণমেণ্টের বিষম ত্রুটী দেখিয়া আমরা পরম দুঃখিত আছি। এতদ্দেশীয় উচ্চ শ্রেণী হইতে বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ সহকারী এবং পরামর্শদাতা গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা যে বিদেশীয় সহকারী মণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহাতে ধন প্রাণ উভয়েরই ক্ষতি। দেশীয় লোক যে ব্যয়ে প্রাপ্য, তাহার বিংশতি গুণ অধিক অর্থ শ্রাদ্ধ হইতেছে, অথচ দেশের প্রকৃত অবস্থা দেশীয় লোকের ন্যায় তাঁহারা কদাচ জানিতে পারিবেন না—দেশীয়ের ন্যায় দেশীয়ের অভাববোধ ও অভাব নিবারণ কদাচ সম্ভবে না। এখনও এবিষয়ে সমুচিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

---

## প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক কয় খানির সমালোচনা এককালেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সুতরাং সে সকলের কথা লইয়া একটী প্রবন্ধ হইয়াছে। আমরা অগ্রে না বুঝিতে পারিয়া অন্যান্য বিষয়ে স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সুতরাং এই প্রবন্ধের অতাল্প অংশই এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট অংশ সংখ্যান্তরে প্রকাশ্য। পাছে বিলম্ব দেখিয়া পুস্তক প্রেরয়িতা মহাশয়েরা ক্ষুণ্ণ হন, একারণ একথার উল্লেখ হইল।

১। মৃ জনঞ্জরী। ২। আর্য্য জাতির শিল্প-চাতুরি। ৩। চিত্তকানন। ৪। গৌড়েশ্বর নাটক। ৫। মেঘনাদ গীতাভিনয়।

### ১। মৃদঙ্গ মঞ্জরী।

"মৃদঙ্গ শিক্ষা-বিধায়ক-গ্রন্থঃ। শ্রী শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুরেণ প্রণীতঃ প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিতঃ। মূল্য এক টাকা আট আনা।"

অস্মদ্দেশে কোনো ধনকুবের মহাশয় কর্ত্তৃক কোনো অনুসন্ধিৎসা, কোনো প্রগাঢ় পরিশ্রম, কোনো বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ প্রচারিত হইতে দেখিলে (খেতনভুক্ পণ্ডিত-হস্তের পরিবর্ত্তে স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থ প্রচারিত হইতে দেখিলে) পাঠকগণ! আপনাদের মনে কি স্বদেশের সমুন্নতির আশা স্বতঃ জাগ্রত হইয়া উঠে না? আলোচ্য গ্রন্থ খানি সেই ধাতুর গ্রন্থ, সুতরাং ইহার আভ্যন্তরিক গুণের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে এই কারণেই একবার তো আমোদ আহ্লাদ করিয়া লওয়া যাউক! আবার সেরূপ গ্রন্থ যদি যথার্থ গুণময়, উপকারী ও উপাদেয় হয়, তবে ঐ পূর্ব্বামোদ সুবিমল সুস্থির আনন্দে পরিণত হইবে সন্দেহ মাত্র নাই। মৃদঙ্গমঞ্জরী পাঠ করিয়া আ'জ্ আমাদিগের সেই আনন্দ উদয় হইল!

মৃদঙ্গমঞ্জরীর গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয় যে অশেষ বিশেষরূপে স্বদেশে সৎসঙ্গীতের আলোচনা, উন্নতি ও শিক্ষোপযোগী বিবিধ সদুপায়ের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহার আভাষ আমরা ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, অদ্য আর তদ্বিষয়ে লেখনীকে নিযুক্ত করিয়া প্রস্তাববাহুল্য করিব না—অদ্য কেবল উপস্থিত গ্রন্থের বিষয় বিবেচ্য।

তাঁহার আপনার কথাতেই গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ভূমিকাতে লিখিত হইয়াছে "আমি এই মঞ্জরীটীকে সংস্কৃত সংগীত শাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিয়া মৃদঙ্গের উৎপত্তি, নির্ম্মাণ-প্রণালী, বন্ধননিয়ম, ধারণ-প্রথা, আবশ্যকতা, যাত্রাবিবরণ, লয়, হস্তপাঠ, মৃদঙ্গের কোন্ দিকে বাদকের কোন্ হস্তে কিরূপ বোল নির্গত হয় তদ্বিবরণ, তাহাদের লিখন প্রণালী, নানা ছন্দো-[illegible]গত মাত্রা-কৌশল-সম্পন্ন বহুতর প্রস্তার মণিকা সম্বলিত চৌতালাদি মৃদঙ্গে ব্যবহৃত অষ্টাদশ তাল এবং নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রাচীন তালের নাম ও তাহাদিগের প্রাচীন ও [illegible]ব্য মাত্রাসংখ্যা প্রভৃতি দ্বারা যথাসাধ্য পরিপুষ্ট করিতে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সঙ্গীত-কুতূহলী মহাত্মগণ ইহার প্রতি আদর প্রকাশ করিলে আমার যত্ন, পরিশ্রম এবং আয়াস সফল জ্ঞান করিব ইতি।"

পাঠক ইহাতেই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয় গুলি বহুলাংশে বুঝিতে পারিতেছেন। তথাপি বিশদ করণার্থ আরো কিছু বলা আবশ্যক।

গ্রন্থের প্রবেশিকাতে এই বিষয় বুঝানো হইয়াছে; "কাণ্ঠিক ও যান্ত্রিক" সঙ্গীত; তন্মধ্যে যান্ত্রিক সঙ্গীত "স্বতঃসিদ্ধ ও অনুগতসিদ্ধ" এই দুই-ভাগে বিভাজিত; "যে সকল যন্ত্র কণ্ঠ বা অন্য যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে যথা নিয়মে বাদিত হয়, তাহাকেই স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র কহে; যেমন বীণাদি। আর মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি যন্ত্র কণ্ঠ বা অন্য কোনো স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া বাদিত হয়, সেই জন্য" অনুগত সিদ্ধ।

তৎপরে পুরাণ বর্ণিত, মৃদঙ্গের উৎপত্তি বিষয় এবং কিরূপে ক্রমে ক্রমে প্রাচীন মৃত্তিকানির্ম্মিত মৃদঙ্গ কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইল ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। তৎপরে নির্ম্মাণ-প্রণালী, বন্ধন ধারণ (এ স্থলে একটী বিচিত্র চিত্র) যাত্রা প্রভৃতি তাবৎ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের সবিস্তার বর্ণন ও কোন্ হস্তে কখন কিরূপে বাজাইলে কি ফল দর্শিবে এবং শব্দ সাধন ও বোল প্রভৃতির অতি সুন্দর বিবরণ ও সঙ্কেত স্বর-লিপি-পদ্ধতির সহিত তন্ন তন্ন বিবৃত হইয়াছে।

ফলতঃ এই গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠ ভিন্ন সুদ্ধ সমালোচন দ্বারা ইহার ভিতরের বস্তুর পরিমাণ ও গুণ বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। এ নিমিত্ত স্বদেশের সঙ্গীতজ্ঞানার্থী ও সঙ্গীতহিতার্থী মাত্রকেই অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এক এক খানি ক্রয় করিয়া পাঠ ও ব্যবহার করেন! (অবশিষ্ট পরে প্রকাশ্য)



# জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান।

## জাতীয় ব্যায়াম।

এক্ষণে একবার জাতীয় ব্যায়ামের বিষয় দেখা যাউক। এ বিষয়ে ওরূপ অভিযোগ নাই। এ বিষয়ে যাহা কিছু হইতেছে, ভালই হইতেছে। কিন্তু এত দিনে যতদূর হওনের আশা ছিল, তাহা হইতেছে না। ব্যায়াম শিক্ষার তাৎপর্য্য কি? স্বাস্থ্য আর বল—সেই সঙ্গে সাহস ও উদ্যম। প্রথম দুইটী হইতে শেষের দুইটী এবং শেষের দুইটী হইতে জাতীয় ভাবের পরিবর্দ্ধন। এই সংফলই প্রত্যাশার ধন! যদিও ভীরু ও দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিতে সে ফল বহু কালে ফলিবার সম্ভাবনা, তথাপি এত দিনে তাহার কোনো লক্ষণ কি দেখা যাইবে না? কয়েক মাস হইল, মেডিকেল কালেজের রামায়ণ কাণ্ডটীতে কি [illegible]াইয়াছে? ব্যায়াম চর্চ্চার পূর্ব্বেও [illegible]া ছিল, এখনও যে তাহাই আছে, [illegible]টীই সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে! [illegible]লকাতার রাজবর্ত্মে একজন পেণ্টু[illegible]ন টুপিধারী, যে হউক, যদি তাড়া করে, তবে পঙ্গপাল ভীরু বঙ্গবাসী অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমানরূপ মহা বীরত্ব [illegible]ইতে পটু! পঞ্চাশ জন বাঙ্গালী মাত্রও স[illegible] দেখিল একজন স্বজাতীয়কে তত আ[illegible]াষে একজন ইংরাজ কি ফি[illegible]তো বহু প্রহার করিতেছে, সেই অর্দ্ধ শশেরই [illegible]ধ্যে এমন এক প্রাণীও নাই, যাহার হৃদয়ে জাতীয় স্নেহ ও জাতীয় মান সম্বন্ধীয় জাতীয় ভাব জাগরূক হইয়া সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রহার প্রাপ্ত স্বজাতীয়ের পক্ষে ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়—সেই পঞ্চাশজনের সমবেত চেষ্টায় না হইতে পারে কি? কিন্তু কেমন আমরা জাতীয় ভাবে বর্জ্জিত হইয়াছি, যে, ঘটনাস্থলের যত দূরবর্ত্তী হইতে পারি, ততই নিরাপদ হই, ততই সন্তুষ্ট থাকি, ততই আত্মরক্ষা ধর্ম্মকে জগতের সার ধর্ম্ম জ্ঞানে তৎপালনদ্বারা কি একটা মহা পুণ্যের কর্ম্মই করিতেছি, এমনি বোধ করি—হয় তো বাটী আসিয়া বান্ধবগণকে ঘটনার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বলিয়া এই বাহাদুরী করি, যে, "হাঁ আমি কি নিকটে যাই? কাজ কি বাবা, দু রসি তফাতে থেকে ক্রমে স'রে প'ড়লেম!" যদি দৈবাৎ মা সাহস-চণ্ডী কাহারো ঘাড়ে চাপেন—যদি দৈবাৎ কোনো নির্ব্বোধ সেই স্বজাতীয়ের সহায় হইতে যায়, আর যদি তাহার আত্মীয় কেহ নিকটে থাকেন, তবে অমনি তাহাকে নিবারণ করেন, সে না শুনে তো বলপূর্ব্বক—গুরু লোক হয় তো মিনতিপূর্ব্বক—স্নেহের পাত্র হয় তো ধমক দিয়াও নিবারণ করে!

দণ্ডীরাজা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে মধ্যম পাণ্ডবের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবের গতি মুক্তি সব; তথাপি ভীম মহাশয় শরণাগতকে পরিত্যাগ করিতে পারি-

লেন না—যুধিষ্ঠিরাদি চারিভাই তজ্জন্য তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন! বাস্তবও যুদ্ধ করিলেন!

আমরা সেই বংশে জন্মিয়া কি এই হইয়াছি? আমরা আবার সভ্যতার বড়াই করি! আমরা যে ইংরাজ জাতির পদলেহক কুক্কুর, সেই ইংরাজ জাতীয় কেহ কি ঐরূপ আচরণ করিয়া স্বীয় সমাজে—স্বীয় স্ত্রীর কাছেও মুখ দেখাইতে পারে? আমরা কি তাহা দেখিয়াও জাতীয় ভাব শিক্ষা করিব না? আমরা কি কেবল খানা খাইয়া পেণ্টুলন পরিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলি চুষিয়া বোতল বোতল ব্রাণ্ডি বিষ গলাধঃকরণ করিয়া কুক্কুর পুষিয়া আর আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজীতে "ড্যাম হুট" বলিয়া সাহেব হইব? ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবর্ত্তক মহাশয়েরা কি অভিপ্রায়ে তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন? সে কি এই সদুদ্দেশে নয়? ব্যায়ামের চরম ফল যদি সাহস ও জাতীয় ভাবে পরিণত না হয়, তবে তাহার প্রয়োজন কি? তবে তো কেবল গোঁয়ার্ত্তুমিতেই পর্য্যবসিত হইবে! আমরা অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অন্তিম সীমার নিমিত্তই সে অপেক্ষা শোভা পায়, তাহার কিছু কিছু পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিতে না পাইলে প্রাণ প্রবোধ পায় কৈ? এই মেলা স্থলে তদ্বিষয়ক একটী বিজ্ঞাপন শুনিতে ইচ্ছা করে—যেখানে যত ব্যায়ামশালা স্থাপিত আছে—যেখানে যত ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে—তাহাদিগের দ্বারা এত দিনে কি কার্য্য হইল, তাহার বিবরণ সংগ্রহ ও নীতিসার প্রদর্শন পূর্ব্বক যদি কোনো স্বদেশহিতৈষী মহাশয় আগামী বর্ষে এক খানি বিজ্ঞাপন বা প্রবন্ধ পাঠ করেন তবে পরম উপকার হয়। সে কাজ আর কে করিবেন, ব্যায়ামাধ্যক্ষ মহাশয়গণের উদ্যোগেই হওয়া সম্ভব। তদ্রূপ বিজ্ঞাপন প্রস্তুত হওয়া উচিত কিনা, এই সভার সভ্যগণের প্রতি তাহার বিচার ভার অর্পণ করিতেছি। ব্যায়ামাধ্যক্ষ মহাশয়গণকে আর একটী বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন প্রতি অনুশীলনের দিন ঐরূপ জাতীয় ভাবের গূঢ় ভাব ছাত্রদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেন—তাঁহারা যেন সুদ্ধ অঙ্গালন ও লম্ফ ঝম্ফ দেখিয়াই উদ্দেশের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি ভাবিয়া মুচকি মুচকি হাসিয়া আত্মপ্রসাদ রূপ উচ্চ প্রাসাদে নিদ্রা না দেন!

## জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলা।

প্রস্তাব দীর্ঘ হইল, অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিলাম না—তাহা করিতে গেলে আরো সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে, এ নিমিত্ত সকল ছাড়িয়া এককালে জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলার প্রসঙ্গই অবতরণ করা বিধেয় হইতেছে। সে দিন কোনো সুযোগ্য সম্পাদক যথার্থ ব...
খিয়াছেন, আমাদের আপনার ... বদেশের
বলিতে আর কিছুই নাই—দ... র্থী মা-
এই সভা আর এই মেলাই আ... ন এক
নিজস্ব! ... ব্যবহার



কৈ সেই নিজস্ব ধন রাখিতেই বা আমরা কি যত্ন করিতেছি? এত বৎসর হইল ইহার জন্ম হইয়াছে, কৈ প্রথম দুই তিন বৎসর যেরূপ ক্রমশঃ উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, এত দিনে সেই উন্নতির পরিমাণ কি ঠিক রক্ষিত হইয়া আসিতেছে? মেলার সেই আদ্যাবস্থায় মেলাস্থলে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন, এত দিনে তদপেক্ষা উচ্চতর ও নূতনতর কিছু কি দেখিতে পান? কোনো বৎসর কোনো কিছু নূতন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আমার অভিপ্রায় তাহা নহে—প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন বলা যায়, উন্নত বলা যায়, যোগ্য বলা যায়, উৎকৃষ্ট বলা যায়, এমন বস্তু কি কিছু দেখিতে পাইতেছেন? অর্থাৎ জাতীয় প্রদর্শন-ভূমির উপযুক্ত প্রদর্শন—প্রথম সূত্রপাতের পর দুই তিন বৎসরে যে পরিমাণে উন্নতি হইতেছিল, সেই পরিমাণে প্রদর্শন—ক্রমে ক্রমে স্বজাতীয় সমূহ লোক মিলিত হইয়া ইহাকে মহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিবেন বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তদনুযায়ী প্রদর্শন কি হইতেছে? দ্বিতীয় তৃতীয় বৎসরে অঙ্গ বঙ্গ কাশী কাশ্মীরাদির শিল্পীগণ, কারুগণ, গুণীগণ, প্রদর্শকগণ-উদ্দেশে যাহা যাহা বলা হইয়াছিল, যাহা যাহা আশা করা গিয়াছিল, তাহার কি অণুমাত্রও সফল কি ফলোন্মুখও হইয়াছে? তত আশা করা তো দুরাশা, সে সব তো বহু দূরের কথা, কৈ বাঙ্গালা দেশেরই ভাল ভাল পদার্থ কি আশানুরূপ সংগৃহীত হইতেছে? সমস্ত বঙ্গ দূরে যাউক, ইহার কোনো অংশের কোনো ভূস্বামী—কোনো মহাত্মা—কোনো শিল্পী—কোনো গুণী ব্যক্তি কি ইহাতে নূতন যোগ দিয়াছেন? তাহাও দূরে থাকুক, এই কলিকাতা নগরের ভাগ্যবান্, ক্ষমতাবান্, গুণবান্, সকল পুরুষ—সকল যাউক অর্দ্ধেক—অর্দ্ধেক থাকুক চতুর্থ, কি অষ্টম অংশের একাংশও কি আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন? এই নিজস্ব ধন, এই এক মাত্র জাতীয় অনুষ্ঠান, এই এক মাত্র জাতীয় ভাবের আকর-স্থান তবে কাহাকে লইয়া, কাহার উৎসাহে, কাহার সাহায্যে, কাহার কিসে সাধিত হইবে? ইহাতে সহস্র সহস্র দর্শক শুভাগমনরূপ কৃপাদৃষ্টি দান করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকাংশই তত সমর্থ ও তত ধনবান নহেন। আমরা তত বলিলাম, কত? ধনে, মানে, গুণে—বিশেষতঃ প্রথম দুইটীতে—যতদূর ক্ষমতাশীল না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ মহদনুষ্ঠানের সাহায্যদাতা হওয়া অসম্ভব, অধিকাংশ তত ক্ষমতাবান্ নহেন। হয় তো অনেকের মন আছে ধন নাই, কি সুযোগ নাই। ফলিতার্থ, ধন মন দুইয়েরি সুসংযোগ ব্যতীত এরূপ বৃহৎ কার্য্যের সমুচিত সহায়তা করা কিরূপে সম্ভব হয়? এই মেলার নিকট আমাদের যে কত বিষয়ের প্রত্যাশা—কত উন্নতির ভরসা, তাহা বিস্তাররূপে বিবৃত করা অদ্যকার উদ্দেশ্য নয়—করিতে

গেলেও নিতান্ত বৈ ক্তিকর দীর্ঘতায় পরিণত হওন সম্ভব। অতএব তাহাতে ক্ষান্ত হইতে বাধিত হইলাম। কেবল বাকুইপুর মেলার নিমিত্ত যে কয়টী গান রচনা করা গিয়াছিল, তাহার একটী এস্থলে সন্নিবেশিত করিয়াই সন্তৃপ্ত হইব। সে গানটী এই;—

কবির সুর।

১

তাই বলি বল ভাই হিন্দু মেলার জয় জয়!
দেশের দুর্গতি দেখ চেয়ে,
যত সব পুরুষ মেয়ে,
একি হলো হায়!
ক্রমে বিলাতির গোঁড়া হলো সমুদয়!

২

জুতো কাপড় ছাতি, সকল বিলাতী,
এখন ঘুচেছে খাওয়া বসার সাবেক রীতি;
আমরা সভ্যতার গ্যাদার চোটে,
হায় মরি কদম্ ফুটে,
একি হলো হায়,
তবু আপনাদের নিজের বস্তু কিছুই নয়!

৩

দেশে তাঁতী সবার, অন্ন মেলা ভার,
করে হাহাকার, এ দুখে আর
কে করে পার?
ও ভাই আজ্ যদি ইংরাজ রাজা,
ছেড়ে যায় বঙ্গপ্রজা,
তবে হবে কি?
তখন খাদ্য বিনে লজ্জা সরম কিসে রয়?

৪

বুদ্ধি তাজা রাখে, হুঁকো তামাকে,
হায়রে তা ছেড়ে এখন চুরোট লাগায় মুখে
ঘরে প্রদীপটী জ্বাল্‌তে হ'লে,
বিলাতী বাক্স খুলে,
জ্বাল্‌তে হয় গো হয়!
আবার বিলাতী ছুঁচ সুতোয় সব সেলাই হয়!

৫

গেল সকল মজে হিন্দু সমাজে,
পেয়ে আদেখ্‌লে ভুলিয়ে খেলে ইংরাজ রাজে,
দেখে শুখে তাই মেলার ঠাটে,
ভাই বন্ধু সবাই জুটে,
এস এস হে,
খুলি সুখের হাট, দিশী ঠাট,
যায় বজায় রয়!!

---

কিন্তু তাহার কত দূর কি হইল? আমরা অদ্যাপি একটী অঙ্গেও আশানুরূপ কৃতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। তাহার কারণ কি সুদ্ধ বড় লোকের অমনোযোগ নয়?

এ দেশের এই একটী পরম দুর্ভাগ্য হইয়াছে, যে, যে কোনো মহৎ সদনুষ্ঠানে আমাদিগের রাজপুরুষ জাতির যোগ নাই, তাহাতে ধনবান্ ও ক্ষমতাবান্ মহাশয়েরা যোগ দিতে অনিচ্ছুক! যে কাজে ইংরাজ বাহাদুরেরা দেখিতে পান না—যে কাজের প্রতিষ্ঠা ইংরাজী সম্পাদকগণ ঘোষণা করেন না—যে কাজে গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিবেন না—সুতরাং যে কাজে রায় বাহাদুর ও রাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি লাভের সম্ভাবনা নাই, সে কার্য্য তাঁহাদিগের



দৃষ্টিতে কার্য্যই নহে! এই শূন্যগর্ভ উপাধি লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা এ দেশের মহা অনর্থের মূল—জাতীয় ভাবের বিষম অন্তরায়—অমিশ্র জাতীয় অনুষ্ঠানের ঘোর বৈরী হইয়া উঠিয়াছে! আ'জ্ কয় বৎসর ইহার যেরূপ বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশায় এক প্রকার নিরাশ হইতেই হইতেছে! বঙ্গীয় হিন্দুজাতি চিরকাল সৎক্রিয়াশালী—চিরকালই জলাশয়, পথ, ঘাট, মঠ, মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি সাধারণ হিতজনক কীর্ত্তি-পরায়ণ! যদিও জাতীয় ভাবের সংস্কারটী স্পষ্ট লক্ষিত হইত না, যদিও বহুজনে সমবেত হইয়া কোনো বৃহদনুষ্ঠান সাধন করার রীতি বড় ছিল না, যদিও সভা কি সমাজ বদ্ধ হইয়া ইউরোপীয় প্রণালীতে কার্য্য করা হইত না, কিন্তু ধর্ম্ম বোধে সেই সকল সৎকর্ম্ম অনবরতই সাধিত হইত। লোকানুরাগ ও পুণ্যানুরাগই সে সব কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিল! তখন যিনি যাহা করিতেন, তাহা অকপট চিত্তে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিতই করিতেন। এখন কপটতা প্রবেশ করিয়াছে—এখন রাস্তা, ঔষধালয়, বিদ্যালয়, সাধারণ চান্দা প্রভৃতিতে অনেকানেক ধনী হিন্দু প্রতিবৎসরে বিস্তর টাকা ব্যয় করেন বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই কপট বুদ্ধির ফল! পারিষদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বাবু মহাশয় এই পরামর্শতেই ব্যস্ত "কিসে সংবাদপত্রে তাঁহার নাম উঠিবে—কিসে সাহেবেরা তাঁহাকে মান্য করিবেন—কিসে গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তিনি জানিত হইবেন—কিসে রায় বাহাদুর পদবীটী লাভ করিতে পারেন!" এই মূল অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত যে যাহা বলিবে, বাবুজী ঋণ করিয়া—একখান তালুক বেচিয়াও তাহা করিতে প্রস্তুত! বাবু যদি মফস্বল-বাসী হন, তবে জজ, কলেক্টর, কমিস্যনার প্রভৃতির উপাসনায় এত ব্যতিব্যস্ত থাকেন, যে, দেখিলে দয়া উপস্থিত হয়! জিলার সদর স্থানে তাঁহার বেতনভুক্ কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকে; তাহারা আমলাদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করে; আমলারা কথায় কথায় হাকিমের কর্ণে শুনায় "অমুক বাবু বড় লোক—বাবুর দেশ হিতৈষিতা গুণে এ অঞ্চল অদৈন্য হইল, দেশের ছেলে মূর্খ থাকিল না, পথিকের কষ্ট রহিল না এবং সহস্র সহস্র পীড়িত ব্যক্তি প্রাণ দান পাইল ইত্যাদি!" কোনো কোনো বড় বড় বাবুর দুই একটী এজেণ্ট কলিকাতাতেও আছে, তাহারা পত্র সম্পাদকদিগের দ্বারে দ্বারে ফিরে; সম্পাদককুলের পাংশুলস্বরূপ দুই একজন সম্পাদক-নামধারীকে টাকা দিয়াও বশ করে; ইংরাজী লিখিতে পটু কিন্তু দরিদ্র কিম্বা নেশাখোর, এমন লোকের দ্বারা বাবুর গুণানুবাদ ও সদনুষ্ঠান সমূহের তালিকা লিখাইয়া ইংরাজী পত্রের প্রেরিত-স্তম্ভে ছাপাইয়া দেয়; কি হয় তো বিশেষ আত্মীয়তা বাঁধাইয়া কোনো সরল-প্রাণ সম্ভ্রান্ত

সুজনের দ্বারা সুপারিস করাইয়া কোনো ভাল কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তদ্বৎ গুণগান প্রকাশ করাইতে সমর্থ হয়! এইরূপে সাহেব-সমাজে এবং গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত জানিত ও মান্য গণ্য হওনার্থ বঙ্গদেশের কতকগুলি বড়মানুষ ও ভূস্বামী মহাশয়েরা যেরূপ ব্যতিব্যস্ত আছেন, তাহা শুনিলে ঘৃণা হয়, দেখিলে লজ্জা ও দুঃখে অস্থি দগ্ধ হইতে থাকে, ভাবিলে অবশ্যম্ভাবী ভাবী অমঙ্গলের ভয়ে হৃৎকম্প হয়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! যে ধনীশ্রেণীর উপরেই মাতৃভূমির উদ্ধার কার্য্য নির্ভর করিতেছে, সদ্ব্যয়রূপ উপায়ে অলংঘ্য বিঘ্নসিন্ধু লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা জনক দুহিতা রূপিণী জন্মভূমির উদ্ধার সাধন করিবেন—পথ-প্রদর্শক হইবেন—তাঁহাদিগের দশা যদি এরূপ হইল, তবে আর উপায় কি? ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ধন দিয়াছেন; সেই সঙ্গে যদি সদ্বুদ্ধি দিতেন, তাহা হইলে কি সুখেরই হইত! তাঁহাদিগের হৃদয়ে অকপট স্বদেশানুরাগ না থাকাতেই এত দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। তাঁহারা ইংরাজ পাড়ায় নাম কিনিবার নিমিত্তই পাগল! পাগলামি চিনিতে পারিয়া ধূর্ত্ত এজেণ্টগণ স্বার্থ সাধনে তৎপর থাকে—তাহাদিগের নিয়োগকর্ত্তারা প্রতারিত হন। উহার মধ্যে যাঁহারা একটু চতুর, তাঁহারা সেই বৃথা উপাধি লাভে বঞ্চিত হন না, কিন্তু তেমন লোকের সংখ্যা অতি অল্প। আর যাঁহারা নির্ব্বোধ ধনী, (এই দলই বেশী) তাঁহাদের ধূর্ত্ত এজেণ্টগণ কেবল ঠকাইয়া খায়—কাজে কিছুই হয় না। আমি অনুমান বা কল্পনা করিয়া এ বর্ণনা করিতেছি না, দুই তিনটী এইরূপ রাজোপাধির উমেদার ভূস্বামীদের এজেণ্টগণকে ও তাহাদের উল্লিখিতরূপ চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছি—দুর্জ্জনেরা যে অভিপ্রায়ে নিকটস্থ হইত, তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যক্তি নির্ব্বাচনের বিবেচনার ত্রুটীতে তাহা সিদ্ধ হয় নাই, লাভে হইতে তাহাদিগের প্রভুগণকে যথার্থ দেশহিতৈষী বলিয়া যে জানিতাম, সেই ভ্রম দূর করিবার নিমিত্তই ভাগ্য যেন তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন!

সে যাহা হউক, এই তো এক্ষণে বঙ্গের দশা, যাহাদিগের প্রতি জন্ম ভূমির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা ভরসা, অধন দেশহিতার্থীরা যাঁহাদিগের মুখ চাহিয়া—যাঁহাদিগের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া আশ্বাসিত এবং জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন—তাঁহাদিগের তো এই দশা, তবে "বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়?"

দুঃখের কথা কত কহিব; মুগ্ধ ঐ প্রকার সাহেব-ভুলানে অযথা উপাধি লাভেচ্ছাই যে যথার্থ জাতীয় ভাবের এক মাত্র অন্তরায় হইয়াছে, তাহাও নহে। ভূমণ্ডলে বিশেষতঃ অস্মদ্দেশে যাঁহারা বড়মানুষ নামে খ্যাত, তাঁহারা যে কি ভয়ানক জাতি, যাঁহারা সেই জাতির সহিত বিশেষ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তাহা জানিতে পারেন!



তাঁহাদিগের স্বশ্রেণী মধ্যে অর্থাৎ বড়মানুষে বড়মানুষে পরস্পরে যশ, মান ও বড়াই লইয়া মনে মনে যে বিষম রিষ—যে অপ্রার্থনীয় বিদ্বেষ বুদ্ধি দেখা যায়, এক তাহাতেই দেশের কোনো উন্নতির আশু আশা সম্ভবে না! তাঁহাদিগের পরস্পরে মৌখিক প্রেমালাপ যত, আন্তরিক দ্বেষানল ততই উজ্জ্বল! একজন কোনো মহদনুষ্ঠানের মুরব্বি হইলে আর একজন অমনি যেন দ্বন্দ্ব সূচক দীর্ঘাকারের একটী "হুঁ!" দিয়া বসেন! ইহার ভাব ভাবুক জনেরাই ভাবিয়া লউন!! এরূপ মহানর্থকর বিদ্বেষ-বুদ্ধি হইতে জন কতক প্রকৃত দেশহিতৈষী বড়মানুষ মুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের চরিত্র নিতান্তই আদর্শস্থল, তাঁহারা যথার্থই কায়মনোবাক্যে স্বদেশের মঙ্গলানুষ্ঠাতা, তাহাতেই নিস্তার—তজ্জন্যই একটু আদটু যাহা কিছু সদনুষ্ঠান দেখা যায়! সর্ব্ব শুভকর জগৎ পিতা তাঁহাদিগের কল্যাণ করুন এবং সকল বড়মানুষকে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তাবলম্বী করিয়া দিউন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা!

জাতীয় ভাব সম্বন্ধে অদ্য যত কথার আলোচনা করা গেল, প্রায় সকলই নিরুৎসাহের কারণ। কিন্তু কি করি, ক্ষত স্থানে শলাকা সন্নিবেশ ব্যতীত রোগ নিরূপিত হয় কৈ? রোগাবধারণ ব্যতীতই বা উপশমের উপায় কি? আমাদের নিজস্ব ধন বলিয়া যেটীকে পাইয়াছি, তাহাকে হারাইতে হইলে কত মর্ম্মান্তিক বেদনার বিষয়, তাহাও কি বাক্যে বুঝাইবার প্রয়োজন? কি কারণে তাহার উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে—কি কারণে জাতীয় ভাব উত্থিত হইয়াও উন্নত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না—কি কারণে জাতীয় অনুষ্ঠান সমূহ যথা বিধানে পরিণত হইতে পায় না, এ সব কি মধ্যে মধ্যে ভাবিয়া দেখা উচিত নয়? হায়, এই মেলাকে আমরা হিন্দুজাতীয় যথার্থ মহামেলা বলিবার সুযোগ পাইতেছি না, ইহাও কি প্রাণে সহ্য হয়? আমাদের সকল থাকিতে কিছুই নাই—মহা মেলার সকল উপকরণ চতুর্দ্দিগে বিকীর্ণ থাকিতেও সমাহৃত হয় না, ইহাও কি সামান্য দুঃখ? জাতীয় ভাবের আর কিঞ্চিৎ বিস্তার—স্বজাতীয়ের আর কিঞ্চিৎ মনোযোগ—ধনবান ও ক্ষমতাবানের আর কিঞ্চিৎ আনুকূল্য—পরস্পরে আর কিঞ্চিৎ ঐক্যভাব হইলেই এই মহদনুষ্ঠান যথার্থ মহদনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহা যে হইয়াও হইতেছে না, এ কি সামান্য লজ্জার বিষয়? আমাদিগের অধ্যক্ষ সভার কেমন সুন্দর বিভাগ হইয়াছিল, নামে অদ্যাপিও তাহা আছে, এক এক বিভাগের উপর এক এক শাখা-বিষয়ের ভার, একটী সাহিত্য বিজ্ঞান, একটী কৃষি উদ্যান, একটী সঙ্গীত, একটী সমাজ তত্ত্ব তত্ত্বাবধান করিবেন ইত্যাদি প্রণালীতে কি চমৎকার কার্য্য বিভাগ ও শ্রমবিভাগের ব্যবস্থাই হইয়াছিল—শুনিলে বিদেশীর চমক, স্বদেশীর চৈ-

তন্য, বান্ধবের উৎসাহ, উদাসীনের ভক্তি না হইয়া যায় না! কিন্তু হায়, বিধাতা আমাদিগকে কি পোড়া জাতিরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদিগের সকল সদুদ্যোগই খড়ের আগুণ—আমাদের কিছুই নেকড়ার আগুণ হইবে না? প্রথমে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, পরক্ষণেই অন্ধকার! এত মহা মহা রথী সুসজ্জ হইয়া রণক্ষেত্রে নামিলেন—এই দেখিলাম বিঘ্ন শত্রুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন; এই দেখিলাম ভয়ঙ্কর বেগে ধাবমান হইলেন—ওমা শত্রুরা অস্ত্র ওঁচাইতে না ওঁচাইতে পশ্চাদ্গামন—সকলেই রণ-ভঙ্গ—দুই একজন সঙ্গীকে শত্রু হস্তে সঁপিয়া দিয়া একবারে ভঙ্গ—একবারে আলস্য শিবিরে প্রবেশ! কোথায় বা প্রতিবর্ষে নূতন নূতন সংগ্রহ * কোথায় বা শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞানাদির প্রতি উত্তরোত্তর উৎসাহের যুদ্ধ, কোথায় বা সামাজিক নানা বিষয়ে উপযুক্ত রূপ বার্ষিক বিজ্ঞাপন; কোথায় বা কি? শত শত যোগ্য ব্যক্তির অধ্যবসায় দ্বারা যাহা সুসিদ্ধ হওয়া দুরূহ, তাহাও কি দুই এক ব্যক্তির (সহস্র প্রাণপণ চেষ্টা হইলেও) সুসাধিত হইতে পারে? এ যেন নিয়ম রক্ষার মত সকল অঙ্গেরই কিছু কিছু হইতেছে—এ যেন কোনোমতে তিথিটী সাদ না যায়—এ যেন অপার্য্যমানে একখানি জেলে কাচা, এক সের আতপ তণ্ডুল, ঠ'টে কলা, চা'রটী দক্ষিণা, কুন্কে দুই চিড়া আর ভাঁড় দুই দই দে একটী ব্রাহ্মণ জলপান! আমরা যে দানসাগরের কথা শুনিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, ফর্দ্দ করিয়াছিলাম, প্রতি বর্ষে বৃদ্ধি বই তিল মাত্র ন্যূন হইবে না ভাবিয়াছিলাম, কৈ তাহার কি হইল? তাহা কি হইতে পারে না? আমাদের কি যোত্র নাই? বাঙ্গালায় কি মনুষ্যের অভাব? দেশে কি ধনের অভাব? এ কর্ম্মের অধ্যক্ষতায় কত বড়মানুষ চাই? তজ্জন্য কি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন, ক্রমওয়েল, স্যার রবার্ট পিল, পিট, ফক্স, ওয়াসিংটন কি সেক্সপিয়ার ও কালীদাস কিম্বা নিউটন ও গ্যালিলিওর ন্যায় অসমতুল প্রতিভান্বিত জনগণের প্রয়োজন? এ কর্ম্মের উপযুক্ত লোক কি বাঙ্গালায় নাই? এ কর্ম্মের সাধন-যোগ্য ধনও কি বাঙ্গালায় নাই? সবই আছে—সবই আছে—প্রতিধ্বনি বলিতেছে—সবই আছে, সে সকলের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই! তবে কি কারণ সম্পূর্ণরূপে মনোভীষ্ট সুসিদ্ধ হয় না? সেই কথাই কথা! কি নিমিত্ত হইয়া উঠে না? যে নিমিত্ত হইয়া উঠিতেছে না, তাহার আর নব উল্লেখ কি করিব? এতক্ষণ তাহা বলিতেই ব্যস্ত ছিলাম—এতক্ষণ সেই কারণ নির্দ্দেশেই এত সময় অতিবাহন করিলাম! অতএব তাহা আর বলিতে হইবে না—তাহা বুঝিতে কাহারো বাকী নাই—বোধ করি, যাহাতে সেই নিদারুণ প্রতিবন্ধকতা আর না প্রবল হইতে পারে, সভাস্থ সহৃদয় মাত্রেই তদুপায় ধ্যান করিতেছেন—বোধ করি, স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটীর সংশোধন করা তো কঠিন নয় বলিয়া, তাঁহারা মনে মনে ভাবী পন্থা ভাবনা করিতেছেন—বোধ করি, যাহা হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহারা লজ্জিত হইতেছেন—বোধ করি, আর তেমন না হইতে পারে. তাঁহারা তদ্ধেতু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছেন—বোধ করি, প্রতি হৃদয় আমার ভীরু হৃদয়কে কার্য্য দ্বারা আশ্বাস প্রদানে চঞ্চল হইতেছে—বোধ করি, প্রত্যেক অধ্যক্ষ মহাশয়ই "আচ্ছা, আগামী বর্ষাবধি তোমার এই মুখেই বিপরীত ভাব—প্রতিষ্ঠাবাদ—ধন্যবাদ নিষ্ক্রান্ত হয় কি না দেখিব, এইরূপ সৎসংকল্পকে অধ্যবসায়-লৌহতারে সুদৃঢ়রূপে আঁটিয়া বাঁধিতেছেন—বোধ করি, আমাদের শত শত বান্ধব ও অধ্যক্ষগণ অদ্যাবধি শত নবগোপাল হইতে মনে মনে স্থিরব্রত হইতেছেন—বোধ করি বান্ধবমণ্ডলী আমার সহিত একতানে মিলিত হইয়া বদ্ধকর ঊর্দ্ধমুখে সেই সর্ব্বশুভনিয়ন্তা সর্ব্বপাতা মহেশ্বরের উদ্দেশে এই স্বদেশহিতকর বিনীত প্রার্থনা প্রেরণ করিতেছেন, যে, হে দয়ানিধান, দয়া-দৃষ্টি দান কর; হে বিঘ্নহর! বিঘ্ন হর; হে শুভঙ্কর! শুভঙ্কর; হে ব্রহ্মাণ্ড মেলার চক্রধারি! আমাদের এই ক্ষুদ্র মেলার মহানুষ্ঠান-চক্রটী পরিচালন কর—দুর্ভাগ্য হিন্দু বংশে মনের মেলা পুনর্ব্বার স্থাপন কর! আমাদের প্রার্থনীয় সেই নির্ম্মল পবিত্র লোক হইতে এই মহা পবিত্র বাক্য নিনাদিত কর, যে,

শান্তি শান্তি শান্তি!!!

* যদিও নবগোপালবাবু-প্রমুখ বান্ধবগণের অপরিসীম যত্নে (তাঁহাদিগের দ্বারা যত দূর সম্ভ) সংগ্রহ-কার্য্যের ত্রুটী হইতেছে না, কিন্তু আমাদিগের আশা তত সঙ্কীর্ণ নয়; আমার চাহি সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সর্ব্বত্র হইতে সংগ্রহ করিবেন।



## বাবু।

সংস্কৃত ভাষায় সব আছে, ইতিহাস নাই! সাহিত্যে চূড়ান্ত; গণিতে ও বিজ্ঞানে তখনকার অসামান্য; দর্শন ও যোগ শাস্ত্রে অদ্বিতীয়; ভৈষজ্যের কোনো কোনো অংশে অতুল্য—অদ্যাপি অন্য কোনো সভ্য দেশ তত দূরে উঠে নাই এবং কোনো কোনো অংশের ভাব তত্ত্ব বুঝিবার লোক এখন নাই, তাই বলে (Absurd) অসম্ভব! শিল্পে, অদ্যকার মধ্যস্থের অন্যস্তম্ভে "আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরি" নামা পুস্তকের সমালোচনা দেখ; রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ব্যবহার ও ব্যবস্থাদি তত্ত্ব তাৎকালিক সভ্যতম ইউরোপীয় গ্রীক জাতির অপেক্ষাও যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাহা এল্ফিনিষ্টন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—তৎপ্রমাণ মনোমোহন বসুর "হিন্দু আচার ব্যবহার" পুস্তকে দেখ; সঙ্গীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবে অতি চমৎকার—তৎপ্রমাণ অগ্রহায়ণের মধ্যস্থে এবং অদ্যকার অন্য স্তম্ভেও সুপ্রকাশ! আর কত নাম করিব? যে অঙ্গে দেখি-

বে, সেই অঙ্গেই এখনকার পর-চরণ-দলিত অকর্ম্মণ্য হিন্দুজাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা এই বিশাল ধরা মণ্ডলের সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা মহোচ্চতর ঔৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন।

সকলই ছিল, সকলেরি কিছু না কিছু ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, কেবলই কি ইতিহাস ছিল না? অনেকে অনুমান করেন তাহাও "ছিল, নষ্ট হইয়াছে।" আবার অনেক কারণেও অনুমিত হয় "ছিল না!" ছিল কি না, সে বিচার করা অদ্যকার উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের অভাবে যে দুর্গতি, যে লাঞ্ছনা, যে অসুবিধা, যে অনভিজ্ঞতা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা নিতান্ত শোচনীয়।

আপাততঃ "বাবু" প্রসঙ্গের প্রস্তাব লিখিতে বসিয়া সেই অভাব বড়ই বোধ হইতেছে—ইহাতে পূর্ব্ব কালের ইতিহাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বকালে আর্য্য জাতীয় ভদ্রাভদ্র ব্যক্তিগণের সম্ভ্রমাসম্ভ্রম জ্ঞাপক শর্ম্ম, বর্ম্ম ব্যতীত উপাধি, অন্য শব্দ, অন্য সম্বোধনাদি ব্যবহৃত হইত কি না, তাহা বিশেষরূপে জানিবার উপায় কি? রাম, শ্যাম, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ হইতে বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত, আদিশূর, লক্ষ্মণসেন, ভীম সিংহ, শিবজী প্রভৃতির সময় পর্য্যন্ত যত সম্ভ্রান্ত ভদ্র হিন্দুর কথা (পূর্ব্বে হিন্দু শব্দও ছিল না!) যত সংস্কৃত ও পারসী গ্রন্থে লিখিত আছে, কৈ তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে "বাবু"র সদৃশ কোনো শব্দ কি দেখা যায়?

কার্য্য বিশেষ, কি ব্যবসায় বিশেষের খ্যাতি নিমিত্ত কোনো ব্যক্তি সমাজ দত্ত বা রাজদত্ত কোনো উপাধি লাভ করিতেন, সে স্বতন্ত্র কথা। ভদ্রলোক মাত্রেরই নাম লিখিতে কি বলিতে এখন যেমন এদেশীয়ের মানার্থ "বাবু" ইংলণ্ডীয়ের মানার্থ "মেষ্টার" এবং তাঁহাদের স্ত্রীলোকদিগের গৌরবার্থ "ম্যাড্যাম" ইত্যাদি প্রচলিত আছে, সে কালে আর্য্য জাতি মধ্যে তদ্রূপ কিছু যে ছিল, এমন তো কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না।

অন্য দেশীয় লোকের কথা আবশ্যক নাই, তাহাদিগের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তত্ত্বাবতেরও উৎপত্তি-স্থান ও উৎপত্তিকাল নিরূপিত আছে! আমাদের আপন চর্কায় তৈল দেওয়ারই প্রয়োজন!

"বাবু" উপাধিটী কোথা হইতে কবে আইল? কবেই বা জাঁকিল?

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মুসলমান দিগের নিকট হইতেই এই রত্নটী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মুসলমানেরা "বাবু" শব্দের উৎপত্তি ও প্রয়োগাদি বিষয়ে যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় সহজেই জানা যাইতে পারে। যে কয়েকজন কৃতবিদ্য মুসলমান মহাশয়েরা মধ্যস্থের গ্রাহক আছেন, তাঁহারা যদি শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিশেষ লিখিয়া পাঠান, উপকৃত হইব। সে যাহা হউক, মুসলমানদিগের সাম্রাজ্য সময়েই



আর্য্যজাতি যেমন "হিন্দু" নাম পাইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগেরই অনুকরণে "বাবু" উপাধিটী সর্ব্ব প্রথম যে লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু তৎকালে দেশ সুদ্ধ ভদ্র হিন্দু মাত্রেই বাবু হইয়া উঠিতে পারেন নাই—লোকে যাঁহাদের যথার্থ বাবুয় না দেখিতে পাইত, কেবল তাঁহাদিগকেই বাবু বলিয়া ডাকিত। অধিক দিন নয়, আমাদিগেরই বাল্যকালে দেখা গিয়াছে, যে, বাঙ্গালী হিন্দু

"বাইরে বাবু নাম—
ঘরে রাঙ্গারাম!"

অর্থাৎ বাস্তবিক ধনী নয়, অথচ ধনীর ন্যায় বাহ্য ভড়ং করিয়া চলিত, তাহাকে লোকে "ফ'তো বাবু" বলিত! দশজনে বসিয়া গল্প করিতেছে, তাহার মধ্যে কেহ যদি প্রসঙ্গ ক্রমে বলিত "অমুক বাবু অমুক কাজ করিলেন" অমনি সকলেই এককালে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন "উঃ! অমুক আবার বাবু! রেখে দেও, অমন ফ'তো বাবু আমিও হ'তে পারি! তুমিও হ'তে পার! ওরে আর বাবু ব'লোনা—ওরে বাবু ব'ল্লে বাবু নামের অপমান করা হয় হত্যাদি!"

ইহাতে কি বুঝায়? ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝাইতেছে না, যে, প্রকৃত ব্যয়শীল অথবা প্রকৃত অপব্যয়শীল ধনী ভিন্ন অন্য কাহাকেও বাবু বলিবার রীতি বড় ছিল না? প্রাচীন লোকদিগের মুখে পূর্ব্বে কতবার শুনিয়াছি—অদ্যাপিও কখনো কখনো শুনা যায়—"বাবু কয় জন? বাবু তো রাজা রাজকৃষ্ণ—বাবু তো সাতু বাবু ইত্যাদি!"

ফলে যদিও মুসলমানদিগের আমলে হিন্দু নামের পুর্ব্বে প্রথমে বাবু বসিয়াছিল, কিন্তু তখন ইহার সাধারণ প্রচলন হয় নাই—ইংরাজরাজ্যের শৈশবেও নয়—সম্প্রতি হইয়াছে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাশয়দিগের অসীম যত্ন, সমুজ্জ্বল বিদ্যাবত্তা ও নির্ম্মল প্রতিভা গুণে যখন ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়, তৎকালে উক্ত পত্রিকাতে যত সভ্য, অধ্যক্ষ বা গ্রাহকাদির নাম লেখা হইত, সে সব নামের পুর্ব্বে তখন "বাবু" বসানোর রীতি ছিল না! সে সময়ে আর আর সংবাদ পত্রাদি "বাবু" ব্যবহার করিলেও উক্ত পত্রিকায় লিখন এবং সমাজের বক্তৃতা প্রভৃতি বিশুদ্ধ সাধুভাষার আকর বলিয়া তত্তৎসম্পাদকেরা যাবনিক শব্দ গ্রহণ করিতেন না। বোধ হয়, ইহাই তাহার এক মাত্র কারণ।

কালে সংবাদ পত্রের বহুল প্রচলন ও রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওন প্রযুক্ত দেশসুদ্ধ বাবু হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও সভার সৃষ্টি হইয়া নববঙ্গ নব সভ্যতা শিখিতে লাগিল; ইংরাজীতে কোনো ইংরাজের সুধু নামটী লেখার রীতি নাই দেখিল; তাঁহাদের যেমন "মেষ্টার"

আমাদেরও তেমন "বাবু" বলিবার সহজ উপায় আছে, কেনই বা তাহার আশ্রয় না লইয়া শিষ্টাচারে হীন থাকা যায়—কেনই বা উপায় সত্ত্বে অভব্য-রূপে সুধু নাম ধরিয়া ডাকা যায়, এই ভাব স্বভাবতঃ অনুভূত হইল; হইয়া পরস্পরে কেহই বাবু সাজিতে বাকী রহিল না!

"বাকী রহিল না" বলাতে এককালে বঙ্গবাসী হিন্দুবংশীয় মনুষ্য মাত্রেই যে বাবু হইয়াছে, তাহাও নয়। আবার ভদ্র বাঙ্গালী হইলেই যে বাবু হইয়া থাকে, তাহাও তো দেখা যায় না। এমন ভদ্র সন্তান বিস্তর আছে যাহারা লেখাপড়া জানে না, পৈতৃক বিষয়ে সঙ্গতিশালী নয়, উপার্জ্জন করিতে পারে না, পরান্নে পালিত—পরাজ্ঞাবাহী, তাহাদিগকে কেহ কি বাবু বলিয়া ডাকে, না পত্র লিখে? অথচ যোত্রপন্ন বা বিদ্যাবিশিষ্ট ইতর জাতীয় ব্যক্তিও বাবু হইতেছে! তবে কি লেখাপড়া শিখিলেই বাবু হয়? তাহাই বা সম্পূর্ণ কৈ? তাহা আংশিক বটে! অর্থাৎ সকল লেখাপড়ায় হইবে না—গুরু পাঠশালা ও টোলের পড়ুয়াকে কে কবে বাবু বলে?

তবে কি উপার্জ্জনশীল ও সঙ্গতিবান হইলেই বাবু হইয়া থাকে? তাহাই বা সকলে কৈ? দুগ্ধদাধছেনা-ব্যবসায়ী বড় বড় গোয়ালা; ঢাকা প্রভৃতি বহু অঞ্চলের চর্ম্ম-ব্যবসায়ী মুচি; পাট, তিসি, তামাকু, ছোলা, গম, প্রভৃতির বিলক্ষণ সাঁসালো সাঁসালো ব্যাপারী, ইত্যাদি অনেক শ্রেণীর লোককে কে কবে বাবু বলিয়া লিপি লিখিয়া থাকেন?

আবার প্রকৃত বাবুয়ানার নিমিত্ত ব্যয়শীল বাবুরাই যে এখন একচেটে বাবু নন, তাহা তো পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে!

তবে এখন বঙ্গদেশে বাবু কাহারা? কোন্ জাতীয়—কোন্ গুণ বিশিষ্ট—কোন্ বেশভুষাধারী—কোন্ প্রকৃতির লোক বাবু?

ইহার যথার্থ আরিজা বাঁধিয়া দিতে হইলে জাতি, ব্যবসায়, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ্যতা, গুণ, রূপ, বয়স, সঙ্গতি, জ্ঞান, দান, ধ্যান ইত্যাদি তুলিয়া রাখিতে বা ভুলিয়া যাইতে হইবে—ঐ কয়টীর সঙ্গে আধুনিক বাবুত্বের কোনো মূল বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই—দূর সম্বন্ধ, শাখা-সম্বন্ধ ও বিরল সম্বন্ধ থাকিতে পারে! বাবুর যে কয়টী প্রকৃত লক্ষণ তাহা এখনকার সমাজ-বৈয়াকরণ বা আলঙ্কারিকেরা নিম্ন লিখিত রূপে সূত্র-বদ্ধ করিতে পারেন যথা;—

১। ইংরাজী স্কুলে বা ইংরাজী-প্রণালীর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে। কতকাল বা কতদূর পড়া, তাহার নিশ্চয়তা নাই; দিন কতক ও পাত কতক পড়িলেই যথেষ্ট!

২। বাবুর নানা শ্রেণী আছে, তদ্বিবরণ সময়ান্তে প্রকাশিতব্য। অধুনা এই মাত্র বক্তব্য উচ্চ শ্রেণীর বাবু হইতে গেলে সুদ্ধ ইংরাজী প্রণালীর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়িলেই হইবে না,



সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ইংরাজী বিদ্যালয়েই (নিদান অল্প কালও) অধ্যয়ন কর—অভাবতঃ ইংরাজী বুলি কতকগুলি পাকা ধরণে, বাঁকা টোনে ও একেলে উচ্চারণে (অশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত ভাঁজাল দেওনার্থ) অভ্যাস করা চাই!

৩। তোমার বিষয় আশয় যেমন তেমন হউক, ইংরাজী জুতা, পীরান, চিনাকোট, ফিরাণো চুল, পায় হাফ মোজা, হাতে ষ্টিক একটা তো চাইই চাই; আর যদি উচ্চ ধরণের সাহেব-বাবু হইতে সাধ থাকে, তবে জ্যাকেট্ পেণ্টুলেন, চেন্ ঘড়ী, নাকে চস্মা, চাঁপ দাড়ী, চুরোট, শীশ, কুকুর, ড্যাম্ হুট্ ইত্যাদি কয়েকটী প্রকরণের প্রয়োজন!

৪। ঘাড় নাড়িয়া সম্ভাষণ! (তাহার ঠিক ধরণ অনেক কস্তে দুরস্ত হয়) সেক্ হ্যাণ্ড্, নমস্কার, প্রণামে ঘৃণা, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরোক্ষে বা সমক্ষেও উপহাস, ভিক্ষুককে অনাদর, খবরের কাগজে আদর, রাজ্যের কথায় আগ্রহ, সভা টভার নামে লোমাঞ্চ, দলাদলির নামে খড়্গহস্ত, (মাঝে মাঝে ইংরাজী—সে উচ্চ শ্রেণীর লক্ষণ!) কথায় কথায় স্বাস্থ্যরক্ষার উল্লেখ, সর্ব্বদাই অস্বাস্থ্যের অভিযোগ, আহারের দিন দিন স্বল্পতা, পদব্রজে গমনের ক্লেশ জ্ঞাপন, এ সব নইলে নয়—আর আর যাহা দরকার, "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ!" আসরে নামিলে আটক থাকিবে না!

৫। পুরোহিতের পুত্র হওতো পূজা ত্যাগ, অধ্যাপকের হওতো সংস্কৃত পড়া ত্যাগ; কায়স্থের হওতো ঘরে রাঁধুনী রাখা বা সঙ্গতি অভাবে মা ব'নকে দিয়া সে কাজ সারা—তাঁকে হাঁড়ি ছুঁতে না দেওয়া; দোকানীর পুত্র হওতো দোকানের ত্রিসীমানায় লজ্জায় না যাওয়া; ময়রার হওতো তাড়ু ছাড়া; নাপিতের হওতো ভাঁড় জলে ফেলা; কলুর হওতো ঘা'নগাছ পুতে ফেলা; চাষার হওতো হাল গরু বিলিয়ে দেওয়া—দেনা থা'কলে বেচে ফেলা! এসব বাদে সকলকেই কতকগুলি পশম কিনে ঘরে কারপেটের কাজ ক'র্ত্তে দিতে হবে!

৬। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাবুর নানা শ্রেণী আছে সেই শ্রেণী-বিভাগ অদ্য করিব না। অদ্য কেবল তাহার আভাষ মাত্র দিয়া উপসংহার করিব। যথা;—যে যত মা বাপের মনে দুঃখ দিতে পারিবে, সে তত "প্রগ্রেসিভ" বাবু হইবে! যে যত সমাজের বিপরীত আচরণ করিবে, সে তত সাহেব-প্রিয় বাবু হইতে পারিবে! যে যত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত প্রভৃতির প্রতি ভক্তি স্নেহ কাটাইতে, তাঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে এবং "বাবার পরিবার বাবা পুষুন, আমার পরিবার আমি পুষি" এই বিলাতী "পোলিটিক্যাল ইকনমি"-মূলক লোক-যাত্রা-বিধান-তত্ত্বের অনুগামী হইতে পারিবে, সে তত স্বাধীন বাবু হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইবে! সেই

সকল বাবু ইংরাজী পড়িয়া এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া স্বাধীনতা নামা অমূল্য পদার্থের ঘোর ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; এমন কি, স্বাধীন না হইলে তাঁহাদিগের অন্ন পরিপাক হওয়া কি জীবন ধারণ করাও ভার। কিন্তু রাজকীয় স্বাধীনতা পাইবার উপায় নাই—কেননা ইংরাজের মত এদেশে পার্লেমেণ্ট স্থাপনের প্রস্তাব করিতে গেলে "কিকিং" বই আর কিছুই লাভ হইবে না!—সংবাদপত্রে কিম্বা পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন অভিপ্রায় প্রকাশের যো নাই—কেননা এখনি ছোটকর্ত্তা শ্রীঘরে পাঠাইতে পারেন!—তবেই হইল, উচ্চ অঙ্গের কোনো স্বাধীনতার মুখ দেখিবার কোনো প্রত্যাশা নাই, অথচ স্বাধীনতা ব্যতীতও প্রাণ হাঁপায়! এ অবস্থায় কি করেন—আর কোথায় সে সাধ মিটাইবেন? ঘরে বুড়ো বাপ মা আছেন, তাঁহারা আপনারা না খাইয়া—আপনাদের সকল সুখ নষ্ট করিয়াও—এতকাল খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন; যাহাতে সন্তানের সুখ হয় তাহাই করিয়াছেন; সকল আব্দার সহিয়াছেন, সকল সাধ পূরাইয়াছেন, এখন স্বাধীনতার সাধ পূরাইবার ভার তাঁহাদিগের বই আর কাহার স্কন্ধে চাপাইতে পারেন? "আস্তাবলের যত আপদ বালাই" তাঁহাদিগের ঘাড় দিয়াই চালানো সহজ—"ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা" তাঁহারাই আছেন, সুতরাং স্বাধীনতার যত আয়েস, বুড়া বাপ মার নিকটেই মিটানো হয়! তাহার পর নির্দ্দোষা যোষা সহধর্ম্মিণীদের মনে যে যত দুঃখ দিতে সমর্থ হয়, সে তত ফুলবাবুর শিরোমণি হইয়া থাকে! এই শ্রেণীর বাবুদের অগম্যা গমন ও অপেয় পান, এই দুটীই প্রধান গুণ। অধুনা এ দেশে এ শ্রেণীর বাবু যত, অন্য কোনো শ্রেণীর বাবু তত দেখা যায় না এই বাবুরা এক দিগে এবং প্রগ্রেসিভ বাবুরা আর দিগে এবং স্বাধীন বাবুরা মধ্যস্থলে, এইরূপ অর্দ্ধচক্র-ব্যূহ সাজাইয়া সামাজিকতার সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতি ধীর, স্থির, মাধুর্য্য-রস-বিশিষ্ট হিন্দু সামাজিকতা তাহাদিগের আক্রমণে অস্থির হইয়াছেন—তাঁহার বান্ধবগণ চিন্তায় ব্যাকুল—তাঁহার শত্রুপক্ষ আনন্দে গদ্গাদ! তাঁহার দল হইতে ঐ তিন দলের কোনো না কোনো দলে ক্রমশঃই নির্ব্বোধ বিদ্রোহী যুবাগণ প্রবেশ করিতেছে। তাহাতে ভাবী ভাবনা বিস্তর হইতে পারে, কিন্তু অদ্যাপি সামাজিকতার ব্যূহ এক প্রকার অটল আছে; স্থলে স্থলে কিছু রূপান্তর হইতেছে মাত্র॥ সূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ দর্শকের মতে ঐ তিনদল কদাচ জয়ী হইবে না—অথচ পূর্ব্ব সামাজিকতাও যে অবিকল পূর্ব্বাবস্থায় থাকিবে, তাহাও বোধ হয় না। অবশ্যই কিছুকালে একটা রফা হইয়া উভয় অন্তিম সীমার মধ্যবর্ত্তী কোনো একটা বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন



উক্ত নানা শ্রেণীর বাবু দলের মধ্যে কতক কতক অতি ভয়ানক; তাঁহাদিগের গতি মতির বেগ খর্ব্ব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক—তাঁহাদিগের প্রবোধের নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তপথে গমনোন্মুখ তরুণ গণের বোধের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এইরূপে লেখনী ধারণ করিতে হইবে!

---

## দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

### ২য় ভাগ—অষ্টম অধ্যায়।

আশার অতিরিক্ত আশ সিদ্ধি।

দুলীন এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহীর অধিনায়ক হইয়াছেন, কিন্তু কার্য্যভার প্রাপ্ত হন নাই; আর এক দিন রাজদর্শনের পর তাহা হইতে পারিবে। সেই পুনর্দ্দর্শন তাঁহার স্বেচ্ছাধীন নহে; মহারাজ দিন ধার্য্য করিয়া বলিয়া পাঠাইবেন, এমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমতি বিনা যাওয়া ভাল হয় না।

তিনি ইতিমধ্যে ফকীর আজিজুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফকীরজী প্রথমাবধিই তাঁহাকে সুনয়নে দেখিয়াছেন; অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুরম্য বাসস্থান দিয়াছেন; রাজদ্বারে সম্মান ও উন্নতিলাভের সূত্রধর হইয়াছেন—বিনা স্বার্থে (অন্ততঃ প্রকাশ্যরূপে বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনো স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলেও) স্বতঃ পরতঃ বিস্তর আনুকূল্য ও উপকার করিতেছেন। ফকীরজীর ন্যায় ক্ষমতাবান পুরুষ যে একজন উদাসীনকে এতদূর দয়া করেন, ইহা দুই কারণে সম্ভবে। হয় তাঁহার সদাশয় স্বভাব, নয় সুনয়নে দেখা। কখনো কখনো হঠাৎ কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি অন্তঃকরণ স্বতঃ স্নেহ-প্রবণ হয়—আলাপ যত পুরাতন হইতে থাকে, সেই প্রসন্নতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সে নিতান্ত অভাজন না হইলে সে ভাবের হ্রাসতা কদাচ সম্ভবে না; সে সুজন ও গুণভাজন হইলে সে ভাব যে চিরবর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

দুলীন সাহেবকে ফকীর সাহেব সেইরূপ সুদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। দিন দিন দুলীনের সহৃদয়তা, ভদ্রতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, সাহস প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ যত প্রকাশ পাইতে লাগিল, ফকীর ততই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। উত্তমাধম ব্যক্তি নির্ব্বাচন, মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা এবং গুণগ্রাহিতা গুণে মহারাজের অপেক্ষা ফকীর আজিজুদ্দিন বড় ন্যূন ছিলেন না। সুতরাং দুলীনের মহোচ্চ গুণাবলী অত্যল্প আলাপেই তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধির সুগোচর হইবে আশ্চর্য্য কি? সে কারণেও ফকীর সাহেব তাঁহার পরম হিতৈষী বন্ধু হইয়া উঠিলেন। রাজা ধ্যান সিংহকে সর্ব্বাগ্রে প্রসন্ন করা যে অত্যাবশ্যক, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন। তদনুসারে দুলীন সাহেব রাজার নিকট গমন করিলেন। এবং

যথোচিত সৌজন্য সহকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইলেন। বোধহয়, অসিদ্ধও হইলেন না। বিশেষতঃ স্বীয় চির-বশ্যতা ও সময়ে সময়ে আর্থিক উপহার প্রদানের ইঙ্গিত প্রকাশেও ত্রুটী করিলেন না। রাজা বাহাদুর বিশেষ অমায়িকতার সহিত ভাবী সহায়তার আভাষ দানে কৃপণ হইলেন না! তাহা বাচনিক কি আন্তরিক, তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই—ভবিষ্যতের গর্ভে রহিল। আপাততঃ তাঁহার মনের গতি এইরূপ হইতে পারে, যে, "দেখা যাউক, মনোমত হও, আশামত ফল পাইবে।"

ফকীর আজিজুদ্দিন ও রাজা ধ্যান সিংহ উভয়ের মুখেই দুলীন শুনিলেন, যে, আর দুই দিবস পরে তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। এই বিলম্বের কারণ কি, দুলীন বুঝিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করাও উচিত হয় না। ভাবিলেন "যাহাই হউক, উতলা হওয়া অকর্ত্তব্য, বরং মহারাজ যাহাতে কাজ-কাংলা ও টাকা-হ্যাংলা না ভাবেন, এমন ভারিত্ব দেখাইতে হইবে—বরং সাক্ষাতের নিমিত্ত যে দিন ধার্য্য হইল, সে দিন কোনো ছলে না গিয়া দুই এক দিবস পরে গেলে আরো উত্তম দেখাইবে।" মনে মনে এই সংকল্প আঁটিয়া দুলীন সে প্রসঙ্গে দ্বিরুক্তি না করিয়া অন্যান্য আলাপের পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঐ সাক্ষাৎকালে রাজা ধ্যানসিংহ কথায় কথায় স্বীয় অগ্নি-মান্দ্য-জনিত অস্বাস্থ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। দুলীন কহিলেন "আপনার যদি ভক্তি হয়, তবে আমি এমন এক ঔষধ দিতে পারি, যাহাতে আপনি অবশ্যই আরোগ্য লাভ করিবেন।" রাজা ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাহা চাহিলেন। দুলীন বাসায় আসিয়া চৈতনের দ্বারা ব্যবস্থা-লিপি সহিত লৌহঘটিত ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

বন্নু বড় প্রভুভক্ত; প্রভুর আহারের পারিপাট্য সাধন পক্ষেও বন্নুর বিশেষ দৃষ্টি; বন্নু বহু সন্ধানে এক জন বিখ্যাত মোগল সূপকার নিযুক্ত করিয়াছে; তাহার নাম ভাঁওন (চৈতন তাহাকে ভুবন বলিয়া ডাকিত) বন্নুর ইচ্ছাতে ভাঁওন উপাদেয় পোলাও রান্ধিয়াছে। দুলীন সাহেব মনে মনে তারিপ করিতে করিতে ভোজন করিতেছেন, এমত সময় চাঁদ খাঁ আসিয়া উপস্থিত! চাঁদ খাঁ রীতিমত সেলাম করিয়া দাঁড়াইল! এক মাত্র ভোজনপাত্রে ভোজন এবং জলমাত্র পানীয় দেখিয়া চাঁদ খাঁ আশ্চর্য্য হইল। চাঁদ খাঁর বহুভাষিতা গুণটী পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। চাঁদ খাঁ বিস্ময়-বিকাশকস্বরে কহিল "হুজুর কি লাল জল পান করেন না?" দুলীন সহাস্যে বলিলেন "না।" চাঁদ খাঁ বলিল "তবেই হয়েছে! তবেই হুজুর দরবারের প্রিয় হতে পেরেছেন? ভাল হুজুরের চ'কে শিখদের পোষাক কেমন লাগে? রণজিৎসিং তাও শীঘ্র আপনাকে পরাবে! আ'জ্ ক দিন ধ'রে রণজিৎসিং হজুরের কত খবর নিচ্ছে, তার সংখ্যা নেই। আ'জ্ হজুরের দু এক জন চাকরকেও দরবারে ডেকে নিয়ে গেছে—তাদেরও নানা কথা জিজ্ঞাসা করা হ'চ্ছে। হজুর এখন দরবারের যতদূর পেয়ার হতে হয়, তা হয়েছেন। কিন্তু রণজিতের খাওয়া পরা মেজাজের সঙ্গে ঠিক মিল না হলে কি তেমন ভাব থা'কবে?"

দুলীন হাসিয়া বলিলেন "তিনি যদি সে আশা করেন, তবে নিরাশ হইবেন!" এই কালে দুলীনের মনে পূর্ব্ব সংকল্পিত ভারিত্ব-ভাবের ঔচিত্য আরো বদ্ধমূল হইল। অর্থাৎ তাঁহার এমন সংস্কার জন্মিল, যে, যদ্যপি তিনি মহারাজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় মাত্রকেই অবিচার্য্যরূপে শিরোধার্য্য করেন—যদি তিনি এ দেশীয়ের অনুকরণে নিতান্ত প্রসাদ-ভোজী কুক্কুরের ন্যায় অধীনতা-শৃঙ্খল ধারণ করেন—যদি তিনি নিতান্ত কর্ম্ম-লোলুপ নিস্তেজ দাসবৎ আচরণ করেন, তবে মহারাজ সুযোগ পাইয়া তাঁহার প্রতি স্বেচ্ছাচারের ব্যবহার দেখাইতে পারেন—চাঁদ খাঁ যাহা কহিতেছে, অবিকল তদ্রূপ করিতেও পারেন। অতএব বিবেচনার সহিত সামান্য সামান্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ তেজ—সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভারিত্ব—অথচ কর্ত্তব্য পালনে বিশ্বাসী ও অধ্যবসায়ী ভৃত্যবৎ আচরণ প্রদর্শন করিতে



হইবে। ইহা ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি এখনও ঠিক বলিতে পারি না, মহারাজার সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করিব কিনা। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে আমার কয়েক জন বন্ধু আছেন, আমি ইচ্ছা করিলে এখনই ইংরাজ সরকারে উত্তম পদ পাইতে পারি। তদ্ভিন্ন বিস্তর স্বাধীন রাজা আছেন, আমাকে পাইলে কে না আহ্লাদ পূর্ব্বক উচ্চপদে স্থাপন করিবেন? সাসুজা আপন রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্যোগে আছেন, উত্তম সেনাপতি তাঁহার অত্যন্ত প্রয়োজন।" এই কথা শ্রবণে চাঁদ খাঁ পরমোৎসাহে বলিল "বহুৎ আচ্ছা হজুর, এ গোলাম পঞ্চাশজন চাঙ্গা সোয়ার লইয়া হজুরের যথা ইচ্ছা সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত। তাহারা যেমন তেমন সোয়ার নয়, আগুণ খেগো! যুদ্ধকালে তাহাদিগের মুখ বই পীঠ কেউ দেখিতে পায় না!" দুলীন কহিলেন "আচ্ছা চাঁদ খাঁ, প্রয়োজন হইলে তোমার এ প্রার্থনা বিস্মৃত হইব না।"

চাঁদ খাঁ চলিয়া গেল। চাঁদ খাঁকে উল্লিখিত অভিপ্রায় অবগত করাইবার বিশিষ্ট হেতু ছিল; দুলীন জানিতেন পরম্পরায় একথা অবশ্যই মহারাজের কর্ণে উঠিবে। তাঁহার রাজ্যে এক জন সাহসী বিলাতী আসিয়া অমনি ফিরিয়া যাইবে, ইহা মহারাজ কদাচ সহ্য করিতে পারিবেন না—অবশ্যই তাহাকে মান দান পূর্ব্বক উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বে যে কয় জন ইউরো-

পীয় সৈনিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গুণেই তাঁহার সৈন্য অজেয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কি সুযোগ্য ইউরোপীয় পাইলে ছাড়িয়া দিবার লোক?

ডুলীন এই সাহসেই উক্ত কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আশা কিছু মাত্র বিফলা হয় নাই। তাঁহার অবস্থানের অস্থৈর্য্য বিষয়টী মহারাজের কর্ণে উঠিয়াছে। পঞ্জাবে থাকিবার যৎকিঞ্চিৎ সন্দেহ মাত্র তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে সেই সন্দেহ ঘোরতর অনিচ্ছা রূপে পরিণত হইয়া মহারাজের শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়াছে! তাহার ফল-স্বরূপ রাজদরবারে ডুলীনের গুণের মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহারাজ ফকীরজীকে অনুরোধ করিলেন "ডুলীন সাহেব যেন কল্যই দরবারে উপস্থিত হন।" কিন্তু ডুলীন অসুখের ছল করিয়া নির্দ্ধারিত দিবসে গেলেন না। প্রতিদিন প্রচুর মিষ্টান্নের সহিত এক একশত টাকা জিয়াফৎ আসিতে লাগিল। ডুলীন আরো মহার্ঘ হইলেন—আরো দুই তিন দিন বিলম্ব করিলেন!

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রাজা ধ্যান সিংহকে ডুলীন অগ্নি-মান্দ্যের ঔষধ দিয়াছিলেন। তাহাতে রাজার অত্যন্ত উপকার দর্শিয়াছে; তিনি রাজসভায় বসিয়া মুক্তকণ্ঠে সেই উপশমের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "আগে আমার মূলে ক্ষুধা হইত না, এই ঔষধ দুই দিন খাইতে না খাইতেই বিস্তর তাহার করিতেছি—এখন প্রচুর ভোজনেও আশ মিটেনা।" রোগশান্তি সত্য হউক বা না হউক, রাজা ধ্যান সিংহ এইরূপে ডুলীনের চিকিৎসার বিস্তর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঘটনাক্রমে মহারাজা রণজিৎসিংহেরও অগ্নিমান্দ্য জন্মিয়াছিল—হাকিমী চিকিৎসায় কিছুই হইতেছেনা। সুতরাং ধ্যানসিংহের মুখে আশ্চর্য্য ভৈষজ্যের কথা শুনিবামাত্র তদ্ ভিষককে তৎক্ষণাৎ আনিতে অনুমতি করিলেন। ডুলীন শুনিয়া ব্যগ্রচিত্তে ঔষধ পাঠাইলেন; আপনি আইলেন না—অস্বাস্থ্যের ছল করিয়া বিস্তর অনুনয় পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে ডুলীন প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া এক দিনেই মহারাজার উপকার দর্শিল। অনুকূল ভাবের আরো বৃদ্ধি হইল। পরদিন সিংহাসনে বসিয়াই নব বৈদ্যকে স্মরণ করিলেন—অবিলম্বে তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন "যদ্যপি তিনি না আসিতে পারেন, কাজেই আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে!" সে দিবস এক শতের পরিবর্ত্তে এক সহস্র মুদ্রা জিয়াফৎ প্রেরিত হইল। ডুলীন ভাবিলেন "আর না—যথেষ্ট হইয়াছে—সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং!" অতএব বিনয় পূর্ব্বক বলিয়া দিলেন "কল্য প্রাতে নিশ্চিত রাজদর্শনে যাইব।"

রাত্রি প্রভাত হইল; ডুলীন দরবারের পোষাক পরিতে পরিতে গবাক্ষ দিয়া দেখিতে পাইলেন, কতিপয় অশ্বারোহী রাজ-সৈন্য উদ্যানে প্রবেশ করিল। অনুভবে বুঝিলেন ইহারা সম্মানসূচক শরীর রক্ষক হইবে। আনন্দে শরীর লোমাঞ্চ হইল। পরক্ষণে একটু ভয়ও দেখা দিল। মহারাজ এত গৌরব করিতেছেন, ইহাতে ঈর্ষা-জনিত শাত্রবতার সঞ্চার হইলেও হইতে পারে। "যাহা হউক সরল, সত্য ও ধর্ম্মপথে চলিব—যদিও কোনো কৌশলের প্রয়োজন হয়, তাহাও অধর্ম্মমূলক হইবে না—ধর্ম্মই ধর্ম্ম-সেবকের রক্ষক—তবে আর চিন্তা কি?" এই পরম তত্ত্ব স্মরণ করিয়া সাহসী ডুলীন শতগুণে সাহসী হইলেন—সোৎসুক নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিলেন।

সুসজ্জ হইয়া বেশ-গৃহ হইতে উপবেশন-গৃহে পদার্পণ মাত্র দেখেন, তথায় একজন সভাসদ সর্দ্দার অপেক্ষা করিতেছেন। উভয়পক্ষে যথোচিত সম্ভাষণানন্তর সভাসদ স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। অশ্বারোহীগণকে দেখিয়া ডুলীন যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য। অধিকন্তু সেই সঙ্গে জনৈক সর্দ্দারকে প্রেরণ করাতে মহারাজার আরো অধিক অনুকম্পা প্রকাশ পাইল—এতদূর অনুগ্রহ আশাতিরিক্ত! ডুলীন মহারাজের উদ্দেশে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পুর্ব্বক তাঁহার দৈহিক সুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পারিষদ আহ্লাদ সহকারে জানাইলেন "আপনার চিকিৎসার আশু ফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহাতে মহারাজ অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন।"

ডুলীন সন্তুষ্ট হইয়া সর্দ্দার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বোক্ত সওয়ার ও কয়েকজন স্বীয় অনুচর অগ্রপশ্চাৎ চলিল। প্রথম দিবস হইতে অদ্যকার যাত্রা-পদ্ধতি বিস্তর বিভিন্ন—লাহোরের লোক সে দিন এক জন ভ্রামক বা অনিশ্চিত অনুগ্রহার্থী ফিরিঙ্গীকে দেখিয়াছিল মাত্র; আ'জ্ মহারাজের একজন প্রিয় সেনাপতি সাহেব বলিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতে লাগিল!

দরবারে উপস্থিত হইলে মহারাজ সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ইঙ্গিতানুসারে সিংহাসনের অতি নিকটেই গালিচার উপর ডুলীন বসিলেন। পরস্পর কুশল প্রশ্ন ও ডুলীনের ভৈষজ্যের প্রশংসা ইত্যাদি হইয়া গেলে মহারাজ কথাচ্ছলে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ডের বিষয়ই অধিক। সে সব সবিস্তার বলিয়া লিপি-বাহুল্য করিব না।

উপযুক্ত সময়ে মহারাজ বলিলেন "ডুলীন সাহেব, এক্ষণে গুরুতর বিষয়ে যাহা বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। তোমার সহিত আলাপ করিয়া, তোমার সাহসিকতা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া এবং অনুসন্ধান দ্বারা তোমার নানা গুণ শুনিয়া আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনেকেই বলে

আমি মানুষ চিনিতে অপটু নহি; এ কথা সত্য হইতে পারে। আমার সম্পূর্ণ সংস্কার জন্মিয়াছে, তুমি সাহসী ও সমর্থ; তুমি বিশ্বাসী ও তৎপর; তুমি যুবা, কিন্তু অল্প বয়সে বহুদর্শী; বয়োধিক্য ও বিজ্ঞতা সর্ব্বদা সহচর হয় না; অনেকে যৌবনেও জ্ঞানী হয়; তুমি যে শেষোক্ত ধাতুর লোক, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই; যে কারণেই হউক আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমাতে গুরুভার অর্পণ করিলে তুমি যে অবলীলা ক্রমে বহন করিতে পারিবে, আর সরকারের খসের খাঁ থাকিবে এ বিশ্বাস হইতেছে; আমি তোমাকে এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সৈনিকের অধ্যক্ষতা স্বীকার করিয়াছি, সে পদ তোমার থাকিল; অধিকন্তু তোমাকে এক অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিতেছি!—অদ্যাবধি তুমি কর্ণেল হইলে! অদ্যই কর্ণেল দুলীন কোট কাঙ্গারা বিভাগের শাসন-কর্ত্তৃত্বের ফর্ম্মান পাইবে। কোট্ কাঙ্গারা কিছু বন্য ও পার্ব্বতীয় প্রদেশ; তত্রত্য স্বাভাবিক বস্তু যত কর্কশ, অধিবাসী মনুষ্যেরা তদপেক্ষাও দুর্দ্ধর্ষ। তোমার প্রতি সরল ব্যবহার প্রয়োগ করাই আমার অভিপ্রায়। তন্নিমিত্ত পূর্ব্বেই বলিতেছি, যে কার্য্যভার পাইতেছ তাহা অত্যন্ত কঠিন। সম্প্রতি তথায় যেরূপে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহা নিতান্ত অসন্তোষজনক। পূর্ব্বে নয়লক্ষ টাকা রাজস্ব আসিত, এখন ষষ্ঠ লক্ষেরও ন্যূন হইয়া পড়িয়াছে। তোমাকে সে সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রতীকার করিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ দুই বৎসর পর্য্যন্ত তুমি পঞ্চ লক্ষ করিয়া পাঠাইলেও অসন্তুষ্ট হইব না। কেননা, একবারেই প্রতিবিধান সম্ভবে না—ভবিষ্যতের সুশাসন উদ্দেশে অধুনা বিস্তর পরিবর্ত্তন ও নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তনের প্ররোজন। সুতরাং প্রথমেই আয়াধিক্যের প্রতি তত দৃষ্টি না রাখিয়া যাহাতে প্রজা বৃদ্ধি. প্রজার সুখ বৃদ্ধি এবং কৃষি বৃদ্ধি প্রভৃতি সুশাসনের সূত্রপাত হয়, তাহাতে অণুমাত্র শিথিলযত্ন হইবে না—রাজস্বের দিগে দৃষ্টি মাত্র রাখিবে না! তোমার বেতন বার্ষিক পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা অবধারিত হইল। তদ্ব্যতীত নজরানা মাত্রই তোমার।"

চতুর্দ্দিগে অনুচ্চস্বরে "বা! বা!" ইত্যাদি ধ্বনি শ্রুত হইল। দুলীন নতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপক্রম করিতেছিলেন, রণজিৎ নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

"তোমার নিজের অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট ব্যতীত এক রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং দুই দল নাজির সঙ্গে লইয়া যাইবে। নাজির দুই দল তুমি নূতন প্রস্তুত করিয়া লও। তাহার কাপ্তেন প্রভৃতি কর্ম্মচারী তুমি স্বয়ং মনোনীত করিবে, তাহাদিগের ছাড়ান বাহালের এক্তার তোমার। এই সৈন্য লইয়া কোট কাঙ্গারা রক্ষা করিতে হইবে। সরকারী নিয়মিত সৈনিক দল জমাদার খোসাল সিংহের চমূ মধ্য হইতে পাইবে। কিন্তু তোমাকে



তন্‌খা যোগাইতে হইবে। গমনে বিলম্ব করিও না। কোনো বিষয়ে গোপনীয় ভাব রাখিবে না। এক জন উপযুক্ত উকীল দরবারে রাখিয়া যাও; বিষয় রাজাজীকে * সর্ব্বদা জানাইতে ত্রুটী করিবে না। ইটী যেন তোমার স্মরণ থাকে, যে, আমার সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানে যাহা ঘটে—যে যাহা করে—তত্তাবতের সংবাদ আমি পাইয়া থাকি। অন্য সূত্রে যাহা শুনিব, তোমার বিরুদ্ধে লিখিত বা আমার অন্তঃকরণে অঙ্কিত রহিবে। ব্যবহারে তাহার অপহ্নব করা তোমার কার্য্য। পদটী সামান্য নয়—ভারার্পণ ও বিশ্বাস স্থাপনও অসামান্য হইতেছে। (ফকীরের প্রতি ইঙ্গিত মাত্র তৎকর্ত্তৃক একটী মোহর করা পুলিন্দা প্রদত্ত হইল) এই লও, ইহার মধ্যে গোপনীয় তাবৎ উপদেশ আছে। পুনর্ব্বার বলিতেছি, বিশেষ সতর্কতা, বিশেষ দূরদর্শিতা, বিশেষ চতুরতার সহিত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে—প্রজার কোনো অভিযোগ যেন দরবারে না আইসে! বস্—রোক শোধ—ভাগ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণে অধিক মূল্যের খেলাত প্রদত্ত হইল। দুলীন উঠিয়া অতি নম্রভাবে হর্ষবিকসিত বদনে উৎসাহফুল্লনয়নে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক অভিবাদন করিলেন; বাক্যে কিছুই ফুটিতে পারিলেন না। মহারাজের প্রতিষ্ঠাবাদ ও ধন্য-ধ্বনিতে সভা নিনাদিত হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে কাহারো কাহারো মুখশ্রীর প্রতি তৎকালে কোনো আকার-তত্ত্ববিৎ যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিত, তবে অসন্তোষ, রাগ, বিরাগ ও দ্বেষের স্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইত! প্রভুর যশোগানের শব্দাবলীর মধ্যেও সভায় কোনো কোনো অংশে অন্যবিধ গালাঘুষা চলিতেছিল।

কাপ্তেন দুলীন এত দিনের পর পালক পিতার পদ প্রাপ্ত হইয়া কর্ণেল দুলীন হইলেন। সুদ্ধ উহাই নহে; মহারাজ তাঁহাকে তৎকাল-প্রচলিত আরো যে উপাধি প্রদান করিলেন, তাহা উচ্চারণে দীর্ঘ, শুনিতে কঠোর এবং সে নামে দুলীন কখনই খ্যাত হয়েন নাই, এ প্রযুক্ত আমরা তদুল্লেখ করিলাম না। সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই কোষাধ্যক্ষ সুবর্ণপূর্ণ এক বৃহৎ তোড়া আনাইয়া নূতন শাসনকর্ত্তাকে অর্পণ করিলেন। উপর্য্যুপরি এই সমস্ত রাজপ্রসাদ ও প্রসন্নতা চিহ্ন লাভ করিয়া দুলীন গদ্গদ চিত্তে পুনর্ব্বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশোদ্যত হইতেছেন, মহারাজ বুঝিতে পারিয়া সহাস্য মুখে সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

বড় বড় সর্দ্দার আসিয়া দুলীনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই সন্তোষ ও আহ্লাদ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন—অনেকের অন্তরে যাহাই থাকুক! দুলীন যথাযোগ্য সমাদর সম্ভাষণাদি করিয়া ঝটিতি প্রস্থান করিলেন। তথাপি বহুজন সঙ্গ লইল দেখিয়া একপ্রকার অশিষ্টাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও

* রাজা ধ্যানসিংহ।

বাধিত হইলেন। কেননা, আশাতিরিক্ত আশা-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ নানাভাবে এত পূর্ণ হইয়াছিল, যে, তখন আলাপ কুশল ভাল লাগে না; নির্জ্জন হইয়া স্বীয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করিতেই ব্যগ্র! অতএব অতি ত্বরান্বিতভাবে সহচরগণ সমভিব্যাহারে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

---

## প্রতি জিলায় সংবাদ পত্র।

চতুর্দ্দিগে বহু সংবাদ পত্র হইতেছে, দেখিয়া কোন্ স্বদেশ-হিতৈষীর মন না আশা ও আনন্দে গলিতেছে? কিন্তু সেই হর্ষ নিঃশঙ্ক নয়—সেই আশা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিতেছে না। কয়েক বৎসর মধ্যে কয়েক জিলায় (কয়েক কেন, বহু জিলায়) বহু সংখ্যক সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, অবশিষ্ট স্থল সমূহে শীঘ্র যে হইবে তাহাও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু হিত-ব্রতী যুবক সম্পাদক সম্প্রদায়ের আগ্রহ যত, সক্ষম গ্রাহকবৃন্দের আগ্রহ তাহার চতুর্থাংশের একাংশ হইলেও কোনো চিন্তা থাকিত না। এদেশীয় ভাষার প্রদেশীয় সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের আয়ের উপর প্রায় কিছুমাত্রই নির্ভর করিতে পারে না, এক মাত্র গ্রাহকের "হাতছাড়াই" তাহার সোনার কাটী, গ্রাহকের ঔদাস্যরূপ রূপার কাটী স্পর্শ মাত্রেই তাহার অবসন্ন ভাব অবশ্যম্ভাবী!

কিন্তু অদ্যাপি বঙ্গীয় সমাজে সমর্থ পাঠকের সংখ্যা এত হয় নাই, যে, তাঁহাদিগের আনুকূল্যে রাজধানী ও প্রতি জিলাস্থ এত সংবাদ পত্রের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হইতে পারে। ঈশ্বরেচ্ছায় আ'জ্ কা'ল্ পাঠ-লোলুপ পাঠকের সংখ্যা আশাতিরিক্তরূপে অধিক হইয়া থাকিবে, কিন্তু সুদ্ধ "পাঠ-লোলুপ" হইলে কি হইবে, "সমর্থ" পাঠকের অত্যাবশ্যক! সখ্ আছে, ফুঁ আছে—কেবল বাটী নাই, দুধও নাই! মূল্যটী নিজের না দিতে হয়, চাহিয়া চিন্তিয়া পড়িতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান বঙ্গভূমিতে এমন ধাতুর পাঠেচ্ছুক সহস্র সহস্র দৃষ্ট হয়—সে ধাতুর পাঠকগণ মূর্খ নন, লেখা পড়া উত্তম জানেন, সুশিক্ষিতের ন্যায় ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন, পঠিত পত্র পুস্তকাদির উপলক্ষে সৎসমালোচকের ন্যায় যথোপযুক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন, অনেকে আবার সুযোগ পাইলে উত্তম লেখকও হইতে পারেন; এমন ধাতুর ব্যগ্র পাঠক সহস্র সহস্র বিকীর্ণ আছেন, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের সকল গুণ থাকিতেও কেবল একটী বিষয়ের অভাবে "এক কলস দুগ্ধে গোময় বিন্দু পতনের" ন্যায় সর্ব্বগুণ বিগুণ হইয়া পড়িল। দুর্ভাগ্যক্রমে যে এক বিষয়ের অভাব, সেইটীই মূলাধার—তাহার নাম "টাকা!"

যাঁহারা সভ্যতা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি দেখিয়া দেশের মহা মহা উন্নতি স্বপ্নে



দেখিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের সে সুখস্বপ্নের ব্যাঘাত জন্মাইতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু দেশ যে নির্ধন হইল—যাহারা বাহ্য-সভ্যতা শিখিয়া সভ্যদলভুক্ত হইতেছে, তাহারা যে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইতে বসিল—পুরুষানুক্রমে চাষ ব্যবসায়াদির গুণে যাহারা অন্নবস্ত্রের কষ্ট পায় নাই, তাহাদিগের সন্তানেরাও যে সভ্য হইতে গিয়া হা অন্ন যো অন্ন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য হইতে নয়নকে কি বলিয়া ফিরাইয়া রাখি—তথাপি কি বলিয়া সভ্যতার গ্যাদায় ফুটি-ফাটা হইয়া বেড়াই, তাহা বুঝিতে পারি না!

এ কথা এস্থলে তুলিবার কারণ আছে! সংবাদপত্রের উপকারিত্ব, সারত্ব ও উপাদেয়ত্বের আস্বাদন পাইয়া শিক্ষিত তরুণগণ তৎপ্রতি যেরূপ উৎসাহী হইতেছে, তাহাদিগের যদি তদনুরূপ সঙ্গতি বা আয় থাকিত, তবে নব প্রচারিত বা ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য সংবাদপত্র সমূহের পুষ্টি সাধন নিমিত্ত কিছু মাত্র ভাবিতে হইত না। বর্ত্তমান অবস্থায় এত সংবাদপত্রের তিষ্ঠিবার উপায় হয় এমন সম্ভাবনা দেখি না। অথচ ইহার এক খানিকেও হারাইতে হইলে মহা ক্ষতি বোধ হইবে। আমাদিগের নিদারুণ দুর্দ্দশার মধ্যে এইরূপ প্রাদেশিক প্রকাশ্য পত্রের প্রচলন ও সভাদি স্থাপনই নিমজ্জিত ব্যক্তির এক মাত্র তৃণাশ্রয়—নিরুপায়ের এক মাত্র উপায়।

যাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে, সুযোগ্য হস্তে সম্পাদিত হইবে—ভাল লেখা হইলেই সংবাদ পত্র স্থায়ী হয়, তাঁহাদিগের আংশিক ভ্রান্তি আছে। ভাল লেখাও চাই, আবার ভাল লেখা পাইবার নিমিত্ত ভালরূপ আনুকূল্যও চাই। আমরা দেখিতেছি, প্রচারিত অধিকাংশ সংবাদপত্র ও মাসিক পুস্তকাদির বিষয় ও বর্ণনা মন্দ নয়—অধিকাংশ সম্পাদকই সুশিক্ষিত ও স্বদেশহিতেচ্ছুক। সমুচিত উৎসাহ পাইলে তাঁহাদিগের পরিশ্রম আরো প্রগাঢ়—তাঁহাদিগের যত্ন অনন্যকর্ম্মার ন্যায় আরো অবিচলিত—সুতরাং তাঁহাদিগের লেখা আরো উত্তম হইতে পারে। সম্পাদকীয় কার্য্য অতি গুরুতর; তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে অনবরত অধ্যয়ন—অনবরত সেই ধ্যান সেই জ্ঞান—অনবরত তদুদ্দেশেই বুদ্ধি সাধ্যের নিয়োগ আবশ্যক করে। কিন্তু অন্যবিধ উপায়ে উদরান্নের নিমিত্ত সমস্ত সময় যাপন করিতে বাধিত হইলে সেই অধ্যয়ন, সেই ধ্যান জ্ঞান, সেই নিয়োগ কিরূপে ঘটিতে পারে? যে সমাজের সেবার্থ সে ব্যক্তি নিযুক্ত থাকিবে, সে সমাজ যদি তাহার মুখ পানে না চাহিল, তাহার ক্ষুধা নিবারণ না করিল, সমাজের কর্ম্ম করিবে অথচ অন্নের নিমিত্ত অন্যের নিকট যাইতে বাধিত হইল, তবে তাহার নিকট ভাল লেখা আর কিরূপে আশা করিতে পার? তাহাকে উপযুক্ত উৎসাহ দাও, অনন্যকর্ম্মা হইতে

দাও, আর কিছু না হউক জঠরানল নিবারণের মত এক মুষ্টি খাইতে দাও, দেখ দেখি সে ব্যক্তি শতগুণে উত্তম লেখা লিখিতে পারে কিনা? দেখ দেখি, তাহার জীবনের সমুদয়াংশ তোমার মনস্তুষ্টির উদ্দেশে সে উৎসর্জ্জিত করিয়া দেয় কিনা? দেখ দেখি, ছয় মাস মধ্যে সে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বিষয় চিত্র করিয়া তোমার মোহ উৎপাদন করে কিনা?

কিন্তু যাঁহারা সমাজ-তত্ত্ব রাখিয়া থাকেন—যাঁহারা স্বদেশীয় সমাজের যথার্থ ভাবুক, তাঁহারা জানেন স্বদেশীয় ভাষার সংবাদপত্রকে যাহারা প্রাণের সহিত ভাল বাসে, যাহারা তাহাকে প্রতিপালন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, তাহাদিগের অধিকাংশের শক্তি নাই অর্থাৎ তাহারা যোত্রহীন। আবার যাহাদিগের সাধ্য আছে, তাহাদিগের অধিকাংশের সেরূপ ইচ্ছা নাই—তাহারা পরকীয় ভাষার ক্রীত দাস!

ভবে কি এককালেই উপায়াভাব? তাহাও নয়। সদসৎ উভয়-বিষয়িণী লালসাই ষষ্ঠী-দেবীর বরপুত্রী—মহাভারত-বর্ণিত জরা রাক্ষসীর পালিতা কন্যার ন্যায় দ্বিধা হইলেও মরে না! যখন যে বিষয়ের বুভুক্ষা যে জাতি মধ্যে প্রবলা হয়, তখন সহস্র প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়াও সে চরিতার্থা হইবে! আ'জ্ কা'ল্ বঙ্গের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য ও সংবাদপত্রের পিপাসা এত বলবতী হইয়াছে, যে, অর্দ্ধোদর পূর্ণ করিয়াও সেই যোত্রহীন শিক্ষিত তরুণগণ সংবাদপত্র ক্রয় করিবে। কিন্তু তাহাতে এই পর্য্যন্তই হইতেছে, যে, কোনো মতে (অত্যন্ত কায়ক্লেশে) কয়েকখানি পত্র জীবন ধারণে সমর্থ হয় মাত্র। তন্নির্ব্বাহক মহাশয়েরা ঋণ করিয়া, ভিক্ষা মাগিয়া, উত্তমর্ণকে বিনয়ে থামাইয়া, ভৎ সনাকারী আত্মীয়বর্গকে বিফল আশায় মুগ্ধ করিয়া, গুপ্তানুসন্ধায়ী বন্ধুকে নানা প্রবোধবাক্যে শান্ত না দিয়া এক বৎসর, দুই বৎসর—আঃ! তিন চারি বৎসর কালও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম—অথচ অনাটনরূপ যক্ষ্মাকাশে মহা রুগ্ন, ধাতুভগ্ন পুত্রস্বরূপ সংবাদপত্রকে গোছে গাচে রক্ষা করেন! অবশেষে যখন রোগ নিতান্ত অচিকিৎস্য হইয়া উঠে, তখন আর কি করিবেন! "হা ঈশ্বর এত চেষ্টাতেও বাঁচিল না!" এই বলিয়া হৃদয়ের উৎসাহ সহিত প্রিয়তম প্রাণের ধনকে বিসর্জ্জন করিতে বাধিত হন!

বঙ্গদেশ যদি বাঙ্গালী রাজার অধীন থাকিত, তবে এতদিনে ইহার প্রতিবিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সমুচিত মান ও তৎপ্রচলনের বিবিধ সুগম উপায় হইতে পারিত। ব্রিটিস রাজপুরুষেরা স্বভাবতঃ স্বজাতীয় সংবাদপত্রের সহায়। যদিও কোনো কোনো উচ্চপদের কর্ম্মচারী শিশু বাঙ্গালা পত্রের প্রতি কখনো কখনো স্নেহ-বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে কখনই বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করেন নাই! যখন যে মহাশয় এ অঙ্গে কোনো



সুবিধি করিয়াছেন, তখন ইংরাজী পত্রের অনুরোধেই তাহা করা হইয়াছে—মুদ্ধ বাঙ্গালা কাগজের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কোনো অনুকূল ব্যবস্থা কি কেহ কদাপি করিয়াছেন? যৎকালে মহাত্মা মেট্‌কাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেন, তখনও সেই অনুরোধে এবং সম্প্রতি ডাকমাশুল ন্যূন করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অশেষ উপকার করিয়াছেন, ইহাও সেই অনুরোধে!

যদি আমাদিগের দেশের লোক ইংরাজ জাতির ন্যায় স্বজাতীয় এরূপ অনুষ্ঠানের মর্ম্মাবধারণে ও সাহায্য দানে স্বতঃ প্রবৃত্ত থাকিত, যদি বাঙ্গালা ভাষায় রাজকার্য্য এবং বাণিজ্য কার্য্য-নির্ব্বাহের রীতি প্রচলিত থাকিত, যদি দেশীয় সাধারণ অর্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষিত লোক নির্ধন না হইত, তবে আমরা এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট অতিরিক্ত দয়া ভিক্ষা করিতাম না। ইংরাজী পত্রের ভরণপোষণ ও লভ্যাংশের শত শত উপায় আপনা হইতেই বিদ্যমান আছে—ইংরাজীপত্র বহুকাল হইতে স্বয়ং কৃতী, স্বদেশ ছাড়িয়া অধীন রাজ্যে প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছে, তাহার আবার অভাব কি? বাঙ্গালা পত্র নবজাত, নিরাশ্রয়, অপোগণ্ড, নিতান্ত অকৃতী—রাজা প্রজা উভয়ের সাহায্য ভিন্ন কদাচই উন্নত হইতে পারে না। এই অপোগণ্ডকে মানুষ করিয়া দিলে ব্রিটিস জাতির অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। সুতরাং স্বয়ং-সিদ্ধ, সুকৃতী এবং এমন নাবালক, ইহাদিগের নিমিত্ত একবিধ সাধারণ নিয়ম হইলে চলিবে কেন? মনে করুন, আপনার দুই পুত্র; একের বয়স ষোড়শ বর্ষ, একের ষোড়শ মাস, আপনি নিরপেক্ষ পিতা হইবার জন্য উভয়কেই এক সময়ে একবিধ আহার—অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস উভয়কেই সমান—দিতে লাগিলেন। শিশু পুত্রের পক্ষে তাহা কি উপকারী? পিতার পক্ষে এ আচরণ কি নিরপেক্ষ? দুগ্ধপোষ্যকে দুগ্ধ দিবে—অন্ন ভোক্তাকে অন্ন দিবে—যে যেমন যোগ্য, তাহাকে সেইরূপে পোষণ করাই সদ্বিচার—যাহা সদ্বিচার তাহাই নিরপেক্ষতা!

সম্প্রতি প্রসিদ্ধনামা রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর রেবিনিউ বোর্ডে যে আবেদন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার মুখে তাহা শ্রবণ করিয়াই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। উক্ত স্বদেশ-হিতেচ্ছু মহোদয়ের মনে মনে ইচ্ছা, যে, বঙ্গদেশের প্রতি জিলা হইতে এক একখানি উপযুক্ত বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রচারিত হয়। সুদ্ধ প্রচারিত নয়, যাহাতে তিষ্ঠিয়া থাকে, এমন সদুপায় হওয়াও আবশ্যক। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদনুসারে কেবল গ্রাহক মণ্ডলীর সাহায্যদানের উপর নির্ভর করিলে সে পক্ষে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোনো বিশেষ সাহায্য না পাইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কদাচ সে শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারেনা। অন্ততঃ এক্ষণে কিছু কাল তদ্রূপ

আনুকূল্যের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু উল্লিখিত সিংহ বাহাদুর বিলক্ষণ জানেন, যে, গবর্ণমেণ্ট সরকারী কোষ হইতে এরূপ বিষয়ে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবেন না। কাজেই রাজকোষের অর্থ না লাগে, অথচ সংবাদ পত্র উপকৃত হয়, এই হেতু তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী করিয়াছেন।

যে সকল তালুকের রাজস্ব পাঁচশত টাকার ন্যূন এবং যত পত্তনি তালুক, তত্তাবতের নীলাম বিষয়টী গেজেটে বিজ্ঞপ্ত হয় না। তাহাতে সেই সেই ক্ষুদ্র তালুকদার ও পত্তনিদারদিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। রায় বাহাদুর প্রস্তাব করেন, প্রতি জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় বাঙ্গালা সংবাদপত্রে সেই সব সম্পত্তির বিক্রয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন দিউন এবং বিজ্ঞাপনের প্রতি ছত্রের প্রতি এক আনা হার নিরূপিত হউক। এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কোনো ক্ষতি হইল না; তালুকদারদিগের যেমন কিছু ব্যয় হইবে, তেমন তাহাদিগের সম্পত্তি উচ্চ মূল্য আনিতে পারে; এবং প্রতি জিলায় এক খানি করিয়া সংবাদপত্র অনায়াসে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবে। রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর এই মর্ম্মে আবেদন করাতে পরম দেশহিতৈষিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তরসা করি, সহযোগী মহাশয়েরা তাঁহার এই সদভিপ্রায়ের সমুচিত অনুমোদন ও আন্দোলন দ্বারা স্বদেশের মহোপকার সাধন করেন এবং গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের প্রকৃত প্রতিপালক হয়েন!

---

## হা দ্বারকানাথ!

(বঙ্গভূমির বিলাপ)

হা দ্বারকানাথ! কেন অকস্মাৎ, শিরে বজ্রাঘাত, হানিলি রে?
হা হাপুতি-ধন, অন্ধের নয়ন, দরিদ্র-রতন, কোথা গেলি রে?
হা বিধি নিদয়, হেন গুণময়, দিয়ে অসময়, হ'রে নিলি রে!
হা কৃতান্ত চোর; একি কর্ম্ম তোর, কি হৃদি-কঠোর, দেখাইলি রে।
উহু প্রাণ দহে, আর কত সহে, কারো দোষ নহে, স্বকর্ম্ম ফল—
হীন ধর্ম্ম বল, মজিল সকল, নয়নে কেবল, ঝরিছে জল!
এ জগতে মোর, কি দুষ্কৃতি ঘোর, দুঃখ নিশা ভোর, হইল না রে!



হা ভাগ্য অধম! হা পোড়া করম! কভু কি মরম, যুড়ালো না রে?
কতই সাধনে, কতই যতনে, যবে যে রতনে, হৃদয়ে পাই—
মা ব'লে ডাকিতে, কোলে না উঠিতে, দেখিতে দেখিতে, আর সে নাই!
যে রামমোহন, জ্ঞানের তপন, ঝলসি ভুবন, লুকালো ক্ষণে!
ইন্দ্রদর্পচূর, দ্বারকা ঠাকুর, গ্রাসে কাল ক্রূর, সে হেন ধনে!
যেন দিক্‌পাল, সে রামগোপাল, অকালেতে কাল, হরিল তায়!
সর্ব্ব গুণাধার, সর্ব্বপুত্র সার, হরিশ আমার, কোথারে হায়!
মধু-কাব্য-রবি, দত্ত মধু কবি, অল্পে তার ছবি, অস্তে লুকালো!
কিশোরীমোহন, দীনবন্ধু ধন, যৌবনে শমন, লয়ে পলালো!
হাইকোর্টাসনে, মম পুত্রগণে, দেখিতে নয়নে, পারেনা যম—
রমা, শম্ভু দুটী, অনুকূল যুটি, তিন রত্ন লুটি, দেখালে ক্রম!
বৈশ্বানর সম, তেজে নিরুপম, সর্ব্ব-মনোরম, দ্বারিক মোর—
বসি সিংহাসনে, কি হাস্য বদনে, ভাষিত সঘনে, অমিয় ঘোর!
গৌর কান্তিময়, জজ সমুদয়, কৃষ্ণ রত্নোদয়, একটী তায়—
বরট* সমাজে, ভৃঙ্গ যথা সাজে, রূপে গুণে কাজে, অভিন্ন হায়!
স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, জজের সমাজ, দেখে তার কাজ, পাইত লাজ!
পীকক্-রসনা, করেছে ঘোষণা, এমন হবে না, ভারত মাজ!
পাণ্ডব ভিতর, যথা পার্থবর, দেবে পুরন্দর, রাখালে শ্যাম্—
মম কীর্ত্তিমান, যতই সন্তান, সর্ব্বোপরি স্থান, দ্বারির নাম!
কি বক্তৃতা সুধা, হরে শ্রুতি-ক্ষুধা, সুযুক্তি বসুধা, শুনিনি হেন—
তড়িত-গামিনী, ছিল রে লেখনী, শারদা আপনি, চালাতো যেন!
মধুর ব্যাভারে, কতই আমারে, বিবিধ প্রকারে, দিত আশ্বাস!

* বোল্‌তা।

"ভয় কি জননি? তোরে মা এখনি, সুখ-রত্ন মণি, দিব নির্যাস!
তুমি পরাধীনা, তাকি মা জানিনা? কি করি পারি না, কাটিতে ফাঁস।
কিন্তু মা প্রকারে, শিথিল তাহারে, করিবে এবারে, এ তোর দাস!
রাজকীর্ত্তি-শূন্য, হয়ে আছ ক্ষুণ্ণ, তবু তব পুণ্য-গুণে এ হবে—
"বুদ্ধে হীনবল, বাঙ্গালী সকল" এ কলঙ্ক ছল, আর না রবে!
সে পক্ষে নির্ম্মল, তব নামোজ্জ্বল, সভ্য ভূমণ্ডল, গাবেই গাবে!
যত ভ্রাতা মম, ইংরাজের সম, পদ মানোত্তম, পাবেই পাবে!"
হা পুত্র! কেমনে, এ হেন বচনে, তুষিয়ে এক্ষণে, ভুলিয়ে গেলি!
হা দ্বারকানাথ, কেন অকস্মাৎ, হেন বজ্রাঘাত, শিরে হানিলি!

## প্রস্তাবিত নবন্যাস-মালা।

—:-:—

নিম্ন-লিখিত অনুষ্ঠানপত্র সম্বন্ধে আমরা অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না—ইহা আপনিই আত্ম-পরিচয় দিতেছে। এমন সকল সমাজ-হিতকারক অথচ চিত্ত-রঞ্জক বিষয়ে সমাজ যদি উপযুক্ত উৎসাহ ও আনুকূল্য দানে অগ্রসর না হয়েন, তবে জানিব অদ্যাপি আমরা মুখের বই কাজের লোক হই নাই! ভরসা করি, মধ্যস্থের পাঠক মাত্রেই ইহার গ্রাহক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইতে বিমুখ হইবেন না—যে সুলভ মূল্য, তাহাতে কাহারো সাধ্যাতীত হওয়া অসম্ভব। যদি বলেন উপাদেয় হইবে কি না জানিব কিসে? ভাল, ছয় মাস লইয়া দেখুন, মনোরম্য না হয় রহিত করিতে কতক্ষণ? ছয় মাসের মূল্য তো বেশীনয়—যৎ-সামান্য!



অনুষ্ঠানপত্র।

# ভারত-চিত্র।

অর্থাৎ

প্রথম যবনাধিকার হইতে পর পর সর্ব্ব সময়ের ইতিহাস-ঘটিত

## নবন্যাস-শ্রেণী।

A SERIES OF ROMANCE OF THE HISTORY OF INDIA.

নামেতেই অভিপ্রায় বুঝাইতেছে। তথাপি আরো কিঞ্চিৎ বিশদ হওয়া উচিত।

আমি বহুদিন হইতে এরূপ বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছি। কতিপয় সদ্বিদ্বান ধনী ও মধ্যবিধ বান্ধব সেই সংগ্রহ কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন বৃহদায়তনের এক শ্রেণী ঐতিহাসিক নবন্যাস প্রণয়ন ও প্রচারের আশা করিতেছি।

আর্য্যভূমি যৎকালে দুর্দ্দান্ত যবন-কর্ত্তৃক প্রথম উৎপীড়িত হয়, সেই সময়ের ঘটনা-সূত্রে প্রথম নবন্যাস খানি রচিত হইবে। তৎপরে প্রধান প্রধান সম্রাটের রাজত্বকাল অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ এক এক খানি নবন্যাস চলিতে থাকিবে। প্রত্যেক নবন্যাসের বিষয় ও নাম স্বতন্ত্র হইবে। কিন্তু সর্ব্ব সমষ্টিতে যে শ্রেণী দাঁড়াইবে, তাহার নাম "ভারত-চিত্র।" ফলতঃ যবনাধীন ভারতেতিহাসের সমগ্র সারভাগ আয়ত্ত করাই অভিপ্রায়। তন্মধ্যে এত বিচিত্র ও অদ্ভুত ঘটনাবলী দৃষ্ট হয়, যে, তত্তাবৎ (উচ্চ প্রতিভার লেখনী না লিখিলেও) উত্তম উত্তম নবন্যাসে পরিণত হইতে পারে। সুদ্ধ সেই ভরসাতেই সাহস বাঁধিলাম।

এরূপ গ্রন্থাবলীর মহোপকারিতা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া বাহুল্য।
মনোরঞ্জনের সহিত স্বদেশের ঐতিহাসিক জ্ঞান-লাভের এমন পন্থা দ্বি-
তীয় নাই। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত গ্রন্থ-মালা অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে যাহাই
হউক, এইটী সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, যে সব প্রয়োজনীয়
ও স্পৃহনীয় বিষয় সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য, এতন্মধ্যে
তেমন দুর্ল্লভও সুলভ হইবে। ভারতের প্রচলিত ইতিহাস সমূহের অধি-
কাংশ স্থলে কেবল মারামারি, কাটাকাটি, গুপ্ত খুন, চক্ষুরুৎপাটন,
ভ্রাতৃহত্যা এবং পিতৃহত্যা প্রভৃতি নৃশংস ও বীভৎস রসের বিবরণই
বেশী; সমাজগত, ব্যক্তিগত, চরিত্র-গত, রাজ্যতন্ত্র-গত সুজ্ঞাতব্য তত্ত্ব
সমূহ অতি সামান্য। এরূপ অবস্থায় এপ্রকার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করা আ-
বশ্যক কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী অবশ্যই বিচার করিতে পারেন।
কৃতকার্য্যতার সীমা কতদূর হইবে কিছুই জানি না, কেবল সচ্চেষ্টা নি-
জেই পুরস্কর্ত্তা, এই সংস্কারেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

কিন্তু এক এক খণ্ড সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিতে গেলে প্রকাশক ও
গ্রাহক উভয়কেই বহু ব্যয়ের অসুবিধায় পড়িতে হয়, এ নিমিত্ত সাপ্তা-
হিক সংখ্যানুক্রমে প্রকাশের রীতি অবলম্বন করা গেল। প্রতি সপ্তাহে
দুই ফরম বাহির করিবার ইচ্ছা, কিন্তু আপাততঃ এক এক ফরম হ-
ইতে পারে। ফলতঃ এক ফরমের ন্যূন নয়, দুই ফরমের বেশী নয়, এই
নিয়মই ধার্য্য রহিল। মূল্য প্রতি ফরমে ৵১০ অর্দ্ধ আনা; তদ্বাদে মফঃ-
স্বলে ডাকমাসুল। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত কাগজ প্রেরিত হইবে না। গ্রা-
হক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত অধিক দিনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে
পারেন ততই ভাল; অন্ততঃ আনুমানিক পাঁচ ছয় মাসের কম না হয়।
যেহেতু অল্পের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ হিসাব দেওয়া ও বিরক্ত করা কষ্টকর
হইতে পারে। নতুবা অল্পেতেও আমাদের আপত্তি নাই, অগ্রিম হইলেই
হইল। কলিকাতাস্থ গ্রাহকগণ ইচ্ছামতে অগ্রিম বা নগদ দিতে পারেন,
কিন্তু পশ্চাদ্দেয় রীতি কুত্রাপি প্রচলিত থাকিবে না। যথোপযুক্ত গ্রা-



হক সংখ্যা সংগৃহীত হইলেই এই "ভারত চিত্রের" প্রচারারম্ভ হইবে।
ভরসা করি, সহৃদয় সাধারণে সমুচিত উৎসাহ দানে কাতর হইবেন না।

কলিকাতা।
মধ্যস্থ যন্ত্রালয়।
চৈত্র, ১২৮০ সাল।

শ্রীমনোমোহন বসু।

---

## মাতাল মহিষী।

### দ্বিতীয় পালা।

(৫৯৮ পৃষ্ঠার পর)

২৯

বাতি হাতে প্রাণনাথে নিরখিয়ে নিরাশে,
একবারে হারাইনু জ্ঞান;
সহিতে না পারি, আঁখি মুদিলাম হুতাশে
হস্ত পদ দেহ কম্পমান;

৩০

অঙ্গুলি বিবশ হয়ে রাখিতে না পারিল
—খসিল জ্বলন্ত বাতি, হায়!
নিদ্রিত বঁধুর বিধু মুখোপরি পড়িল
—আর্ত্তনাদে জাগিল জ্বালায়!

৩১

নিমিষে জ্বালায়ে শয্যা নিজে বাতি নিবিল;
দপ্ দপ্ জ্বলে আস্তরণ—
"বাপ্‌রে বাপ্‌রে একি?" ব'লে কান্ত উঠিল
—লাফ্ দিয়ে ভূমেতে পতন!

৩২

গতি-শক্তি-হীনা প্রায় আছি আমি বসিয়ে;
ভাবিলাম—এই তো সময়!
বলিলাম, অগ্নি দেবে সম্বোধন করিয়ে
"এস অগ্নি যুড়াও হৃদয়!"

৩৩

"যে মূর্ত্তিতে আছ তুমি অভাগিনী অন্তরে,
তার কাছে এ মূর্ত্তি তো ধীর;
কেন চির-দগ্ধ তায় হব শতবৎসরে?
এক দাহে হইব সুস্থির!"

৩৪

আমার কাতর-স্বর কান্ত-কর্ণে পশিল
—বিপদ জন্মিয়া দিল বোধ—
সবলে টানিয়া মোরে ভূমে শীঘ্র আনিল;
জল ঢালি কৈল অগ্নি রোধ!

৩৫

নেশা, পেশা, পাপ, কাপ ভয় হ'লে থাকে না;
ভয়ে বঁধু সুধায় কারণ।
উত্তর কি দিব আমি—বাক্য মুখে সরে না;
অভিমানে যুড়িনু রোদন!

৩৬

মহানদী কাণা হলে তাতে তরী চলে না
—চর-লগ্ন-বালী-মগ্ন হয়!
প্রেম-সিন্ধু ম'জে গেলে অভিমান সহে না
—লাভে হয় বিরক্তি উদয়!

৩৭

বঁধুর অতলস্পর্শ ছিল প্রেম-নীরধি,
মানতরী ভাসাতেম তায়,
সুরা, বেশ্যা, চোরা চরে ঘিরেছে যে অবধি,
মান আর স্থান নাহি পায়!

৩৮

যে নয়নে বিন্দু নীর সহিতে যে নারিত,
তাহে স্রোত দেখিল সে জন!
নিবারিতে বিধিমতে আকুল যে হইত,
উল্টে রাগ করে সে এখন!

৩৯

বদনে বিকট ভঙ্গী—নেশায় গোঁগা, দুয়েতে!
কদম্বভাবে ভাষে অকপটে,—
"জ্বালাতন কর যদি, রবনা এ গৃহেতে—
শুতে এসে ভাল জ্বালা বটে!"

৪০

শেষ চাপ কেটে কূপে জল উঠে যেমনি,
থনক থামাতে আর নারে;
অই বাক্যে আঁখি-উৎস উথলিল তেমনি—
লাজে আর থামাতে না পারে!

৪১

'বালকের বল কান্না' বলে শুনি সকলে;
কিন্তু একা বালকের নয়;
অথলা সরলা যত অবলা এ ভূতলে—
পরাধীন যাদের হৃদয়—

৪২

প্রণয়-রতনে যারা বিনিময়ে বঞ্চিতা—
আশা-গাছে উঠে পাশা-হারা—
সুধা পাত্রে হলাহল পেয়ে যারা তাপিতা—
কান্না বিনা কিসে বাঁচে তারা?

৪৩

রমণী ভূষণ মান, সোহাগের সময়ে,
স্বাধীনভর্ত্তৃকা যত দিন;
সেই মান ভস্ম-লেপ, বিরাগের উদয়ে—
পতি যবে পরের অধীন!

৪৪

হা ধিক্ মরণাধিক যে যাতনা যতনে!
হা ধিক পুরুষ-প্রাণা নারী!
পুরুষ কি প্রাণ চায়? চেনে সুধু মদনে;
কেবল ভোগের আজ্ঞাকারী!
(কেবল ভোগের অধিকারী!)

৪৫

ভোগের বিকারে তৃষা যত দিন সঞ্চরে,
তত দিন কতই যতন!
পিয়াসান্তে মৌরির পুঁটুলি যথা আদরে,
যুবতীর অদৃষ্টে তেমন!

৪৬

কত অনুরাগে আগে কি সোহাগে তুষেছে
অভেদাত্মা দুজনে তখন!
অল্প কালে সে ভাব কোথায় উড়ে গিয়েছে—
রামধনু আকাশে যেমন!



৪৭

কাঁদিতে কাঁদিতে যত এইমত ভাবিনু,
পঞ্চ ভাব হইল উদয়—
রাগ, ভয়, ঘৃণা, শোক, অভিমানে মজিনু—
বাহ্য জ্ঞান হারানু নিশ্চয়!

৪৮

ক্যাল্ ক্যাল্ দুটী আঁখি—স্থির হলো চাহনি,
জ্ঞান হলো প্রাণ বুঝি যায়—
ধড়াস করিয়া ভূমে পড়িলাম অমনি—
শ্বাস বায়ু ছাড়িল আমায়!

৪৯

পতনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যে ঘটনা,
স্মরণে আনিতে পারি টেনে;
তার পরে কি জানি! চৈতন্য মাত্র ছিল না—
শুনে শেষে নিয়েছি তা জেনে।

৫০

বঁধু নাকি নাসাস্পর্শে কেঁদেছেন তরাসে—
(তা শুনে মরিতে সাধ যায়!)
আর নাকি এক দাসী ডাকি শীঘ্র সকাশে,
হয়েছেন নিযুক্ত সেবায়!

৫১

আর নাকি সকাতর বাতুলের প্রায় রে,
অভাগীর মুখে মুখ দিয়ে,
ব'লেছেন "তো বিনে প্রেয়সি প্রাণ যায় রে!"
ডেকেছেন "উঠ প্রাণ প্রিয়ে!"

৫২

শ্রবণ কাতর, হায় যে আদর শুনিতে,
বহু দিন কাণ পেতে আছে—
সে সুধা বহিয়া গেল, পারিলনা লক্ষিতে—
সখী-মুখে শুনিল সে পাছে!

৫৩

কত জল, গোলাপ ছিটালে পোড়া বদনে,
কিছুতেই না ফিরিল জ্ঞান—
তার পর বঁধু নাকি সচঞ্চল চরণে,
ডাক্তার ডাকিতে নিজে যান!

৫৪

হেনকালে পাপিনীর পাপ ওষ্ঠ নড়িল—
পড়িল, বহিল দীর্ঘ শ্বাস—
ক্ষণেকে দুখিনী নাকি চক্ষু মেলি চাহিল
—তাঁর নাকি হইল উল্লাস!

৫৫

দাঁড়ে আসি বাহুপাশে বাঁধি মোরে যতনে
এই সুধা ঢালিলেন কাণে—
"আবার তোমার আমি জীবনে কি মরণে—
যার আমি যাবনা সে স্থানে।"

৫৬

আতস বাজীতে যথা অগ্নিমাত্র পরশে,
ছত্রাকার কদম্ব নিকর;
এই বাক্যে তেমতি ফুলিল মন হরষে—
লোমাঞ্চিত সর্ব্ব কলেবর!

৫৭

সখী গেল গৃহান্তর, মান গেল অন্তরে—
সুখে মুখে না সরে বচন—
অনুরাগ, সোহাগ, প্রেমাশ্রু সহ সাদরে
শ্রীচরণে লইনু শরণ!

(দ্বিতীয় পালা শেষ।)

— —

# চাষার খেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্ষেমা মাসী বুঝায়ে মাগীরে,
বলিলেন মোর দিকে ফিরে ;
"তোর বাপু চাষ করা, কড়ি দিয়ে ডুবে মরা,
দেনায় কেবল রয় ঘিরে।

কাজ কি এমন চাষ রেখে—
চালকি নাম গায় কুঁড়ো মেখে ?
খেটে মরো বারমাস, লাভ তো চুলোর পাঁশ,
অঙ্গ জ্ব'লে যায় দেখে দেখে।

এমন দুখল শাস্ত্র গাই,
টাকা দিয়ে খুঁজেও না পাই,
আহা! সিটী বেচে ফেলা, লক্ষ্মীরে দুপায় ঠেলা,
এ কথার কথা ঠেকতে নাই।

এখন এ দায় যাতে কাটে,
ফি ফিকির তাতে ভাল খাটে,
সিটী আগে করা চাই, নৈলেতো নিস্তার নাই,
তার পর যা থাকে নলাটে।"

বলিলাম চেষ্টা যত দূর,
হতে পারে, হইনি কসুর,
তবে তো বিচার ক'রে, গ'কটী বেচিতে মোরে,
বলিলেন ঘটক ঠাকুর।

মাগী বলে, "দেখ ঠাকরুণ,
ওঁর এই চাষের দরুণ,
না ঘুরিছি কোন্ গাঁয়, না ধরিছি কার পায়,
আর নিত্যি খেটে হই খুন।"

খাটি তায় কিছু দুখ নাই,
গা তর কি জন্যে তবে ছাই?
কিন্তু খেটে এত জ্বালা, হইল ভস্মে ঘি ঢালা,
লাভে হ'তে দুদিক হারাই।"

তার পর মোর পানে চেয়ে,
বলিল মাথার দিব্বি খেয়ে ;
"চাষে করি দণ্ডবৎ. আ'জ্ থেকে নাকে খত,
ঢুকে গেলে আসি গঙ্গা নেয়ে।

হয়েছে সবার পায় পড়া,
বাকী আছে সুধু হাতে দড়া ;
আর কি বাঁধা দে এসো, পুঁটের গলার হেঁসো,
আর এই পঁইচে দু ছড়া।

গাধার মতন খেটে খেটে,
না প'রে না দিয়ে কিছু পেটে,
এই ক বছর ধ'রে, কিছু টাকা জমা ক'রে,
রেখেছিনু কস কোটা কেটে।

বলিতে পরাণ মোর কাঁদে,
গায় পাড়ে থুথু দিতে চাঁদে,
তোমার যে কারখানা, ঘটী বাটী বঁটী খানা,
সকলিতো দিলে বাঁধা দে।

একবার দেখে এসো গাঁয়,
খালি গায় কে আছে পাড়ায়?
নেড়া বোঁচা হ'য়ে আছি, ভুলেও কি একগাছি
রাঙা সুতো দেছো মোর গায়?

হেদে অই পদীর ভাতার,
(কি এমন তার রোজগার?)
দিয়েছে কেমন হায়, আপন মেগের গায়,
পঁইচে, তাবিজ, চন্দ্রহার।

তুমি সুধু বাক্যির পুঁটুলি,
তোমার কথায় আর ভুলি?
টাকা গুনি ভেঙ্গে তাই দিছিনু দুগোর ঠাঁই,
গ'ড়ে দিতে পঁইচে হেঁসুলী।

যেমনি সে দিয়েছিল গ'ড়ে,
তেমনি রয়েছে ঘরে প'ড়ে,
তোমার প'ড়েছে দায়, নজ্জায় তুলিনি গায়,
দেখে পাছে হও রক্ত-ম'ড়ে!

যায় ভয় তাই হয় আগে—
কাটা ঘায় আগেই ঘা লাগে ;
যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়,
কে খণ্ডাবে যার যিটী ভাগে?

জানি মুই পোড়া ভাগ্যি যার,
স্বগ্গেতেও সুখ নেই তার,
কপালের দোষে হায়, পোড়া শ'ল জলে যায়,
পটের ময়ূরে গেলে হার।

আর জন্মে ক'রেছিনু পাপ,
পেয়েছিনু কত বেহ্ম শাঁপ,
তাই জন্ম চাষা কুলে, পোড়া সুখ নেই মূলে,
পদে পদে পাই মনে তাপ।

যা হ'ক্ গহনা ক খানায়,
যদি বোঝো মিটে যায় দায়,
তবে তাই নিয়ে যাও, বেচো আর বাঁধা দাও,
যেমন তোমার মন চায়।"

মাসী বলে "আ'জ্ লক্ষ্মীবার,
সন্ধ্যা হয়. বেলা নাই আর ;
থা'ক্ আ'জ্ কাজ নাই. আর পর দেখা চাই ;
অদিনে করিতে নেই ধার।"

মাগী বলে, "আর আয় পায়!
গরিব নোকের সব সয়!
যাদের বিষয় আছে, শাস্তর তাদের কাছে,
মোরা জন্তু. মানুষতো নয়।

এম্নি ক'রে যত কথা বাড়ে,
ফাল যেন বেঁধে হাড়ে হাড়ে,
দোষ আর দিব কার, কর্ম্মফল আপনার,
বিধির আঁচড় কেবা নাড়ে?"

বলিনু খানিক ক্ষণ থেকে,
'দেখে, শুনে, আর ঠেকে শেখে,
মুই না বুঝিতে পেরে, পড়িছি এমন ফেরে,
এবার শিখিনু আচ্ছা ঠেকে।

এখন কোথায় বল যাই,
কারে ধ'রে টাকা ধার পাই,
থাকি মুই মাঠে মাঠে, চাষ বাসে দিন কাটে,
মোর তত্ত্ব জানা শুনো নাই।"

মাসী বলে, "কেন? ধোনা বেণে,
এ কাজে সবাই তারে চেনে,
সোণা রূপো যার তার, বাঁধা রেখে দেয় ধার,
জোয় ঘায় চোরা মাল কেনে।

তার কাছে যে যখন যায়,
বাঁধা দিয়ে ধার ধোর পায়,
অন্য কাজ নাই তার, এই তার কারবার
মুটো মুটো চোটা সুদ খায়।

আমাদের গাঁয় সেই বই,
সুদখোর আছে আর কই?
কিন্তু সে সুদের তরে, বড়ই নাকুনা করে,
কড়াটী না দিলে নয় সই।

মিন্সে, বাপু, চলে এম্নি চেপে,
পিঁপড়ে মাছির পোঁদ টেপে,
সব আপনার ঠাঁই, বাপকে বিশ্বাস নাই,
তেল পলা নিজে দেয় মেপে।

বারমাস ব'সে খেকে ঘরে,
দশ টাকা রোজগার করে,
খরচেতে এম্নি সোম, হা'র মানে হাড়ী ডোম,
এক পয়সায় বাঁচে মরে।

চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কয়,
পাতাটী নড়িলে তার ভয়,
তাই ফকিরের পাকে, দোরে খিল দিয়ে রাখে,
তিক্ষে মুটো পাছে দিতে হয়!

কিন্তু সে কথায় খুব খাঁটি,
তার কাছে নাই ছাঁটাছাঁটি,
যে কথা সে কাজ তার, নাই কোনো ফেরফার,
দেওয়া নেওয়া দুই আঁটাআঁটি।

( ক্রমশঃ )

---

## প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

( গতবারের পর। )

যাঁহারা গান বাজনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উপকার তো অসীম, যাঁহারা এ বিদ্যায় অব্যবসায়ী ও অশিক্ষিত, তাঁহারাও অপরাপর জ্ঞানের মধ্যে একটী ব্যাপার অবগত হইয়া বিস্মিত হইবেন। সেটী অন্য কিছু নয়; সাধারণের এমন একটা সাধারণ সংস্কার আছে, যে, মুসলমানেরাই সঙ্গীতের ঔৎকর্ষ করিয়াছিলেন, ( কাহারো কাহারো বোধে ) মুসলমানেরাই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, কাহারো কাহারো প্রত্যয়ে ইউরোপের অপেক্ষা এদেশের সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ নয়, ইত্যাদি মহাভ্রান্তি-মূলক সংস্কার সমূহ সমূলে উচ্ছিন্ন হইতে পারিবে। অর্থাৎ আর্য্য পণ্ডিতমণ্ডলী এক তালের বিষয়ে কতদূর সম্পূর্ণতা ও মহোন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা এই মৃদঙ্গ মঞ্জরী গ্রন্থ পাঠে বহুলাংশে



জানিতে পারিবেন। চৌতাল, সুর ফাক্তা, রূপক, ধামার, ঝাঁপতাল, তেওরা, খামসা, বীরপঞ্চ, পটতাল, শাস্তিতাল, মোহন তাল, দেবাহার, রাসতাল, ব্রহ্ম, রুদ্র, ব্রহ্মযোগ, লছমীতাল প্রভৃতি ২৮০ দুই শত আশী তালের নাম, লক্ষণ, বোল বা পরমাদির কাণ্ড কি প্রকাণ্ড! আবার সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থে এ সমস্ত ব্যতীত আরো কঠিনতর কত তালাদির বিবরণ পাওয়া যায়, যাহাদের প্রয়োগ ও শিক্ষা এক্ষণে এককালে লোপ পাইয়াছে—সে সব ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয়! পর জাতীয়দিগের নানা বিষয়ক বিজ্ঞান ও সাধন দেখিয়া ভক্তিভাবে গলিয়া যাই, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা কোন্ বিদ্যার না জন্ম দিয়াছিলেন, কোন্ বিষয়ের বা আলোচনা না করিয়াছিলেন, কোন্ বিষয়কেই বা অত্যুন্নত অবস্থায় না উঠাইয়াছিলেন? উঃ! ভারতের জল, স্থল, গিরি, বন প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের ন্যায় মানব-বুদ্ধিও কি চমৎকার উর্ব্বরা ছিল! হায়! সেই উর্ব্বরা বুদ্ধির দশা এখন কি হইয়াছে! হা পরাধীনতা! তুমি না করিতে পার এমন দুরবস্থাই নাই!!

আমাদিগের বিজ্ঞ সহযোগী এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থের যে যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সকলই আমাদিগের অনুমোদনীয়। কিন্তু তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের কৃত একটী শ্লোক মাত্র উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে যে বিশেষ গুণপণা আছে তাহা যে পরিস্ফুট করিয়া দেন নাই, সেটী ক্ষোভের বিষয়। প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইল, নচেৎ আমরা সেই গুণপণার সবিস্তার ব্যাখা করিতাম। আপাততঃ সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ না দিয়া সন্তুপ্ত থাকিতে পারি না।

সহযোগী সত্যই লিখিয়াছেন, যে, "পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, গ্রন্থকার কেবল বোলগুলি ছাপাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বোল গুলির কোন্ অক্ষর দেখিয়া মৃদঙ্গের কিরূপে আওয়াজ করিতে হইবে, তাহারও উপদেশ দিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে; কোন্ আওয়াজ কত হ্রস্ব বা কত দীর্ঘ হইবে, তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইত্যাদি।"

সুদ্ধ তাহাও নহে। প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্র মতে ভিন্ন ভিন্ন স্বরবর্ণ বিশিষ্ট ক্‌খ্‌ ইত্যাদি ষোড়শ বর্ণের বিভিন্ন প্রকার যোগ বিয়োগে বিবিধ বোল উৎপাদিত হয়। এক্ষণে নিম্নলিখিত রূপ যে কয়টী শ্লোক উক্ত গোস্বামী মহাশয় উপক্রমণিকার বোল বিশেষে খাটাইয়া দিয়াছেন, প্রত্যেকটীতে ঐ ষোড়শ বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ নাই। আবার তাহাদিগের অর্থ-লব্ধিও চমৎকার। তা, দিং, তাক, ধিৎ ইত্যাদি অর্থশূন্য বোলের পরিবর্ত্তে শ্লোকময় সদর্থ বাক্য প্রস্তুত হওয়া সামান্য সুখের বিষয় নহে। অধুনা সহযোগীর উ-

ধৃত শ্লোকটী লিখিয়াই আমরা উপসংহার করিলাম।

নখোদ্ধৃতো ধরণিধরো দুরুদ্ধরো
মদোদ্ধত দ্বিরদরদাগ্রধারিণা।
নিরাকৃতং দরদকৃতান্ততাড়নং
মুরারিণা নরনরকান্তকারিণা॥ ধা।

## ২। আর্য্যজাতির শিল্প চাতুরী।

গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিদ্যালয়ের "জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং" বিষয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী মহাশয় ইহার প্রণেতা। রায় প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য এক টাকা দুই আনা।

উপকারক ও উপাদেয় গ্রন্থ দ্বারা আমাদের মাতৃভাষা অলঙ্কৃতা না হইতেছেন এমন নহে, কিন্তু তদ্ভাবভের সংখ্যা, গুণ ও প্রচারকাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিরলতা দৃষ্ট হয়। স্বর্ণকারের "দোকান-ঝাড়া" ক্রয়কারীরা যেমন বিস্তর আয়াসে বিস্তর ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে দুই এক গুঁড়া সুবর্ণ রজত লাভ করে, তেমনি আমাদের যন্ত্রালয়-সমূহ-নিক্ষিপ্ত রাশি রাশি জঞ্জাল ঠেলিয়া মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি গ্রন্থের নাম-যোগ্য গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন গ্রীস, ভারত ও রোম প্রভৃতি দেশ এবং আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা মণ্ডলে যেরূপ নানা বিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট-শ্রেণীর পুস্তকাবলী প্রসব করিয়াছে বা করিতেছে, যদিও বঙ্গভাষা অদ্যাপি তেমন একখানিও দেখাইতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার নব্য বয়স বিবেচনায় অধুনা যাহা দিতেছেন, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি—বরং মোহিনী আশার বাক্যে মুগ্ধ আছি!

যাহা হউক, আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ এবং পাঠক সাধারণ তৎপ্রতি সাদর ব্যবহার করেন এমন ভরসাও করিতেছি। ইহার গুণ বিস্তর, দোষ অতি যৎসামান্য। ইহার বাহ্যরূপ অর্থাৎ মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারটী যেমন পরিপাটীরূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে, ইহার আভ্যন্তরিক (বিষয় ও লিপিগত) গুণাবলীও প্রতিষ্ঠার যোগ্য। ইহার ফলশ্রুতি বহু—তন্মধ্যে দুইটীর উল্লেখ করিব। প্রথম, এতদ্দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যজাতির আশ্চর্য্য শিল্প-চাতুরীর জ্ঞান কিয়দংশে জন্মে—আর্য্যসমাজ যে ভূমণ্ডলের সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতম ও উচ্চতম সভ্য ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তদাভাষ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। দ্বিতীয়, আমাদের "শ্রীবৃদ্ধিকারী" নামা কতকগুলি ক্ষুদ্রাশয় সাহেব সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন "ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃ শিল্পী নয়, কৃষক—তাহারা কৃষি লইয়া থাকুক—ইংলণ্ড মহা শিল্পের স্থান, সুতরাং শিল্পজ পদার্থমাত্রের নিমিত্তই ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া থাকিতেই হইবে!" ইত্যাদি অমৃতগর্ভ অসার যুক্তি-কুহকে আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা পান—মুগ্ধ বচনে ভুলাইয়া রাখা হইলেও বাঁচিতাম—মু বা কুকৌশলময় নিয়মাদি দ্বারা এদেশীয় সর্ব্ব ব্যবহার্য্য-বস্তু-বিষয়ক শিল্পকে



স্তম্ভিত করিয়া তাঁহারা আত্ম-স্বার্থ সাধনে যেরূপ তৎপর আছেন, তাহা তাঁহাদিগের ন্যায় ধার্ম্মিকাভিমানী জাতির নিতান্ত অনুচিত এবং আমরা যে তাহাতে বিমুগ্ধচেতা হইয়া থাকি, আমাদিগের নিতান্ত মূর্খতা বা অনভিজ্ঞতার ফল সন্দেহ নাই। শ্যামাচরণ বাবু যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, এরূপ গ্রন্থ যতই প্রকাশ পাইবে, ততই সেই মূঢ়তা নাশের মহদুপায় হইতে পারিবে। এই পুস্তকে সূক্ষ্ম শিল্পের কথা আছে, সেই রূপে যদি ভারতীয় চিরন্তন স্থূল শিল্পের মহিমা-ব্যঞ্জক পুস্তকাবলী লিখিত হয়, তবে দেশ বিদেশে সকলেই জানিতে পারিবে, যে, আমরা সুদ্ধ কৃষক নহি—আমাদিগের অনুকরণেই বড় বড় সভ্য জাতি শিল্পী হইয়া উঠিয়াছেন—আমাদিগের ভাস্কর্য্য, কারুকার্য্য, বস্ত্র বয়ন, স্বর্ণ মণি মাণিক্য রচিত শোভনতম গঠনাদির আদর্শ লইয়াই (এক্ষণে যিনি যত উন্নত হউন) তাঁহাদিগের বড়াই—আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যেমন নিপুণ ছিলেন, সুযোগ পাইলে আমরাও তেমন, কি হয়তো ততোধিক নৈপুণ্য দেখাইতে পারি!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ যে কোনো বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় যে কোনো পুস্তক লিখিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন উচ্চ ধাতুর হইতেছে না। তাহার এক মাত্র কারণ, বাঙ্গালীরা লেখা পড়া শিখিতেছেন বটে, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা, স্বাবলম্বন, স্বকীয় গবেষণা, বা উচ্চ অঙ্গের অনুসন্ধিৎসার সহিত অদ্যাপি যথোচিত প্রেম করিতে শিখেন নাই বা নানা অবস্থার প্রতিবন্ধকতায় পারিয়া উঠিতেছেন না; শ্যামাচরণ বাবুও সেই সাধারণ সমতল ভূমির ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার অপ্রতিষ্ঠা বা উৎসাহ ভঙ্গ করিতেছি না—হয় তো তিনি সময়াভাবে ততদূর পারেন নাই। তিনি আপনিই স্বীয় ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, যে, "এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আর্য্যজাতির শিল্প চাতুরির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মুকুর স্বরূপ নহে, প্রত্যুতইহা তাহার শতাংশের একাংশও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে।" এবং তাঁহার শিক্ষক সুপণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত H. H. Locke Principal of the Govt. School of Arts. মহোদয় তাঁহার উৎসৃষ্ট উপহারের প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তন্মধ্যেও আমাদিগের উক্ত অভিপ্রায়ের এইরূপ পোষকতা দৃষ্ট হইল যথা—

'A thorough and critical examination of Ancient and Mediœval Hindu Art would require a very much greater amount of leisure than I know to be at your disposal as well as fuller opportunities of study than to my knowledge you have had. It will not therefore be surprising (and I trust not discouraging to you) if your book should be found to have any short-comings which ampler time and deeper stu-

dy might have enabled you to avoid. * * but the very fact that you have attempted to engage the attention of those of your countrymen to whom the vernacular is the only vehicle for knowledge, and through their mother tongue to teach them *somewhat* (however little it may be when compared with the entire field which the subject covers) of the admirable Art of your forefathers should to my mind secure for you the very hearty commendation of all who are interested in the spread of Art-knowledge in India."

এই নিমিত্ত আমরাও শ্যামাচরণ বাবুকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু যতদিন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অথবা ইউরোপীয় প্রণালীতে সম্পূর্ণ আলোচনা, স্বাধীন গবেষণা এবং স্বকীয় অনুসন্ধানের ফল লইয়া গ্রন্থ রচিত না হইতেছে, তত দিন মাতৃভাষা এবং পৈতৃক সমাজের আশামত উপকার দর্শিতেছে না। তথাপি ইহা প্রথম উদ্যম, ইহাতেই বিপুল আভাষ পাওয়া যাইতেছে এবং শ্যামাচরণ বাবু স্বাধীন চিন্তার ফল কিঞ্চিৎ সংযুক্তও করিয়াছেন, এই তিনটী কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার এই পুস্তককে আমরা প্রচুর অনুরাগের সহিত গ্রহণ করিলাম।

পুস্তকের প্রথমে সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি বিষয়টী লিখিত হইয়াছে। তৎপরে আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরীর বিবৃতি আরব্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে এই কয়টী বিষয় আছে;—প্রথম, স্থপতি কার্য্য বা স্থাপত্য। এ বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কোনো গ্রন্থ যে ছিল বা অদ্যাপি আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। মান্দ্রাজ-বাসী মৃত মহাত্মা রামরাজ ইংরাজীতে আর্য্য-স্থাপত্য-বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, শ্যামাচরণ বাবু সেই খানি ও অন্যান্য ইংরাজী বহু গ্রন্থ হইতে তাঁহার পুস্তক সংকলন করিয়াছেন। রামরাজের লিখনানুসারে "মানসার, কাশ্যপ এবং মনুষ্যালয়-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সত্ত্বা জানা যাইতেছে। "তিনি আরো বলেন, যে, অর্থ শাস্ত্রে সাংগ্রামিক স্থাপত্যের অর্থাৎ দুর্গ ও ব্যূহ প্রভৃতির রচনা চাতুর্য্যের নিয়মাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অগস্ত্য প্রণীত "সকলাধিকার" নামক গ্রন্থে পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় উপদেশের উল্লেখ আছে।" গ্রন্থকার ঐ সব গ্রন্থের অতীব প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং লিখেন, যে, উক্ত পুস্তকের অধিকাংশই অত্যন্ত জীর্ণ ও গলিতাবস্থায় হস্তগত হওয়াতে স্থল বিশেষের অর্থস্ফূর্ত্তি হয় না এবং কোনো কোনো পরিচ্ছেদ ও পত্র পাওয়াই যায় না।

সে যাহা হউক, পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্ব বিষয়েরই বিজ্ঞান যে বিশেষ উন্নত অবস্থায় উঠিয়াছিল এবং কালে যে তত্ত্বাবতের বিস্তর লোপ হইয়া গিয়াছে, ইহা শ্যামাচরণ বাবুর গ্রন্থ



পাঠে বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়। তিনি সংক্ষেপে এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংস্কৃত মাপ ও নানা অঙ্গের নামাদি যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তদাভাষের কিছুমাত্র অভাব রহিতেছে না। এবং গ্রন্থমধ্যে প্রাচীন থাম প্রভৃতির যে সকল চিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপদেষ্টা বটে।

ইলোরা প্রভৃতি ভারতীয় বহু বহু গুহা ও মন্দিরাদি দেবস্থানের বর্ণনা পাঠ ও চিত্র দর্শন করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, যদিও ঐ সকল গুহাদির বিষয় পূর্ব্বে অনেক বার অনেক স্থানে পাঠ করা গিয়াছে, কিন্তু মাতৃভাষার পুস্তকে তত্তাবতের একত্র সন্নিবেশে, বিশেষতঃ শ্যাম বাবুর লিখন-চাতুর্য্যে আমাদিগের চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট হইল। প্রসিদ্ধ "কৈলাস" নামক ইলোরার গুহাবিশেষের বর্ণনায় তিনি লিখেন "ইহার প্রবেশদ্বারে এক চমৎকার নহবৎ খানা আছে, এবং তন্মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দেবতাদিগের লীলা প্রকাশক মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয়, যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" একথা তিনিই বলেন এমন নহে, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন!

চিলামক্কমের একটী মন্দিরের বর্ণনাতেও ঐরূপ উচ্চতম প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ এমন প্রতিষ্ঠার স্থাপত্য ভারতের কত স্থানে যে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র আলোচনা মধ্যে কত লিখিব! গুর্জ্জরের অন্তঃপাতি আবু পর্ব্বতোপরি বিমলাসাহ প্রতিষ্ঠিত জৈন মন্দির দেখিয়া "বিখ্যাত ফর্গুসন সাহেব বলিয়াছেন, যে, এরূপ বহ্বায়াস-সম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি-কার্য্য বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই ইত্যাদি।" উক্ত সাহেব অন্যত্র বলেন যে, হিন্দুস্থাপত্য "সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন ও ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য জাতীয় স্থাপত্য হইতে এত পৃথক্, যে, মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক সংস্কারোৎপত্তির আশঙ্কা না করিয়া ইহার সহিত কোনো জাতীয় স্থাপত্যের তুলনা করা যাইতে পারে না। * * * ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বহ্বায়াস-সাধ্য গঠন-নৈপুণ্য ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। ইহার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যই আশ্চর্য্য ভাবোদ্দীপক ইত্যাদি।"

কিন্তু "হিন্দুদিগের স্থপতি-কার্য্যে দুইটী প্রধান দোষ লক্ষিত হয়। একটী বিজনতা এবং অপরটী আলোক প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা। * * পর্ব্বত বা মরুভূমি এই সকলের নির্ম্মাণস্থান এবং যে দেবের উদ্দেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এরূপ অক্ষয় ও অমর কীর্ত্তি সকল খোদিত বা গ্রথিত হইয়াছে, আলোক বিরহে সেই দেবতার মূর্ত্তি পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হওয়া দুঃসাধ্য।"

এ দোষ স্বীকার্য্য হইলেও ইহা প্রকৃত বিদ্যার দোষ নহে—অন্য কোনো বিশেষ কারণ জন্য স্থান ও অবস্থা-বিষয়ক ত্রুটী।

স্থাপত্যের ন্যায় হিন্দু-ভাস্কর্য্যের

নৈপুণ্যও এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা তদ্বিষয়ে অধিক বলিতে পারিলাম না। এতৎসম্বন্ধেও যে প্রতিমূর্ত্তি গুলি প্রকটিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে বিস্ময় ও আনন্দরসে মন গলিয়া যায়!

পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে চিত্র বিষয়টী লিখিত হইয়াছে। হিন্দু-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বহু স্থলে বিদ্যমান, সুতরাং তত্তাবতের গুণ গরিমা এক প্রকার চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা যেমন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, প্রাচীন চিত্র বিদ্যার গৌরব সেরূপ সমর্থন করিবার উপায় বিরহ। তথাপি শ্যামাচরণ বাবু কাব্য, নাটক ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির সাহায্য লইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তকে আর্য্যজাতীয় পূর্ব্বতন চিত্র বিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণের যে এককালেই অভাব, তাহাও নহে। তিনি লিখেন "অজন্তা ও বাঘ প্রভৃতি স্থানের কতিপয় গুহাতে এক প্রকার চিত্র লক্ষিত হয়, যাহাকে ইউরোপীয়েরা 'ফ্রেস্কো পেণ্টিং' কহে। গুহাস্থ চিত্রগুলির অভিপ্রায়ও মন্দ নহে—কোথাও বা বীর পুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে ধাবিত হইতেছে, কোথাও বা মৃগয়ার্থ সজ্জীভূত অশ্বারোহী ও শস্ত্রপাণি রাজকুমারগণ আপন আপন লক্ষ্য পশুদিগের প্রতি ধাবমান হইতেছে ইত্যাদি।"

ফলতঃ দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ যবন প্লাবনে পুনঃ পুনঃ যেরূপ উৎসন্ন প্রায় হইয়াছিল—বিশেষতঃ ধর্ম্ম-বিষয়ক সৎকীর্ত্তি মাত্রেই যেরূপ ভগ্নাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে যে সকল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য নিতান্ত গুপ্তস্থানে স্থিত বা অভেদ্য অক্ষয় রূপে দণ্ডায়মান, তাহারাই কেবল অব্যাহতি পাইয়াছিল। এমতে অল্প উৎপাতে ধ্বংসশীল চিত্রকার্য্য যে তিষ্ঠিয়া থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্র ও অমর কবিদের কাব্য-গ্রন্থ কোথায় যাইবে? তন্মধ্যে তাৎকালিক আশ্চর্য্য চিত্র বিদ্যার ভুরি ভুরি নিদর্শন বিকীর্ণ রহিয়াছে। শ্যাম বাবু তদ্রূপ প্রমাণ সংগ্রহে ত্রুটী করেন নাই। ফলতঃ তাঁহার এই শেষ অধ্যায় ও উপসংহারে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, প্রায় সকলই সদ্যুক্তি ও সুরুচিসম্ভূত—তাহার অধিকাংশই আমাদিগের বিশেষ অনুমোদনীয়। ভরসা করি, তিনি এরূপ বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন ও অধ্যবসায় প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাদিগকে আর এক খানি বৃহত্তর পুস্তক অর্পণ করেন— সুদ্ধ পরিমাণে নয়, গুণাংশে বৃহত্তর ও মহত্তর চাই! যেহেতু তাঁহার উপস্থিত গ্রন্থপাঠে আমরা তাঁহার নিকট মাতৃভাষার এতদ্বিষয়ক আরো উচ্চ ধাতুর অলঙ্কারের আশা করিতে পারি—এবারে সোণার সাট দিয়াছেন, ভবিষ্যতে জড়াও সাট দিতে হইবে!

### ৩। চিত্তকানন। (প্রথম ভাগ)

শ্রীযুত বাবু কানাই লাল মিত্র এই ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ খানির প্রণেতা। কানাই বাবুর বিশেষ পরিচয় জানি না. কিম্বা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু পূর্ব্ব পরিচয়ে আর আবশ্যক কি? এই ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থে তাঁহার গুণের যে পরিচয় পাইতেছি, তাহাতেই তিনি হৃদয়ের বন্ধু রূপে চিরপরিচিত রহিলেন!

চিত্ত-কাননে আটটী বিষয় আছে; ন্যূনাতিরেকে আটটীই মনোহর হইয়াছে; ইহাতে উচ্চ অঙ্গের কল্পনা বা নির্ম্মাণশক্তির পরিচয় না পাওয়া যাউক—এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তদ্রূপ প্রতিভার দর্শন পাওয়া ভার—কিন্তু ভাবমাধুর্য্য, রচনা-চাতুর্য্য এবং লালিত্যাদি গুণে কবিতা কয়টী চিত্ত-বিনোদনে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছে। এ কারণ ইহাকে চিত্ত-কানন না বলিয়া চিত্ত-উদ্যান বলিতেছি! বোধ হয়, নানা রসবাহী কোনো প্রধান রসকে আশ্রয় করিয়া সুসংশ্লিষ্ট কোনো দীর্ঘ আয়তনের কাব্য লিখিতে যত্ন করিলে ইনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন। কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত বোধ হইতেছে। তাঁহার লেখনী মিত্রাক্ষর পদ্যে যেরূপ পটু, অমিত্রের পক্ষে তেমন কৌশলী নয়। কেন নয়—কি সূত্রে একথা বলিতেছি, তাহা বুঝাইতে গেলে অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন এবং বুঝাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক—কোনো সহৃদয় মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। সেই অল্প পটুতা কোনোমতেই লজ্জাস্কর বা নিন্দনীয় নহে। একাধারে সকল গুণ অস্বাভাবিক। কেহবা এক প্রণালী, কেহবা অন্য প্রণালীর সল্লেখক হইয়া থাকেন। তাঁহার রচিত অমিত্রাক্ষর পদ্যকে মন্দ বলিতেছি না, তদপেক্ষা তাঁহার মিত্রাক্ষরের রচনা শ্রেষ্ঠ ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। অতএব ভরসা করি, ভবিষ্যতে তিনি যখন কোনো পদ্য লিখিবেন, তখন যেন মিত্রাক্ষর ছন্দকেই সমধিক আশ্রয় করেন এবং যখনই যাহা প্রচার করিবেন, তখনই তাহার পুরুফ সংশোধনের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন। তাঁহার চিত্ত-কাননে বর্ণাশুদ্ধির যেরূপ আধিক্য এবং ছেদচিহ্নাদির যে প্রকার বৈপরীত্য দেখিলাম, এখনকার বটতলা-যন্ত্র সমূহের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতেও সে সব দোষ তত লক্ষিত হয় না। আমরা নিতান্ত বন্ধুভাবেই এই সামান্য ত্রুটীর উল্লেখ করিলাম।

### ৪। গৌড়েশ্বর নাটক।

এখানি বাবু রমেশচন্দ্র লাহীড়ি-কর্ত্তৃক প্রণীত। ভাবে বোধ হয়, তাহার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর উদ্দেশে নাটক খানি উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ভালই হইয়াছে; কেননা, অন্য কেহ আদর করুক বা না করুক, জননী কি বলিয়া আপন সন্তানের সন্তানকে (যেমন হউক) স্নেহে কোলে না করিবেন? গ্রন্থকর্ত্তার কবিত্ব প্রদর্শনার্থ সেই "গ্রন্থোৎসর্গ" কবিতাটী এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—তৎপাঠে পাঠকগণ কবির ভাব, হাব, ছন্দোবন্ধ সকলই আপনারাই

বুঝিয়া লইবেন, আমাদের আর ক্লেশ পাইতে হইবে না!

"ধর, মাতঃ, তব রমেশের গৌড়েশ্বর;
মাখি, শ্রদ্ধামৃতে—পূততম মন্দাকিনী-
বারি—অর্পিলাম তব চরণকমলে।
হায় মাতঃ! ছিলাম অপুত্র তব আমি!
করিয়াছি কত অবাধ্যতা, দিয়াছি, মা,
কতই যাতনা! হেরিতেছি তাহা সব
এবে, যবে দিনগত! হারাইনু তব
স্নেহামৃত, যবে কুসুমিত গৌড়েশ্বর;
সমর্পিনু তাহে তব স্বর্গীয় চরণে।"

নাটকখানি পাঠ করিয়া অনুভব হয়, রমেশ বাবু দৃশ্য-কাব্য না লিখিয়া যদি কোনো অদৃশ্য-কাব্যের প্রতি-প্রসবয়িতা হইতে চেষ্টা পান, তাহা হইলে এক দিন সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারেন।

আর একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। কিন্তু তাহাও ফুটিয়া বলিবার প্রতিবন্ধকতা আছে। যেহেতু সমালোচকের নিজের ভাব গ্রন্থান্তরে অপগৃহীত দেখিলে তদান্দোলন করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হয়। এস্থলে রামাভিষেক ও গৌড়েশ্বর নাটকে সেই অমঙ্গলময় সম্বন্ধের সন্দেহ হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

৫। মেঘনাদ-বধ-গীতাভিনয়।

বোধ হয়, এই পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় গীতাভিনয় করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ রায় কর্ম্মকার ইহার প্রণেতা। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম। ইহা সর্ব্বতোভাবে উদ্দেশ্যসাধক অর্থাৎ গীতাভিনয়ের যোগ্য। কথোপকথনের বক্তৃতা গুলি বেশী বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট দীর্ঘ নহে—ললিত ও সরল। গানগুলি উত্তম রচিত হইয়াছে—ভাব চাতুর্য্য ও প্রসাদ গুণে মনোহরণ করিতে পারে। উচ্চ ধরণের কবিত্ব না থাকুক, কিন্তু হরি বাবু সুরুচি ও সহৃদয়তার সহিত মধ্যবিধ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। "মেঘনাদ বধ" নামোল্লেখ মাত্রেই কবিবর মাইকেল মহাশয়ের বীররস-প্রধান কাব্য খানিকে ইহার আদর্শ ও অবলম্বন বলিয়া সহজেই বোধ হইতে পারে। কিন্তু ফলে তাহা অবিকল নহে। হরি বাবু প্রমীলাকে সেরূপ বীরাঙ্গনা এবং মায়া প্রভৃতিকে তদ্রূপ সহায় করেন নাই। ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। কারণ নাটকে তত পেঁচাও করিতে গেলে রসের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হেতু গীতিকাব্যের অনুপযোগী রস ফল ঘটিত। ইনি প্রচলিত সরল আখ্যায়িকার আশ্রয় লইয়াই সমধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

৬। হক্ কথা।

পূর্ব্বে হালিসহর পত্রিকায় উক্ত শিরোনামায় ক্রমশঃ প্রকাশিত কয়েক অধ্যায় বিশিষ্ট একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, এক্ষণে তাহাই পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ—শ্লেষ রসের সাহায্যে দেশের কুচরিত্র ও কদাচারের সংশোধন; কিন্তু তাহা কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে, নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এরূপ



লিপি যে কত দূর কঠিন তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই জানেন—একটু এদিগ্ ওদিগ্ হইলে এককালে বিপরীত হইয়া পড়ে। হক্ কথা আপনাকে হুতোম পেঁচার কনিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইতে পারে; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কুম্ভকর্ণ যেমন রাবণের সহোদর, তেমন ভাই না হইবেন, বিভীষণ তো ননই! আবার লক্ষ্মণ যেমন রামের, কি নকুল সহদেব প্রভৃতি যেমন যুধিষ্ঠিরাদির বৈমাত্র ভ্রাতা, তেমনও বোধ হয় না! অথবা ভীম যেরূপ হনুমানের যুগান্তের বৈমাত্র, তাহারও লক্ষণ দেখা গেল না! তবে কি এত বড়বড় ভারত পুরাণাদিতে ইঁহাদের উপমা পাওয়া যায় না? যায়—কিন্তু ফুটিতে ভয় হয়, অথচ না ফুটিলেও কর্ত্তব্যের হানি। অতএব বলিতে বাধিত হইলাম, বিনতানন্দন গরুড় ও কদ্রুসুত বাসুকিতে যেরূপ ভ্রাতৃ সম্বন্ধ, হুতোম পেঁচা আর হক্ কথার মধ্যে সেই প্রকারের ভ্রাতৃভাব দৃষ্ট হয়! গরুড় জন্মিয়াই ক্ষুধায় কাতর; কি খাই কি খাই করিয়া পিতা কশ্যপের নিকট গেলেন—কশ্যপ গজকচ্ছপ খাইতে বলিলেন। সুতরাং জন্মিয়াই গরুড় প্রাণীহিংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে বড় বড় জন্তু—মহাগজ আর মহাকচ্ছপ! তাহারা শাপগ্রস্ত ছিল, তাহাতে তাহাদেরও উদ্ধার হইল! তাঁহার ভোজনস্থান এক মহা বৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখা; তাঁহার ভর সহিতে না পারিয়া যখন সেই শাখা ভগ্ন হইল, তখন পাছে শাখাবলম্বী ষষ্ঠি সহস্র বালখিল্য ঋষির কোনো ব্যাঘাত হয়, তন্নিমিত্ত গরুড় উদ্বিগ্ন হইয়া সেইশাখাকে নখে ধরিয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকট গেলেন—পিতৃ উপদেশানুসারে জগতের হিতকর উপায় অবলম্বন করিলেন। গরুড়ের এই উপাখ্যান অদ্ভুতরসাশ্রিত—লোকে শুনিয়া চমৎকৃত হয়—কেহই ঘৃণা করে না! হুতোমপেঁচাও প্রাণী হিংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাপরূপ শাপগ্রস্ত বড় বড় জন্তুই তাঁহার আক্রমণের পাত্র ছিল—নির্দ্দোষী ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্রকেই তিনি বাঁচাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃত উপাখ্যান যথার্থ শ্লেষরসাশ্রিত—পড়িয়া লোকে চমৎকৃত হয়—কেহই নাক সিঁট্‌কায় না!

কদ্রুর পুত্র নির্ব্বাচন ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ—উত্তমাধম—সদোষ নির্দ্দোষ সকল প্রাণীকেই হিংসা করে! সে হিংসা গরুড়ের ন্যায় কোনো অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক স্পষ্টতঃ করে না—ঘাসের ভিতর, ধূলার মধ্যে, বনে গর্ত্তে লুকাইয়া থাকিয়া কুট্ করিয়া বিষদন্তের আঘাত করে—তাহার কাণ্ড অতি কুৎসিত; দেখিয়া শুনিয়া ঘৃণামিশ্রিত ভয় হয়!

হক্‌কথা মহাশয় নিজে হক্‌কথার আদর্শ—পরে হক্‌কথা বলিলে কদাচই বেজার হইবেন না—অতএব উক্ত উপমা জন্য মাপ করিবেন! আমাদের কথা হক্ কিনা যদি এ সন্দেহ থাকে, তবে যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোনো দুই তিন জন নিরপেক্ষ সদ্ভাবক বিজ্ঞ লোককে বিনা অনুরোধে (তৃতীয় ব্যক্তির উপায়ে) স্বীয় গ্রন্থ ও হুতোম পেঁচা প-

ড়াইয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া লয়েন!

৭। মাতালের জননীর বিলাপ।

এখানি অতি ক্ষুদ্র—নাটকাকারে লিখিত। গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। রাজশ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নামে উৎসৃষ্ট। বিষয়ের অনুরোধেই রাজা বাহাদুর স্বীয় নাম দানে সম্মত হইয়া থাকিবেন, নচেৎ ইহার অভ্যন্তরে তৈলিপক গুণ এমন কিছুই নাই, যাহাতে তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু বিশেষ কোনো গুণ নাই বলিয়া কোনো বিশেষ দোষও যে আছে, তাহাও নয়। সর্ব্বনাশক সুরাপানের যে বিষময় ফল প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহারই কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্য নিতান্ত অসিদ্ধ হয় নাই। অতএব আমরা সেই সদভিপ্রায়েরই পক্ষপাতী হইয়া প্রার্থনা করি, সাধারণে ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করেন—মূল্য ।০ আনা।

৮। বসন্তক।

শ্লেষাত্মক মাসিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। চিত্রগুলি দেখিয়া আমরা অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। ইহাতে ছয় খানি চিত্র আছে। সকলগুলিই ন্যূনাতিরেকে উদ্দেশ্য-সাধক হইয়াছে। তন্মধ্যে "বঙ্গবতীর মহাপীড়ায় ডাক্তার দ্বয়ের পরামর্শ!" এখানির ভাবে আমরা অধিক গদ্গদ হইয়াছি। এরূপ "পঞ্চ" পত্রিকার নিতান্ত প্রয়োজন ও মহোপকার অবশ্যই স্বীকার্য্য। দুঃখের বিষয় ইহার লিপি-কৌশল যদিও মন্দ নয়, কিন্তু প্রার্থনানুরূপ বা আশামত হয় নাই। তবে এখানি প্রথম সংখ্যা, ভরসা করি পরবর্ত্তী খণ্ড সমূহে চিত্রের ন্যায় সে গুণেও ইহার বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগীর শুভ কামনা করিতেছি!

৯। সুশ্রুত।

"প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞাপন। বাঙ্গালা অনুবাদ এবং সংস্করণ।" শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ বন্দ্যোপায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রচারিত হইতেছে। আমরা ইহার প্রথম দুই খণ্ড পাইয়াছি। ভাষা যত দূর সরল হইতে পারে তাহা হইয়াছে। এরূপ অনুবাদ প্রচারের মহতী উপকার প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য। ভরসা করি, বঙ্গীয় সমাজ সমুচিত উৎসাহ দানে কৃপণ হইবেন না। প্রতি খণ্ডে চারি ফরমা, মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি চারি আনা মাত্র। ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে প্রাপ্য।

---

## বাক্রইপুর হিন্দুমেলায়

কোনো সচ্ছাত্র কর্ত্তৃক বিবৃত পদ্য।

এসো সম্বৎসর পরে, আলিঙ্গিয়া প্রেম ভরে,
যুড়াই জীবন, ভ্রাতৃগণ!
মনে নাহি ছিল আশ,—যার আশা বারমাস—
এবার তা হবে সংঘটন॥

এই দুর্ব্বৎসর কালে, জড়িত দুর্ভিক্ষ-জালে,
কে জানিত হবে হিন্দুমেলা?



জানিত পুনঃ বিধি, এই সংমিলন-নিধি,
দিয়া খেলাবেন সুখ-খেলা?

সরের অবসানে, প্রতিবার এই স্থানে,
হই সবে একত্র মিলিত।
দশের হিতের তরে, যাতে ভাল ঘরে পরে
হয়—তার করিতে বিহিত॥

অন্য বৎসরের মত, ধান্য আদি শস্য যত,
হয় নাই এবার প্রচুর।
জল বিনে হাহা রব, চারিদিকে চাষী সব,
কেবল ভাবিছে অসমুর॥

আতব উষণা চা'ল, নানা রবিখন্দ ডা'ল্
হয় বঙ্গবাসীর আহার।
সে দ্রব্যের হ্রাস হ'লে, কিরূপেতে দেশ চলে?
প্রাণভয়ে তাই হাহাকার!

চারিদিকে চেষ্টা যত, বর্ণিতে কে পারে কত?
গবর্ণমেণ্ট বড়লোকগণ,
করিছেন সদুপায়, যাতে দেশ রক্ষা পায়
দূরে যায় দুর্ভিক্ষ-শমন॥

বিলাতে মা মহারাণী, শুনি প্রজা-খেদ-বাণী
দয়াবতী হইয়ে সদয়।
করেছেন ধন দান, করে বঙ্গ গুণ গান,
পেয়ে নিজ মাতার অভয়!

আরো কত অগণন, জমীদার রাজগণ,
মুক্তহস্তে দিতেছেন ধন।
যথা ছিল মকবর, এবে তথা সরোবর,
খাল বিল হতেছে খনন।

যেমন মৌক্তিক হার, পরাইলে সুষমার
শেষ নাই সুন্দরীর গলে;
সেইমত অগণিত, শতেশ্বরী শোভান্বিত,
বঙ্গের হৃদয়ে খাল চলে!

হেনমতে নানা স্থানে, দুঃখীরে বাঁচাতে প্রাণে,
হইতেছে নানা অনুষ্ঠান।
ধন্য যত ধনবান, জমীদার পুণ্যবান,
অকাতরে করিতেছে দান!

আপাততঃ দৈন্য হরে, স্থায়ী কীর্ত্তি রবে পরে,
ভাবীকালে মহা উপকার।
হিন্দু প্রথা অন্নছত্র, পাতিয়া কদলিপত্র
নিত্য খায় হাজার হাজার!

বড় সুখ পাই মনে, বঙ্গ-দুঃখ দরশনে,
বঙ্গবাসী করিছে রোদন!
মায়ের অকৃতী ছেলে, সুকৃতী তাদের ফেলে,
নিজ মুখে না দেয় ওদন!

থাকিতে সংসার মাঝে, ধন চাই যে যে কাজে,
তার মাঝে শ্রেষ্ঠ কাজ এই—
সার্থক সে ধন তার হেন কর্ম্মে ব্যয় যার,
ধন-সুখে সুখী মাত্র সেই!

অন্নাভাবে একবার, চারিদিকে হাহাকার,
হয়েছিল উড়িষ্যা মুলুকে।
ম'লো লোক অগণিত, ভাবিলে বিদরে চিত
সে বেদনা আজো বাজে বুকে!

দূরিবারে সে দূরিত, নর্থব্রুক সমুচিত,
মহোদ্যোগী আছেন এবার।
তা দেখে হতেছে আশ, সেরূপে প্রজার নাশ,
দেখিবেনা বঙ্গ কি বেহার!

দয়াময় কৃপাবলে, আমাদের এ অঞ্চলে,
হয় নাই তত অত্যাচার !
হতো যথা যত দানা, ফলিয়াছে দশ আনা,
তবু ভাল—কতক নিস্তার !

দেশ-অধিবাসী যত, হয়ে যদি একমত,
এখনও ভাবে সু উপায়।
সব দুঃখ গিয়া দূরে, সচ্ছলতা উঠে পুরে
দুর্ভিক্ষ-আপদ দূরে যায়॥

ধনী, জমীদার যত, রাজগণ অভিমত,
চান্দা দান করিতেছে বটে।
তাহে কি হইতে পারে ? কোটি কোটি
কোটি দ্বারে,
অনাটন প্রতিক্ষণ ঘটে !

এক মাত্র প্রতীকার, হতে পারে এই তার
প্রতি জনপদ প্রতি গ্রামে।
ছোট বড় প্রজাকুল, পরস্পর অনুকূল,
ঘট পাতে একতার নামে !

কিন্তু একতার নাম, সকল সুখের ধাম,
বাঙ্গালীর লাগে শ্রুত-প্রায়।
পাঁপিঁড়া বল্মীকগণ, করে যুদ্ধ প্রাণপণ,
কেহ যদি বাসা ভেঙ্গে যায়।

সামান্য কীটের দেখে, হায় তবু নাহি
শেখে,
এই দুখে হৃদি দগ্ধ হয় !
অরে রে বাঙ্গালি জাতি, কবেরে একতা
ভাতি,
উজলিবে তোদের হৃদয় !

কবেরে ঐক্যতা হীন, একলক্ষ হয়ে লীন,
আর্য্যজাতি কার্য্যে লুকাইবে ?
কবে বিদ্যা বুদ্ধি সনে, বঙ্গ-হৃদয়-কাননে
ঐক্যের সাহস উপজিবে ?

কবেরে বাঙ্গালিনাম, হবে আদর্শের
জাতি-পদে কবে আরোহিবে
স্বজাতি সন্তাপ সর্ব্ব, স্বজাতি উদ্যমে
এ সুপর্ব্ব কবেরে আসিবে ?

একতার গুণ যত, বর্ণিব বলহে কা
বর্ণাবলী হারে বর্ণিবারে।
সামান্য তৃণের গুচ্ছ, মত্তগজে করে তু
বদ্ধ হয়ে রজ্জুর আকারে !

ব্রিটনের অধিবাসী, অপার জলধি রাশি
পার হয়ে আপন বিক্রমে —
কত দেশ পরাজয়, করে নিত্য, কি বিস্ময়
কে আঁটে তাদের পরাক্রমে ?

আছে যে সকল দোষ, তার প্রতি অতি-
রোষ, করা, আমাদের যুক্ত নয়।
চাঁদের যে গুণ আছে, কলঙ্ক কি তার
কাছে, কভু বল সমতুল্য হয় ?

অতএব ভ্রাতৃগণ, দেখে সেই সংমিলন,
এসো মিলি একতা-বন্ধনে।
দেশের মঙ্গল তরে, চেষ্টা করি ঘরে পরে,
রত্ন কিহে মিলে অযতনে ?

সেই বিধি দয়াময়, সৃজন পালন লয়,
যাঁর কৃপা গুণে নিয়ন্ত্রিত।
অমঙ্গল দূর করি, বাঙ্গালির দুঃখ হরি,
করুন মোদের সর্ব্বহিত॥

দিয়া ঐক্য, বুদ্ধি, বল,—মানব জনমফল,—
মানস করুন আলোময় !
মিলি যত ভ্রাতৃগণ, গাব তাঁর সংকীর্ত্তন,
আর " উচ্চ ভারতের জয় ! "

বশম্বদ
শ্রীঅম্বিকাকুমার রায়চৌধুরী।
বারুইপুর।